



५५.४
७३

४०२४०

पुस्तकालय

সার্বজনীন স্বাধীনতা
ভারতীয় বনৌষধি

(সচিত্র)

মূল্য ১০
তৃতীয় খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,

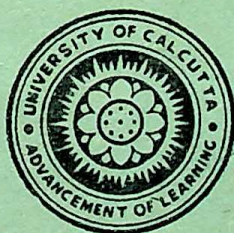
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রী এককড়ি ঘোষ,

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩২

ভারতীয় বনৌষধি

(সচিত্র)

তৃতীয় খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

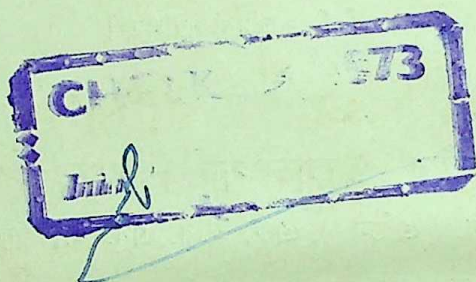


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫২

মূল্য—৬ (ছয় টাকা)

● अर्य समाज मुद्रि ●	
पुस्तक सं०...	५५:४
आगत सं०...	२०२
दिनांक...	४०, २४०
मुद्रक अर्य समाज मुद्रि	



PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1754B—July, 1952—GE.

JUSTICIA.]

ভারতীয় বর্নোষধি

[451. J. Gendarusa Linn. f.]

Genus—JUSTICIA Linn.

451. J. Gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 42; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 724.

Ref.—F. B. I., iv, 532; Roxb., F. I., i, 728; B. P., ii, 818; Watt, iv, Pt. ii, 557; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে দেখা যায়, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় দেখা যায়; কোন কোন স্থানে চাষ হয়। মার্ভাবান ও টেনাসরিয়ের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. নীলনিগুণ্ডী; বা. জগৎমদন, মামলক; হি. উদি-সম্বালু; তে. নাল্লা-বাভিলি; তা. কারুনচ-চি।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র এবং তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৪ ফুট, কাণ্ডের চারি পার্শ্বে লম্বা ও চাপা দাগ আছে। গাছের অগ্রভাগ একটু মোটা, সূক্ষ্ম ও বেগুনে রংএর লোমযুক্ত। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, বৃত্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রের কিনারা কণ্ঠিত ও উজ্জ্বল এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্রের শিরার নিম্নে বেগুনে রংএর দাগ আছে। পত্রবৃত্ত $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফুল ছোট, শ্বেত অথবা লাল বর্ণ, ইহাতে অতি ক্ষুদ্র লাল দাগ আছে। পাপড়ি $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, তরবারির আকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পনল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। বীজকোষ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কোষে ৪টা বীজ থাকে। Trimen বলেন, ইহার ফল প্রায় দেখা যায় না। পত্রে মনোহর গন্ধ আছে। আরও দুই প্রকার নিগুণ্ডী আছে—উহাদের নাম Vitex Negundo এবং V. trifolia; উহা Verbenaceae Order ভুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে ইহার ফুল ও বর্ষার প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের রস সরিষার তৈলের সহিত খাইলে হাঁপানি রোগীর বমন হয় এবং ইহার পাতার জলে স্নান করিলে বাত আরাম হয় (Rheede)।

নিগুণ্ডী বমনকারক ও বালকদের পেটবেদনায় অতিশয় ফলপ্রদ। ইহার পত্রের কাথ পুরাতন বাতে হিতকর (Ainslie)। ইহার রসায়ন শক্তিও বিद्यমান আছে। পত্র হইতে প্রস্তুত তৈলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং পিষ্ট রস খাইলে অর্ধশিরঃশূল (আধকপালে মাথাধরা) ও মুখের পক্ষাঘাত আরাম হয় (Watt)।

পত্রের টাটকা রস কর্ণে প্রদান করিলে কান বেদনা এবং মাথায় যে দিকে আধকপালে হইয়াছে সেই দিকের নাকে লইলে উহা আরাম হয়। (Fig. 451.)

RHINACANTHUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[453. *R. communis* Nees452. *J. diffusa* Willd. (পীতপাপড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 1539 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 725 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 94 ; Ann. Jard. Bot. Buitz., xxiv, t. 22, Fig. 19.

Ref.—F. B. I., iv, 538 ; Roxb., F. I., i, 132 ; B. P., ii, 818.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার।

বিভিন্ন নাম—বধে—ঘাতি, পীতপাপড়া।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ-। বর্ষাকালে বহু পরিমাণে দেখা যায়। ইহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ডে যুগ্মপত্র জন্মে ; পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রে মোটা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ১-১½ ইঞ্চি, নিম্নের পত্র কিঞ্চিৎ বক্র। ফুল ছোট, ফিকে বেগুনে, মূল নরম, লম্বা ও সরল। ফুলের নীচের পাতায় গাঢ় লাল দাগ আছে, ফুল ছোট বড় উভয়বিধ হয়। বীজকোষ ৬ ইঞ্চি। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফুলের সময় এই গাছ সংগ্রহ করা উচিত। গাছের ও ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। Ainslie বলেন, ইহার পাতা রগড়াইয়া চক্ষু-রস দিলে চক্ষুর আরক্ততা ও চক্ষু উঠা আরাম হয় (Dymock, iii, 49)। (Fig. 452.)

Genus—RHINACANTHUS Nees.

453. *R. communis* Nees. (পলকজুঁই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 69 ; Bot. Mag., t. 325 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 72613.

Ref.—F. B. I., iv, 541 ; B. P., 819.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্গুর, বঙ্গদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর হুল্লী, বর্ধমান ও হাওড়ার বাগানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. যুথিকাপর্ণী ; বা. হি. জুঁইপোনা, পলকজুঁই ; তা. তে. নাগামাল্লি।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—শাখাবিশিষ্ট গুল্ম। কাণ্ড হইতে উভয় দিকে যুগ্মপত্র বাহির হয়। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের কিনারা ঢেউখেলান। অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। পত্রবৃন্ত ৬ ইঞ্চি, ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয়। বহির্কোষ ১½ ইঞ্চি, পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষে ৪টি বীজ থাকে, ইহার বোটা লম্বা, নিরেট এবং গোলাকার। ডিসেম্বর হইতে এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ECBOLIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[454. E. Linneanum Kurz

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাটকা শিকড় ও পাতা ছেঁচিয়া চুণের জলের সহিত পান করিলে বড় ক্রমি আরাম হয়। ইহার বীজ বড় ক্রমির পক্ষে হিতকর (Ainslie)।

শিকড়ের ছাল চর্মরোগের মহৌষধ; উহাকে ইউরোপীয় ডাক্তারেরা Dhubie's itch বলেন (Dymock, iii, 55)।

সিন্ধুদেশের কবিরাজেরা ইহার কামোত্তেজক শক্তি আছে বলিয়া ইহার শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খাইবার ব্যবস্থা দেন (Murray)।

ভারতের কোন কোন স্থানে ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারণের জন্ত ব্যবহার করে। (Fig. 453.)

Genus—ECBOLIUM Kurz.

454. E. Linneanum Kurz. (উজ্জ্বাতি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 20; Bot. Mag., 1847; Wight, Ic., t. 463.

Ref.—F. B. I., iv, 544; Roxb., F. l., 114; B. P., ii, 816; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ববঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ও হি. রহনে গাছ; উজ্জ্বাতি।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২-৩ ফিট উচ্চ, কখন বা আরও উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয় দিকে যুগ্মপত্র হয়। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, কোমল লোমযুক্ত; বোটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড ২-১০ ইঞ্চি লম্বা, চতুষ্কোণ; পুষ্পস্তবক ১½ ইঞ্চি। ফুলের রং ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ সবুজবর্ণ। Dr. Hooker বলেন, ফুল সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ অথবা নীল কিংবা বেগুনে। বীজকোষ লোমযুক্ত, বীজ ষ্ঠেতবর্ণ। সেপ্টেম্বর হইতে এপ্রেল মাস পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় যক্ষ্মরোগে ও বাধকে ব্যবহার হয় (Dymock)।

Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছ বাতে ব্যবহার হয়। এই গাছ গাভীতে ভক্ষণ করিলে উহার দুগ্ধে রহনের গ্ৰাস গন্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 454.)

PERISTROPHE.]

ভারতীয় বনৌষধি

[456. *P. bicalyculata* NeesGenus—*RUNGIA* Nees.455. *R. parviflora* Nees (পিণ্ডি)

Fig.—Bedd., Ic., Pl. Ind. Orient., 266 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 729.

Ref.—F. B. I., iv, 550 ; Roxb., F. I., i, 133 ; B. P., ii, 821 ; Prain, H. H., 259.

জন্মস্থান—ভারতের স্থানে স্থানে, বঙ্গদেশে ও ছোটনাগপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডি ; সামতাল—বীরলোপঙ্গ-আরক ; তে. পিণ্ডিকুণ্ড ; তা. পুনকপুণ্ড।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী নরম গুল্ম। পত্র ২½-৪ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, পত্রের বৃত্তদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট, ৪ ইঞ্চি, চেপ্টা। পাপড়ি লম্বাকৃতি ; পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ছোট। ফুল খেতবর্ণ, উহাতে নিম্নদিকে নীলের ডোরা আছে। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ছোট। ফলে সচরাচর ৪টা বীজ থাকে। সাধারণতঃ শীতের সময় ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নূতন পত্ররস শাস্তিকর এবং বালকদের বসন্ত হইলে প্রদত্ত হয়, মাত্রা ছোট চামচের এক চামচে দিবসে দুইবার ব্যবহার্য। আঘাত জনিত বেদনায় ইহার পাতার রসে যন্ত্রণার উপশম হয় (Ainslie)। (Fig. 455.)

Genus—*PERISTROPHE* Nees.456. *P. bicalyculata* Nees. (নাসভাগ)

Fig.—Lam., Ill., t. 12, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 730.

Ref.—F. B. I., iv, 554 ; Roxb., F. I., i, 126 ; B. P., ii, 820 ; Prain, H. H., 259 ; Dalz & Gibs, Bomb. Fl., 197.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, বেহার, উত্তর পূর্ব বঙ্গদেশ, মৈমনসিংহ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, গঙ্গানদীর কিনারায় শুষ্ক পতিত স্থানে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নাসভাগ ; হি. অত্রিলাল ; তে. চেবির।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—সরল বিস্তৃত গুল্ম, লোমযুক্ত। পত্র ২-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ধোঁটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের পত্র ৬-৮ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ও সরু। পুষ্পস্তবক ৬-৮ ইঞ্চি ; বীজকোষ ৬-৮ ইঞ্চি ; বীজ ছোট ছোট অনেক হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

CLERODENDRON.]

ভারতীয় বনৌষধি

[457. *C. infortunatum* Gaertn

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছটা পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ডাক্তার সখারাম অর্জুন তাঁহার লিখিত Bombay Drugs নামক পুস্তকে ইহার গুণ *Fumaria parviflora*র (বনশুলকা) তুল্য বলিয়া লিখিয়াছেন এবং ইহা বনশুলকার স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহার তিক্ততা বনশুলকা অপেক্ষা কম। (Fig. 456.)

LXXVIII. VERBENACEAE

Genus—CLERODENDRON Linn.

457. *C. infortunatum* Gaertn. (যেঁটু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 25 ; Bot. Mag., t. 1805 ; Lamk., Ill., t. 544.

Ref.—F. B. I., iv, 594 ; Roxb., F. I., iii, 59 ; B. P., ii, 835 ; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাকর্ণ ; বা. যেঁটু, ভাঁট ; হি. ভাঁট ; সামতাল—আরবারি।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক ও পত্র।

বর্ণনা—গুলজাতীয় উদ্ভিদ, ৪ ফুট উচ্চ ; কখন কখন অধিক উচ্চ হয়। গাছগুলি পীতবর্ণ অথবা খেতবর্ণ লোমছারা আবৃত। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট, উপরের পত্র লালবর্ণ। ফুলের বহির্কাস ৬ ইঞ্চি ও কণ্ঠিত। অন্তঃস্থবক কোমল লোমযুক্ত, খেতবর্ণ ও দীর্ঘ লালবর্ণ। ফলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। Lindl., Bot. Reg., t. 19এ যে চিত্র আছে উহার ফুলের রং অতিশয় লালবর্ণ ; সচরাচর যে সকল যেঁটুগাছ বাগানে দেখা যায় উহার ফুল খেতবর্ণ বা দীর্ঘ লালবর্ণ (U. N. Kanjilal)। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র কুমিনাশক এবং মূল ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও ঘন ঘন ভুক্তদ্রব্য ভেদ আরাম হয়।

Dr. Bholanath Basu বলেন, ইহা চিরেতার পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Pharm. Ind.)। পাতার পিষ্ট রস ধারক, কুমিনাশক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার রস মলদ্বার দিয়া পিচকারী দিলে ছোট ছোট কুমি নাশ হয় (Thornton)।

CLERODENDRON.]

ভারতীয় বনৌষধি

[458 C. Siphonanthus R. Br.

Dr. U. C. Dutt ইহার সংস্কৃত নাম ভাণ্ডিরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রাজনিষন্টু পুস্তকে এই নাম দেখা যায় না।

টাটকা খেঁটুপাতার রস বলকারক ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক (K. L. Dey)। (Fig. 457.)

458. C. Siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)

Fig.—Burm., Fl. Ind., 136, t. 43, Figs. 1 & 2 ; Wight, Ill., t. 173 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 747.

Ref.—F. B. I., iv, 595 ; Roxb., F. I., iii, 67 ; B. P., ii, 836 ; Watt, II, Pt. II, 375 ; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—কুমায়ুন, দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্রহ্মযতিক, ভার্গী ; বা. বামুনহাটী ; হি. বারাগী।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ও পত্র। মাত্রা—চূর্ণ ১-৪ আনা, কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—স্বল্প লোমযুক্ত গুল্ম, ৪-৮ ফুট লম্বা। ইহার কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, পত্র কাণ্ডের অগ্রভাগে চতুর্দিকে ৩-৫টি জন্মে। পত্র ৬-২ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বোটা ½ ইঞ্চি। ফুল স্বেতবর্ণ, একটু স্নান হইলে পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ড ২-১৮ ইঞ্চি লম্বা ; বহির্কাস ½ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ ; অস্থঃস্তবক লোমযুক্ত ও স্বেতবর্ণ। ফলে শাঁস আছে, গোলাকার ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে মটরের গ্রায় বীজ থাকে। বর্ষার সময়ে ফুল হয় ও বর্ষার পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল হাঁপানি, সন্দি ও গাল গলা ফুলায় হিতকর (Watt)। কাষ্ঠ দীর্ঘ তিস্ত ও ধারক। আঠা উপদংশজনিত বাতে হিতকর (Baden-Powell)। বামুনহাটীর পত্র ও শাখার নরম অগ্রভাগের রস দিয়া যে ঘৃত প্রস্তুত হয় উহা নারাদা প্রভৃতি চর্মরোগ আরাম করে। ইহার কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া সূতার মালার গ্রায় গাঁথিয়া ছেলের গলায় পরাইয়া দিলে ডাইনী ঝাইতে পারে না, এবং ইহা কোমরে বাঁধা থাকিলে ভূত প্রেত ধরিতে পারে না বলিয়া এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস আছে (Dr. Thornton)। ইহার শিকড় আঁদার সহিত পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। বামুনহাটী বক্ষঃপ্রদাহের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিকাশাসী পিবেন্দ্ভাগী সবিশ্বামুষ্কবারিণা।

নাগরং বা সিতা ভার্গী সৌবর্চলসমন্বিতম্ ॥ চক্রদত্তঃ

ভার্গীর শিকড়ের কাথ, দশমূল, হরীতকী, মাতগুড় এবং তেজপাত, এলাচ ও দারুচিনি দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত হাঁপানি নিবারক।

CLERODENDRON.]

ভারতীয় বনোষধি

[459. *C. phlomides* Linn

অগ্নিমহুভবঃ মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা ।

শীতপিত্তোদর্ককোটান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ॥ চক্রদন্তঃ

বামুনহাটীর মূলের ত্বক্, শুষ্ঠ চূর্ণের সহিত গরম জলে দিয়া পান করিলে কাসি আরাম হয় (চরক) ।

মধু ও গব্যদুতযোগে ইহার মূলের ত্বক্ সেবন করিলে শ্বাসরোগ আরাম হয় (চরক) ।

ইহার মূলের ত্বক্ চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া গণ্ডমালায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (চক্রদন্ত) ।

মূলের ত্বক্ ববের কাথে পিষিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে কুরণ্ড উপশম করে । (Fig. 458.)

459. *C. phlomides* Linn. (বাতস্ত্রী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1473 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 744 ; Wight, Ic., Pl. Ind. Or., iv, t. 1473 ; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., t. 200.

Ref.—F. B. I., iv, 590 ; Roxb., F. I., iii, 57 ; B. P., ii, 835 ; Brandis, For. Fl., 363 ; Talbot, For. Fl. Bomb., ii, 358.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বেহার ।

বিভিন্ন নাম—সং. বাতস্ত্রী ; বা. বাতস্ত্র ; তা. বাতমাকদকী ; তে. তেলেকীতিলক ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় ও পত্র ।

বর্ণনা—৩০ ফুট উচ্চ গাছ, কোমল লোমযুক্ত । পত্র ছোট, ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বিষম চতুর্ভুজের ত্রায়, প্রান্তদেশ কর্ণিত । ফুলের বহির্কাস ঙ্গ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সৰু । বোটা ২-১ ইঞ্চি ; ফুল শ্বেতবর্ণ অথবা গাঢ় লালবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত । ফল শীসযুক্ত, গুহ, ৬-৫ ইঞ্চি লম্বা । গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, পাতলা, মসৃণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ । সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল তিত্ত ও বলকারক ; হাম ও তড়কাই ইহা বেশ ফলপ্রদ (S. Arjun) ।

পাতার রস উপদংশ নাশক (Ainslie) ।

ইহা শোথ নিবারক এবং গো-মহিষাদির ক্রিমিরোগে ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয় (Campbell) । (Fig. 459.)

CALLICARPA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[461. *C. arborea* Roxb.]

Genus—LANTANA L.

460. *L. Camara* L. (গুয়ে গের্দা)

Fig.—Lamarek, Ill., iii. t. 540, Fig. 1 (1797); Boiss. Atlas Pl. Jard., t. 226 (1896).

Ref.—F. B. I., iv. 562; B. P., ii, 825; Voigt, H. S., 472; Prain, H. H., 259.

জন্মান্ধান—ইহা আমেরিকা দেশীয় গাছ; মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা জেলার বেড়া ও জঙ্গলের ধারে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়ে গের্দা।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ শক্ত ডাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম, শাখার একদিকে বক্র কাঁটা আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফুল ছোট, গাছের অগ্রভাগে থাকে, দেখিতে সুন্দর, লাল ও লেবু-রংবিশিষ্ট। বহির্কাস ছোট, পুষ্পনল নরম, পাপড়ি বিস্তৃত। টাটকা বীজে Albumin নাই। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মেক্সিকো দেশে ইহার পত্র যবের সহিত সিদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকদের প্রসব হইবার সময় প্রয়োগ করে। ইহার আর একটি জাতি আছে, তাহা অজীর্ণে ব্যবহার হয়। (Fig. 460.)

Genus—CALLICARPA Linn.

461. *C. arborea* Roxb. (বরমাল্লা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 732A.

Ref.—F. B. I., iv, 567; Roxb., F. I., i, 390; B. P., ii, 827.

জন্মান্ধান—ছোটনাগপুর, বেহার, উত্তর বঙ্গ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. বরমাল্লা, বরমালা; সামতাল—দমকটকৈ; কুমাঘুন—সিওয়ালি।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, পুষ্পগুচ্ছ পত্রের নীচে ঢাকা থাকে। ছাল দীর্ঘ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও খেতবর্ণ, কাষ্ঠ খুব শক্ত নহে। পত্র ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া। শাখা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৮-১২টি হয়। পুষ্পদণ্ডে ৩-৪টি শাখা হয়, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে বেগুনে ও সৌগন্ধময়। ফলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, বেগুনে,

TECTONA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[463. *T. grandis* Linn. f.]

রংবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয় ; কখনও কখনও অন্য সময়েও ফুল ও ফল দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত ; ইহার কাথ পাচড়া নিবারক। ইহা বলকারক ও পেটকাঁপা নিবারক (Watt.)। (Fig. 461.)

462. *C. lanata* L. (মসন্দার)

Fig.—Wight, Ill., t. 173b, Fig. 5 ; Ic., t. 1480.

Ref.—F. B. I., iv, 567 ; Brandis, For. Fl., 368.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য ; উত্তর ও দক্ষিণ সরকার।

বিভিন্ন নাম—মসন্দারী, মসন্দার।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, শাখা মোটা ও গোলাকার। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমাবৃত, বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ উজ্জল সবুজবর্ণ, নিম্নদিক শ্বেত অথবা পীতবর্ণ লোমাবৃত। বোটা ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার, শক্ত লোমাবৃত। ফুল ফিকে লালবর্ণ, ফুলের বোটা ছোট, শুষ্কবন্ধ ; পুষ্পনল ৬ ইঞ্চি লম্বা, বক্র। ফল ৬ ইঞ্চি, গোলাকার উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থে এই গাছের উল্লেখ দেখা যায় না। Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র ছুঁলে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধোত করিলে মুখের ঘা আরাম হয়। ইহার ছালের শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বরের উত্তাপ, পিত্তজনিত উদ্বেগ এবং পিত্তপ্রকোপ নিবারিত হয়। Dr. Ainslie বলেন যে মালয়দেশীয় লোকেরা ইহাকে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহার শিকড়, পত্র ও ত্বক্ সিংহলের লোকেরা চর্মরোগে ব্যবহার করে (Trimen)। (Fig. 462.)

Genus—TECTONA Linn. f.

463. *T. grandis* Linn. f. (সেগুণ)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 10, t. 6 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 27 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 260 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 735.

Ref.—F. B. I., iv, 570 ; Roxb., Fl. I., i, 600 ; B. P., ii, 929 ; Prain, H. H., 260.

PREMNA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[464. *P. integrifolia* Linn.]

জন্মস্থান—মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগনার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে বহু গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. সাক; বা. সেগুণ; তা. টেকুটেক; তে. টেকু; Eng. Teak wood.

ব্যবহার্য অংশ—কাষ্ঠ।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০-১৫০ ফুট উচ্চ হয়। বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়; ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে বসা, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ কর্কশ, নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ অথবা পীতভ লোমাবৃত। প্রধান শিরা ৮-১০ ছোড়া। ফুল ছোট, অনেক হয়। পুষ্পদণ্ডে বহু শাখা হয়, উহা ১-৩ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, পাপড়ি $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক শ্বেতবর্ণ লোমযুক্ত, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের আচ্ছাদন নরম লোমাবৃত। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সেগুণ কাষ্ঠের গুঁড়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় ও আঘাত জনিত ফুলায় প্রলেপ দিলে উহার রক্ত সরাইয়া দেয়। ইহা সেবন করিলে অগ্নরোগে পেটজালা নিবারণ হয়। ইহা কুমিনাশক। সেগুণ বীজের তৈল মাথায় মাখিলে কেশ বদ্ধিত হয় ও গায়ে মাখিলে চুলকানি আরাম হয়। কাষ্ঠের ছাই চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে দৃষ্টিশক্তি বাড়াইয়া দেয়। সেগুণ ফল মুত্রকর; Dr. Gibson বলেন, ইহার বীজেরও এই গুণ বর্তমান আছে (Dymock, iii, 61)।

বর্ষাদেশে ইহার কাষ্ঠ হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করে।

কঙ্কন দেশে ইহার Tar ঘায়ে ব্যবহৃত হয় (Jour. Asiat. Soc. Bengal, i, 170)। Dr. Rheede বলেন, ইহার কচি পাতা হইতে বেগুণে রং প্রস্তুত হয়। সেগুণের Tar কোন কাষ্ঠে বা কোন দ্রব্যে লাগাইলে উহাতে উই ধরে না (Dymock)। (Fig. 468.)

Genus—PREMNA Linn.

464. *P. integrifolia* Linn (ভূতভৈরবী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1469; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 736.

Ref.—F. B. I., iv, 574; Roxb., F. I., iii, 81; B. P., ii, 830; Watt, iv, 570; Prain, H. H., 261; Kurz, For. Fl., ii, 263.

জন্মস্থান—সুন্দরবন; ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী স্থান, বোম্বাই, শ্রীহট্ট; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

PREMNA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[465. P. herbacea Roxb.]

বিভিন্ন নাম—সং. গণি ঝারিকা, অগ্নিমহ; বা. ভূতভৈরবী, গণিয়ারী; তা. মুন্নি; তে. য়েবু-নেল্লী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ত্বক। মাত্রা ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—সবুজপত্রাচ্ছাদিত কণ্টকময় উদ্ভিদ, ১০-২০ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা, ফিকে পীতবর্ণ, কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বৃষদেশ গোলাকার, কিনারা কণ্ঠিত। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। ফুল ছোট, কোমল লোমযুক্ত, ফিকে পীতভ সবুজবর্ণ। পুষ্পকেশর ৪টা, দুইটা বড় ও দুইটা ছোট। ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি; বীজ মটর কলায়ের মত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফুল হয়, ভাদ্র মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণ ইহার মূল দশমূল পাচনের একটি মসলা বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ইহার শিকড় তিক্ত, পাকস্থলীর দোষ নিবারক, জরনাশক, সর্বাঙ্গীন শোথ নিবারক ও আমবাতে হিতকর। পত্রের রস ক্রিমিনাশক। Rheede বলেন, ইহার পত্রের কাথ পেটফাঁপা নিবারক, শিকড়ের কাথ বলকারক। ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে সর্দি ও জ্বর আরাম হয়। সমগ্র গাছের কাথ বাত ও স্নায়বিক দৌর্বল্যনাশক (Atkinson)। ইহার শাখা ও পত্র একত্রে পেষণ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথে বাত-স্থান ধোত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয়। ইহার মূল ও ছালের কাথ ইক্ষুমেহে হিতকর। মূলের ত্বক্ গব্যঘূতের সহিত ১ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে শীতপিত্ত আরাম হয়। ইহার মূলের ত্বকে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতিস্থূল ব্যক্তি কুশ হয়। (Fig. 464.)

465. P. herbacea Roxb. (ভুঁইজাম)

Fig.—Griff, Ic., t. 447; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 738A.

Ref.—F. B. I., iv, 581; Roxb., F. I., iii, 80; B. P., ii, 831.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বেহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ, কুমায়ুন ও ভূপালে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ভূমিজম্বু; বা. ভুঁইজাম; সামতাল—কাদামেট; তে. নলানিরেহু।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুঁড়িহীন গুল্ম। পুষ্পিত শাখা ১-৪ ইঞ্চি। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, শিরা ৫টা। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি; পুষ্পস্তম্ভক $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গলায় লোম আছে। ফলের ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। শিকড় কাকের পালকের মত মোটা, ইহাতে শক্ত শক্ত গাঁইট আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার সময়ে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সামতালেরা ইহার শিকড় বাতে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। Clerodendron serratum গাছের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ভারতের বহু

VITEX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[466. V. Negundo Linn.

স্থানে *C. serratum* গাছকে ভূঁইজাম বলে। *C. serratum* গাছের শিকড় বতক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ, উহার বাস ১ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার শিকড়ের রস ও আদার রস গরম জ্বলের সহিত ব্যবহার করিলে হাঁপানি আরাম হয়। (Fig. 465.)

Genus—VITEX Linn.

466. V. Negundo Linn. (নিশিন্দা)

Fig.—Wight, Ic., t. 519; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 12; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 12.

Ref.—F. B. I., iv, 530; Roxb., F. I., iii, 70; B. P., ii, 833; Watt, vi, Pt. iv, 250; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, ছোটনাগপুর, বেহার, হুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে; হুন্দরবনের পশ্চিমাংশে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. নিগুণ্ডী; বা. নিশিন্দা; তা. নচ্চী; তে. সিদ্দুবারাম্।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, মূল; মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা; মূলত্বক, ১-৪ আনা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৩ ফুট উচ্চ, ইহার পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়। উদ্ভিদ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ও পুষ্পদণ্ড শ্বেত ও ধূসর বর্ণ, লোমাবৃত। ত্বক পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরের আভ্যন্তরীণ শ্বেতবর্ণ। পত্রিকা ৩-৫টি হয়, সাধারণতঃ ত্রিপত্রিকাবিশিষ্ট। পত্রিকা লম্বাকৃতি, ১-৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৬-১৬ ইঞ্চি চওড়া, নিম্নে ধূসরবর্ণ লোম আছে। ফুল ছোট, পুষ্পদণ্ড ১২ ইঞ্চি লম্বা। বহির্কাস ৬-৮ ইঞ্চি, ৫টি দাঁতযুক্ত। পুষ্পকেশর ৪টি; গর্ভাশয় ২-৪টি ঘরবিশিষ্ট। ফলে শাঁস আছে, বাস ৬-৮ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ; ফলে সচরাচর ৪টি বিভাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

নিষকট্কারের মতে নিগুণ্ডী ২ প্রকার, কর্তরীনিগুণ্ডী ও বননিগুণ্ডী। প্রথমোক্তটির পত্র অরহর পত্রের ন্যায়, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ, ফুল বেগুনে, ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ শ্বেতবর্ণ। অপরাপর সংস্কৃত লেখকেরাও নিগুণ্ডী দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; একটিকে *Vitex trifolia* অথবা সংস্কৃতে সিদ্দুবার বলে, ইহার ফুল ফিকে নীলবর্ণ এবং ফল নীলবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিশিন্দার শিকড় বলকারক, স্নেহানিবারক ও জ্বরনাশক। পত্র সৌগন্ধযুক্ত, বলকারক ও কুমিনাশক। পত্রের কাথ গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দিজ্বর, মস্তকভার ও কানে তাল লাগা আরাম হয়। বালিসের মধ্যে ইহার পত্র দিয়া শয়ন করিলে মাথাধরা ভাল হয়। পত্রের রস ক্ষতের পোকা নাশ করে ও পুঁজ বাহির করিয়া দেয়। পাতার রসের তৈল ক্ষতের শোধ আরাম করিয়া দেয় (Dutta, Hind. Med. Med., 219)।

VITEX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[467. *V. trifolia* Linn. f.]

সমূলপত্রাং নিগুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু ।

তেন সিদ্ধং সমং তৈলম্ নাড়ীদুষ্টত্রণাপহম্ ॥

হিতংপামাপচীনাস্ত পানাভাজ্জন নাবনৈঃ

বিবিধেষু চ স্ফোটেষু তথা সৰ্বত্রণেষু চ । চক্রদন্তঃ

Dr. Fleming বলেন যে, ইহার পত্র দারুণ গোট্রে বাতের ফুলা কমাইয়া দেয় এবং গনোরিয়াজনিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গাঁইট ফোলায় হিতকর । মহীশূর দেশের লোকেরা জ্বর, শ্লেষ্মা এবং বাতরোগে ইহার ভাপরা লয় । Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পাতার কাথে স্নান করিলে স্ত্রীলোকদের স্মৃতিকা রোগ নিরাময় হয় । Ainslie বলেন, মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার শুষ্ক পাতার ধূম (তামাকের ছায়) ব্যবহার করিলে মাথাধরা ও সর্দি জ্বর আরাম হয় বলিয়া নির্দেশ দেন । ইহার শুষ্ক ফল কুমিনাশক (Pharm. Ind., iii, 74) ।

কঙ্কনদেশে ইহার পত্রের রস, তুলসীপত্র ও কেণ্ডুরিয়া (*Eclipta alba*) পাতার রস, এবং যোয়ান একত্রে ভিঙ্কাইয়া তৎপরে উত্তমরূপে বাটিয়া ৬ আনা পরিমাণ বাতে ব্যবহার হয় ।

ইহার রস ২ তোলা পরিমাণ ঘৃত এবং গোলমরিচ যোগে ২ তোলা গোমূত্রের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার করিলে দারুণ প্রীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dymock) ।

পত্র অল্প ঘূতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (চরক) ।

নীল নিশিন্দা পাতার রসে প্রস্তুত তিল তৈল কুষ্ঠ, ত্রণ ও বাতরোগে পান ও মর্দনার্থে ব্যবহার হয় । নিশিন্দা পাতার রসে পঙ্ক ঘূত কফনাশক । ইহার পাতার রস দৈন্দ্রব লবণ, ঝুল ও পুৰাতন গুড়ের সহিত পঙ্ক তিল তৈল মধুর সহিত কানে দিলে কানের পুঁজ আরাম হয় । ইহার মূল, ফল ও পত্রের রস গব্যঘূতে পাক করিয়া সেই ঘূত পান করিলে ক্ষয়রোগী আরাম হইয়া দিব্যকাস্তি প্রাপ্ত হয় । (Fig. 466.)

467. *V. trifolia* Linn. f. (নীলনিশিন্দা)

Fig.—Bot. Mag., t. 2187 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 740B ; Rumph., Herb. Amb., iv, t. 18.

Ref.—F. B. I., iv, 583 ; Roxb., F. I., iii, 69 ; B. P., ii, 833 ; Prain, H. H., 161.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব বঙ্গ, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ ; হগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া ।

বিভিন্ন নাম—সং. সিন্দুবার, নীলনিগুণ্ডী ; বা. নীল নিশিন্দা ; তে. বর্ভিল্ল ; তা. নিরুকা ।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, মূল ।

GMELINA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[468. *G. arborea* Roxb.]

বর্ণনা—ছোট গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ, ত্রিপত্রযুক্ত, কাণ্ডে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্রিকা ছোট, সৌগন্ধযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড সরল, শ্বেত লোম দ্বারা আবৃত, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে নীলবর্ণ। ফল কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। তামিল দেশে ২ প্রকার নিশিন্দাকে পুং ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; উভয়বিধ নিশিন্দাই তাহারা ঔষধে ব্যবহার করে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উভয়বিধ নিশিন্দার গুণ একই। নিশিন্দা মূত্রকর, স্নায়ুগুণ্ডলের ও মস্তিষ্কের যন্ত্রণা নিবারক ও প্রথম রক্ত: নিঃসারক। ইহার কাথে স্নান করিলে বা স্নেহ দিলে Beri-beri আরাম হয় ও পায়ের হাতের জ্বালা কমিয়া যায়। ইহা Beri-beri রোগের একটা চমৎকার ও মূল্যবান ঔষধ।

ইহার পত্র স্ত্রীলোকদের প্রসবের পর ব্যারামে হিতকর। ইহা পিত্তের সাম্যাবস্থা আনয়ন করে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, বড় প্লীহা ও বাতে মালিশ দিলে উহা আরাম হয়।

নিশিন্দা পাতার গুঁড়া সবিরাম জ্বর নিবারক। ইহার ফল মধুর সহিত খাইলে বমন এবং পিপাসার সহিত জ্বর আরাম হয়। ইহার ফল ঋতুনাশ রোগের পক্ষে হিতকর।

ফণাধারী সর্পের বিষ আরাম করিবার জন্ত মূলের ত্বক্ পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত রোগীকে পান করাইবে (চরক)।

ইহার পত্র ঘৃতের সহিত ভাজিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। পত্রের কাথ পিপুল যোগে পান করিলে কফ ও জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

Vitex peduncularis Wall নামে এক জাতীয় নিশিন্দা Balck water জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। Assam অঞ্চলে ইহার রস উক্ত রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। রাজাবাহাদুর মনিলাল সিংহরায় ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়া একটি পুস্তিকা লিখিয়া ইহার বহুল প্রচারের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। Chopra সাংহেব কিন্তু এই ঔষধের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। (Fig. 467.)

Genus—GMELINA Linn.

468. *G. arborea* Roxb. (গামার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 739; Wight, Ic., t. 1470; Rheede, Hort. Mal., i, t. 41.

Ref.—F. B. I., iv, 581; Roxb., F. I., iii, 84; B. P., ii, 828; Prain, H. H., 260.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ, চট্টগ্রাম; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। ভগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়; বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর গাছ আছে।

AVICENNIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[469. A. officinalis Linn.]

বিভিন্ন নাম—সং. গাম্ভারী ; বা. গামার ; তা. গুমাদি ; তে. পদ্মগোমর ।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র রস, মূল ।

বর্ণনা—কাঁটাশূন্য গাছ, ৫০-৬০ ফুট উচ্চ ; গ্রীষ্মকালে পাতা পড়িয়া যায় । পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি । নূতন পাতার সহিত ফুল হয় । পত্র ২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, বোঁটা ৩ ইঞ্চি । ফল ৬ ইঞ্চি, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, ফলে ২-১টা বীজ হয় । ফল পাকিলে লেবুরং ও পীতবর্ণবিশিষ্ট হয় । ইহা দশমূল পাচনের একটা মসলা । শীতের পরে ফুল এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈজ্ঞান্য মতে ইহা ক্ষতের পুঁজ নির্গত করিয়া দেয় ও পোকা নষ্ট করে । ইহার শিকড় তিক্ত, জরনাশক ও ধারক । গামার সর্দিনাশক এবং বাত ও অজীর্ণে ব্যবহার হয় । ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে (Watt) ।

ইহার নূতন ও কোমল পাতার রস গনোরিয়ার জ্বালা নিবারণ করে ও সর্দি নাশ করে (Dymock) । (Fig. 468.)

Genus—AVICENNIA Linn.

469. A. officinalis Linn. (বীনা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 45 ; Wight, Ic., t. 1481 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 748.

Ref.—F. B. I., iv, 604 ; Roxb., F. I., iii, 88 ; B. P., ii, 838 ; Watt, i, Pt. ii, 360 ; Kurz., For. Fl., ii, 276.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বীনা ; তে. নাপ্পামাড়া ; সিন্ধু—তিম্বার ।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক, পত্র ও বীজ ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২৫ ফুট উচ্চ হয় । পত্র $৩\frac{১}{২} \times ১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি । পত্রের বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোম আছে । বোঁটা $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, বহির্কাস $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত । পুষ্পনল $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি, পাপড়ি ডিম্বাকৃতি, ৪টা কিম্বা ৫টা, সকলগুলি সমান নহে । পুষ্পকেশর ৪টা, পুষ্পনলের গলায় থাকে । ফল ১ ইঞ্চি ও চেষ্টা । গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত । ফলে বীজ একটা থাকে, বীজ পাকিবার পূর্বেই বীজ হইতে গাছ বাহির হয় । ইউরোপে ইহাকে *Ocimum magnus* (large-leaved) ও *O. parvum* (small-leaved) বলে । বর্ষার সময়ে ফুল ও ফল হয় ।

OCIMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[470. *O. sanctum* Linn.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রসায়ন। অপক বীজ ফোড়া ফাটাইবার জন্ত পুলটিশরূপে ব্যবহার হয়। মাদ্রাজ দেশে ইহা বসন্ত রোগে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় ও ছাল উগ্র (Watt, i, 336)।

ইহা উত্তেজক, কৃমিনাশক ; ইহার বীজ পিত্তনাশক। গাছের রস নশ্ত লইলে হাঁচি হয় ও মস্তক বেশ পরিষ্কার থাকে। (Fig. 469.)

LXXIX. LABIATAE.

Genus—OCIMUM Linn.

470. *O. sanctum* Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 751.

Ref.—F. B. I., iv, 609 ; Roxb., F. I., iii, 14 ; B. P., ii, 843 ; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ; প্রায় সকল স্থানে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. মঞ্জরিকা, সুরসা ; বা. তা. তুলসী, কৃষ্ণতুলসী ; তে. গাঞ্জারাকেট্ট ; Eng. Holy Basil.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড় ও রস।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-২ ফুট উচ্চ ; কাণ্ড কখন কখন কাষ্ঠের মত শক্ত ও কোমল লোমাবৃত। শাখাগুলি উপরিভাগে সরল ও বিস্তৃত। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ মোটা, বৃহৎদেশ ক্রমশঃ সরু ; বোটা ½-১ ইঞ্চি চওড়া। পত্রের কিনারা করাতের তায় কর্তিত। পুষ্পদণ্ড নরম, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা। বহির্কাস নরম ; পুষ্পনল ছোট, কখন কখন বহির্কাস অপেক্ষা বড় হয়। বীজ চেপ্টা, মসৃণ ও ফিকে লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র সর্দিনিবারক ; ইহার রস দেশীয় ডাক্তারেরা সর্দি ও বক্ষঃপ্রদাহে ব্যবহার করেন। পত্র রস উদরাময় নিবারক ও শিশুদের পিত্তজনিত দোষে হিতকর। ইহার পাতার রস নশ্ত লইলে নাসা রোগ আরাম হয়। শুষ্ক পত্রের গুঁড়া পিঁশা রোগে হিতকর। শিকড়ের কাথ ম্যালেরিয়া জরে হিতকর, ইহা অতিশয় ঘর্মকর। ইহার বীজ শক্তিকর, মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। পত্রের রস কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহা কর্ণরোগের একটি উত্তম ঔষধ। এই তুলসী দেবার্চনার জন্ত ঘরে ঘরে রোপণ করে। কোন স্থানে বোলতা কামড়াইলে ইহার রস দিলে জ্বালার উপশম হয়। মূল জ্বরনাশক। তুলসীর বীজ সর্পবিষ নাশক বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করেন।

OCIMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[471. *O. gratissimum* Linn.]

ইহা ম্যালেরিয়া নাশক। অধিক পরিমাণে এই গাছ বাড়ীতে থাকিলে মশা তাড়াইয়া দেয়। পাতার কাথ ম্যালেরিয়া নাশক ও বালকদের পাকাশয়িক পীড়া ও যকৃতসদৃশীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস লেবুর রস সংযোগে ব্যবহার করিলে ক্রমি আরাম হয়। শুষ্ক তুলসী গাছের কাথ (১-১০ ভাগ) সর্দি, শ্বস্রভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ এবং উদরাময়ে হিতকর। তুলসী, ফটিকারী, ভূমিজম্বু (*Premna herbacea*), গুলঞ্চ, আদার সমপরিমাণ কাথ দুই তোলা সেবন করিলে সর্দি ও ফুসফুস সদৃশীয় বাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়।

তুলসী পাতার কাথ, এলাচগুঁড়া এবং ১ তোলা পরিমাণ সালেমিছরী পান করিলে ধাতুপুষ্টি সাধিত হয়; ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। এক তোলা পরিমাণ তুলসীর রস প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, রক্ত অর্শ, রক্ত আমাশয় এবং অজীর্ণ আরাম হয়। পাতার রস বালকদের পেটবেদনা নিবারক। এক তোলা রস ১ তোলা গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দিজনিত জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়। তুলসী পাতার টাটকা রস, মধু, আদা ও পেঁয়াজ রসের সহিত পান করিলে সর্দি উঠিয়া যায় এবং ইহা সর্দি ও হাঁপানির পক্ষে হিতকর। তুলসীপাতা, কুলের আঁটা এবং মিছরী প্রত্যেকটি ৩ আনা এবং গোলমরিচ ১ আনা পরিমাণ লইয়া ছোট কুলের ত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়।

তুলসী বীজ ৫, অহিফেনের টেড়ী ৪, আলকুশী ৩, গোন্ধুর ৫, তালমুলী ৪ এবং চিনি ৬ ভাগ লইয়া ইহার গুঁড়া ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য আরাম হয়। বীজ গোছন্ধুর সহিত পান করিলে বালকদের বমন ও উদরাময় আরাম হয়। মাত্রা ১ বৎসরের বালকের জন্ম ২-৩ গ্রেণ দিবসে ৩৪ বার সেব্য। (Fig. 470.)

471. *O. gratissimum* Linn. (রামতুলসী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 86; Jacq., Ic. Pl. Rar., iii, t. 495.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. I., iii, 17; B. P., ii, 843; Dalz. & Gibs., Bomb. Pl., 202; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, নেপাল; ভারতে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—সং. ফণিজ্জক; বা. হি. রামতুলসী, বনতুলসী; তা. ইলুমিক-চামতুলসী; তে. নিম্মাতুলসী; Eng. Shrubby Basil.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, রস ও বীজ।

বর্ণনা—মৌগন্ধযুক্ত গুল্ম ৪-৮ ফুট উচ্চ, বহুশাখা প্রশাখাবিশিষ্ট, কাণ্ড কাঠবৎ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও কর্ণিত। বোটা ১-২ ইঞ্চি, পুষ্পগু সরল ও নরম, চতুর্দিকে বিস্তৃত। বহির্কাস কোমল লোমযুক্ত, ১ ইঞ্চি লম্বা। পাপড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা ও ফিকে পীতবর্ণ।

৪৩৩

55-1034B

OCIMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[472. *O. Basilicum* Linn.]

ফল ছোট, গোলাকার ও চেপ্টা। এই তুলসী বঙ্গদেশে বহুপরিমাণে দেখা যায়, বর্ষা ও শীতকালে ইহার ফুল হয়। শীতকালে বীজ পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই তুলসীপাতার রস জলের সহিত সেবন করিলে গনোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা বালকদের মুখের ঘায়ে বিশেষ হিতকর। বাত ও পক্ষাঘাত রোগে ইহার ধূম বিশেষ হিতকর। ইহার পাতার কাথ ধ্বজভঙ্গ রোগে বড়ই উপকার করে। ইহা মাথা ধরা ও স্নায়বিক রোগে প্রদত্ত হয় (Dr. S. Arjun)। শরীরের কোন স্থান বাতের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহার রস আক্রান্ত স্থানে লেপন করিলে বাত আরাম হয় (বঙ্গসেন)। ইহার রস বোলতা ও ভীমফুলের বিষনাশক। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বমন নিবারণ হয়। আর এক প্রকার তুলসী আছে উহাকে বাঙ্গালায় **গুলাল তুলসী** বা **চুলাল তুলসী** বলে; উহার বৈজ্ঞানিক নাম *O. caryophyllatum* Roxb. এবং সংস্কৃত নাম মরুবক ও স্তম্ভ বা বনবর্করিকা; ইহার দুইটি Var. আছে, একটা শ্বেত ও অপরটি কৃষ্ণবর্ণ; ইহার পত্র অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। Sir George Birdwood বলেন যে বহুতে যখন মশক দংশনে বহুলোক ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হয়, ঐ সময়ে একজন দেশীয় মহাজনের কথামত বয়ের Victoria Gardenএর চতুর্দিকে তুলসী গাছ রোপণ করা হয়। ইহাতে উক্ত বাগানে মশা ও ম্যালেরিয়া জ্বর একেবারে কমিয়া যায়। মশা হইতে যে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় তাহা সেই সময় জানা ছিল না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে বাড়ীর চতুর্দিকে এই তুলসীর গাছ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী মশক কমিয়া যায়। বিছানার নিকট তুলসী ডাল রাখিয়া দিলে কিংবা তুলসী গাছ পোড়াইলে ঘরে মশা আসিতে পারে না। *O. Sanctum* কিংবা *O. Basilicum* তুলসীই প্রশস্ত। (Fig. 471.)

472. *O. Basilicum* Linn. (বাবুইতুলসী)

Fig.—Wight, Ic., t. 8680; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756 A.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. I., iii, 17; B. P., ii, 843; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, পঞ্জাব; হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বাগানে ও জঙ্গলে দেখা যায়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—সং. বিখতুলসী, বর্কর; বা. বাবুইতুলসী; হি. সাবজা; তা. পাচ্ছাই; তে. রুদ্দজ্জু; মালাবার—রামতুলসী; Eng. Sweet Basil.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, বীজ ও রস।

COLEUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[473. *C. aromaticus* Benth.]

বর্ণনা—হুই ফুট উচ্চ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, কোমল লোমযুক্ত, কাণ্ড ও শাখা সবুজবর্ণ, কখন কখন দীর্ঘ বেগুনে রংবিশিষ্ট। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, দাঁতযুক্ত ও সৌগন্ধময়। পুষ্পস্ববক $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি লম্বা, স্বেত অথবা বেগুনে। ফল $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। ইহার আরও দুইটা Var. আছে, (1) *O. purpurascens* Benth., (2) *O. thyrsoiflora* Benth. (Roxb. F. I., iii, 115). শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাবুইতুলসীর সংস্কৃত নাম বর্ষর। বঙ্গে বাজারে Salba বলিয়া এই গাছ বিক্রয় হয়। এই গাছ বঙ্গে দেশীয় মুসলমানেরা প্রত্যেক শুক্রবারে কবরের উপর প্রদান করে। ইহার বীজ ভিজাইলে হাড়হড়ে দেখায়; ইহা গনোরিয়া, উদরাময় ও প্রাচীন রক্তআমাশয় রোগে হিতকর। পাতার রস কুমিনাশক এবং পাতা পেষণ করিয়া লাগাইলে বিছার কামড়াইবার জন্ত যন্ত্রণা ও বিছার বিষ দূর হয়। ইহার বীজ ও ফুল উত্তেজক, মূত্রকর এবং স্নিগ্ধকর। ইহা ঘর্ম ও সন্দি নিবারক। ইহার বীজ জলের সহিত সেবন করিলে প্রসবাস্থিক বেদনা আরাম হয়। (Fig. 472.)

Genus—COLEUS Lour.

473. *C. aromaticus* Benth. (পাথরচুর)

Fig.—Wight, Ill., ii, t. 175; Bot. Reg., t. 1520.

Ref.—F. B. I., iv, 625; B. P., ii, 847; Roxb., F. I., iii, 22; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—ভারতের অনেক বাগানে চাষ হয়। আদিম জন্মস্থান মলক্ক দ্বীপপুঞ্জ; হুগলী, বর্ধমান ও ২৪-পরগনার বাগানে দেখা যায়; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বড়বটতলা ঘাইবার রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে এই গাছ দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে এই গাছের নাম এক্ষণে *C. amboinicus* Lour হওয়া উচিত।

বিভিন্ন নাম—সং. হি. পাষণভেদী; বা. পাথরচুর; তে. কপূরবল্লী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী অতি সৌগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ, নিম্নভাগ ঝোপের ন্যায়, শক্ত লোমযুক্ত। কাণ্ড ১-৩ ফুট ও নরম। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বৃহৎদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা কণ্ঠিত। ফুলের পাপড়ি $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, বহুভাগে বিভক্ত। পুষ্পস্ববক ফিকে বেগুনে, নল ছোট, গলা চেপ্টা, উপরিভাগ ছোট, সমগ্র গাছের গন্ধ অতিশয় প্রীতিপ্রদ। শীতের পরে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

MENTHA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[474. *M. viridis* Linn.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বেদনা নিবারক, হাঁপানি ও পুরাতন সর্দিতে বিশেষ ফলপ্রদ। পত্রের সমস্ত অংশ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, ইহা কটী ও মাখনের সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইহার পাতা বাটিয়া কচুরি প্রস্তুত করিয়া খায় (Roxb., F. I., iii, 22)। দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহার রস অম্ল ও পেটবেদনায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতা বাটিয়া বিছা প্রভৃতির বিষে প্রদান করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। Dr. Wight বলেন যে ইহা একটা তেজস্কর উগ্র ঔষধ, ইহা পেটফাঁপা নিবারক এবং বালকদের পেট বেদনায় প্রদত্ত হয়, রস চিনির সহিত সেব্য। ইহার মাদকতা শক্তি আছে। একটা ইউরোপীয় ভদ্র মহিলা ইহা সেবন করিয়া দুৱারোগ্য অজীর্ণ হইতে আরাম লাভ করেন, কিন্তু মাদকতার জ্ঞা তিনি ইহা ত্যাগ করেন। সংস্কৃত লেখকেরা বলেন যে ইহার মূত্রযন্ত্রের উপর কার্যকর শক্তি আছে, এই কারণে ইহা প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগে ও জননযন্ত্র হইতে নির্গত স্রাবে হিতকর (W. C. Dutt)। সিংহলদ্বীপে ইহা পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় (Trimen)। ইহা হাঁপানি, পুরাতন সর্দি ও অপস্মার রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। (Fig. 473.)

Genus—MENTHA Linn.

474. *M. viridis* Linn. (পুদিনা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756B.; Woodville, Med. Bot., iii, t. 170 (1793); Bentley & Trim., Med. Pl., iii, t. 202 (1875).

Ref.—F. B. I., iv, 647; Linnaea, xii, t. 6.

জন্মস্থান—ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার গাছ। কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ ও বঙ্গদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পুদিনা; হি. তে. মালাবার; Eng. Spear-mint.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ, তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ইহার গন্ধ অতিশয় উগ্র। ইহার পাতা ছোট কিনারা করাভের তায় কঠিত; পুষ্পদণ্ড নরম, বহির্কাস লোমযুক্ত, পুষ্পস্তবকের মধ্যে থাকে। এই গাছের চাষ হয়। এই জাতীয় আরও কয়েক প্রকার গাছ আছে, তন্মধ্যে *M. sylvestris* Linn. (F. B. I. iv, 647), *M. arvensis* Linn., *M. incana* Willd. এইগুলি প্রধান। ভারতবর্ষে জাত পুদিনার ফুল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্কগাছ পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং উত্তেজক। ইহা কামলা রোগ নিবারক ও শুষ্ক গাছের গুঁড়া দস্তরোগ নিবারক। টাটকা ফলের গন্ধ মূর্ছানাশক (Dr. Emerson)। ইহা মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়। টাটকা গাছের চাটুনি বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (Rai Kanai Lall Dey Bahadur). (Fig. 474.)

২২.৪
৩৩
৪০, ২৪০

SALVIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[476. *S. plebeia* R. Br.]475. *M. piperita* Linn. (পিপারমেন্ট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 757A ; E. B., 10, t. 687.

Ref.—F. B. I., iv, 647 ; Voigt, H. S., 453.

জন্মান্তরান—সমগ্র ভারতের বাগানে চাষ হয় ; ইউরোপ, এশিয়া ও মিসরে বহু পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পুদিনা, পিপারমেন্ট ; Eng. Marsh-mint ; Peppermint.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী উগ্র গন্ধবিশিষ্ট ঔষধি। পত্র ১-৪ ইঞ্চি, বৃহৎদেশ সরু অথবা মোটা ; পত্রের বিনারা করাতে ত্রায় দাঁতযুক্ত, উপরিভাগ মসৃণ, নীচের শিবা পশমময়, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয়। ফুল শক্ত লোমাবৃত ছোট ও বেগুনে। বহির্কাস লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র হইতে এক প্রকার volatile oil নির্গত হয়, ইহাকে Oleum mentha বলে। ইহা উত্তেজক, পেটকাঁপা নিবারক, সাধারণতঃ ইহা মাথাধরা, বাত প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। ইহার পাতার ছেঁচা রস (১ : ১০) কিংবা তৈল বমন, পাকাশয়িক বেদনা, কলেরা, উদরাময় এবং পেটকাঁপায় বড়ই হিতকর। ইহা ঋতুনাশ, উৎকাশি এবং বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর। ইহার দ্বাণ ক্ষয়কাশের প্রতিবেদক এবং তৈল মাথাইচা দিলে গালগলা ফুলা আরাম হয়। এই তৈল দাঁত বেদনা নিবারক।

আয়ুর্বেদ মতে ইহার পত্র উগ্র উত্তেজক ও ঘর্মকর (Stewart)। বীজ হইতে নিকাশিত তৈল সামতালেরা ঔষধে ব্যবহার করে। ইহার টাটকা রস পাঁচড়া নিবারক। ইহার ফুলের সিরাপ সর্দি ও শ্লেষ্মা নিবারক।

বিষম জরে মরিচ চূর্ণের সহিত ইহার পাতার রস হিতকর (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 475.)

Genus—SALVIA Linn.

476. *S. plebeia* R. Br. (ভুতুলসী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 764A.

Ref.—F. B. I., iv, 655 ; Roxb., F. I., i, 115 ; B. P., ii, 859 ; Prain, H. H., 264.

জন্মান্তরান—বঙ্গদেশের বাগানে ও মাঠে সচরাচর দেখা যায় ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে স্থানে স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভুতুলসী।

LEUCAS]

ভারতীয় বনৌষধি

[478. *L. linifolia* Spreng.

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, কাণ্ড সরল, ৫-১৮ ইঞ্চি । পুষ্প গুচ্ছবদ্ধভাবে জন্মে । পত্র লম্বা, ও কিনারা কণ্ঠিত, পত্রের উভয় দিক ক্রমশঃ সরু । ফুল ছোট, কখন কখন $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা হয়, দেখিতে শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে ঘনভাবে জন্মে । বহির্কাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ঘণ্টার আয়ত আকৃতি । পুংকেশর শ্বেতবর্ণ ও ছোট । বীজ ছোট, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা । শীতের শেষে ফুল ও ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ গনোরিয়া ও বাধক রোগে হিতকর (Stewart) । বহু দেশে ইহার বীজ সন্তোগ ইচ্ছা বাড়াইবার জন্য ব্যবহার করে (Dymock) । (Fig. 476.)

Genus—ANISOMELES R. Br.

477. *A. ovata* R. Br. (গোবরা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 769 ; Wight, Ic. Ind. Or., iii, 865 (1843-45).

Ref.—F. B. I., iv, 672 ; Roxb., F. I., iii, 2 ; B. P., ii, 853 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায় । শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু গাছ আছে । করমণ্ডল, বহু, সিকিম (মার্জিলিং জেলায়), নেপাল দেশে জন্মে । আধুনিক নামকরণানুসারে এক্ষণে এই গাছের নাম *A. indica* O. ktz. হওয়া উচিত ।

বিভিন্ন নাম—বা. গোবরা ।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ ও তৈল ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৩-৬ ফুট উচ্চ, কাণ্ড শক্ত চতুষ্কোণ কাষ্ঠময় ও কোমল লোমযুক্ত । পত্র ১২-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বিনারা কণ্ঠিত, বোটা ১ ইঞ্চি লোমযুক্ত । ফলের বোটা ছোট, গুচ্ছবদ্ধ, গোলাকার । পুংকেশর ৪টি অসমান । ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, চিকণ । ফুল শ্বেতবর্ণ, নিম্নের অংশ লালের আভাযুক্ত বেগুনে । পাতায় বর্ষের আয়ত আকৃতি । গাছ দেখিতে অনেকটা সোমরাজ গাছের আয় । শীতের আগে ফুল ও শীতের সময় ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে নিষ্কাশিত তৈল জননযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.) । ইহার বীজ পেটের ব্যথা নিবারক, ধারক ও বলকারক । (Fig. 477.)

Genus—LEUCAS R. Br.

478. *L. linifolia* Spreng. (হলকসা)

Fig.—Jacq., Ic. Pl. Rar., i, 11, t. 3 ; Rhump., Herb. Amb., vi, t. 16 ; Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 776.

LEUCAS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[479. *L. cephalotes* Spreng.]

Ref.—F. B. I., iv, 699 ; Roxb., F. I., iii, 9 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের পতিত জমি ও চাষক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. দ্রোণপুষ্প, দণ্ডকলস ; বা. হলকসা, ঘলঘসে ; তে. পুয়াস্পাতোসী ; তা. তুয়ারী।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ঘন পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ, কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কণ্ঠিত। বোঁটা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, গাছের অগ্রভাগে ফুল হয়। বহির্কাস ফিকে, নিম্নভাগে থাকে, স্বল্প লোমযুক্ত, মুখ বক্র, সমুচিত। এই গাছ সচরাচর উচ্চ জমিতে ও গ্রামের রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। ইহার আর ২টা জাতি আছে, যথা (১) *L. aspera* Spreng (দেবদ্রোণ), (২) *L. Zeylanica* R. Br. (কুতুয়া) ; এইগুলির গুণ প্রায়ই এক, এই কারণে আর ভিন্নভাবে লেখা হইল না। ঘলঘসার বহির্কাস ছোট বাটার তায় বলিয়া ইহাকে দ্রোণপুষ্প বলে। শীতের সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টকারের মতে ইহা স্বেদ্য, উগ্র, পিত্ত ও বায়ুর শাস্তিকারক এবং কামলা রোগে ব্যবহার্য। ইহা কৃমি ও শ্লেষ্মা নাশক, উত্তেজক ও ঘর্মকারক।

ইহার রস ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ এবং কিছু সোহাগা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দি আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন যে *L. aspera* জাতীয় ঘলঘসা স্বল্পরক্ত রোগে ব্যবহার হয়। ঘলঘসা জাতীয় গাছগুলি পাঁচড়ার ঔষধ। ইহার পাতার রস নাকে নশ্ত লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা মাথাধরা ও সর্দির পক্ষে হিতকর। এই পাতার রস দিলে কোন গাছে পোকা ধরিতে পারে না, অধিকন্তু পোকা মরিয়া যায়। ইহার পাতা ভাজিয়া লবণ যোগে খাইলে জ্বর নাশ হয় (Duthie)।

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে $\frac{1}{2}$ ছটাক প্রমাণ ঘলঘসার রস খাওয়াইতে হয়, তৎপরে ইহার রস পায়ের তলায় ও ঘায়ের মুখে মাখাইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার রস লইয়া নাকে নশ্ত লইতে হয়। ইহার ফলে রোগী একেবারে আরাম হয়। (Fig. 478.)

479. *L. cephalotes* Spreng. (বড় ঘলঘসা)

Fig.—Wight., Ic., t. 337 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., 773.

Ref.—F. B. I., iv, 689 ; Roxb., F. I., iii, 10 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, বঙ্গদেশ এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশের ৪০০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত স্থানে জন্মে। বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে জন্মে।

* PLANTAGO.]

ভারতীয় বনৌষধি

'481. *P. ovata* Forsk.

বিভিন্ন নাম—সং. দণ্ডকলস; বা. বড় হলকসা; হি. ধুরপিশাক; তে. তুমুই; সামতাল—আনদিয়া-ধুরুপ-আরক; মা. কেদারি-তুষ।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ, পত্র ও ফুল। মাত্রা, রস ই তোলা।

বর্ণনা—লম্বা শক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৩ ফুট। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি, বোটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, পত্রের কিনারা কণ্ঠিত; পুষ্পগুচ্ছের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, অত্যন্ত বৃহৎ ও গোলাকার। ফুল ১ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত খেতবর্ণ। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে গাছ মরিয়া যায়। বর্ষায় বৃষ্টি হইলে শত শত গাছ বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা উত্তেজক ও ঘর্মকর। (Fig. 479.)

Genus—LALLEMANTIA Fich & Mey

480. *L. Royleana* Benth. (তোকমারি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 766C.

Ref.—F. B. I., iv, 667; Boiss., Fl. Orient., iv, 674; Birdwood, Bomb. Pl., 62; Stewart, Punjab Pl., 168; Atkinson, Him. Dist., 315.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, লাহোবের পশ্চিম ভাগে প্রচুর জন্মে ও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তোকমারি, তোপমারি; হি. তুখমালদা; পঞ্জাব—বালুসু।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা; কাণ্ড হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ২-১ ইঞ্চি; বৃত্তদেশে হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে গুচ্ছবদ্ধ বহু পুষ্প হয়। ফুলের বোটা ক্ষুদ্র; ফুলের বহির্কাস ৬ ইঞ্চি, সোজা ও ঘনসন্নিবিষ্ট। ফল ১/৮ ইঞ্চি, সরু লম্বা ও মসৃণ। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ শাস্তিকর। জলে দিলে হৃৎহৃৎ ও আঠার মত হয় বলিয়া ইহা অনেক প্রকার পানীয় দ্রব্য ও ঔষধে ব্যবহার হয়। প্রস্রাবে জ্বালা, আটকাইয়া প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি রোগে তোকমারি ভিজাইয়া উহার জল পান করিলে বেশ উপকার হয়। তোকমারি জলে ভিজাইয়া ফোড়ায় পটি দিলে উহা বসিয়া বা ফাটিয়া যায়। (Fig. 480.)

LXXX. PLANTAGINACEAE

Genus—PLANTAGO Linn.

481. *P. ovata* Forsk. (ইসপগুল)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Bot., t. 211; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 782A.

BOERHAAVIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[482. *B. repens* Linn.]

Ref.—F. B. I., iv, 707 ; Roxb., F. I., i, 404 ; Dymock, iii, 126.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান, আরব, মিসর।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পা. ইসপগুল ; সিন্ধু—স্পানগার ; Eng. Spogel seed.

ব্যবহার্য অংশ—বীজ। শীতকষায় ১-৩ ছটাক ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ঘন শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা কুণ্ডলাসার ছায়া, ৩-২ ইঞ্চি, পাতায় ৩টা শিরা আছে, দূরে দূরে দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ডের মস্তক $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি গোলাকার ; পুষ্পস্তবক ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ২ বর বিশিষ্ট, প্রত্যেক ঘরে ১টা বীজ থাকে। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইসপগুল স্নিগ্ধকর ও মুদ্রবিরেচক। ইহার বীজ জ্বর, সর্দি ও শুক্ৰস্রব্দীয় রোগে হিতকর। উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহার হয়। জলে ভিজাইলে ইহা বেশ পুলটিসের কাজ করে। ইসপগুলের দানা অশ্বের কর্ণের ছায়া বলিয়া পারসিক ভাষায় ইহাকে ইসপগুল বলে। ইহার বীজ ভিজাইলে তোকমারির ছায়া আঠার মত হয়। ইহার বীজে অল্প ধারকতা শক্তি আছে বলিয়া দেশীয় ও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বালকদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে যখন অপর ঔষধে কোন ফল হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিতে বলেন (Bentl. & Trim.)।

ইসপগুল ধারক, বাত ও শ্লেষ্মানাশক, কফ ও পিত্তনাশক, রক্ত আমাশয় ও আমনাশক, বস্তু শোধক, প্রমেহ নাশক। ইহার শীতকষায় সচরাচর এই রোগে প্রয়োগ হয়। ইহা গুড়া করিয়া গরম জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে শীতকষায় প্রস্তুত হয়, শীতকষায়ে উহার গুণ ৬ গুণ বর্ধিত হয়। Dr. Edgeworth বলেন ইহা মুলতানে চাষ হয় কিন্তু Dr. Stewart বলেন ইহা পাঞ্জাবে চাষ হয় না। (Fig. 481)

LXXXI. NYCTAGINEAE.

Genus—BOERHAAVIA Linn.

482. *B. repens* Linn. (পুনর্নবা)

Fig.—Wight, Ic., t. 874 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 56.

Ref.—F. B. I., iv, 709 ; Dymock, iii, 130 ; B. P., ii, 862 ; Prain, H. H., 254.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র জন্মে, বঙ্গদেশের বহুস্থানে পতিত জমিতে বর্ষাকালে প্রচুর জন্মে। সচরাচর শীতল স্থানে ও সারের গাদায় দেখা যায়।

BOERHAAVIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[482. R. repens Linn.]

বিভিন্ন নাম—সং. বা. পুনর্ণবা; হি. গাদাপুর্ণা; তা. স্বকুক্রাট্ট; তে. আতাতাসামিদী।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ ও শিকড়। মাত্রা, রস ১-২ তোলা; কাথ, ৫-১০ তোলা; মূলের রস ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—পুনর্ণবার প্রধানতঃ ৩টা Var. আছে; তন্মধ্যে Var. diffusaকে প্রকৃত পুনর্ণবা (B. P., ii, ৪৬৩; F. B. I., iv, 709) বলে; Var. procumbens ইহার নামও পুনর্ণবা, ইহা সচরাচর মধ্য ও পূর্ব বঙ্গে দেখা যায়। পুনর্ণবার গুণ সবগুলিরই সমান, তবে খেত পুনর্ণবার গুণ বৈদ্যশাস্ত্রে অধিক বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঘনশাখাযুক্ত লতানে গাছ, শিকড় মোটা, মূল শিকড় শক্ত ও কাঠের মত। লতা ২-৩ ফুট লম্বা, নরম মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে, পাতা পুরু, অগ্রভাগ মোটা। প্রত্যেক শাখায় জোড়া জোড়া পাতা হয়, ইহা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, লম্বা অথবা গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; গোড়ার পাতা গোলাকার অথবা জংপিণ্ডাকৃতি। পুষ্প লোমযুক্ত, পুংকেশর ২-৩টি, বিস্তৃত; ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। ইহার বীজ নটে শাকের বীজের স্থায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, বোঁদ্রে লতা শুকাইয়া গেলেও ইহার মূল থাকে এবং পুনরায় বর্ষায় গজাইয়া উঠে। রক্তপুনর্ণবার ডাঁটা লালবর্ণ ও ফুল লালবর্ণ হয়; ইহার লতা অধিক দূর বিস্তৃত হয়; খেতপুনর্ণবার রস হইতে একটু তিক্ত। শীতের সময় পুনর্ণবার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কামলা, উদরী, সর্কাদ্বীন শোথ, অল্পমূত্র ও আভ্যন্তরিক প্রদাহে ইহা প্রয়োগ হয়। ইহা শোথ রোগের একটা প্রধান ঔষধ, এই কারণে ইহার আর একটা নাম শোথাগ্নি। ইহার শিকড়ের কাথ এবং চিরেতা গুঁড়া ও আদা সর্কাদ্বীন শোথের বিশেষ ঔষধ।

ভূনিষ বিশ্বকল্লং জগধ্বা পেয়ঃ পুনর্ণবাকাথঃ।

অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সর্কাদ্বজং নৃণাম্ ॥

পুনর্ণবাষ্টক—পুনর্ণবা শিকড়, নিমের শিকড়, পটল পত্র, আদা, কটকী, হরিতকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রার কাষ্ঠ প্রত্যেক ১ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে; এই কাথ সর্কাদ্বীন শোথে, উদরী, সর্দি এবং কখন কখন কষ্টকর খাসে ব্যবহার হয়।

ইহার শিকড়ের কাথ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত তৈল প্রস্তুত করিয়া গায়ে মাখিলে সর্কাদ্বীন শোথ আরাম হয়, ইহাকে পুনর্ণবা তৈল বলে।

পুনর্ণবানিষপটোলগুণীতিক্তামৃতাদার্যভয়াকষায়ঃ।

সর্কাদ্বশোথোদর কাশশূলখাসান্নিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥ চক্রদন্তঃ

গোয়াদেশে ইহার কাথ, গনোরিয়া রোগে মূত্রকর বলিয়া এবং বঙ্গেপ্রদেশে শোথ রোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

PISONIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[483. *P. aculeata* Linn.]

ইহার শিকড় পশ্চিমভারতীয় দ্বীপে গনোরিয়া রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। হাঁপানিতে বৃক্ষে সর্দি বসিলে ইহার মূল সেবনে উপকার হয়। ইহা শ্লেষ্মা-নিঃসারক; কয়েকটি রোগীকে ইহার কাথ, রস ও গুঁড়া দিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Asstt. Sur. B. M. Chatterjee)।

Dr. Lall Mohon Ghose পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার মুত্রাশয়ের উপর ক্রিয়া আছে এবং অপর ঔষধের সহিত সেবন করিলে যকৃতের উপর বিশেষ কাজ করে (Food & Drugs, 1910; 80)। ইহা অধিক পরিমাণে মূত্র বাড়াইয়া দেয় বলিয়া যাবতীয় গনোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। হৃদযন্ত্রের দুর্বলতার জন্য শোথ ইহা একটা ফলপ্রসূ ঔষধ। ইহা মুত্রাশয়ের মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করাইবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোথ রোগে ইহা মূত্র বৃদ্ধি করাইয়া শোথের উপশম করে।

দধির সরের সহিত পুনর্গবা মূল পেষণ করিয়া কুষ্ঠে দিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (চরক)

শোথরোগগ্রস্ত রোগী পুনর্গবা কাথ, মূলের রস এবং আদা একত্রে এক মাস সেবন করিলে ও দুগ্ধ অনুপান স্বরূপ ব্যবহার করিলে শোথ আরাম হয়।

পুনর্গবা মূল মধুর সহিত সেবন করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

শ্বেতপুনর্গবা মূল ধুতুরা বীজের সহিত সেবন করিলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়।

পুনর্গবা মূলের ত্বক্ উপযুক্ত মাত্রায় গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তিন মাস হইতে এক বৎসর সেবন করিলে কৃশ ব্যক্তি বেশ বলবান ও শক্তিশালী হয়।

নিম্নাঙ্গীন ব্যক্তি পুনর্গবা শাক খাইলে বেশ নিম্নাঙ্গীভূত করে।

পুনর্গবা মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পানের সহিত খাইলে ২ দিন অন্তর জ্বর আরাম হয়।

পুনর্গবা শাক আমবাতগ্রস্ত রোগীকে খাওয়াইলে আমবাত আরাম হয়। উরুতে ঘা হইলে এবং পুঁথ ও রক্ত থাকিলে পুনর্গবা কাথ পান করিলে শীঘ্র আরাম হয়। (Fig. 482.)

Genus—PISONIA Linn.

483. *P. aculeata* Linn. (বাঘ আঁচড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 1763-64; Bedd., Sylv., Madr., 175, t. 22, Fig. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 784.

Ref.—F. B. I., iv, 711; Roxb. F. I., ii, 217; B. P., ii, 864; Watt, v, Pt. I. 264; Prain, H. H., 264.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা, ছগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগনা, বন জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বাঘ আঁচড়া; উড়িয়া—হাতী-অঙ্কুশ; তে. কঙ্কী; ত. কারুইন্দু।

MIRABILIS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[484. M. Jalapa Linn.]

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—কাঁটায়ুক্ত লতানে বা ভুলুষ্ঠিত লতা। নূতন ডাল এবং পুষ্পদণ্ড কোমল এবং ধারাল কাঁটা দ্বারা আবৃত। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ ও পাতলা, কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ ও নরম। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, মাথা মোটা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, অকর্ষিত, পত্রবৃত্ত $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ঘন ঘন জন্মে। পুংকেশর ৭৮টী, স্ত্রীপুষ্প গোলাকার দাঁতযুক্ত। ফল লম্বা $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ৫টী শিরাবিশিষ্ট। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ত্বক ও পত্র বাতের বেদনায় দিলে বেদনা আরাম হয় ও ফুলা কমিয়া আইসে। ইহার রস গোলমরিচের সহিত ও অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত বালকদিগকে সেবন করিতে দিলে তাহাদের ফুসফুস ঘটিত রোগ আরাম হয় (Watt)। (Fig. 483.)

Genus—MIRABILIS Linn.

484. M. Jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

Fig.—Bot. Mag., t. 371; Rheede, Hort. Mal., x, t. 75.

Ref.—B. P., ii, 862; Dymock, iii, 132; Prain, H. H., 264; Voigt., H. S., 328.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকা; বঙ্গদেশে বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় বহু গাছ বাগানে ও বসতবাটীতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. কৃষ্ণকেলি; হি. গুলাসাস; তা. পাখারাচী; তে. বাখারাচী; Eng. Four-o'clock flower.

ব্যবহার্য অংশ—পাতা ও শিকড়।

বর্ণনা—এই গাছ শ্বেত, পীত, লাল, লাল ও শ্বেত, লাল ও পীত বর্ণ ভেদে ৫ প্রকার। ১৫৯৬ খৃঃ পোর্টুগীজেরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ হইতে এই গাছ ভারতে আনয়ন করে। এই গাছকে সন্ধাকলি কিংবা সন্ধাফুল বলে। পারস্য ভাষায় ইহাকে Gul-A'bas বলে। এই ফুল পারস্যবাসীদের প্রিয় এবং বাড়ী সাজাইবার জন্য রোপণ করে। গাছের শিকড় গোলাকার ও লম্বা, অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘ সবুজবর্ণ; পুরাতন শিকড় শুকাইলে শক্ত হয়, নূতন শিকড় চামড়ার মত। পত্র দেখিতে অনেকটা পানের তায়। পত্র ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, বৃত্তদেশে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বৃত্ত ১-১½ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ি অবিভক্ত, প্রান্তদেশে কর্ষিত। পুষ্পদল ১ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ৪-৫টী। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, এবড়ো খেবড়ো, অনেকটা গোলমরিচের তায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ACHYRANTHES.]

ভারতীয় বনৌষধি

[485. *A. aspera* Linn.

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই বীজ জোলাপের তায় কাজ করে। ইহার পাতা ভলে সিদ্ধ করিয়া বাগী ও ফোড়া পাকাইতে ব্যবহার হয়। বীজ-গোলমরিচের সহিত ডেঙ্গাল দিয়া থাকে। শিকড় মুছবিরেচক। বন্ধনদেশে ইহার শুকনা শিঁড় চূর্ণ ঘূতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যবহার করে এবং শিকড় সিদ্ধ করিয়া তরকারীর তায় খাইলে অর্শ আরাম হয়। শিকড়ের মণ্ড অনেক খাবারে ব্যবহার করে। (Fig. 484.)

LXXXII. AMARANTACEAE

Genus—ACHYRANTHES Linn.

485. *A. aspera* Linn. (আপাঙ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1780 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 193.

Ref.—F. B. I., iv, 730 ; Roxb., F. I., i, 672 ; B. P., ii, 895 ; Prain, H. H., 266.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্ধমান।

বিভিন্ন নাম—সং. অপামার্গ, ময়ূরক, খরমঞ্জরী ; বা. আপাঙ ; হি. চিরচিটা ; তা. নাজুরিবি ; তে. অপামার্মাম্। Eng. Chaff tree.

ব্যবহার্য অংশ—শাখা, পত্র, বীজ ও মূল। মাত্রা, পাতার রস ১ তোলা, কাথ ১ ছটাক, মূল ১-২ তোলা, বীজচূর্ণ ১ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কাণ্ড ১-২ ফুট খাড়া ভাবে ভয়ে ; শাখা বহুবিকৃত, শাখার অগ্রভাগ মোটা। পত্র অতি অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত খেতবর্ণ। পুষ্পকেশর ৫টি, ফল ছোট, লম্বাকৃতি, মসৃণ, ধূসরবর্ণ। ফল শক্ত ও পক্ষযুক্ত, ফলের গায়ে কাপড় লাগিলে ফল কাপড়ে আটকাইয়া যায় বা কোন জীবন্ত উহার নিকট দিয়া যাইলে উহাদের গায়ে ফল লাগিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠের শেষে ইহা অঙ্কুরিত হয়। ফুল শীতকালে জন্মে, গ্রীষ্মে ফল শুষ্ক হইয়া মাটিতে পতিত হয়।

ইহার আরও ৩টি আতি আছে। লাল আপাঙের পত্রে লাল দাগ থাকে, ডাল চেপ্টা ও চতুর্কোণ ; Var. *A. rubro-fusca* ইহার পাতার অগ্রভাগ সরু, ডিম্বাকৃতি, ধূসরবর্ণ (Wight, Ic., t. 1778) ; Var. *A. porphyristachys*, এই গাছ একটু বৃহৎ, ৪-৬ ফুট, শাখাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, পত্র ৩-১০ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত, ইহার পুষ্পদণ্ড নরম (Wall, Cat. 6925) ; Var. *A. argentea*, পত্র খেতবর্ণ, নিম্নের পত্র পশময (Thwaites Enu. 249)।

ACHYRANTHES.]

ভারতীয় বনৌষধি

[485. A. aspera Linn.

রক্ত আপাণ্ডের শাখা লালবর্ণ, ইহার ফুল লাল ও বেগুনে ২২ বিশিষ্ট ও ময়ূরের গলার ত্রাণ, এইজন্ত ইহার আর একটা নাম ময়ূরক, ফল নিয়ে বুলিয়া থাকে, ফলের ভিতর ধূসরবর্ণ তিক্ত বীজ থাকে। আপাণ্ড ব্রণ নাশ করে বলিয়া ইহার আর এক নাম “কিনীহি” এবং পুষ্পদণ্ড এবড়ো খেবড়ো বলিয়া ইহাকে ধরমঞ্জরী বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় উগ্র ও ধারক এবং শোথ, অর্শ, ফোড়া ও চর্মরোগে ব্যবহার হয়। বীজ ও পত্র বমনকারক, কুকুর ও সর্প বিষে ব্যবহৃত হয় (T. N. Mukherjee)। শুষ্ক গাছ বালকদের পেট বেদনায় ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড বিহার যম স্বরূপ। আপাণ্ডের ছাইয়ে অধিক পরিমাণ Potash বিद्यমান আছে, এই কারণে ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। তিল তৈল ও আপাণ্ডের ছাই যোগে তৈল কর্ণরোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসক ইহার কাথ মূত্রকর বলিয়া প্রশংসা করেন। Dr. Cornish বলেন ইহা শোথ রোগে হিতকর। Dr. Turner ইহাকে সর্পবিষে হিতকর বলেন (Pharm. Ind.)।

ইহার ছাই হাঁপানিতে ব্যবহার হয়। পুষ্পদণ্ড হইতে বটিকা প্রস্তুত করিয়া অল্প চিনি যোগে সেবন করিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষ নষ্ট হয় (Balfour)।

ইহা হিষ্টিরিয়া ও স্নায়বিক রোগে হিতকর। আপাণ্ডের বীজ হইতে যে তণ্ডুল বাহির হয় তাহার নশ লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া জর কমিয়া আইসে (চরক)।

চাউল ধোয়া জলের সহিত আপাণ্ড মূল প্রত্যহ মধুসহ সেবন করিলে অর্শ আরাম হয় (স্বশ্রুত)।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে আপাণ্ড পাতার রস সেই স্থানে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

তামার পাত্রে দধির জলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ দিয়া উহাতে আপাণ্ড ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়।

অপামার্গ মূল, জলে পেষণ করিয়া উহা পান করিলে বিষচিকিৎসা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

অপামার্গের মূল চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত অর্শ একেবারে সারিয়া যায় (শাঙ্গধর)।

অপামার্গ ও কাকজজ্বর (Leea aquata) কাথ পান করিলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির নিদ্রা হয় (হারীত)।

মূল, শাখা ও পত্রের সহিত অপামার্গ ২ ছটাক, ৫ ছটাক জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া অর্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক দিবসে ৩ বার সেবন করিলে প্রস্রাব হইয়া শোথ রোগ কমিয়া যায় (Pharm. Ind.)।

যজুর্বেদে কথিত আছে যে ইন্দ্রদেব নমুচি নামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন; ঐ দৈত্যের মস্তক হইতে আপাণ্ড গাছ হয়। ইহার সাহায্যে তিনি অপরাপর দৈত্যকে সংহার

ALTERNANTHERA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[487. *A. sessilis*, R. Br.]

করেন বলিয়া এই গাছের বিশেষ খ্যাতি আছে। অনেকে অহুমান করেন যে আপাঙ গাছ ছোঁয়াইলে বিছা, সর্প প্রভৃতি জন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আর নড়িতে পারে না। নরক চতুর্দশীর দিন (দেওয়ালীর প্রথম দিন) প্রাতে স্নান করিবার পর আপাঙ গাছ গায়ে বুলাইয়া দেয়, ইহাতে সাদৃশ্যের শরীর বেশ ভাল থাকে বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 485.)

Genus—AERUA Forsk.

486. *A. lanata* Juss. (চায়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 723 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 29, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 792.

Ref.—F. B. I., iv, 728 ; Roxb., F. I., i, 676 ; B. P., ii, 874 ; Prain, H. H., 266.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ হইতে বঙ্গদেশ ও বর্ম্মা, মালদ্বীপ, প্রেসিডেন্সি ; বঙ্গদেশের পতিত জমিতে সচরাচর দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা জেলায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. চায়া ; সিন্ধু—জারী ; পাঞ্জাব—ভুঁই-কুল্লান ; দাক্ষিণাত্য—কুলকেজার ; তে. পিণ্ডিকাণ্ড।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, বীজ, শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সাধারণ গুল্ম, গোড়া কাঠের মত শক্ত, কাণ্ড খাড়া অথবা মাটিতে গড়াইয়া জন্মে ; শাখা নরম, গোলাকার, তুলার মত লোমযুক্ত, বহু প্রশাখাবিশিষ্ট ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ২-১ ইঞ্চি, পশ্চিমময়। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি। ফুল ছোট, বোটা ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। শিকড় মাথা ধরিলে প্রদত্ত হয়। মালাবার দেশের লোক ইহা স্নিগ্ধকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় মূত্রকর ও আর্সেনিক বিষের প্রতিষেধক।

উত্তর ভারতে ইহার ফুল ও ফল “ভুঁই-কুল্লান” বলিয়া বিক্রয় করে। ইহার গুণ আপাঙ গাছের তুল্য। ফুল অতিশয় নরম, সিন্ধুদেশে ইহার ফুল বালিসে ও গদিতে তুলার ত্রায় দেয় (Dymock)। (Fig. 486.)

Genus—ALTERNANTHERA Forsk.

487. *A. sessilis* R. Br. (সান্টিচি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 11 ; Rhumph., vi, t. 15, Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 794.

CELOSIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[488. *C. argentea* Linn.]

Ref.—F. B. I., iv, 731 ; B. P., ii, 875 ; Roxb., F. I., i, 674 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র পাওয়া যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান জেলার পতিত জমি, রাস্তার কিনারা ও প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সান্টি।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—গড়ানে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি পরিমাণ হয়। কাণ্ডের গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র বৃন্ত ছোট, সরু, পত্র লম্বাকৃতি ১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ছোট, খেতবর্ণ ; পুংকেশর ৫টি, মিলিত ; স্ত্রীকেশর দণ্ড অতিশয় ছোট। ফল গুচ্ছ, চেষ্টা ও একটি আবরণ দ্বারা আবৃত, ইহাতে একটি বীজ থাকে। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সেবন করিলে প্রসূতির স্তনের দুগ্ধ বাড়ে। চক্ষুরোগে দ্রৌত স্বরূপ ব্যবহার হয়। (Fig. 487.)

Genus--CELOSIA Linn.

488. *C. argentea* Linn. (খেতমুর্গা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1767 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 28 & 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 786.

Ref.—F. B. I., iv, 714 ; Roxb., F. I., i, 678 ; B. P., ii, 167 ; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, বঙ্গদেশের বহু বাগানে আপনা আপনি জন্মে। আদিম বাসস্থান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. খেতমুর্গা, খেতমোরগ ফুল ; হি. সফেদ মুর্গা ; তে. গুচ্ছ ; মারাঠী—কুচ্ছ।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ১-৩ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ১-৬ অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড এক একটা হয় কিংবা একসঙ্গে অনেক হয়, ১-৮ ইঞ্চি লম্বা ১-১ ইঞ্চি বিস্তৃত ; ফুল খেতবর্ণ, শাখার উপরিভাগ মোরগের মস্তকের ফুলের ত্রায় গুচ্ছবদ্ধ। বীজ নটেশাষের বীজের মত কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

AMARANTUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[490. *A. spinosus* Linn.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ উদরাময়ের একটি ফলপ্রদ ঔষধ। Rev. A. Campbell বলেন যে সামতালেরা ইহা হইতে এক প্রকার ভেষজ তৈল বাহির করে। ইহার বীজ ১ তোলা এবং মিছরী ১ তোলা, একবাটি ছুন্ধের সহিত প্রতাহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়নের কাছ করে (Dymock)। (Fig. 488.)

489. *C. cristata* Linn. (লালমুর্গা)

Fig.—Bot. Reg., t. 1834; Lamk., Ill., t. 168; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 787.

Ref.—F. B. I., iv, 715; Roxb., F. I., i, 679; B. P., ii, 867; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও কাশ্মীরে বাহারের গাছরূপে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলায় বাগানে চাষ করে, বিশেষতঃ সামতালেরা প্রায়ই গৃহপ্রাদনের নিকট রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. মূর্গাশিখা; বা. লালমূর্গা, মোরগফুল; হি. লালমূর্গা।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা শাখাবিশিষ্ট। পত্র ৯ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফুল ছোট; পুষ্পগু গোলাকার, অতিশয় শক্ত। ফুল ঘনসম্মিষ্ট, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার নটে বীজের মত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল ধারক ও উদরাময় নিবারক এবং অতিরিক্ত ঋতুস্রাবে হিতকর (Stewart)। ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব, সন্ধি ও রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার হয় (Dutta)। (Fig. 489.)

Genus—AMARANTUS Linn.

490. *A. spinosus* Linn. (কাঁটানটে)

Fig.—Wight, Ic., t. 573; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 788.

Ref.—F. B. I., iv, 718; Roxb., F. I., iii, 611; B. P., ii, 869; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও মালাবার দেশে প্রচুর জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত অকর্ষিত স্থানে ও রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. মারিষ; বা. কাঁটানটে; হি. কাঁটানার; শামতাল—আহম আরক; তে. এরা-মুলু-গোরস্ত; তা. মুলুক্কিয়াই।

AMARANTUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[491. *A. tristis* Linn.]

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী শূন্য লোমযুক্ত গুল্ম। কাণ্ড ১-২ ফুট, শক্ত গাঁটযুক্ত ও কন্টকময়। কাণ্ডে অনেক ডাল হয়। প্রত্যেক গাঁট হইতে প্রশাখা বাহির হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ, পত্র ক্ষুদ্র, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, পুষ্পদণ্ড পুচ্ছাকৃতি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, ফুল ফিকে সব্জবর্ণ গুচ্ছবদ্ধ; স্ত্রী পুষ্প অপেক্ষা পুং পুষ্প অধিক হয়। পুংকেশর ৫টি বিস্তারিত। গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত ও সরু। স্ত্রীকেশর ২টি, লম্বা বিস্তৃত ও লোমযুক্ত। ফুল হইতে ইন্ধি লম্বা। বীজের ব্যাস $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। গাছ প্রথমে সব্জবর্ণ তৎপরে লাল ও বেগুনে রং বিশিষ্ট দেখায়। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা স্নিগ্ধকর ও মূত্রবৃদ্ধিকর। ইহার শিকড় অতিরক্ত, প্রদর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর। কাঁটানটে পেটবেদনার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার পাতার পুনটিস বেঙ্গল ফারমেকোপিয়ায় ব্যবহৃত হয়। Pharm. Ind. লেখক ইহাকে স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কাঁটানটে ফোড়া ও বাগীতে দিলে ফোড়া ও বাগী ফাটিয়া যায়। ইহার শিকড় গনোরিয়া ও কাউর রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা গনোরিয়ার ধাতুশ্রাব এবং লিঙ্গের উত্তেজনা, জ্বালা ও টেনটনানি কমাইয়া দেয় (Dymock, iii, 138)। সমগ্র গাছটা সর্পবিষ নাশক; কথিত আছে ইহা চাউলের খুদের সহিত বা চাউলের সহিত গাভীকে খাইতে দিলে গাভীর হৃৎক বাড়ে। কাঁটানটের ছাই পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহার মূলচূর্ণ নখকুনীতে দিলে নখকুনী আরাম হয়। (Fig. 490.)

491. *A. tristis* Linn. (টাঁপানটে)

Fig.—Wight, Ic., t. 512, 719.

Ref.—F. B. I., iv, 721; Roxb., F. I., iii, 602; B. P., ii, 870; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহৃত ও বঙ্গদেশের সর্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. তণ্ডলীয়; বা. টাপানটে, লালনটে।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী শাক, মাটিতে গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে। পত্র ছোট, লম্বাকৃতি, মাথা মোটা, গুচ্ছবদ্ধ কয়েকটি ফুল হয়। ইহাতে অধিক সংখ্যক পুংপুষ্প আছে। শাখা ক্ষীণকায়, ইহাতে কাঁটা নাই। নটে দুই রকম আছে—একটির ডাঁটা কাঁটানটের ন্যায়, অপরটির ডাঁটা স্থানে স্থানে লালবর্ণ। আর একপ্রকার নটে জলের ধারে জন্মে, উহাকে জলতণ্ডলীয় বা

AMARANTUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[491 *A. tristis* Linn.

কঞ্চট কহে, উহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। উহার বাঙ্গালা নাম কাঁচড়াদাম বা কেশরদাম, লাতিন নাম *Jussieua repens* Linn. (২৬২ নং গাছ দেখ)। আরও কয়েক প্রকার নটে আছে, উহাদের বাঙ্গালা ও লাতিন নাম ভিন্ন ভিন্ন, তবে উহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই, যেমন বাঁশপাতা নটে (*A. lanceolatus*); লাল বাঁশপাতা নটে (*A. atropurpureus*); গোবরা নটে (*A. lividus*); সাদা নটে (*A. Blitum* Linn. Var. *oleracea*); লাল শাক (*A. gangeticus* Linn.)। আবার কতকগুলি নটে আপনা আপনি জন্মে, উহাদের চাষ হয় না, যেমন টুনটুনি নটে (*A. fasciatus* Roxb.); চির নটে (*A. polygamous* Linn.); যেটি নটে (*A. tenuifolus* Willd.); বন নটে (*A. Viridis* Linn.); (*Vide* Prain, Hooghly, Howrah and 24-Pergannas, p. 265)। বর্ষার পরে নটে গাছের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস ও কন্ধ রক্তপিত্তে হিতকর এবং রসে বিষদোষ নাশ করে। চাপানটের মূল মধুর সহিত পিষিয়া চাউল ধোওয়া জলসহ সেবন করিলে প্রদর রোগ নষ্ট হয় (চরক)।

চাপানটের মূল মধুর সহিত খাইলে ইন্দ্রের বিষ নষ্ট হয় (সুশ্রুত)।

চাউল ধোয়া জলে পিষিয়া চাপানটের মূল চিনি ও মধুর সহিত খাইলে অতিসার আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

জম্বু, দাড়িম্ব, পানিফল, পাঠা (আকনাদি) ও কাঁচড়ার পাতা উপরি উপরি সাজাইয়া তাহার উপর একটা কাঁচা বেল রাখিয়া উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে, বাসী হইলে ঐ বেল সমভাগ পুরাতন গুড় ও অল্প গুঁঠচূর্ণ যোগে খাইয়া পরে বেল সিদ্ধ জল পান করিবে, ইহাতে গ্রহণী রোগ আরাম হয়।

জম্বুদাড়িম্বশৃঙ্গাট পাঠাকঞ্চটপল্লবৈঃ।

পক পয়ূষিতং বালবিষং সগুড়নাগরং।

হস্তিসর্কানাতীসারান্ গ্রহণীমতিহস্তরায়ঃ। চক্রদত্তঃ

রক্তপিত্ত রোগে চাপানটের শাক খাইলে উহা কমিয়া যায়। চাপানটের মূল পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত খাইলে বমন হইয়া বিষদোষ কমিয়া যায়।

তণ্ডলীয়ক মূলানি পিষ্টা চোষণে বারিণা।

পীতং পীতবিষং হস্তি বমনে লাঘব ভবেৎ ॥ ভাবপ্রকাশঃ

নখকুনীতে চাপানটের মূল পেষণ করিয়া লাগাইলে বেদনা কমিয়া যায়।

তণ্ডলীয়ক মূলস্ব চূর্ণং পুতিনাথাপহম্। (বঙ্গসেনঃ)

অপরূপার নটের গুণ প্রায় সমান। (Fig. 491.)

CHENOPODIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[492. *C. ambrosioides* Linn.]

LXXXIII. CHENOPODIACEAE

Genus—CHENOPODIUM Linn.

492. *C. album* Linn. (বেতোশাক)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 793A ; Bull. Herb. Boiss. Ser., II, iv, t. 5 ; Fig 1 (1904).

Ref.—F. B. I., v, 6 ; Roxb., F. I., ii, 58 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, হিমালয় প্রদেশের ৪৫০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে এবং বাঙ্গলা দেশের হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে ও আলুর জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বাস্কক ; বা. বেতোশাক ; হি. বড় বথায়া ; সামতাল—চাকবং ; গুজরাট—টাকো।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ। মাত্রা, ১ হইতে ২ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ১ হইতে ৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র বর্জিত, মূল শিরা হইতে দুইদিকে শিরা আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রত্যেক গাঁইটে ফুল হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাগছন্ধের সহিত বেতোশাকের রস পান করিলে অর্শের রক্তপড়া আরাম হয়। অতিসারে যখন বহু কষ্টে অল্প অল্প মল নির্গত হয় ও বুহ্ন হয় তখন ইহার রস দধি ও মাড়িষের রসের সহিত তিল তৈল যোগে পাক করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় (চরক)।

ইহার শাক তিল তৈলযোগে পাক করিয়া লবণযোগে খাইলে উরুস্তম্ভ আরাম হয় (চরক)।

বেতোশাক ধারক, ইহা গ্ৰীহা ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর।

C. purpurascens Ham., ইহাকে বাঙ্গলায় লাল বেতোশাক বলে। ইহার গুণ বেতোশাকের সমান (F. B. I., v, 3)। (Fig. 492.)

493. *C. ambrosioides* Linn. (চন্দন বেতো)

Fig.—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 796 ; Wight, Ic., t. 1786.

Ref.—F. B. I., v, 4 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্বত্র পতিত জমিতে পাওয়া যায়। আদিম বাসস্থান আমেরিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. চন্দন বেতো।

BASELLA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[495. *B. rubra* Linn.]

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট সৌগন্ধযুক্ত ও কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র লম্বাকৃতি, মাথা সরু ও দাঁতযুক্ত, পাতার বোঁটা ছোট। গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। বীজ মন্থণ উজ্জ্বল। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় উহা বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার কুগিনাশ করিবার শক্তি আছে। ইহা স্নায়বিক রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পিষ্ট রস খাইতে হয় (Watt, ii, 267)। (Fig. 493.)

Genus—SPINACIA Linn.

494. *S. oleracea* Linn. (পালং শাক)

Fig.—Wight, Ic., t. 818; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 798.

Ref.—F. B. I., v, 6; Roxb., F. I., iii, 77; B. P., ii, 879; Prain, H. H., 267.

জন্মান্তরান—বঙ্গদেশে সর্বত্র বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষ হয়। ইহার আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. পালং শাক; হি. পালক; তা. ভেজালি-কিরাই; তে. দামনা বাচ্চালি।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ও সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ডিম্বাকৃতি, লম্বা ও বিস্তৃত, মস্তক মোটা, পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। স্ত্রীপুষ্প লম্বা। পুংকেশর ৪টি। বীজকোষ পাতলা, ভিতরে ধূসরবর্ণ বীজ থাকে; বীজের শাঁস শ্বেতবর্ণ। ফুল ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে পড়িয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ধারক ও স্নিগ্ধকর, ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি ও কামলা রোগে ব্যবহার হয়। বীজের তৈল অতিশয় ঘন। কাঁচা গাছ মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। (Fig. 494.)

Genus—BASELLA Linn.

495. *B. rubra* Linn. (পুঁই শাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 24; Wight, Ic., t. 876; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 802.

Ref.—F. B. I., v, 20; Roxb., F. I., ii, 104; B. P., ii, 882; Prain, H. H., 268.

RHEUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[496. R. emodi Wall.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলায় জমিতে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. উপোদকী; বা. পুঁই শাক; হি. পোছুকা শাক; তা. সিবাঙ্গু-বাসলা-কিরি; তে. আল্লা-বংসল।

ব্যবহার্য অংশ—পাতা এবং সমগ্র গাছ ও শিকড়।

বর্ণনা—বহু শাখাবিশিষ্ট চিকণ লোমযুক্ত শাসে পরিপূর্ণ লতা। পাতা বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, বৃহৎদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার, ২ হইতে ৭ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। পুষ্পও ১ হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা, নত ও শাখাবিশিষ্ট। ফুল স্বেত ও লালবর্ণ, ফল মটরের ত্রায়, পাকিলে বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। ইহাদের অনেকগুলি জাতি আছে, কাহারও ডাঁটা লাল কাহারও বা স্বেতবর্ণ, এই দুই জাতি পুঁইই জমিতে চাষ হয়। আর এক প্রকার পুঁই আছে উহা জঙ্গলের ধারে আপনা-আপনি জন্মে, ইহার নাম ঈরা, বাদ্গালায় ইহাকে রক্ত পুঁই বলে। *B. lucida* Linn. এবং *B. cordifolia* Lamk. এই দুইটি পুঁইয়ের চাষ হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহাদের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে (*F. B. I.* v, 20)। শীতের সময় পুঁইএর ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস বালকদিগের সন্ধিতে ব্যবহার হয় (*Drury*)। ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রকর এবং গনোরিয়া ও লিঙ্গপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (*Watt*, i, 404)।

অর্শরোগীর অতিশয় রক্তস্রাব হইলে পুঁই শাক ও কুল ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। পুঁই শাক দধি ও দাড়িম্বসহ সিদ্ধ করিয়া স্নেহদ্রব্যের সহিত ভোজন করিলে অতিসার আরাম হয় (চরক)।

কোন স্থানে পীড়কা কিম্বা (আব) হইলে উহাতে পুঁই শাকের রস মাখাইয়া পুঁইপাতা বাঁধিয়া দিলে পীড়কা আরাম হয় (বঙ্গসেন), এমন কি শ্লীপদে (গোদে) উহা প্রদান করিলে গোদ আরাম হয় (সুশ্রুত)। সুশ্রুত পুঁইশাকের নিম্নলিখিত গুণ বর্ণনা করিয়াছেন—

মধুরামধুরাপাকে ভেদিনীশ্লেষ্মবর্দ্ধনী।

স্বাদুপাকরসা বৃদ্ধা বাতপিত্তমদাপহা।

উপোদিকা সদা স্নিগ্ধা বল্যা শ্লেষ্মাকরী হিমা ॥ (*Fig.* 495.)

LXXXIV. POLYGONACEAE

Genus—RHEUM Wall.

496. *R. emodi* Wall. (রেবান্দচিনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, *Ind. Med. Pl.*, t. 813A; *Bot. Mag.*, t. 3508.

Ref.—*F. B. I.*, v, 56; *Nees & Eberm.*, *Med. Pharm. Bot.*, i, 455.

RHEUM]

ভারতীয় বনৌষধি

[496. R. emodi Wall.]

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, সিকিম ও সিমলা ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. রেবান্দচিনি ; পারস্ত—রেভান্দ-ভিন্দি ; তা. ভেরিয়াট্টু ; তে. নিট্টু রিবল-চিনি ; কন্নন—নাট-রেভা-চিনি ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় ।

বর্ণনা—ওষধি তরু, কাণ্ড অতিশয় মোটা ও দৃঢ়, লম্বা শাখাবিশিষ্ট ও পত্রময় ; ৫-৬ ফুট উচ্চ, সবুজ এবং ধূসরবর্ণ। শিকড় অতিশয় দৃঢ় ও মোটা। পত্র দেখিতে অনেকটা অশ্বথ পত্রের ত্রায় কোমল, মাত্র চওড়ায় একটু কম ; পত্রবৃত্ত ১২-১৮ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত। পত্রের বৃত্তদেশে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টি শিরাবিশিষ্ট। ফুল দেখিতে অনেকটা আকন্দের কুঁড়ি অথবা বেঁটে লঙ্কার ত্রায়, কেবলমাত্র একটা শিরা আছে। ফুলের পাপড়ি ৫টি আছে। ফুলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে রংবিশিষ্ট। কয়েক জাতীয় Rheum হিমালয় প্রদেশে নেপাল সিকিম কমায়ুন প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়, তন্মধ্যে R. spiciforme Royle (F. B. I., v, 55) ; R. Moorcroftianum Royle (F. B. I., v, 56) ; R. acumina-
tum Hook. f. & Thom. (F. B. I., v, 57) ; R. Webbium Royle (F. B. I., v, 57) এইগুলি প্রধান ; ইহাদিগকে সাধারণতঃ ভারতীয় রেবান্দচিনি বলা হয়। R. Webbium Royle গাছ ১-৬ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ডে বহু শাখাপ্রশাখা ও পত্র আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি হইতে ২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ; পত্র লম্বা ও বৃত্তদেশে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টি শিরা আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ইহার চারিদিকে ফুল হয়, ফুলের রং ফিকে পীতবর্ণ, R. Emodi গাছের ফুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, দেখিতে উভয় দিকে Vএর ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট। জুলাই-আগষ্ট মাসে রেবান্দের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উপরোক্ত জাতীয় রেবান্দচিনির শিকড়কে হিমালয় প্রদেশীয় Rhubarb বলে। R. emodii শিকড় মোচড়ান বা পাকান, খাঁজকাটা ও লম্বাকৃতি, উভয় দিক বক্রভাবে কণ্ঠিত, প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১২ ইঞ্চি গোলাকার, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিক্ত এবং কিরকিরে, স্পঞ্জের মত, সহজে গুঁড়া করা যায় না, গুঁড়ার রং ফিকে ধূসর ও পীতভা। R. Webbium হইতে যে Rhubarb পাওয়া যায় উহা গাঢ় ধূসরবর্ণ, অতিশয় তিক্ত ও উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। Prof. Royle এবং Twining সাহেব Diseases of Bengal, vol. i, 220 নামক পুস্তকে ইহার অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Twining সাহেব বলেন যে ইহা বিদেশীয় রেবান্দচিনি অপেক্ষা পাকাশয়িক পীড়ায় অধিক ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক বলেন যে বাজারের দেশীয় রেবান্দচিনি বিদেশীয় Rhubarb অপেক্ষা হীনবীৰ্য্য। কারণ খারাপগুলিই বাজারে চালান আসে। Dr. Hugh Cleghorn (Madras Quart. Med. Journ. 1862, vol. v, 464) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে দেশীয় রেবান্দচিনির টাটকা শিকড় রুশিয়া দেশীয় Rhubarbএর সমান। যদি বেশ

RUMEX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[497. *R. maritimus* Linn.]

যত্নের সহিত চাষ করা যায় তাহা হইলে তুরঙ্গ ও চীন দেশীয় রেবান্দচিনির ত্রায় গুণসম্পন্ন ঔষধ হিমালয় প্রদেশীয় গাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা পেটের দোষ নিবারক এবং শ্লেষ্মা নিবারক ; ইহার ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার শক্তি আছে। সামান্য উদরাময়ে ইহা ব্যবহার্য। ইহা জ্বর ও প্রদাহিত জরে ব্যবহার্য্য নহে। অপরাপর শাস্তিকর ঔষধের সহিত দিলে ইহা অজীর্ণ আরাম করে। সাধারণতঃ ইহা বৃদ্ধ ও বালকদের পক্ষে বিশেষ হিতকর। আদার সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি করে। মাত্রা ৫-১০ গ্রেণ পরিমাণ। রেবান্দ যোগে অনেক মিশ্রিত ঔষধ প্রস্তুত হয়। Grey Powderএর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বালকদের দাঁত উঠিবার কালীন উদরাময় এবং পুরাতন রক্ত আমাশয়, কামলারোগ, সর্দি প্রভৃতি আরাম হয়। ইহা Sodium bicarbonate অথবা Magnesia. যোগে ব্যবহার করিলে বালকদের বদহজমজনিত উদরাময় আরাম হয়। টমার্টোর মত রেবান্দ, বাতরোগী অথবা সন্ধ্যা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নহে।

চীনদেশ হইতে যে রেবান্দচিনি আমদানী হয় উহার নাম *Rheum officinale* Baillon। এই গাছ চীনদেশে জন্মে ও চাষ হয়। *Rheum palmatum* Linn. গাছও এই গাছের সমগুণবিশিষ্ট ; ইহাকে রুশিয়াদেশীয় রেবান্দচিনি বলে। Col. Prejevalsky ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গাছ চীনের উত্তর পশ্চিম দিকে Kansu জেলায় দেখিতে পান। এই গাছ তথায় ১০,০০০ ফুট উচ্চ বনভূমিতে জন্মে, সচরাচর ইহা পীতনদীর উৎপত্তি স্থানে জন্মে। ইহার জুন মাসে ফুল হয় এবং আগষ্টের শেষ ভাগে ফল পাকিয়া থাকে। চীনদেশীয় লোকেরা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মাটি হইতে ইহার মূল তুলিয়া থাকে ; মূলের উপরিভাগের ছাল ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে ও ছায়ায় শুক করে। শিকড় ৮-১০ বৎসরের হইলে তবে পরিপক্ব ও ব্যবহারোপযোগী হয়। (Fig. 496.)

Genus—RUMEX Linn.

497. *R. maritimus* Linn. (বনপালং)

Fig.—Fl. Don., 1208 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 815 B.

Ref.—F. B. I., v, 59 ; F. I., ii, 208 ; B. P., ii, 888 ; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—উত্তর, মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্ধমান জেলায় জলাভূমিতে সাধারণতঃ দেখা যায়। আসাম, কাছাড় ও সিলেটে এই গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বনপালং ; Eng. Indian Sorrel.

RUMEX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[498. *R. vesicarius* Linn.]

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১-৪ ফুট উচ্চ হয়; কাণ্ড শিরাবিশিষ্ট। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ও অগ্রভাগ সরু। প্রত্যেক গাঁইট হইতে পুষ্প গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়। ফুল উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট। পুংকেশর ৬টি। ফলের আবরণী খোলা, কতকগুলি আবার আবদ্ধ থাকে, পাকিবার সময়ে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মসৃণ, কিনারা সরু। অগ্রভাগ বড়সীর গায় অল্প বক্র। বীজ অভ্যন্তরের পাপড়ির ভিতরে থাকে, আকারে সূক্ষ্মকোণী। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা স্নিগ্ধকর, পত্র দগ্ধস্থানে দিলে পোড়া বা আরাম হয়। বীজকে বাছারে “Big Bond” বলে। ইহা রসায়নরূপে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)। (Fig. 497.)

498. *R. vesicarius* Linn. (চুকপালং)

Fig.—Campd. Rum, 129, t. 3; Fig. 1-8; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 815A.

Ref.—F. B. I., v. 61; Roxb., F. I., ii. 209; B. P., ii. 889; Dymock iii, 157; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহুং ও বঙ্গদেশে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় আলুক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. চূক্র, বাতবেদ্ধি, অন্নবেতস; বা. হি. চুকপালং; তে. স্কক-কুরাকু; তা. স্ককান-কিরাই। Eng. Country Sorrel.

ব্যবহার্য অংশ—রস ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৫-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, ৩-৫টি শিরাবিশিষ্ট, বক্রাকৃতি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা লম্বা। পুষ্পদণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, শ্বেত কিংবা লালবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়। বনৌষধি দর্পণে অন্নবেতসের বর্ণনা যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চুকপালং অতিশয় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর (Ainslie)। ইহার রস দাঁতের বেদনা-নিবারক, বমন-নিবারক ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকর। পেট গরম হইলে ইহার রস বায়িক মাখাইলে উহা কমিয়া যায় ও বীজ ভাঙ্গিয়া খাইলে রক্ত-আমাশয় নিবারিত হয়। ইহা বিছা, মোমাছি ও সর্পবিষের যন্ত্রণা-নিবারক এবং ইহা বিছার বিশেষ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। (Fig. 498.)

ARISTOLOCHIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[499. A. indica Linn.

LXXXV. ARISTOLOCHIACEAE

Genus—ARISTOLOCHIA Linn.

499. A. indica Linn. (ইশের মূল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 25 ; Wight, Ic., t. 1858 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 820B.

Ref.—F. B. I., v. 75 ; Roxb., F. I., iii, 489 ; B. P., ii, 891 ; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—নেপাল, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কণ, চট্টগ্রাম, নিম্নবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া জেলার রাস্তার ধারে, জঙ্গলে ও পতিত জমিতে সাধারণতঃ প্রচুর গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. রুদ্রজটা, অর্কমূল, সুনন্দা ; বা. হি. ইশের মূল ; সামতাল—ভেদী-জানেটেট ; তে. দুলাগবেলা ; তা. পেরু-মারিন্দু ; বঙ্গে—সাপাসন ; Eng. Indian Birthwort.

ব্যবহার্য অংশ—মূল, পত্র। মাত্রা, কাথ ৫-১০ তোলা, মূলচূর্ণ $\frac{1}{2}$ -১ আনা, পত্ররস $\frac{1}{2}$ -২ ড্রাম।

বর্ণনা—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত লতানে গুল্ম, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। কাণ্ডের গোড়া কাঠের মত শক্ত, শাখা নরম, পত্র লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃত্তদেশ মিলিত বা গোলাকার, গোড়ার শিরা ছোট ও সরু। বোঁটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, অতিশয় অবনত। বহির্কাস সবুজের আভাযুক্ত খেতবর্ণ, গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল সিঁদেলাকৃতি, অগ্রভাগ বক্র ও দ্বি-ধ্রুসবর্ণ। ফুল ১-৩ ইঞ্চি। বীজকোষ ১ $\frac{1}{2}$ -২ ইঞ্চি লম্বা, খাঁজকাটা। বীজ চেপ্টা ত্রিকোণাকার ও পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত। দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে উত্তেজক, জর-নাশক, বলকারক ও ঋতুকর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা সবিরাম জ্বর ও অপরাপর রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা অজীর্ণ ও অন্নরোগে বিশেষ মূল্যবান (Asiat. Researches, vol. xi)। ইশের মূল পেটবেদনায় অতিশয় হিতকর (Dr. Gibson)। সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া প্রাচীন পোর্টুগীজেরা ইহাকে Raiyde Cobra নাম দিয়াছেন। ইহার পত্র ও পত্ররস মাদ্রাজ-দেশীয় কবিরাজেরা সর্পবিষে ব্যবহার করেন। কোন ইউরোপীয় ডাক্তার এ বিষয়ে এ পর্যন্ত পরীক্ষা করেন নাই, ইহার পরীক্ষা আবশ্যক। বঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে ইহা সচরাচর বালকদের পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগে ইহা একটি উত্তেজক ঔষধ, পেটের উপর ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ আবশ্যক।

ARISTOLOCHIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[500. A. bracteata Retz.]

ইশের মূলের পাতার রস বালকদের সর্দিতে হিতকর, ইহা বমন করাইয়া সর্দি তুলিয়া দেয়, কিন্তু কোন প্রকার অবসাদ আনয়ন করে না (T. N. Mukherjee)।

ইশের মূল গর্ভস্রাবে ব্যবহৃত হয়। শিশুর দাঁত উঠিবার সময়ে উদরাময়, পুরাতন জ্বর ও ওলাউঠায় হিতকর। শিশুর বৃক্ক সর্দি বসিলে শূলবেদনায় ইহা অগুরুর সহিত প্রযুক্ত হয়।

ইশের মূলের কাথ কম্পজর, মাথাধরা, পেটফাঁপা এবং মূত্রনাশে হিতকর (R. N. Khory, iii, 159)। (Fig. 499.)

500. A. bracteata Retz. (কিরামার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 820.

Ref.—F. B. I., v. 75 ; Roxb., F. I., iii, 490 ; B. P., ii, 890.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, বৃন্দেলখণ্ড, সিন্ধুদেশ, পশ্চিম বেহার ; গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থান এবং পশ্চিমভারতে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. ধূমপত্র, পাট্রবন্ধ ; হি. কিরামার ; তা. আক্র-তিন-পাল্ল্য ; তে. কাদামারা ; উড়িয়া—পানিরি ; Eng. Birthwort.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। রস ২-১ আউন্স, বীজের গুঁড়া ৩০-২০ গ্রেণ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী নরম লতানে উদ্ভিদ। শিকড় নরম ; ডাঁটা ও শাখাগুলি নরম, ১২-১৮ ইঞ্চি, সরল। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, বৃহৎ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ মোটা, পত্রের কিনারাগুলি চেপ্টা ও চেউখেলান। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, ইহার পত্র গোলাকার। ফুল একত্রে অনেক জন্মে। বহির্কোষ ১-১½ ইঞ্চি, ফুলের গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল গোলাকার, লম্বা, কিনারা গাঢ় বেগুণে ও লোমযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা খাঁজযুক্ত। বীজ ত্রিকোণাকার, জংপিণ্ডাকৃতি। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত ও বমনকারক। পেট কামড়ানির সহিত দান্ত হইলে দুইটি টাটকা পাতা জলের সহিত পেষণ করিয়া একবার সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহা আরাম হইয়া যায় (Roxb.)।

ইহার হিন্দুস্থানী নাম “কিরামার” অর্থাৎ ক্রমিনাশক। পাতার রস ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা সবিরাম জ্বর নাশক (Dr. Gibson)।

ইহার প্রথম ঋতুকাকরণ বিঘ্নমান আছে। Dr. Newton বলেন, ইহার শুষ্ক শিকড় ১½ ড্রাম পরিমাণ গুঁড়া করিয়া অথবা ছেঁচিয়া খাওয়াইলে স্ত্রীলোকদের প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind., iii, 164)।

PIPER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[501. *P. longum* Linn.]

এই গাছ গুজরাটে প্রচুর জন্মে। ইহার মূল এবং পত্র অতিশয় তিক্ত। ইহা হইতে এক প্রকার পীতবর্ণ ও ঘন রস বাহির হয়, উহা জাল দেওয়া ছুন্ধের সহিত মিশাইয়া উপদংশ রোগীকে সেবন করাইলে উহা সারিয়া যায়। ইহার সহিত অহিফেন দিলে গনোরিয়া আরাম হয়।

বঙ্গে দেশীয় ডাক্তারেরা ইহার সহিত, হিজল (*Barringtonia acutangula*) ও মালকাকনী (*Celastrus paniculata*) বীজ মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মণ্ড বা বটিকা প্রস্তুত করে, উহা ম্যালেরিয়া জরে হিতকর (*Dymock*)।

ইহার পাতা বালকদের নাভিতে প্রদান করিলে ও রস রেড়ির তৈলের সহিত সেবন করাইলে পেট বেদনা আরাম হয় (*Dymock*)।

ইউরোপীয় ডাক্তারেরা বলেন যে ইহার কুমিনাশক শক্তি আছে এবং গর্ভাশয়ের উপর ইহার ক্রিয়া থাকায় গর্ভ সঙ্কচিত করিয়া প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (*Watt, i, 314*)। (*Fig. 500.*)

LXXXVI. PIPERACEAE

Genus—PIPER Linn.

501. *P. longum* Linn. (পিপুল)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 244; Wight, Ic., t. 1928; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 14.

Ref.—F. B. J., v, 83; Roxb., F. I., i, 156; B. P., ii, 893; Watt, vi, Pt. 1, 258; Prain, H. H., 270.

জন্মস্থান—উত্তর, পূর্ব ও মধ্যবঙ্গ, বেহার, আসাম, খাসিয়া পাহাড়; নেপাল, যাবা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হিমালয় পর্বতের পাদদেশ; বঙ্গদেশে চাষ হয় ও হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পিপ্পলী, কণামূল; বা. তে. পিপুল; হি. পিপুলমূল; তা. টিপিলি। Eng. Long pepper.

ব্যবহার্য অংশ—মূল, ফল, রস।

বর্ণনা—লতানে গাছ; অগ্রভাগ অতিশয় নরম, ইহার প্রশাখাগুলি অপর গাছে জড়াইয়া উঠে। নীচের পাতা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্র দেখিতে অনেকটা পান পাতার ত্রায়। পুষ্পগু সোজা ও উন্নত। ফল একলিঙ্গবিশিষ্ট। পুষ্পপদগু, ১-৩ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্প ২ ১/২ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ১/৪ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। পত্রের ৫টি শিরা

PIPER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[501. P. longum Linn.]

আছে বলিয়া গোলমরিচ গাছ ইহাতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোলমরিচের ত্রায় ইহা উত্তেজক ও পেটকাঁপা নিবারক। পিপুলচূর্ণ ৪ আনা, মরিচ ও আদা প্রত্যেক ২ আনা, Arok (*Salvadora persica* Garcin.) ২০ আউন্স ৭ দিন ভিজাইবার পর উহার জল ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে বেরীবেরী আরাম হয়। ইহা বেরীবেরীর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পিপুলের মূল তিক্ত, উষ্ণ পেটের দোষ নিবারক ও হজমকারক। শিকড়ের পিষ্টরস ত্রিবাস্কর দ্রোণে প্রসবের পর ফুল পড়িবার জন্ত ব্যবহৃত হয় (Pharm. Indica)।

তিনটি পিপুলের পিষ্টরস প্রথম দিন, তৎপরে প্রত্যেক দিন ৩টি করিয়া বাড়াইয়া ক্রমাগত ১০ দিন সেবন করিবার পর ঔষধ একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার ২০ দিন সেবন করিলে একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ সেবন করা হয়। ইহাতে পুরাতন কাশি, গ্ৰীহাবৃদ্ধি ও অপরাপর পেটের দোষ আরোগ্য হয়।

পিপুল, আদা, সরিষার তৈল, ছানার জল এবং ছানা একত্রে মিশাইয়া একটি মলম প্রস্তুত হয়, ইহাতে পক্ষাঘাত ও কটিশূল আরাম হয়।

পিপুল ভাজিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বাত আরাম হয়। সৈন্ধব লবণ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা ও গোলমরিচ ১২ তোলা একত্রে গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে পেট বেদনা আরাম হয়।

মুসলমান বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা যকৃত ও গ্ৰীহা দোষ দূর করে এবং হজমশক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা রসায়ন, মূত্রকর ও ধাতুকর।

পিপুলের মূল ও পিপুল বাত, কটিবেদনা ও অপরাপর এইরূপ রোগে প্রদত্ত হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে ইহার মলম দিলে বিষ নষ্ট হয় (Dymock, iii, 176)। বঙ্গদেশে পিপুলের চাষ হয়, পিপুল পাকিলে প্রত্যহ সংগ্রহ করিয়া রোদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পিপুল রাতকানা রোগে হিতকর। পিপুলের মূল কাটিয়া বেশ শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়, ইহার মূল্য অধিক। বম্বে এবং দক্ষিণ ভারতে জাত পিপুল বঙ্গদেশীয় পিপুল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পিপুল কুষ্ঠ, গনোরিয়া, অর্শ ও গ্ৰীহা রোগে হিতকর। পিপুল, পিপুল মূল, আদা, গোলমরিচ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাইলে, সর্দি কফ ও জ্বর রোগ আরাম হয়।

পিপুলের মূল ছাগীর মূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে কৃমি আরাম হয়। পিপুলের রক্ত তিল তৈলে ভাজিয়া মিছরীর সহিত কুলথ কলাইয়ের কাথে ভিজাইয়া পান করিলে কফজনিত কাশ আরাম হয় (বাগ্‌ভট)।

গধুর সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে শ্লেষ্মাজনিত জ্বর আরাম হয়। মরিচ ও পিপুল-মূল দুই সহ সেবন করিলে জীলোকদিগের স্তম্ভ বন্ধিত হয় (হারীত)।

PIPER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[502. P. Betle Linn.]

বাসক পাতায় পিপুল চূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া মধু সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

গোমূত্রের সহিত পিপুলের রস পান করিলে উষ্ণস্তম্ভ আরাম হয়; মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে অগ্নিপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। দুগ্ধের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে প্লীহা অল্পে অল্পে কমিয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

গুড়ের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির গাঢ় নিদ্রা হয় (বঙ্গসেন)। পানানভেদীর (*Coleus aromaticus* Bth.) সহিত পিপুলের প্রলেপ দিলে স্তনে অধিক দুগ্ধ হয় (R. N. Khorī, iii, 519)।

মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং লিহেৎ কাশজ্বরাপহম্।

হিকাশাসঃ হরং কণ্ঠ্যং প্লীহয়ং বালকোচিতাং। (ভাবপ্রকাশ)

পিপ্পলী পিপ্পলিমূলং মরীচং বিশ্বভেষজং

পিবেৎ মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসক্ষয়ে। (ভাবপ্রকাশ) (Fig. 501.)

502. Piper Betle Linn. (পান)

Fig.—Wight, Ic., t. 2926; Bot. Mag., t. 3132; Rheede, Hort. Mal., t. 15.

Ref.—F. B. I., v, 85; Roxb., F. I., i, 158; B. P., ii, 893; Watt, vi, Pt. 1, 287.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় প্রচুর চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পান; সং. তাম্বুল; তা. বেত্তিল্লী; তে. তামাল-পাকু।

ব্যবহাৰ্য অংশ—পত্র। মাত্রা ২ হইতে ২ তোলা।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ডাঁটা শক্ত। পাতা ৩ হইতে ৮ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃত্তদেশ জ্বপিগাঢ়কৃতি; বোঁটা ২ হইতে ২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি, স্ত্রী-পুষ্পদণ্ড আরও লম্বা। ফলের ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি, শাঁসযুক্ত। ইহার অনেক গাছ স্ত্রীজাতীয় আছে (Brandis)। মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে। অনেক রকমের পান আছে, যথা—বাল্লাপান, ছাঁচি পান, মিঠে পান, কর্পূরগন্ধযুক্ত মিঠে পান, ইত্যাদি। এই সব পানের আশ্বাদও বিভিন্ন প্রকার, এবং গুণেরও একটু পার্থক্য আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈজ্ঞ মতে ইহার দশটি গুণ আছে। ইহা অন্ন, তিক্ত, উত্তেজক, মিষ্ট, লবণাক্ত, ধারক, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মা, কৃমি ও দুর্গন্ধনাশক। পান খাইলে মুখ পরিষ্কার হয়। ইহা কামোদ্দীপক এবং উত্তেজক। কথিত আছে, পান স্বর্গ হইতে অর্জুন চুরি করিয়া আনেন

PIPER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[503. *P. nigrum* Linn.]

এবং নিষ্কের বাগানে রোপণ করেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকের মতে প্রাতঃকালে আহারের পর এবং রাত্রিতে শুইবার সময় পান খাইতে হয়। অশ্রুত বলেন, ইহা উত্তেজক, পেটকাঁপা নিবারক ও ধারক। পান গলার স্বর উন্নত করে ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ইহার রস অপরাপর ঔষধের অল্পপান রূপে ব্যবহার হয়। পানের বোঁটার রেড়ীর তৈল মাখাইয়া বালকদের মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। পান কপালে দিলে মাথাধরা আরাম হয়, ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায় এবং স্তনে দিলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। পান হইতে নিষ্কাশিত তৈল গলাফুলা এবং সর্দিতে হিতকর, ইহার ফল মধুর সহিত খাইলে সর্দি আরাম হয়। ইহার শিকড় খাইলে স্ত্রীলোকদিগের আর সন্তান হয় না। চক্ষে কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে পানের রস দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। পানের রস চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় (B. D. Basu)।

সাতটি পান পেষণ করিয়া কিছু গৈন্ধব লবণ যোগে গরম জলের সহিত পান করিলে গ্লীপদ (গোদ) আরাম হয়। পানের তৈল কফজ পীড়া, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর। একবিন্দু পানের তৈলের অভাবে চারিটি পানের রস দেওয়া যাইতে পারে (Dymock, iii, 186)। পানের ভিতর একটু জল লইয়া অল্প আগুনের উপর ধরিয়া গরম করিয়া তিনবার খাইলে গলার বেদনা কমিয়া যায়।

প্রসূতির স্তনে পান স্থাপন করিলে ফুলা নষ্ট হইয়া দুগ্ধস্রাব কমিয়া যায়। পানের পাতা ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত শুখাইয়া যায়। (Fig. 502.)

503. *Piper nigrum* Linn. (গোলমরিচ)

Fig.—Bot. Mag., t. 3139; Benth. and Trim., t. 245.

Ref.—F. B. I., v, 90; Roxb. F. I., i, 150; B. P., ii, 893; Watt, VI, Part I, 260.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. গোলমরিচ; হি. কালমরিচ; সং. মরিচ; তা. মিলাণ্ড; তে. মিরিয়ালু; Eng. Black-pepper।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ও ফল। মাত্রা ২-২ আনা।

বর্ণনা—মোট লতানে গাছ, শাখার গাঁইটে শিকড় হয়। পত্রের শিরা ৫টি; ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৫ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশ সন্ন ও গোলাকার; বোঁটা ২-১২ ইঞ্চি মোটা। পটল গাছের তায় মরিচের লতার কোনটিতে পুংপুষ্প কোনটিতে স্ত্রীপুষ্প থাকে, একটা লতায় কদাচ ২ প্রকার ফুল থাকে। স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ডের পত্র ছোট। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, পুংপুষ্পে দুইটি পুষ্পরেণু বহন করে। ইহার ফুল দেখিতে সুন্দর নহে, বায়ুর দ্বারা ইহাদের মিলন-কার্য্য হয়, এইজন্য যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকে পুংলতা এবং তাহার পর স্ত্রীলতা রোপণ করিলে গর্ভাধান-কার্য্য বেশ ভাল হয়। ফল গোলাকার,

PIPER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[504. P. Cubebe Linn.]

বোটা ছোট, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়, শাঁস অতিশয় পাতলা। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মরিচ মালাবার দেশে বহুকাল হইতে চাষ হয়। ইহা অবিরাম জ্বর, রক্ত অর্শ, অম্ল, সর্দি, গনোরিয়া ও পেটফাঁপায় ব্যবহার হয়। মরিচ চূর্ণের সহিত পিপুল ও আদা খাইলে অম্লরোগে উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ বাহ্যিক প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়। কঠিন সবিরাম জ্বরে ও পেট ফাঁপার সহিত অম্লরোগে হিন্দুবা খেতে ও কৃষ্ণবর্ণ মরিচ ব্যবহার করে। একসের জলে এক চামচে মরিচ সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে যে কাথ হয় সেই কাথ সমস্ত রাত্রি শীতল জলে রাখিয়া প্রাতে ৭ দিন খাইলে অম্লরোগ নিবারণ হয়।

গোলমরিচ মূত্রকর, ঋতু উৎপাদক। বোলতা ও ভিমকল বাঁমড়াইলে গোলমরিচ উত্তেজক রূপে ব্যবহার করিলে বৃদ্ধি কমিয়া যায়। গোলমরিচ ও পেঁয়াজ বাটিয়া কেশে লাগাইলে কেশ বর্ধিত হয়। দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অঞ্জন লইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগ্‌ভট্ট)। ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত গোলমরিচ লেহন করিলে কাশ আরাম হয় (চরক)। মরিচ চূর্ণের সহিত ঘৃত ভক্ষণ করিলে ঘৃত বেশ পরিপাক হয় (ভাবপ্রকাশ)। মধু ও অধ্বের লালার সহিত মরিচ ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অতিনিদ্রা দূর হয়। পীনস রোগে পুরাতন গুড় ও দধির সহিত মরিচ চূর্ণ পান করিবে (ভাবপ্রকাশ)। মালুয়ের লালার সহিত মরিচ চূর্ণ ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নষ্টনিদ্রা ব্যক্তির নিদ্রা আসিয়া থাকে (বঙ্গসেন)। বিষাক্ত কীটে দংশন করিলে ভিনিগারের সহিত মরিচ চূর্ণ দিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। শোথগ্রস্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচ চূর্ণ খাওয়াইলে শোথ আরাম হয়।

গোলমরিচ বিষদোষ নাশক, দীপনীয় এবং কৃমিনাশক। সত্ত্বপ্রসূতা জ্বীলোককে ঘৃতের সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন করাইলে গায়ের বেদনা ও স্মৃতিকা দোষ নষ্ট হইয়া প্রসূতি শীঘ্র সবল হয়।

ইহার ফুলের রস চিনির সহিত খাইলে পিপাসা, শারীরিক বেদনা ও অলসতা দূর হয়। মরিচ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মূত্রবৃদ্ধি, মূত্রবহ্নের উত্তেজনা, বমন ও পেট বেদনা আরাম হয়। ইহা গনোরিয়া, অর্শ ও গুক্রমেহ রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 503).

504. Piper Cubebe Linn. (কাবাবচিনি)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 243.

Ref.—Dymock, iii, 180.

জন্মস্থান—যাবা ও মলকুস দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—সং. কঙ্কোলক; হি. শীতলচিনি; পারস্ত, বা. কাবাবচিনি; তা. বিলমি-লাকু; তে. টোকা-মিরিয়ালু; Eng. Cubebs.

PIPER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[505. P. chaba Hunter.]

ব্যবহার্য অংশ—ফল; মাত্রা ২-৮ পানা; তৈল, ৫-২০ ফোঁটা।

বর্ণনা—যাবা দেশীয় বৃক্ষারোহী গুল্ম, কাণ্ড বক্র। পত্র শাখার বিপরীত দিকে অযুগ্ম ভাবে জন্মে। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু ও বৃত্তদেশ ক্রমশ সরু; বৃন্ত মোটা, পাতায় বহু শিরা আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট ছোট, ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড ঘন ঘন ফুল হয়। পুষ্পদণ্ড নরম ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড আরও ক্ষুদ্র, পুরু মাংসল। পুষ্পের বহির্কাস নাই, পুষ্পের ২০টি। স্ত্রীপুষ্পেরও বহির্কাস নাই, হৃদয় লোমযুক্ত। ফল গোলাকার মসৃণ ৬ ইঞ্চি লম্বা। কাবাব চিনি দেখিতে গোলমরিচের তায়, তবে কাবাবচিনির বোঁটা লম্বা, বোঁটা ফলে লাগিয়া থাকে, গোলমরিচের তাহা থাকে না; ইহার উপরের আচ্ছাদন (খোসা) অতিশয় কৌকড়ান। অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাবাবচিনি উগ্র, জরনাশক ও বলকারক। ইহা প্রধানতঃ মুখের ক্ষতে ব্যবহার হয়। স্বরভঙ্গ রোগ ও যকৃতের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে কাবাবচিনি ব্যবহৃত হয়। ইহা একটা মূত্রকর ঔষধ। পাথরী রোগে কাবাবচিনি ব্যবহার করিলে উহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। Ibn Sina বলেন যে কাবাবচিনি সন্তোষ-ইচ্ছা বাড়াইয়া দেয়।

মদন পাল ইহাকে Katuka-kola অর্থাৎ বাল মরিচ বলেন। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক গুণের জন্য Hab-el-arus (হ্যাবেল আরাস) অর্থাৎ Bridegroom's berry বলেন।

ইহার মূত্র ও জ্বনন যন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে (Pharm. Ind.).

ইহা তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, কচিকর, হৃদরোগনাশক, কফ, পিত্ত ও বাতনাশক, মুখের দুর্গন্ধ নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক (ভাবপ্রকাশ)। কাবাবচিনি শ্বেতপ্রদর, মূত্রনাশ ও অর্শরোগে হিতকর। ইহা উত্তেজক বলিয়া মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও কফ রোগে ব্যবহার হয়। কাবাবচিনির তৈল গোলাপ জলের সহিত মাথায় দিলে মাথা ধরা আরাম হয়। ইহা উপদংশ জনিত ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয় (R. M. Khory, 517)।

গনোরিয়া, প্রদর, মেহ, শ্বেতপ্রদর ও বৃক্ষপ্রদাহ রোগে ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন রক্তহর্ষ ও স্নায়বীয় রোগে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহার তৈল উত্তেজক ও পেটকাঁপা নিবারক। (Fig. 504.)

505. Piper chaba Hunter (চৈ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1927; Miq. Ill. Pip., t. 34; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 822.

Ref.—F. B. I., V, 83; Roxb., F. I., i, 153; B. P., ii, 93; Prain., H. H., 270.

MYRISTICA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[506. *M. fragrans* Houtt.]

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতে এবং বঙ্গদেশে চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে জন্মে। ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. চৈ ; হি. চব ; সং. চবিকা ; গুজ. চবক ; তে. সেবাম্।

ব্যবহার্য অংশ—কাণ্ড, মূল ও ফল।

বর্ণনা—লতানে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ; মূল হইতে গাছ বাহির হয়। শাখা শক্ত, শুকাইলে ফিকে রংবিশিষ্ট হয়। শাখার গাঁটগুলি স্ফীত। ইহার পাতা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে পান পাতার ত্রায়। বোঁটা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র। পত্র ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩½ ইঞ্চি চওড়া, উপর দিক উজ্জল, তিন হইতে পাঁচটি শিরা আছে, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি। পুষ্পও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ইহাতে অনেক ফল হয়, ফলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, ফল পিপুল অপেক্ষা লম্বা ও মোটা। সমগ্র গাছটি ঝাল। ইহার ফলকে কেহ কেহ গজপিপ্পলী বলে। বর্ষার শেষে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা মরিচ ও পিপুলের ত্রায় গুণবিশিষ্ট, উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। ইহার অর্শ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করিবার শক্তি আছে। সর্দি, কাশি, স্বরভঞ্জে অপরাপর ঔষধের সহিত চৈ ব্যবহৃত হয় (Dutta, Hindu Met. Med., 245)। ইহার মূল সিদ্ধ করিয়া খায়। ফল উত্তেজক, সর্দি-নিবারক, পেটফাঁপা-নিবারক এবং সর্দি-নিঃসারক। (Fig. 505.)

LXXXVII. MYRISTICAE

Genus—MYRISTICA Linn.

506. *M. fragrans* Houtt. (জৈত্রী)

Fig.—Bentl. & Trim., iii, t. 218 ; Bot. Mag., t. 2756 and 2757.

Ref.—F. B. I., v, 102 ; Roxb., F. I., iii, 843 ; Roxb., Cor., Pl., iii, 267 ; Dymock, iii, 192.

জন্মস্থান—মালয় উপদ্বীপ, পিনাং, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ভারত।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. জায়ফল, জৈত্রী ; সং. জাতিফল, জাতীপত্রী, জয়ত্রী ; তে. জাইকেয় ; তা. জাদীপত্রী ; Eng. Nutmeg।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ এবং ফল।

CINNAMOMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[507. C. tamala Fr. Nees.

বর্ণনা—বড় গাছ, সরলভাবে উঠে, শাখাগুলি অবনত। পত্র চামড়ার গায় শক্ত, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু, পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে পীত ধূসরবর্ণ, পাকা পাতা লাল ধূসরবর্ণ, শিরা নীচে থাকে ; বোঁটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি, ফুল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, ছোট গন্ধপূর্ণ ও পীতবর্ণ। পুংকেশর লম্বা ৬-১০ ইঞ্চি। ফল গোলাকার একটু লম্বা, $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ছোট ত্রাসপাতির গায়। গায়ে লম্বা লম্বা দাগ আছে। খোসা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পুরু, দেখিতে পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। উপরের আভরণ অতিশয় শক্ত। ফলে শাঁস আছে। বীজ $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা ডিম্বাকৃতি। ফল পাকিলে আপনাআপনি ফাটিয়া যায় এবং জৈত্রী বাহির হয়। লোকে জৈত্রী অংশ বাহির করিয়া কলের বীজ বাজারে বিক্রয় করে, ইহাকে জায়ফল বলে। বর্ষার আগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যদিগের মতে ইহা উষ্ণ, পরিপাককারক, কৃমি, সর্দি ও পেটফাঁপা নিবারক (স্থূত)।

মুসলমান বৈদ্যের বলেন, ইহা উত্তেজক, হজমকারক, বলকারক ও রসায়ন। ইহা বলেরার গায় উদরাময়, প্রীহা ও যকৃৎ রোগে ব্যবহার হয়। ইহার মণ্ড মাথায় দিলে মাথাধরা ও অপর্যাপ্ত স্নায়বিক রোগ নাশ করে, চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয়। ইহা হইতে নিষ্কাশিত তৈলকে জৈত্রী তৈল বলে। গাছের ছাল ধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর।

জাতিফলের তিনটা ভাগ আছে, প্রথমতঃ ফলের খোসা, দ্বিতীয়তঃ ফল ফাটিয়া বাইলে বীজের গাত্রে নানা ভাগে বিভক্ত একপ্রকার নরম দ্রব্য (fleshy Aril) দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে জৈত্রী বলে। জৈত্রী পীতবর্ণ, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য রং করে। ইহার তৃতীয় অংশটা ফলের বীজ, দেখিতে মুরগীর ডিম্বের মত। আমবোয়ানা ও নিউগিনি দেশে ইহার চাষ হয়। পুংগাছ অপেক্ষা স্ত্রীগাছ সচরাচর অধিক দেখা যায়।

জায়ফলের তৈল অপর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতে মালিস করিলে বাত আরাম হয় (R. N. Khor, iii, 524)। ইহা পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। অধিক মাত্রা সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে ও কপূরের গায় ক্ষতিকারক। জায়ফল মুছ উদরাময়, পেটফাঁপা, পেটবেদনা এবং অগ্নরোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 506.)

LXXXVIII. LAURINEAE

Genus—CINNAMOMUM Bl.

507. C. tamala Fr. Nees (তেজপাত)

Fig.—Wight, Ic., t. 140 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 826.

Ref.—F. B. I., v, 128 ; Roxb., ii, 297 ; B. P., ii, 899 ; Prain., H. H., 270.

CINNAMOMUM]

ভারতীয় বনৌষধি

[508. C. Zeylanicum Bl.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান পূর্ব হিমালয় প্রদেশ। ত্রিপুরা, উত্তরপূর্ব ও মধ্যবঙ্গে বাগানে রোপণ করে; হুগলী হাওড়া প্রভৃতি জেলার অনেক বাগানে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ; খাম্বিয়া পাহাড়; ইন্দোচীন।

বিভিন্ন নাম—বা. তেজপাতা; হি. তালিশপাতর, শিলকাস্তি; তা. তে. তালিশপত্রী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারি, উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট গাছ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, তিনটি শিরাবিশিষ্ট। পত্র ডালের দুইদিকে একটির পর আর একটি হয়, বোটা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, কচি পাতা লালবর্ণ। ফুলের ব্যাস $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পুংকেশর নয়টি, ছয়টি বাহিরে থাকে, তিনটি ভিতরে থাকে। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। *Cassia Cinnamon* or *C. Lignea* এই গাছ হইতে পাওয়া যায়। ইহার ফুলকে *Cassia Buds* বলে। ডাক্তার Kurz বলেন, ইহার শিকড়ের ছাল প্রকৃত দারুচিনির তুল্য। ইহার শিকড়ের ছাল দারুচিনির সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। ডাক্তার Gamble বলেন, এই গাছের ছাল বাজারে (Taj) তাজ বলিয়া বিক্রয় হয়। মার্চ এপ্রেল মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পঞ্জাবদেশে ইহার পাতা উত্তেজক বলিয়া বাতে ও পুরাতন উদরাময়ে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল গনোরিয়া নাশক। প্রসবের পর শ্রাব বন্ধ হইলে ইহার কাথ কিম্বা গুঁড়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে শ্রাব নির্গত হইয়া শরীরের রানি কাটিয়া যায় (Watt)। তেজপাত, দারুচিনি এবং এলাচ এই তিনটিকে ত্রিজাত বলে। ইহাদের যোগে অনেক স্নগন্ধি ঔষধ প্রস্তুত হয়। (Fig. 507.)

508. C. Zeylanicum Bl. (দারুচিনি)

Fig.—Wight, Ic., t. 123, 129, 134; Bot. Mag., t. 1636; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl. t. 830A.

Ref.—F. B. I., v, 131; Roxb., F. I., ii, 295; B. P., ii, 899.; Kurz, For. Fl. ii, 287.

জন্মস্থান—লঙ্কাদ্বীপের বনে বহু পরিমাণে জন্মে, ব্রহ্মদেশের টেনাসিরিমের জঙ্গলে দেখা যায়; ব্রহ্মদেশের কোন কোন বাগানে রোপণ করে, শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে দারুচিনির গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. দারুচিনি; তা. কারুয়া; তে. সানলিফু; বন্ধ্যা—লুনেঙ্গ কাইয়া।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল। মাত্রা—চূর্ণ, ১-৪ থানা; কাথ, ১-৪ তোঃ।

বর্ণনা—ইহার আদিম জন্মস্থান সিংহল দ্বীপ। ছাল ধূসরবর্ণ, খসখসে, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি পুরু

CINNAMOMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[508. C. Zeylanicum Bl

কাষ্ঠ ফিকে লালবর্ণ, অতিশয় শক্ত নহে। পত্র শাখার বিপরীত দিকে হয়, চর্মবৎ, সূক্ষ্মলোম-যুক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল, শিরা ৩-৫টি আছে। কচি পাতা গোলাপী রংবিশিষ্ট। ফুল ধূসরবর্ণ, পশমের মত, ইহার ব্যাস $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফল গাঢ় বেগুনে রং বিশিষ্ট, $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

দারুচিনির গার্হস্থ্য ঔষধ—দারুচিনির গুঁড়া ১ ড্রাম, হরিতকী ৪ ড্রাম, জল ৪ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট সিদ্ধ করিলে একটা উত্তেজক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

গুঁড়া দারুচিনি ১ ড্রাম, খদির ৩ ড্রাম, গরম জল ১০ আউন্স লইয়া, খদির ও দারুচিনি ২ ঘণ্টা ভিজাইবার পর ছাঁকিয়া ২ চামচ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

গুঁঠ ১০ গ্রেণ, দারুচিনি ১০ গ্রেণ, বড় এলাচ ১০ গ্রেণ একত্রে গুঁড়া করিয়া আহ্বারের পূর্বে সেবন করিলে অজীর্ণ ও পেটকাঁপা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, লবঙ্গ ১০ গ্রেণ, আদা ৩০ গ্রেণ এইগুলি একত্রে জলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর, ২ আউন্স মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, মোরী $\frac{1}{2}$ ড্রাম, ষষ্টিমধু কিসমিস প্রত্যেক ১ ড্রাম, মিষ্ট বাদাম (*Prunus amygdalus var amara*) ৩ ড্রাম, তিক্ত বাদাম (*P. amygdalus var dulcis*) ১ ড্রাম, চিনি ১ ড্রাম; এইগুলি গুঁড়াইয়া এক একটা ৫ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা দিবসে কয়েকবার সেবন করিলে সর্দি আরাম হয়।

ইহার ছাল British Pharmacopoeiaতে ব্যবহৃত হয়। Taj কিংবা Kalfah কিংবা ভারতীয় দারুচিনি প্রধানতঃ *C. Tamala*, *C. iners* এবং *C. nitidum* গাছের ছাল হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা *C. Zeylanica* অপেক্ষা নিকৃষ্ট। *C. Tamala* হিমালয় প্রদেশে এবং শেযোক্ত দুইটি দাক্ষিণাত্যে জন্মে। সিংহলের দারুচিনি চীন দেশীয় দারুচিনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সিংহলের দারুচিনি দেখিতে পীতভ, তাম্রবর্ণ ও পাতলা। চীন দেশীয় দারুচিনি ভাঙ্গিলে মড় মড় শব্দ হয়, ইহার স্বাদ মিষ্ট ও ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কৃষ্ণবর্ণ ও মোটা, ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় দারুচিনি কটু, তিক্ত ও স্বাদু, কফ ও কণ্ঠনাশক। ইহা আমাশয় রোগে প্রযোজ্য এবং কুমিনাশক, কফ ও গুরু বৃদ্ধিকর। দারুচিনির তৈল আক্ষেপ, বমন, দন্তরোগ ও দন্তশূল নিবারণ করে। ইহা ধারক ও রক্তস্রাবকারী।

দারুচিনি বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ। ইহার ছাল ও পত্র সৌগন্ধযুক্ত, ইহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। গাছের ছাল তুলিয়া রৌদ্রে দিলে কোঁকড়াইয়া যায় ও দারুচিনি হয়, ইহা $\frac{3}{8}$ ইঞ্চি পুরু। সিংহলের নিগম্বু নামক স্থানের দারুচিনি অতিশয় উৎকৃষ্ট। দারুচিনি অপরাপর ঔষধের সহিত উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চাখড়ির (Chalk) যোগে ইহার ধারকতা শক্তি বৃদ্ধিত হইয়া উদরাময় রোগ আরাম করে। (Fig. 508.)

509. C. Camphora Nees (কপূর)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 222; Wight, Ic., t. 1818.

Ref.—F. B. I., v, 134; B. P., ii, 899; Watt, ii, Pt. i, 317; Dymock, iii, 199; Prain, H. H., 270.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান চীনদেশ ও জাপান; বঙ্গদেশের কোন কোন বাগানে চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. কপূর; হি. পারশু, আরম কফুর; তা. তে. কপূরস।

ব্যবহার্য অংশ—কপূর, কপূর তৈল।

বর্ণনা—কপূর গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডালের বিপরীত দিকে যুগ্ম অথবা অযুগ্মভাবে জন্মে, সাধারণতঃ ৩টা শিরা বিশিষ্ট। ফুল ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রীপুষ্প সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় হয়; পুংকেশর ৯টি। ফুলের রং ফিকে সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল জামের মত, বীজ পাতলা খোলায় থাকে। মার্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হয়। বিস্তৃত কপূর আমাদের দেশে অতি অল্প থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে এই অবিস্তৃত কপূর শোধান করিয়া লয়। জাপান হইতে যে কপূর আসে উহা বৃহৎ ও চারকোণা, ইহা ইউরোপীয় কপূরের তুল্য। কপূর জাপান হইতে চীন দেশ হইয়া ভারতে আমদানী হয়। এক একটা কপূর গাছ হইতে ৪৫ সের কপূর জন্মে। পক কপূর ডাল ও পাতা শুকিলে কপূরের মত গন্ধ পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে কপূর দুই প্রকার, পক ও অপক। এক প্রকার উত্তাপ দিয়া ও অপর প্রকার বিনা উত্তাপে প্রস্তুত হয়, ইহাদের মধ্যে অপক কপূরই উৎকৃষ্ট। অপক কপূর সম্ভবতঃ বোর্নিও দ্বীপ হইতে *Shorea Camphorifera* Roxb. গাছ হইতে এবং পক কপূর চীন দেশ হইতে *C. Camphora* গাছের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হয়।

কপূর হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহাকে কপূর তৈল বলে। ইহা বোর্নিও দেশের কপূর গাছ হইতে প্রস্তুত হয়। কপূর উত্তেজক, পেটকাঁপানিবারক এবং কামোত্তেজক। ইহা জ্বর, উদরাময়, ধ্বজভঙ্গ, সর্দি ও চক্ষুরোগে হিতকর। কপূর হইতে কপূর রস প্রস্তুত হয়। হিন্দুল, অহিফেন, কপূর, মুখা, কুরচী বীজ, জায়ফল এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

হিন্দুলমহিফেনঞ্চ মুস্তকেদ্রয়বং তথা।

জাতীফলঞ্চ কপূরম্ সর্বং সংমত্ত যত্নতঃ ॥

জলেন বটিকা কার্য্যা হিঙ্গুপরিমাণতঃ।

জ্বরাতিসারিণে চৈব তথাতিসারোগিণে ॥

গ্রহীষট্ প্রকারে চ রক্তাতিসার উদগে

অত্র কেচিৎ টঙ্কনমপ্যেকভাগমিচ্ছন্তি। রসরত্নাবলী

CASSYTHA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[510. C. filiformis Linn.]

কপূর বটের আঠার সহিত বাটিয়া চক্ষে অশ্রু দিলে শুক্রদোষ আরাম হয় (বন্দসেন)।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে, কপূরচূর্ণ গব্যদুগ্ধ সহ পেয়ণ করিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ লাগাইয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলে ব্যথা কমিয়া যায়। কাণচটা হইলে ঐস্থানে গোময়ের পুঁটুলী দ্বারা স্বেদ দিয়া, ছাগলমূত্রে কপূরচূর্ণ পেয়ণ করিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। কপূর অতিশয় বিষ (ভাবপ্রকাশ)।

কপূর সেবন করিলে ক্রীমিজোগস্পৃহা বর্ধিত হয়, কিন্তু ইহা বেশীদিন ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ আসে। ইহা সেবন করিলে গর্ভাশয়ের উত্তেজনা হয় এবং রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণে কপূর ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের প্রদাহ হয় এবং বিষ ভক্ষণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কপূরের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কপূরের দ্বারা ক্ষত দ্বৌত করিলে উহা শীঘ্র ভাল হইয়া যায় এবং ক্ষত ব্যক্তি শীঘ্র সারিয়া উঠে। পৃষ্ঠের বাত, গের্টে বাত, পেশীর বেদনায় অলিভ তৈল ৪ ভাগ ও কপূর ১ ভাগ মর্দন করিলে ঐগুলি একেবারে আরাম হইয়া যায় (R. N. Khory, 526)।

কপূরের একটা ছোট বটিকা জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ কমিয়া আসে ও মেহ আরাম হয়।

মেহমুখস্থানোর্বী মুখস্থান্যন্তরে শটনঃ।

ঘনসারযুতাং বর্জিকারয়েন্মূত্রনিগ্রহে ॥ ভাবপ্রকাশ

কপূরের কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া চোয়াইয়া লইলে কপূর পাওয়া যায়। তৎপরে ইহা শোধন করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী কপূর প্রস্তুত হয়। (Fig. 509.)

Genus—CASSYTHA Linn.

510. C. filiformis Linn. (আকাশবেল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 44.

Ref.—F. B. I., v, 188; Roxb. F. I., ii, 314; B. P. ii, 904; Dymock, iii, 216.

জন্মস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. আকাশবেল; সং. আকাশবল্লী।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—সরু বৃক্ষারোহী লতা; ইহার কতকগুলি শিকড় আছে, ইহার দ্বারা আশ্রিত গাছ হইতে রস টানিয়া বর্ধিত হয়। ডাঁটা অতিশয় শক্ত ও গোলাকার, শাখা প্রশাখা অনেক হয়,

LITSAEA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[511. *L. sebifera* Pers.]

উহার দ্বারা আশ্রিত গাছকে জড়াইয়া ধরে। পুষ্পদণ্ড $\frac{1}{2}$ -২ ইঞ্চি, ফল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত মটরের ত্রায় গোলাকার। এই লতাকে স্বর্ণলতা বলিয়া লোকের ভ্রম হয় কিন্তু *Cuscuta reflexa* Roxb. গাছকে আলোকলতা বা স্বর্ণলতা বলে। এই গাছ *Convolvulaceae* গণ (family) ভুক্ত। (এই পুস্তকের ৪০২ নং গাছ দ্রষ্টব্য।) ইহা সাধারণতঃ কুল, বাসক, সেগুড়া ও বট প্রভৃতি গাছে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই আকাশবেলের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বলকারক ও জরনাশক। ইহার শুক্রক্ষরণের শক্তি আছে। মরিসস ঘীপে ইহার কাথ পাকস্থলীর রোগ ও গগুমালা রোগে ব্যবহার হয়। গাছের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ শক্ত হয়। ইহার রস তিসির তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ বৃদ্ধি হয়। (Fig. 510.)

Genus—LITSAEA Lamk.

511. *L. sebifera* Pers. (কুকুরচিতে)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 25, t. 147 ; Bot. Reg., t. 893.

Ref.—F. B. I., v, 157 ; Roxb., F. I., iii, 823 ; B. P., ii, 902 ; Watt, v, Pt. I, 83 ; Prain., H. H., 270.

বিভিন্ন নাম—বা. কুকুরচিতে ; হি. গব্বীজাউর ; তা. মেদালাকতি ; তে. মেদা।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ২০-৫০ ফুট উচ্চ, পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নিম্নভাগে কোমল লোম আছে। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ উজ্জল ও ধূসরবর্ণ। শাখা ও পুষ্পদণ্ডে কোমল লোম আছে। পত্রের শিরা ১০-১২ জোড়া। বৃন্ত $\frac{1}{2}$ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছবদ্ধ, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ; ফুটিবার পূর্বে খেত কিংবা লম্বা পীতবর্ণ দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত $\frac{1}{2}$ -৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পকেশর ২-২০ টি হয়। ফলের ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, মটরের ত্রায় গোলাকার। মে জুন মাসে ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল জন্মে। এই গাছের আরও দুইটি জাতি আছে, যথা—Var. *glabraria* Hook. f. (F. B. I., V, 158 ; B. P. ii, 902), ইহার পাতা বেশী বড়, ডগাটি বেশী সরু ; এবং Var. *tomentosa* Hook f. (F. B. I., V, 1585), ইহার শাখা ঘন ও নরম, পাতা লম্বা অগ্রভাগ সরু।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা এবং ছাল একটা বিখ্যাত ঔষধ। ইহা স্নিগ্ধকর মুহুধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার হয়। Dr. Irvine বলেন যে ইহা একটা কামোদ্দীপক ঔষধ ; ইহার টাটকা গুঁড়া জলে কিম্বা দুগ্ধে গুলিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন স্থানের বেদনা নিবারণ হয় এবং ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া দিলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়। বিছা ও বোলতা কামড়াইলে সেই স্থানে ইহা দিলে জালা ও ফুলা কমিয়া যায়। ইহার ফল হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাতের

AQUILARIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[513. A. Agallocha Roxb.]

পক্ষে হিতকর। এই গাছের পাতার গন্ধ অতি মনোহর। ইহার দেশীয় নাম “মবদালকরী”। কোন হিন্দু বৈজ্ঞানিক ইহার বর্ণনা নাই কিন্তু দেশীয় নাম দেখিয়া ইহাকে আয়ুর্বেদীয় মেদার স্থানে ব্যবহার করা বাইতে পারে। মেদা অষ্টবর্গের মধ্যে একটি গাছ। মারহাট্টা দেশীয় কৃষকেরা ইহার ফলকে দেখিতে মরিচের তায় বলিয়া “মিরি” বলিয়া থাকে। এই গাছের বীজ তৈলময়। ইহা হইতে এক প্রকার খেত চর্কির মত পদার্থ বাহির হয়। (Fig. 511.)

512. *L. polyantha* Juss. (বড় কুকুরচিতে)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 26, t. 148; Brand., For. Fl., 3807, t. 45.

Ref.—F. B. I., v, 162; Roxb., F. J., iii, 821; B. P., ii, 903; Watt, v, P. I., 182; Prain, H. H., 271.

জন্মান্ধান—সমগ্র বঙ্গদেশে বনের মধ্যে এবং গ্রামের কিনারায় জঙ্গলে সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কুকুরচিতে; হি. মেদা; তা. নর-মাম্বী-নর; মারহাট্টা—রণধা।

বর্ণনা—মধ্যম আকৃতি চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। ছাল ঘন ধূসরবর্ণ, মৃণ, কর্কের মত। গাছ ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শাখাগুলি মোটা। পত্র ১-২ ইঞ্চি; নিচেকার শিরাগুলি শক্ত, ৪-১০ ছোড়া হয়। বোটা ২-১ ইঞ্চি। পুষ্পগুচ্ছ নরম, ধূসরবর্ণ ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল ৫-৬ ইঞ্চি। পুষ্পকেশর ৭-১০টা থাকে। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার, ছোট, বোঁটায় থাকে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক ও মিষ্ট। পার্শ্বীয় লোকেরা ইহা উদরাময় রোগে ব্যবহার করে। Dr. Stewart বলেন ইহার ছাল উত্তেজক। ইহা টাটকা হেঁচিয়া কিম্বা শুষ্ক ছাল ছুপ্পের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানের বেদনায় দিলে বেদনা কমিয়া যায়, অতিরিক্ত কাজকর্ম করিয়া গায়ে বেদনা হইলে এবং পশুদিগের কোন স্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া বাইসে ইহা লাগাইলে আরাম হইয়া যায়। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয়, সেই তৈল *L. sebifera* তৈলের সমগুণবিশিষ্ট। (Fig. 512.)

LXXXIX. THYMELAEACEAE

Genus—AQUILARIA Lamk.

513. *A. Agallocha* Roxb. (অগুরু)

Fig.—Royle, Ill., t. 36, Fig. 1; Roxb. & Coleb., in Trans. Lin. Soc., xxi, t. 21; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 836B.

Ref.—F. B. I., v, 199. F. I., ii, 922; B. P., ii, 902, Dymock, iii, 217.

জন্মস্থান—হিমালয়ের পূর্বে, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, থাসিয়া, সিলেট, টিপারা, মালয় উপদ্বীপ, আসাম, মণিপুর, চট্টগ্রাম, মারগুই, সুমাত্রা।

বিভিন্ন নাম—বা. অগুরু, অগুরু ; স. অগুরু ; তে. অগুই ; তা. আগলি চন্দ ; Eng. Aloe Wood.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ। মাত্রা কাষ্ঠের গুড়া ১-২ আনা, কাথ ৫-১০ তোলা, তৈল ৩০-৬০ ফোঁটা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত লম্বা গাছ, ছাল পাতলা খসখসে, ভিতরের ছাল ভাল করিয়া পাট করিলে পার্চমেন্ট কাগজের তায় হয়। প্রাচীন আসাম দেশীয় রাজারা ইহাতে লিখিতেন। কাষ্ঠ খেতবর্ণ ও নরম, টাটকা কাটিলে বেশ গন্ধ বাহির হয়। পুরাতন গাছের ভিতরের কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা হইতে মধুর তায় গন্ধ বাহির হয়। ইহা Eagle wood বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে কুণ্ডভাবে জন্মে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা পাতলা, উজ্জল চামড়ার তায়, অগ্রভাগ সরু, ইহার অনেকগুলি সমান্তরাল শিরা আছে। বোঁটা ১ ইঞ্চি। ফুল খেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেকগুলি ফুল হয়। পাপড়ি অবনত, ১ ইঞ্চি লম্বা। ফল ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বহির্কাস ফলে লাগিয়া থাকে, ফল মধুমলের তায় নরম। ভাল অগুরু কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, শক্ত এবং ভারী, জলে ডুবিয়া যায় ; যে কাষ্ঠ জলে ডুবে না তাহা খারাপ। ইহার কাষ্ঠ হইতে বেড়াইবার ছড়ি প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্টে এই গাছ বেশী পরিমাণে জন্মে। আসামে বহুকাল হইতে অগুরু গাছ আছে। কালিদাস রঘুদিগ্বিজয় বর্ণনে লিখিয়াছেন :—

চকম্পেতীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ ।

তদগজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালিগুরুক্রমৈঃ ॥ রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ

রাজনিষটুমতে অগুরু চার প্রকার—কৃষ্ণাগুরু (আসামে), কাষ্ঠাগুরু (পীতবর্ণ), দাহাগুরু (গুজ্বরে), মঙ্গল্যগুরু (কেদারে) পাওয়া যায়। কৃষ্ণাগুরু উৎকৃষ্ট, যে অগুরু কাষ্ঠ জলে ডুবিয়া যায়, যাহা চর্কণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া যায়, যাহা বসা ও তিক্ত, পেয়ণ করিলে যে কাষ্ঠ গুঁড়া হইয়া যায় এবং যাহার গন্ধ মনোহর, যাহা শোড়াইলে গন্ধ বাহির হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। শ্রীহট্টের ভাল অগুরুর নাম “ঘড়কী”। অগুরুর ইংরাজি নাম Aloe wood। অগুরুর ধূপ দেবমন্দিরে ব্যবহারের জন্য বাজারে বিক্রয় হয়। অগুরু কাষ্ঠ ভলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পরিষ্কৃত করিয়া অগুরু আতর প্রস্তুত হয়। ইহা ভারতের বহু লোকে ব্যবহার করে। অগুরু সৌগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা গহনার বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

পুরাতন অগুরু গাছের কাষ্ঠের মধ্যে এক প্রকার Fungus হয়। উক্ত Fungus Enzymeএর সাহায্যে বাবলার আঠার মতন আঠা (gum or resin) উৎপাদন করে। এই আঠাই (gum) অগুরু এবং ইহা হইতেই উৎকৃষ্ট সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। Dr. S. R. Bose

ELAEAGNUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[514 *E. latifolia* Linn.]

এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া ইহার তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও injection করিয়া উক্ত Fungus অণুর গাছে লাগাইয়া অণুর-grum প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

অণুর কাষ্ঠের ধূনা মোমের তায় গলিয়া যায় এবং ইহা হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয়। Dr. Royle বলেন যে অণুর কাষ্ঠ হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয় এবং ইহা *A. Agallocha* গাছ হইতে উৎপন্ন। Gamble সাহেব বলেন ইহার ব্রহ্মদেশীয় নাম Akyan। ইহা দক্ষিণ টেনাসিরিম এবং মারগুই দ্বীপপুঞ্জের বনে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জুন মাসে ইহার ফুল ও আগষ্ট মাসে ইহার ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অণুর অতিশয় উত্তেজক। ইহা গেষ্টে বাত ও বাতে ব্যবহার হয়। অণুর অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, ইহা মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্জল্য, পক্ষ্বাত ও বমন নিবারণ করে। ইহার কাথ জরে পিপাসা দূর করে। অণুর তৈল সৌগন্ধযুক্ত, ইহা ঔষধে ব্যবহার হয়। ইহার কাষ্ঠের গুঁড়া লাগাইলে কাপড়ে পোকা ধরে না। অণুর ১০-৬০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে বলকারক ঔষধের কাজ করে। সংস্কৃত বৈদ্যগণের মতে অণুর উগ্র, বমন নিবারক, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরোগ নাশক। সূক্ষ্মত বলেন যে অণুর, গুগ্গূল, ধনে, যব, শেত সরিষা, নিষপত্র এইগুলি মিলাইয়া মণ্ডের মত প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। অণুর ধূম বেদনা নিবারক। ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া উঠে।

মধুর সহিত কৃষ্ণ অণুর সেবন করাইলে হিকা আরাম হয়। (চরক)

অণুর তৈল কুষ্ঠ ও নানাবিধ চর্মরোগে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। (সূক্ষ্মত)

মধুর সহিত অণুর কাষ্ঠের গুঁড়া সেবন করিলে কাস আরাম হয়। (বাগ্ভট)

কফের বেদনা ও শিরোরোগে ত্রাণের সহিত অণুর প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল হয় (Met. Med. Ind., ii, 535)।

শিশুপাণ্ডুরসারসেহাদ্রকুষ্ঠকিটিমেয়। (সূক্ষ্মত) (Fig. 513.)

XC. ELAEAGNACEAE

Genus—ELAEAGNUS Linn.

514. *E. latifolia* Linn. (গুয়ারা)

Fig.—Brand., For. Fl., 390, t. 46; Wight, Ic., t. 1856.

Ref.—F. B. I., v, 202; Roxb., F. I., i, 440; B. P., ii, 908.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, কুমায়ুন, সিকিম, ভূটান, শাসিয়া পাহাড় ও কুন্ডলা।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়ারা; হি. কুঞ্চি; কুমায়ুন—মীজহানলা।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল ও ফল।

LORANTHUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[516. *L. longiflorus* Desv.]

বর্ণনা—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কখন কখন কাণ্ডের ব্যাস ৬ ইঞ্চি হয়, ইহাতে কাঁটা আছে। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, পাতলা ও চামড়ার তায় শক্ত, পত্রের অগ্রভাগ মোটা কিংবা সরু, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে লালবর্ণ; বোঁটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। ফুল অনেক হয়। ফল, $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা ও শাসযুক্ত। Dr. Roxburgh বলেন ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে পীতবর্ণ, সম্ভবতঃ পরিবর্তনশীল। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল ধারক ও হৃদযন্ত্রের উপর ক্রিয়াশীল বলিয়া সিন্ধুদেশে ব্যবহার হয় (Stewart)। Dr. Griffith বলেন ইহার ফল ধারক ও উগ্র বলিয়া কাশ্মীরে ব্যবহার হয়। আফগানিস্থানের দরিদ্র অধিবাসীরা ইহার ফল খাইয়া থাকে। ফুল পঙ্জাব ও সিন্ধুদেশে উত্তেজক ও ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 514.)

XCI. LORANTHACEAE.

Genus—LORANTHUS Linn.

515. *L. globus* Roxb. (ছোট মান্দা)

Fig.—Blume, Fl. Jav., t. 17 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 5.

Ref.—F. B. I., v, 220 ; Roxb., F. I., i, 550 ; B. P., ii, 912 ; Prain, H. H., 271.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, কাছাড় ও খাসিয়া পাহাড়ে সন্ম, হুগলী, হাওড়া জেলায় বহু গাছের উপর দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে *Macrosolem cochinchinensis* (Lour) Van Tiegh. বলা বিধেয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোট মান্দা।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক।

বর্ণনা—ইহা একপ্রকার পরগাছা, অনেক গাছের শাখায় জন্মে, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; সবুজের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লম্বা; পুষ্পনল লম্বা, চেষ্টা, সরু লম্বাকৃতি ও লালবর্ণ। ফল গোলাকার। Dr. Kurz ও Clarke বলেন যে পুষ্পনল সবুজের আভাযুক্ত লেবু রং বিশিষ্ট, ইহাতে পীতের দাগ আছে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ হইতে এপ্রিল পর্যন্ত ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরবর্তী *L. longiflorus* দেখ। (Fig. 515.)

516. *L. longiflorus* Desv. (বড় মান্দা)

Fig.—Wight, Ic., t. 302 ; Roxb., Cor. Pl., t. 139.

Ref.—F. B. I., v, 214 ; Roxb., F. I., i, 548 ; F. I., ii, 185.

SANTALUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[517. S. album Linn.]

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে ও আসামে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় মন্দা।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক।

বর্ণনা—ঝোপযুক্ত পরগাছা, শাখা মৃণ্মণ এবং ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৫ ইঞ্চি চওড়া, সব পাতা সমান নহে। বোটা শক্ত ১-২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি এক একটা হয়, মোটা ও নরম লোমযুক্ত। ফুল গাঢ় লালবর্ণ কিংবা লাল ও সবুজ মিশ্রিত। ফল ২ ইঞ্চি মৃণ্মণ। ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ হইতে এপ্রিল মাসে ফল হয়। যখন ফুল হয় তখন প্রায়ই গাছে পাতা থাকে না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ক্ষতে এবং ঋতু সঞ্চরীয় পীড়ায় হিতকর। ইহা ক্ষয়কাশ, হাঁপানি ও মস্তকবিকৃতি রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল রংএর কার্যে ব্যবহার হয় (Forest Flora, Kanjilal). (Fig. 516.)

XCII. SANTALACEAE

Genus—SANTALUM Linn.

517. S. album Linn. (চন্দন)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 292; Bedd., Fl. Sylv., t. 256.

Ref.—F. B. I., v, 231; Roxb., F. I., i, 442; B. P., ii, 914; Dymock, iii, 232.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, মহীশূর, কোইম্বাটোর এবং সালেম হইতে মাদুরা পর্যন্ত স্থানে, নীলগিরি প্রদেশে এবং ২০০০ হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ, শুষ্ক এবং অম্লকর স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা., সং. চন্দন; কা. চন্দনামারেন; তে. গন্ধপুচেকা; তি. সফেদচন্দন।

ব্যবহার্য অংশ—কাষ্ঠ ও পরিষ্কৃত তৈল। মাত্রা ২-১ আনা; তৈল ৫-১৫ ফোঁটা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত, মৃন্মণ লোমযুক্ত বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, ঋতুসে, লম্বা ভাগে কাটা কাটা দাগ আছে। ভিতরের ছাল লালবর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত ও তৈলময়। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও গন্ধশূন্য, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি সরু ও লম্বা, পত্রের বিস্তার ১২-২২ ইঞ্চি। বোটা ২ ইঞ্চি। ফুল ধূসরের আভাযুক্ত বেগুণে রংবিশিষ্ট। পুষ্পকেশর ৪টা, উহা পাপড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। ফল গোলাকার, ইহার ব্যাস ২ ইঞ্চি, পাকা ফল কৃষ্ণবর্ণ, উপরের আবরণ শক্ত। সংস্কৃত লেখকগণের মতে চন্দন দুই প্রকার—তঁাহারা কৃষ্ণবর্ণ ভিতরের কাষ্ঠকে পীতচন্দন ও হালকা কাষ্ঠকে “শ্রীখণ্ড” বা শ্বেতচন্দন বলেন। খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীতে নিরুক্ত গ্রন্থে চন্দনের উল্লেখ

আছে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে চন্দনের বর্ণনা দেখা যায়। চন্দনের মধ্যে শ্বেত-চন্দনই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান। মলয় পর্বতের নিকট যে স্থানে চন্দন গাছ হয় উহার নাম ভদ্রশ্রী, “ভদ্রশ্রীমলয়জম্”। তেজস্বর ও উর্ধ্বর জমির চন্দন অপেক্ষা পাহাড়ের উপরকার কাঁকরযুক্ত মৃত্তিকার চন্দন গন্ধে উৎকৃষ্ট ও উহা হইতে অধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়। চন্দন গাছ ৫০ বৎসরের পূর্বে পকতা প্রাপ্ত হয় না। শ্বেতচন্দনের আরও ৫টা নাম আছে—যথা, স্কন্ধর, বর্ষর, তৈলপর্ণ, বেট্ট ও গোশীর্ষ; ইহাদের কাষ্ঠ ও গাছ একই, কেবল উৎপত্তিস্থান ভেদে পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে।

চন্দনের পত্র চওড়া অপেক্ষা লম্বায় বৃহৎ, অগ্রভাগ মোটা। ফুল অনেক জন্মে, রং ফিকে পীতবর্ণ, পরে বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। ফল গোল ও মৃণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার পত্র, ত্বক ও ফুলে কোন প্রকার গন্ধ নাই। মহীশূর দেশে বহু চন্দন গাছ জন্মে। চন্দন গাছের কাণ্ড অপেক্ষা মূলে অধিক তৈল থাকে। মহীশূর হইতে চন্দন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ইউরোপে প্রেরিত হয়। একমণ চন্দন কাষ্ঠ হইতে অর্দ্ধপোয়া হইতে একপোয়া তৈল পাওয়া যায়। চন্দন হইতে চুয়া তৈয়ারী হয়। উড়িষ্যা দেশে চুয়া পানের সহিত ব্যবহার করে। নব্য Botanistগণ শ্বেতচন্দনের উপরের শ্বেত কাষ্ঠকে শ্বেতচন্দন এবং ভিতরের পীতাভ কাষ্ঠকে পীতচন্দন নামে অভিহিত করেন। আমরা যে রক্তচন্দন ব্যবহার করি উহা ধনন্তরিনিঘণ্টু মতে কুচন্দন ও ইহার লাতিন নাম *Adenanthera pavonina* Linn.; এই গাছ *Leguminosae* Family ভুক্ত। উহার বাদলা নাম রঙ্গস ও ইহা পূর্বে বস্তাদি রঙ্গন কার্যে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে উহা অহুলেপনে ব্যবহার হয়। আসল রক্তচন্দনের লাতিন নাম *Pterocarpus santalinus* Linn.। এই গাছও *Leguminosae* Family ভুক্ত। ইহা দক্ষিণ ভারতে কুড্ডাপা ও উত্তর আর্কটে প্রধানতঃ দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে এই ত্রিবিধ গাছই রোপণ করা আছে। বর্ষা হইতে শীত কাল পর্যন্ত ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক চন্দনকে তিক্ত, শাস্তিকর, ধারক ও পৈত্তিক জরে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দন হিন্দুদের সকল রকম পূজায় ব্যবহৃত হয়। অবস্থাপন্ন লোকে শবদাহ কার্যে চন্দনকাষ্ঠ ব্যবহার করেন। Mukhzan লেখক, চন্দনকে স্নিগ্ধকর, অরনাশক, বলকারক ও ধারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পৈত্তিক জরে ইহার শ্বেতবর্ণ আরক ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। Ainslie বলেন যে পিষ্ট চন্দন দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Rumphius বলেন যে আঘোয়ানায় ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয়। কখন দেশে চন্দনের তৈল, লবঙ্গ ও বংশ-লোচনের সহিত পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। কোন স্থানে ফোফা হইলে লেবুর রস, চন্দন তৈল ও বর্ষর একত্রে মিশাইয়া ফোফার উপর লাগাইলে উহার প্রদাহ কমিয়া যায়। অবিরাম জরে চন্দন জরের প্রকোপ কমাইয়া হৃদযন্ত্রের মৃদুতা আনয়ন করে। চন্দনের তৈল

ACALYPHA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[518 *A. indica* Linn.]

৩০-৪০ মিনিম দিবসে ৩ বার সেবন করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Anderson বলেন ইহা একটা নির্দোষ ঔষধ। বেশী মাত্রায় সেবন করিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগের উপশম হয়। ইহা কাবাবচিনি অপেক্ষা অধিক গুণশালী; গত ৫ বৎসর তিনি এই ঔষধ দিয়া অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। চন্দন কাষ্ঠের মধ্যস্থলের কাষ্ঠ ও শিকড় হইতে চন্দন তৈল প্রস্তুত হয়। চন্দন ধারক; পিত্তপ্রকোপে, বমনে, জরে, পিপাসায় এবং শরীর উত্তপ্ত হইলে ইহা ব্যবহার হয়।

পিত্তকৃতে বিসর্পে লেপাবিধেয়াঃ সঘৃতাশুশীতাঃ।

প্রদেহা পরিষেকাশ্চ চন্দনৈর্বা প্রশস্ততে ॥ (চক্রদত্ত)

চন্দন কাষ্ঠের পেণ্ডিত জল, চিনি, মধু ও চাউলের জল একত্রে সেবন করিলে রক্ত আমাশয়, পিপাসা এবং শরীরের উত্তাপ দূর হয়।

পীতং মধুসিতায়ুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাযুনা।

রক্তাসীসারজিহ্বকৃপিত্ততৃড়দাহমহত্বং ॥ (ভাবপ্রকাশ)

শুষ্ঠ ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে রক্ত অর্শ আরাম হয়। স্তনদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া শ্বেতচন্দনের নস্ত্র লইলে হিকা আরাম হয়। আমলকীর রসে কুচন্দন (*Adenanthera pavonina*) পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (চরক)। ঋতুকালীন দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব হইলে বা অপরাপর আর্তব দোষ থাকিলে শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে রোগ সারিয়া যায়। অনেকে মনে করেন চন্দনের তৈলে গর্ভনিবোধ শক্তি আছে।

অর্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরাম হয় (সুশ্রুত)। হাথের পূর্বে পিষ্ট শ্বেতচন্দন হেলেকার রসের সহিত পান করিলে হাম আরাম হয়। শ্বেতচন্দন চূর্ণ দিয়া শিশুর নাভি পূরণ করিয়া দিলে নাভিপাকা আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

চন্দনের তৈল ধারক, মূত্রকর ও কফনিঃসারক। ইহার তৈল দারুচিনি ও বংশলোচনের সহিত পান করিলে গনোরিয়া, কাশ, মূত্রাশয় ও বৃক্ক প্রদাহ আরাম হয়। চন্দনের প্রলেপ দিলে অনেক সময় ফোড়া ফাটিয়া যায় ও প্রদাহ আরাম হয়। (Fig. 517.)

XCIH. EUPHORBIACEAE

Genus—ACALYPHA Linn.

518. *A. indica* Linn. (মুক্তবুরি)

Fig.—Wight, Ic., t. 877; Rheede, Hort. Mal. x, t. 81; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 874.

Ref.—F. B. I., v, 416; Roxb., F. I., iii, 675; B. P., ii, 948; Watt, ii, Pt. 2, 615; Dymock., iii, 291; Prain, H. H., 276.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ; রাস্তার ধারে বাগানে ও পতিত ভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মুক্তবুরি, মুক্তবর্ষী; হি. খোকালী; তা. কুপ্পাইমেনী; তে. কুপ্পাইচেট্টু।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ। কোমল শাখা ও পত্র চূর্ণ ১-৩ আনা; পাতার রস অর্দ্ধ চামচ; মূলের শীতকষায় (১ ভাগ ঔষধ, ২ ভাগ জল) ১-২ কাঁচা; কাথ ২-৬ তোলা; অরিষ্ট (১ ভাগ ঔষধ, ২ ভাগ স্পিরিট) ৩০-৬০ বিন্দু।

বর্ণনা—বর্ষদ্বীবী ১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, প্রান্তভাগ করাতের ন্যায় কণ্ঠিত, পত্রের মধ্য লোম আছে, দেখিতে ফিকে সবুজবর্ণ; পাতার বোটা পাতা অপেক্ষা লম্বা ও নরম। ফুলের বোটা ফুল অপেক্ষা ছোট ও সবুজবর্ণ, পুংকেশর ৮টি, স্ত্রীকেশর এক একটা থাকে। ফল ক্ষুদ্র তিন অংশে বিভক্ত অতি সূক্ষ্মভাবে খাঁজ কাটা। বীজকোষ ছোট একটা বীজ বিশিষ্ট, বীজ গোলাকার তীক্ষ্ণ ও মসৃণ। বৎসরে সকল সময়ে ফুল ও ফল হয়। এই গাছের আর একটা নাম হরিতত্ত্বরী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস তৈলের সহিত মালিস করিলে বাত, এবং লিঙ্গে লাগাইলে লিঙ্গমণি প্রদাহ ও উহার স্ফোটক আরাম হয়। ইহার শিকড় গরম জলে বাটিয়া সেবন করিলে মুছুরিচকের কার্য্য করে। কাথ কর্ণবেদনায় হিতকর। ইহার রস তিল তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে প্রাদাহিক ফুলা ও অর্শ আরাম হয়। শুষ্ক পাতার গুঁড়া বালকদিগের কৃমি আরাম করে। পাতার রস ও কচি ডাল অল্প পরিমাণ নিষ তৈলের সহিত বালকদিগের জিহ্বায় লাগাইলে দান্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহার রস বালকদিগের একটা বমনকারক ঔষধ। ইপিকাকের ন্যায় ইহার পাকষত্বের উপর ক্রিয়া আছে এবং ফুসফুস ঘটিত স্রাব বাহির করিবার ক্ষমতা আছে (মাত্রা হেঁচা রস বালকের পক্ষে চা-চামচের এক চামচ)।

Dr. Ross বলেন ইহা সন্ধিস্রাবকারক এবং Ceneagar তুল্য। তিনি বালকদিগের ফুসফুস প্রদাহে ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার আঠায় একথণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া নাসিকার ক্লে প্রবেশ করাইলে নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া মাথাধরা আরাম করে। ইহা হাঁপানি ও শ্বাসনালীর প্রদাহে বিশেষ হিতকর। মুক্তবুরি ফুসফুস প্রদাহ, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার একটি মূল্যবান ঔষধ। ইহার পত্র হরিদ্রার সহিত মিশাইয়া খাইলে কৃমি নাশ হয় এবং পাঁচড়ায় প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। মুক্তবুরির রস তৈলে মাড়িয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। উপদংশ জনিত ক্ষতে পাতার প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা সর্পদংশনে যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Drury)।

মুসলমান বৈজ্ঞানিক উম্মাদ রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। টাটকা রস ১ আউন্স এবং লবণ (chloride of sodium) ৬ গ্রেণ একত্রে মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে দুই নাকে প্রবেশ করাইয়া শীতল জলে স্নান করাইলে উম্মাদকতা সারিয়া যায়। তাঁহারা বলেন এই ঔষধ দেওয়ায় মাথা হইতে স্লেয়া বাহির হইয়া রোগ আরামের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া

ALERUITES.]

ভারতীয় বনৌষধি

[520. A. Fordii Hemsl

দেয়। টাটকা গাছের ২-১ আউন্স রস বমনকারক, কফনাশক ও কুম্মির। মুক্তবুরির রস রক্তনের সহিত শিশুদিগকে খাওয়াইলে উহাদের কুম্মি পড়িয়া যায়। ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিছা প্রভৃতি দংশন জনিত বেদনা নিবৃত্তি পায়। মুক্তবরী ফুসফুসের টিউবারকুলোসিস, ঘূর্ণডীকাসিস, শ্বাস ও শিশুর শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর। (Fig. 518.)

Genus—ALEURITES Linn.

519. A. moluccana Willd. (আখরোট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 869.

Ref.—F. B. I., v, 384 ; Roxb., F. I., iii, 629 ; B. P., ii, 942 ; Prain, H. H., 275.

জন্মস্থান—ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়। বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে। ইহার আদিম জন্মস্থান পাপুয়া দ্বীপে। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে আছে।

বিভিন্ন নাম—হি., বা. আখরোট ; সং. আখসোটা ; তা. আখরোটুকোটাই ; তে. নাটুআখরোটুভিট্টু ; Eng. Walnut.

ব্যবহার্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। ইহা এক্ষণে উষ্ণপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে চাষ হইতেছে। পত্র ত্রিভুজাকৃতি অথবা ত্রিকোণাকার, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্কাস মাখমের ত্রায় কোমল, ফুলের পাপড়ি পাঁচটি, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ২-২½ ইঞ্চি ; বীজ অতিশয় তৈলময়। বসন্তকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আখরোট বীজের তৈল মুহু বিরেচক। ইহা প্রায় রেডির তৈলের সমান কিন্তু গন্ধ ও স্বাদে রেডির তৈল অপেক্ষা উত্তম (Dymock, iii, 279)। সিংহলে ইহাকে kekuni তৈল বলে। ভারতবর্ষে ইহার তৈল ক্ষতে মালিশ করিতে ব্যবহার হয়। (Fig. 519.)

520. A. Fordii Hemsl. (টান্জ অইল বা টান্জ তৈল)

Fig.—Hook, Ic. Pl., xxix, t. 2801-2 (1906) ; Bull. Imp. Inst. London, xi, t. 9-13 (1913).

Ref.—Wilson, Veg. West China (Publ. Arn. Arb. no. 2), 117-20 (1911) ; W. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Indust. Circ. no. 108, t. 1-3 (1913) ; Trop. Agriculturist, vol. LXXV, no. 1, p. 38-39 (1930) ; Wilson, Natural W. China, ii, 64.

জন্মস্থান—আদি বাসস্থান চীন ও জাপান, চীনের নেকৌ বন্দর হইতে বহু পরিমাণে এই টান্জ বীজ ও তৈল ইউরোপে রপ্তানি হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে আছে।

BALIOSPERMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[521. *F. axillare* Blume.

-বিভিন্ন নাম—বা. টাঙ্গ তৈল। Eng. Tung oil.

ব্যবহার্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, পত্রদণ্ডের উভয়দিকে পর্যায়ক্রমে পত্র জন্মে, পত্র অনেকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। শীতের পর ঝরিয়া পড়ে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বহির্কাস ২-৩টি, পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর ৪-২০টি। ফুল দেখিতে আপেলের মত একটু সূক্ষ্মাণ্ড। প্রত্যেক ফলে ৩-৫টি বীজ থাকে; দেখিতে ব্রাজীল দেশীয় বাদামের মত। ফল পাকিলে ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া ফাটিয়া যায় ও বীজ পড়িয়া যায়, এইজন্য ফাটিবার পূর্বে সংগ্রহ করিতে হয়। বীজের আচ্ছাদন মোটা ও বাদামের মত শক্ত। এই জাতীয় পাঁচটি গাছ আছে—যেমন, *A. moluccana*, *A. trisperma*, *A. cordata*, *A. montana* ও *A. Fordii*। শেষোক্ত দুইটি হইতেই উৎকৃষ্ট তৈল বাহির হয়। এই গাছ জলবসা-জমিতে জন্মে না, ভাল চটান জমিতে হয়। গাছগুলি বীজ হইতে অথবা কৃত্রিম অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে ফল উৎপাদন করে। গাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে এবং উচ্চে ১৫-৩০ ফুট পর্যন্ত হয়। এপ্রেল মাসে প্রচুর ফুল হয়, ফুল দেখিতে শ্বেতবর্ণ এবং লাল ও পীতের দাগ আছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে। এই গাছ ভারতের বিশেষতঃ পূর্বোত্তর অংশে ও উত্তর বর্মার বহু স্থানে ও আসামের ডেরাঙ্গ নামক স্থানে বাগমারি চা বাগানে চাষের চেষ্টা হইতেছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের তৈল ক্ষত আরাম করিবার জন্য ও পাঁচড়া রোগে বিশেষ ব্যবহার্য। টাঙ্গ গাছের বীজ চীন দেশীয় লোকেরা ইন্দুর মারিবার জন্য ব্যবহার করে এবং ইহার বমনকারক গুণ বিদ্যমান আছে। বর্তমানে টাঙ্গ তৈলের আদর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই তৈল হইতে অতি উত্তম বার্নিশ তৈয়ারী হয়; এই তৈল দিয়া কাষ্ঠ পালিশ হয় বলিয়া ইহার আর একটা নাম Chinese wood oil। এই তৈল সংযোগে যে বার্নিশ প্রস্তুত হয় উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় এবং অপর যত প্রকার তৈল আছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাষ্ঠে লাগাইয়া দিলে উহার উপরিভাগে একটা পাতলা চকচকে পরদা পড়ে এবং এই বার্নিশে কাষ্ঠে জল প্রবেশ করিতে পারে না ও উহার রং বহুদিন স্থায়ী হয়। জাহাজের গায়ে রং করার জন্য এবং অঘেলক্লথ, গুয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি তৈয়ারীতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহার চাষ ভারতে করা বিশেষ প্রয়োজন ও লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। (Fig. 520.)

Genus—BALIOSPERMUM Blume

521. *B. axillare* Blume (হাফুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1885; Rheede, Hort. Mal., x., t. 76; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 879.

BALIOSPERMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[521. B. axillare Blume.

Ref.—F. B. I., v, 461; Roxb., F. I., iii, 682; B. P., ii, 946; Dymock, iii, 311; Prain, H. H., 276. আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে B. montanum Muell & Arg. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, ত্রিহত, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে জন্মে; দক্ষিণ ভারত; ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. হাফুন, দন্তী; সং. দন্তী; তে. কন্দ আমাদাম, নাগদন্তী।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ, পত্র; মূলের কন্ধ, ১-৪ আনা; বীজ ১-২টী।

বর্ণনা—গুলজাতীয় উদ্ভিদ; ইহার শিকড় হইতে গাছ বাহির হয়। পত্র চর্ম্মের গ্রায় শক্ত, আকৃতিতে সমস্ত পত্র সমান নহে। উপরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, নীচের পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও পত্রে ৩-৫টী বিভাগ আছে, কিনারা দাঁতযুক্ত। বোঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পুষ্পদণ্ডে দ্বৈসদ্বৈসি ভাবে হয়। পুং ও স্ত্রীপুষ্প পৃথক পৃথক পুষ্পদণ্ডে থাকে। গাছের গোড়ার দিকে সবগুলি পুংপুষ্প ও কয়েকটি স্ত্রীপুষ্প থাকে। পুংপুষ্পদণ্ড স্ত্রীপুষ্পদণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ। পুংকেশর প্রায় ১৫টী থাকে। স্ত্রীপুষ্পের মস্তক মুক্ত, $\frac{3}{8}$ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল নিয়ে ঝুলিয়া থাকে, ৩ ভাগে চিহ্নিত স্কন্ধ লোমযুক্ত। বীজকোষ $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, পশ্চমময়। বীজ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি লম্বা ও ময়ূর্ণ, প্রত্যেক ফলে ৩টী থাকে। দন্তী দুই প্রকার, লঘুদন্তী ও দীর্ঘদন্তী। লঘুদন্তীর পত্র ডুমুর পাতার গ্রায় এবং দীর্ঘদন্তীর পত্র রেড়ি গাছের পাতার গ্রায়। ইহার সংস্কৃত নাম দন্তী, নাগদন্তী ও দন্তিমূলিকা। ইহার ফুল ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্বেদ মতে ইহার মূল বিরেচক। ইহার বীজ বাজারে দন্তী বীজ বা জয়পাল বীজ বলিয়া বিক্রয় হয়।

Dr. Roxburgh বলেন দন্তীর বীজ বিরেচক। জলের সহিত ১টী বীজ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। দান্ত বন্ধ করিতে হইলে আর ঔষধ খাওয়া উচিত নহে। দন্তী সমমাত্রায় বিরেচক, অধিক মাত্রায় Narcotic বিষযুক্ত। দন্তী কখন কখন জয়পালের সহিত ব্যবহার হয়।

দন্তী তৈল বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। দন্তীর শিকড় শোথ, সর্কাদীন শোথ ও কামলা রোগে প্রয়োগ হয়। পাতার কাথ হাঁপানি রোগ নিবারক।

চারি পল দন্তীমূলের রস, ঘৃত ১ পল, অপর দন্তী ফলের কন্ধ দ্বারা ষথাবিধি পাক করা ঘৃত পান করিলে প্রীহা, পাণ্ডু ও শোথ আরাম হয়। দন্তীমূলের ছালে পুরাতন ইক্ষু গুড় মিশাইয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে কামলা রোগ আরাম হয়। দন্তী ভেদক ও কুমিনাশক। দন্তী ও হরীতকী যোগে দন্তী হরীতকী নামক আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্রীহা, শূল, গুল্ম, অর্শ, হৃদরোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষযজ্ঞের বিশেষ হিতকর। দন্তী হরীতকী প্রস্তুত করিতে হইলে ২৫টী উৎকৃষ্ট হরিতকী একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধিতে হইবে, অনন্তর ২০০ তোলা দন্তী ও ২০০ তোলা ত্রিফল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, অবশেষে ৮ সের। এইগুলি

CROTON.]

ভারতীয় বনৌষধি

[522. *C. tiglium* Linn.]

ছাঁকিয়া যে কাথ হইবে উহাতে ২০০ তোলা পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জাল দিয়া আঠার মত করিবে। এই মিশ্রিত দ্রব্যে ত্রিফলমূলের চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, শুঠ ৮ তোলা সংযোগ করিয়া বেশ নাড়িতে হইবে। যখন উহা শীতল হইবে তখন উহাতে ৩২ তোলা মধু, দাকচিনি ৮ তোলা, এলাচ ৮ তোলা, তেজপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ফুল ৮ তোলা দিয়া সন্দেশের মত করিবে। পূর্বে যে ২৫টী হরিতকী দেওয়া হইয়াছিল ঐগুলি ৩২ তোলা তিল তৈলে ভাজিয়া রাখিবে। যে মিষ্টান্ন হইল উহা ২ তোলা এবং হরিতকী ১টী প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার্য। এই ঔষধ উপরোক্ত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। (চক্রদত্ত)

দন্তীর যোগে গুড়াষ্টক নামক কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, দন্তী, ত্রিফল এবং চিতামূল, গোলমরিচ, পিপুল শুঠ এবং পিপুল মূল প্রত্যেকটী সমপরিমাণ লইয়া বেশ গুঁড়া করিতে হইবে। যে সমস্ত দ্রব্যগুলি দেওয়া হইল উহাদের সমান ওজনের গুড় উহাতে মিশ্রিত কর। মাত্রা এক তোলা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে পেটফাঁপা, শোথ, কামলা, অবক্ষত শ্রাব প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)

কোন স্থান কাটিয়া গেলে দন্তী পাতার রস দিলে রক্ত শ্রাব বন্ধ হয়। দন্তী পাতা বাঁধিয়া দিলে ক্ষত স্থানের পুঁথ পড়া বন্ধ করিয়া ক্ষত শীঘ্র আরাম করিয়া দেয়। দন্তী মূলের ত্বক পেষণ করিয়া পাকা ফোড়ায় দিলে উহা ফাটিয়া যায়। (Fig. 521.)

Genus—CROTON Linn.

522. *C. tiglium* Linn. (জয়পাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 872B; Benth. & Trim., t. 235; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 33.

Ref.—F. B. I., v, 393; F. I., iii, 682; B. P., ii, 943; Dymock, iii, 281.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, বাগানে রোপণ করা হয়; বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. জয়পাল; হি. জামালপোটা; সং. জয়পাল; তে. নেপালাবীতনা; তা. নারচালাম।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ এবং তৈল। বীজ ১-২টী, মূল কঙ্ক ১-৪ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত, বৃক্ষ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, যখন শুষ্ক হয় তখন পীতের আভাযুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি উহাতে দুই অথবা তিন জোড়া শিরা আছে। পত্রের শেষভাগে মন্থর কলাইয়ের অর্কুদ আছে; পত্রের কিনারাগুলি ষণ্ডিত, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি; নরম, পুষ্পবৃন্ত দুই হইতে তিন ইঞ্চি। পুষ্প লোমযুক্ত, এক একটি হয়, ইহার পাপড়ি সরু, কিনারাগুলি লোমযুক্ত। স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি শক্ত, লোমযুক্ত, গোড়ার পাপড়ি নাই; বীজকোষ ৬-১ ইঞ্চি

CHROZOPHORA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[523. *C. plicata* A. Juss

লম্বা এবং সাদা, ডিম্বাকৃতি। বীজ $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{8}$ ইঞ্চি লম্বা, সামান্য মোটা এবং ফিকে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জয়পালের উল্লেখ নাই। আধুনিক সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। জয়পালের আর একটি সংস্কৃত নাম কনক ফল। গ্রীষ্মকালে ইহার ফল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জয়পালের তৈল $\frac{1}{2}$ - 1 মিনিম খাইলে অতিশয় দাস্ত হয়। যে সকল রোগী গিলিতে পারে না তাহাদের জিহ্বার পশ্চাদিকে লাগাইয়া দিতে হয়। এই তৈল কুমিনাশক, কুমিনাশের জন্ত রেড়ির তৈলের সহিত ব্যবহার হয়। জয়পাল বীজের প্রলেপ দিলে ত্বক লোহিত বর্ণ হয়। জয়পাল অর্দ্ধমাত্রা খাইলে প্রচুর জলের দ্বারা ভেদ হয় কিন্তু অধিক মাত্রা খাইলে অন্তস্থিত গ্রন্থির উত্তেজনা, পাকযন্ত্রের প্রদাহ, শৈল্পিক বিস্মির প্রদাহ হয়। অপস্মার, সংজাহীনতা, পক্ষাঘাত ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহার হয়। পাকস্থলীর প্রদাহ কিম্বা কোন শরীরযন্ত্রের প্রদাহ থাকিলে ইহা খাওয়া উচিত নহে। যে রোগী রেচক ঔষধ খাইতে চাহে না তাহার জিহ্বায় কয়েক বিন্দু জয়পালের তৈল দিলে ফল লাভ হয়। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি, শোথ, প্লীহা, যকৃৎ বিবৃদ্ধি, পেটফাঁপা, শূল, বাত ও পাথরী রোগে ব্যবহৃত হয়।

বীজের প্রলেপ দিলে বা তৈল মাখিলে মাথা বেদনা, পৃষ্ঠদণ্ডের পীড়া ও পুরাতন কাশ রোগ আরাম হয়। জয়পালের তৈল মালিস করিলে পুরাতন গাঁটে বাত, গর্ভাশয়ের প্রদাহ ও গ্রন্থীর স্ফীততা আরাম হয়।

বিরেচক, জরনাশক, কোষ্ঠবদ্ধ নিবারক, সর্ষাপীনাশক ও সর্দি নিবারক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইহা পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। জয়পাল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া বাহিরের খোলা ফেলিয়া দিয়া শাঁস পৃথক করিতে হয়। জয়পাল বীজ নেপাল হইতে আসে, ইহা উত্তর পশ্চিম ভারত সীমানায় Dand নামে পরিচিত। মুসলমান বৈজ্ঞানিকের মতে জয়পাল বীজ বিরেচক, শ্লেষ্মা ও পিত্ত নাশক, ইহা শোথ ও বাতে প্রয়োগ হয়। ইহা আদার রসের সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বালকদিগের ঘুংড়ীকাশি ভাল হয়। জয়পালের বীজের শাঁস বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া গোবর জলে সিদ্ধ করিতে হয়, তৎপরে উহা গুঁড়ো করিয়া দুই ভাগ খদির দিয়া এই মিশ্রিত দ্রব্য দুই গ্রেণ পরিমাণ একটি একটি বটিকা কর; ইহা একটি উৎকৃষ্ট বিরেচক ঔষধ। (Fig. 522.)

Genus—CHROZOPHORA Neck.

523. *Chrozophora plicata* A. Juss (ক্ষুদিওকরা)

Fig.—Burm. Ind., t. 62, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., v, 409; Roxb., F. I., iii, 681; B. P., ii, 944; Prain, H. H., 276.

EUPHORBIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[524. *E. antiquorum* Linn.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, বর্ষা, ত্রিবাঙ্কুর এবং সমগ্র বঙ্গদেশের পুকুরের কিনারায়, শস্তক্ষেত্রে ও পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ক্ষুদিওকরা; হি. শনবল্লী; সং. প্যাঙ্গোনারী; তে. গুন্ধুচেট্টু; প. নীলকণ্ঠি।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—দুই ফুট উচ্চ গুল্ম, পুকুরের কিনারায় বা পতিত জমিতে জন্মে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার, পুরু, খসখসে, কোঁকড়ান, ফিকে সবুজবর্ণ, উভয়দিকে লোম আছে, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতায় তিনটি বিভাগ (খাঁজ) আছে। পুংপুষ্পের বহির্কাস ৮ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ছোট ছোট; পুংকেশর ১৫টি, দুই থাকে জন্মে। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিকোণাকার পাপড়ি ছোট ও সরু। ফলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, ঘন লোমাবৃত, কণ্টকময় ফুল খেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড়ের ছাল বালকদিগের সন্ধিতে দেওয়া হয়। বীজ বিরেকচক (Stewart)। ইহা কুষ্ঠরোগের মূল্যবান ঔষধ (Drury)। সামতালেরা ইহার শিকড় করমচার শিকড়ের সহিত মিশাইয়া বেলেস্তারা দেয় (A. Campbell)। গুন্ধু পাতার কাথে একটু সরিষার তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠরোগ আরাম হয় (Dymock, iii, 316)। (Fig. 523.)

Genus—EUPHORBIA Linn.

524. *Euphorbia antiquorum* Linn. (বাজবারণ)

Fig.—Wight, Ic., t. 897; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 42; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 851.

Ref.—F. B. I., v, 255; Roxb., F. I., ii, 468; B. P., ii, 923; Dymock, iii, 253; Prain, ii, 271.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়ায় ব্যবহার করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বাজবারণ, তেশিরেমনসা, তেঁকাটাশির; হি. তিধারা; সং. বজ্রকণ্টক; সাম. এতকেক; তে. বনতাকেমেছ; তা. তিরিকাল্লী।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, শিকড়ের ছাল এবং আঠা।

বর্ণনা—গাছ প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ হয়, শাখা ৫৬ ইঞ্চি, ত্রিকোণাকার, সবুজ, স্থূল ও নরম, পার্শ্বে ৩টি শিরা ও শক্ত কাল ফাঁটা আছে; কাণ্ড শক্ত, কখন কখন ২১৩ ফুট উচ্চ হয়, ছাল পুরু, খসখসে, ডেউখেলান ও ধূসরবর্ণ, গাছে দুগ্ধের আয় আঠা আছে। সব গাছের পাতা হয় না; কখন কখন নরম ছোট ছোট কতকটা গোলাকার পাতা হয়; তাহা শীঘ্র

EUPHORBIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[525. *E. nerifolia* Linn.]

পড়িয়া যায়। পাতায় শিরা নাই, বোটা ক্ষুদ্র। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, প্রায় ½ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ কিম্বা গাঢ় লালবর্ণ। ফল ½ ইঞ্চি। প্রবাদ আছে, এই গাছ ছাদে রাখিলে বাড়ীতে বাজ পড়ে না, এইজন্ত ইহার আর এক নাম বাজবারণ। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বাটিয়া বালকদিগের পেটে লেপন করিলে ক্রমি আরাম হয়। শিকড়ের ছাল বিরেচক এবং কাণ্ডের কাথ বাতে ব্যবহার হয় (Rheede)। শাখার রস বিরেচক, ইহা কোমরের বেদনা, বাতের বেদনা ও দাঁতের বেদনায় ব্যবহার হয়। ইহার রস অতিশয় ভেদক, শোথ, স্নায়ুবিধি রোগ এবং বধিরতায় প্রয়োগ হয় (Baden-Powell)। নিষণ্টমতে ইহা ভেদক, হজমকারক ও তিক্ত, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটকাঁপা, শোথ, বাত, প্লীহা, কুষ্ঠ এবং কামলা রোগে ব্যবহার হয়। ইহার তুণ্ডের ত্রায় আঠা ছোলার ছাতুর সহিত ভাজিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে গনোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার অপরাপর গুণ মনসাসিদ্ধের ত্রায়। (Fig. 524.)

525. *E. nerifolia* Linn. (মনসাসিজ)

Fig.—Rumph. Herb. Amb., iv, t. 40; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 849.

Ref.—F. B. I., v, 255; Roxb., F. I., ii, 465; B. P., ii, 923; Dymock, iii, 253; Wall., Ill., Pt. 2, 297; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—ভারতের বহুস্থানে, সিকিম, ভূটান এবং বঙ্গদেশে সচরাচর বেড়ায় রোপণ করে। ইহা হিন্দুদিগের একটি পবিত্র গাছ।

বিভিন্ন নাম—বা. মনসা; সং. স্মৃহি; হি. সিজ; বর্ম্মা—সেহুঙ্গ; Eng. Common Dulkhedge.

ব্যবহার্য অংশ—মূল, পাতা ও আঠা। মাত্রা পত্ররস ১-২ তোলা, শুক আঠা ৪-১ আনা।

বর্ণনা—ছোট সোজা গাছ, সূক্ষ্ম লোম আছে। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকময় ও গোলাকার; গাছের শাখা প্রসার, কাঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, মোটা, শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতার গোড়ার দিক ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার, বোটা ছোট। ফুল পীতের আভাযুক্ত, ছোট ও বোটার আবেশ। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ চেপ্টা, কোমল লোমযুক্ত। বহু কাঁটায়ুক্ত বড় মনসা গাছকে স্মৃহী বলে। স্মৃহীক অল্প কণ্টকযুক্ত গাছকে মোহস্তু বলে। আর এক প্রকার মনসা আছে উহার পাতা প্রায় থাকে না। আরও কয়েক প্রকার মনসা আছে তাহার ব্যবহার বৈজ্ঞানিক নাই। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

EUPHORBIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[526. E. Tirucalli Linn

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে, ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক। পাতার রস হাঁপানির টান আরাম করে। হিন্দু বৈজ্ঞান্যে ইহার ঋতবর্ণ আঠা বিরেচক। হরিতকী, পিপুল, ত্রিফল ইহার সহিত মিশাইয়া শোথ এবং বাতে প্রয়োগ হয়। পাতার রস কানের বেদনা আরাম করে এবং মূল বাটিয়া চক্ষু দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Watt)। ইহার রস শোথ, অবিরাম জ্বর আরাম করে, মাত্রা ২০ গ্রেণ। নিম্ন তৈলের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয় (Met. Med. Ind., ii, 97)। মনসার রস লাগাইলে ঘায়ে পোকা মরিয়া যায়, কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহার রস মধু এবং সোহাগার সহিত অল্প মাত্রায় সেবন করিলে বুকের সর্দি উঠিয়া যায়। হলুদের গুঁড়া মনসা আঠায় মিশাইয়া অর্শে দিলে অর্শ আরাম হয়। দারুহরিদ্রার গুঁড়া, মনসা ও আবন্দ আঠায় ভিজাইয়া বাতি প্রস্তুত করতঃ ভগন্দরে ও অপরাপর শোষ ঘায়ে প্রবেশ করাইলে উহা আরাম হইয়া যায়। আতপ চাউল মনসা আঠায় ভাবনা দিয়া তদ্বারা পিঠা তৈয়ারী করিয়া ভোজন করিলে উদরী রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। মনসার মূল চিবাঁইয়া দাঁতের মূলে দিলে দাঁতের পোকা পতিত হয়। মনসা পাতা আকন্দ পাতায় জড়াইয়া অঙ্গারে দগ্ধ করতঃ একটু গরম থাকিতে কানে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়।

অর্কপত্রপুটে দগ্ধঃ স্নহীপত্রভবোরসঃ ।

কদ্রুষ্ণ পূর্ণাদেব কর্ণশূল নিবারণঃ ॥

তুই তিন বৎসরের মনসা গাছ অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া শীতের শেষভাগে আঠা গ্রহণ করিতে হয়। মনসা আঠা অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত নতুবা নানাবিধ অনিষ্ট হইতে পারে। (Fig. 525.)

526. E. Tirucalli Linn. (জটালকা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 44; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 849B.

Ref.—F. B. I., v, 254; Roxb., F. I., ii, 470; B. P., ii, 924; Wall., iii, Pt. 2, 301; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ, দাক্ষিণাত্য, ককন, গুজরাট ও বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়। আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. জটালকা, লঙ্কাসিজ; হি. সেহন্দ; তা. তিরুকাল্লী; তে. জেমুহু।

ব্যবহার্য অংশ—আঠা ও ছাল; মাত্রা আঠা ১-৩ ফোঁটা।

বর্ণনা—এই গাছ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ইহা প্রায়ই বেড়ায় ব্যবহৃত হয়। গাছ ১৫-২০ ফুট উচ্চ হয়, নরম মৃণ্মণ্ডল এবং সবুজবর্ণ শাখা প্রশাখা হয়। সর্ব

EUPHORBIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[327. *E. pilulifera* Linn.]

পাতা গাছের অগ্রভাগে থাকে, কিন্তু গাছ বড় হইলে পাতা পড়িয়া যায়। ডাল শক্ত, পুরাতন গাছের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত কাষ্ঠ হইতে বেশ বারুদের কয়লা হয়। গাছের গুঁড়ির ব্যাস ৬-১০ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ ও গোলাকার, পত্র নরম $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিন ভাগে বিভক্ত, ফল চেপ্টা, বীজ গোলাকার ও মসৃণ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রস বিরেচক; বেদনাবৃত্ত স্থানে লাগাইলে বেদনা আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের কাথ পেটের বেদনায় ব্যবহৃত হয় এবং হৃৎকের ত্রায় আঠা মাখমের সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। Dr. Rumphius বলেন যে কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার আঠা প্রদান করিলে বেদনা নিবারণ হয়; ইহার ১-৪ ফোঁটা আঠা গুড় কিম্বা ছোলার ছাতুর সহিত খাইলে জ্বালাপের কার্য্য করে। জটালক পুঙ্করের জলে দিলে মাছ মরিয়া যায় (Dymock)। জটালকর সাদা আঠা উপদংশ রোগ নাশ করে। Dr. J. Shortt বলেন যে তিনি উক্ত রোগে প্রাতে ও রাত্রে ৫ গ্রেণ হিসাবে ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন (Ph. Ind.)।

527. *E. pilulifera* Linn. (বড়কেরই)

Fig.—Burm. Thes. Zeyl., t. 104 & 105, fig. 1 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 846A.

Ref.—F. B. I., v, 250 ; Roxb., F. I., ii, 472 ; B. I., ii, 925 ; Prain, H. H., 272 ; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl. 227.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে উষ্ণপ্রধান দেশে এবং বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় শস্যক্ষেত্রে, বাগানে, পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে ও রেল রাস্তার ধারে প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড়কেরই ; হি. ছুধি ; সাম. পুধিতোয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা এবং রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ঋণাত্মক ও অবনতভাবে জন্মে, শক্ত লোমযুক্ত কাণ্ড ১-২ ফুট। পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে যুগ্মভাবে হয়। পত্র লম্বা ডিম্বাকৃতি, করাতের ত্রায় দাঁতযুক্ত ১-২ ইঞ্চি ছোট, বৃত্ত ছোট, পত্রের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। পুষ্পবৃত্ত ছোট, ফুল $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, বোমল লোমযুক্ত; বীজকোষ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি লোমযুক্ত। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, স্ফটিকাকার ও গোলাকার। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে ইহার ইপানি ও পুরাতন বক্ষপ্রদাহ আরাম করিবার শক্তি আছে। বড়কেরই ও ছোটকেরই, উভয় প্রকার কেঁরই রক্ত আমাশয় ও পেট

EUPHORBIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[529. *E. thymifolia* Burm.]

বেদনায় ব্যবহার হয়। বড়কেরই বালকদের কুমি, পেটের দোষ ও সন্ধিতে বিশেষ হিতকর। কখন কখন ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয় (*S. Arjun*)। সামতালেরা ইহার শিকড় বমন নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। প্রস্তুতিদের স্তনদুগ্ধ কমিয়া গেলে ইহা ব্যবহার করিলে তাহাদের স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ আনয়ন করে (*Dymoek*)।

528. *E. microphylla* Heyne (ছোটকেরই)

Fig.—Journ. Coll. Science, Tokyo, xx, Art. 3, t. 5 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 848B.

Ref.—F. B. I., v, 252 ; Roxb., F. I., ii, 473 ; B. P., ii, 925 ; Prain, H. H., 273.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বৃন্দলখণ্ড ও বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী জেলার পশ্চিমভাগে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোটকেরই বা খিরুই ; সামতাল—দুখিয়াফুল।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ইহা মাটিতে গড়াইয়া কিংবা বিস্তৃত হইয়া জন্মে। কাণ্ড পত্রময়, নরম, বহুশাখাবিশিষ্ট, ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ছোট $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ গোলাকার। কোন কোন পত্রে দাঁত থাকে। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ত্রিকোণাকার, পুষ্পদণ্ডের কচিপাতা, তরবারি আকৃতি। বীজকোষ ছোট বোঁটায় থাকে, ইহার ব্যাস $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ফলে ছাল আছে, উহা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ মসৃণ, দ্বিষং নীলবর্ণ, আঠাযুক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরে এই গাছের সহিত *Cryptolepis Buchanani* R. & S. করন্ট বা সামতালী উত্তরিহুদি গাছের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুতিদের স্তন-দুগ্ধ বাড়াইবার জন্য প্রয়োগ করে (*Rev. A. Campbell*)।

529. *E. thymifolia* Burm. (খেতকেরই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 33 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 847.

Ref.—F. B. I., v, 252 ; Roxb., F. I., ii, 473 ; B. P., ii, 925 ; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সাধারণতঃ মাঠের ধারে, বাগানে ও রাস্তার কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. খেতকেরই ; হি. ছোটদুধি।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

JATROPHA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[530. J. Curcas Linn

বর্ণনা—কোমল লোমযুক্ত, বহুশাখাবিশিষ্ট বর্ষজীবী গুল্ম; কাণ্ড, ৪-১২ ইঞ্চি, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। পত্রের কিনারায় সূক্ষ্ম দাঁত আছে, ঠ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার, কাণ্ডে যুগ্ম পত্র হয়। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র ও সরল। স্ত্রীকেশর ছোট। বীজকোষ কোমল লোমযুক্ত, বীজ কৌকড়ান। গাছ দেখিতে তাম্রবর্ণ, পুষ্প বৎসরের সকল সময়েই থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস কিংবা গাছের গুঁড়া দষ্টস্থানে মত্তের সহিত লাগাইলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট করে এবং দুষ্কের সহিত ইহা খাইলে ভেদ ও বমন হইয়া সর্পবিষ শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার গনোরিয়া রোগের স্রাব নষ্ট করিবার শক্তি আছে। পত্র ও বীজ শুষ্ক অবস্থায় সৌগন্ধযুক্ত এবং কামোত্তেজক। তামিল ডাক্তারেরা ইহা বালকদের কৃমি রোগে প্রয়োগ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ খালিপেটে ছানার জলের সহিত ইহার গুঁড়া দিবাভাগে সেবন করান।

ইহার পত্র যত্নে শুষ্ক করিলে চায়ের মত হয় (Met. Med. Ind., ii, 75)। Dr. Irvine বলেন ইহা উত্তেজক ও মূত্র বিরেচক। ইহার পত্র কন্ধন দেশে বড় কৃমি নাশে ব্যবহার হয়। Dr. O'Shaughnessy বলেন ইহা অতিশয় ভেদক। সামতালেরা ইহার শিকড় স্ত্রীলোকের বাধক বেদনায় প্রদান করে (Dymock)।

Genus—JATROPHA Linn.

530. J. Curcas Linn. (বাগাভেরেন্দা)

Fig.—Jacq. Hort. Vind., iii, t. 63; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 867 B.

Ref.—F. B. I., v, 383; Roxb., F. I., iii, 686; B. P., ii, 941; Dymock, iii, 274; Prain, H. H., 275.

জন্মস্থান—ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা ব্রাজিলে; বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়ায় ব্যবহার করে।

দেশীয় নাম—বা. বাগাভেরেন্দা; হি. এরণ্ড; তা. কাট আমুনক; তে. নেপালাম্; সং. কানন এরণ্ড।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ, শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ। কাণ্ড ৫-৬ ফুট, বহু শাখা প্রশাখা হয়। নূতন ডাল সূক্ষ্মলোমযুক্ত, আঠা সাবানের গ্রায়, জল দিয়া রগড়াইলে ফেনা হয়। ডাল ধূসরবর্ণ, মসৃণ, উজ্জল। গাছ একটু বড় হইলে পাতলা কাগজের গ্রায় ছাল উঠে। কাষ্ঠ খেতবর্ণ, হিঙ্গুযুক্ত ও

JATROPHA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[531. *J. gossypifolia* Linn.]

নরম শোলায় হয়। পত্র ৩ হইতে ৫ ভাগে অগভীর ভাবে খণ্ডিত। বৃহৎদেশ জংপিণ্ডাকৃতি, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা; বোটা ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ। পুষ্পগুণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুংকেশর ১০টি, ২ থাকে জন্মে। স্ত্রীকেশরের মস্তক পীতবর্ণ কিংবা শুষ্ক হইলে ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ। ফল গোলাকার দ্ব্যং লম্বা সবুজবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বীজে তৈল আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। কাষ্ঠ হইতে বারুদের কয়লা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের তৈল বিরেচক এবং বমন কারক, ইহা পাঁচড়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহার হয় (Gamble)। ইহার পাতলা তৈল পুরাতন বাতের পক্ষে হিতকর। ইহার পাতার কাথ স্তনে দিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয় (Pharm. Ind.)। গোয়া দেশে ইহার শিকড়ের ছাল বাতে প্রলেপ দেয়। ইহার আঠা হিংএর সহিত এবং ছানার জলের সহিত ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও উদরাময় আরোগ্য হয় (Dymock)।

ইহার পাতা ও রেড়িগাছের পাতার দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হয়। ভেরেণ্ডা আঠা খোস, পাঁচড়া ও চুলকানিতে এবং কাউর ঘায়ে দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

531. *J. gossypifolia* Linn. (লালভেরেণ্ডা)

Fig.—Bot. Reg., t. 746; Jacq. Ic. t. 633; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t.

Ref.—F. B. I., v, 383; B. P., ii, 941; Prain, H. H., 275; Dymock, Cook Fl. Bombay, ii, 597.

জন্মস্থান—ইহার আদি বাসস্থান আমেরিকা, বঙ্গদেশের জঙ্গলে রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. লালভেরেণ্ডা; সং. নিকুধ; তা. আদালয়; তে. নেলাক্রসিদা।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় জন্মে। ইহার রস পীতের আভাযুক্ত। কাণ্ড ছোট ও শক্ত; পত্র ৩-৪ ইঞ্চি, ইহাতে ৩৫টি অগভীর খণ্ড আছে। বিভাগগুলি ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, অগ্রভাগ সন্ম, বৃহৎদেশ জংপিণ্ডাকৃতি, কিনারা করাতের ত্রায় কণ্ঠিত। বোটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ (Hodder), কিন্তু Dr. Dymock বলেন ফিকে লালবর্ণ। পুংপুষ্প সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, পুষ্পনল ছোট, পুংকেশর ৮টি। স্ত্রীপুষ্পের বহির্কাস গোড়ায় ৫ অংশে বিভক্ত, গর্ভাশয় সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল মন্থণ, গায়ে খাঁজ আছে। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, প্রায় ৩

RICINUS]

ভারতীয় বনৌষধি

[532. R. Ricinus.

ভাগে বিভক্ত। বীজের আকৃতি ময়ূণ, লম্বাকৃতি, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ (Brandis and Gamble)। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজের তৈল উত্তেজক, ইহা বাতে ও পক্ষাঘাতে ব্যবহার হয়। তৈল বিরোচক, ইহা ক্ষতশোষ, ক্ষতে, অতিশয় আঘাত জনিত বেদনা ও ক্রমিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় জলের সহিত বাটিয়া বালকদিগকে দিলে তাহাদের উদর বিবুদ্ধি আরাম হয়। ইহা অতিশয় ভেদক এবং গলার ঘ্যাণ্ড ফোলা আরাম করে। ইহার রস চক্ষের দিলে চক্ষের বাপ্প সা আরাম করে।

Genus—RICINUS Linn.

532. R. communis Linn. (গাবভেরেণ্ডা)

Fig.—Bent. & Trim., t. 237; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 878, Reichb. Hort. Bot. t. 153.

Ref.—F. B. I., v, 457; Roxb., F. I., iii, 689; B. P., ii, 952; Dymock, iii, 301; Prain, H. H., 277; Brandis, For. Fl., 453.

জন্মস্থান—ভারতের বহু স্থানে চাষ হয়; বঙ্গদেশে চাষ হয় ও পতিত জমিতে এবং রেল রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গাবভেরেণ্ডা, রেড়ি; সং. এরণ্ড; তে. আমুতাপুটেটু; তা. আন আনাককাম চেদী। Eng. Castor oil plant।

ব্যবহার্য অংশ—মূল, ত্বক, পত্র, বীজ ও তৈল। মাত্রা—মূল ত্বক কঙ্ক ১-২ তোঃ; মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোঃ; মূল রস ১-২ তোঃ; পত্র কঙ্ক ১-২ তোঃ; পত্রের ছাই ১-২ তোঃ; বীজ শস্ত্র ২-৬ টা; তৈল ২২-৪ তোঃ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ৫-১২ ফুট উচ্চ হয়। পত্র সবুজ কিংবা লালের আভাযুক্ত, ১-২ ফুট। পত্র কতকটা হস্তাকৃতিবৎ, পত্রের বিভাগগুলি লম্বা ও গোলাকার, অগ্রভাগ সরু। পত্রের বোঁটা ফাঁপা ৪-১২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড মোটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। পুষ্পের ব্যাস ২ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্পের উপরে থাকে। পুষ্পের অনেক আছে, স্ত্রীপুষ্পের বহির্কাস ২ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভাশয় ৩টা পরদা বিশিষ্ট; স্ত্রীকেশর বিস্তৃত, গাঢ় লালবর্ণ। বীজকোষ গোলাকার, ২-১ ইঞ্চি লম্বা; বীজ লম্বা ময়ূণ, মাংসল, খেতবর্ণের দাগবিশিষ্ট। ফলের গাত্র কণ্ডিত। বীজ ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। আর এক প্রকার ভেরেণ্ডা আছে, উহাকে রক্ত এরণ্ড বলে; উহার কাণ্ড লাল ও পত্র রক্তবর্ণ; উভয়ের গুণ এক। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

RICINUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[532. R. communis Lion

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরিভাষা অনুসারে ভেরেণ্ডা বীজের কাথ পান করিলে পিত্তোদর আরাম হয়। এরও পত্রের অন্তরধূমদগ্ধ ক্ষার, ত্রিকটু তিল তৈল এবং পুরাতন গুড়ের সহিত খাইলে কাস আরাম হয় (চরক)। এরও পাতা ঘূতে ভাজিয়া সেবন করিলে রাতকানা আরাম হয় (বাগভট)। ইহার বীজের পায়স খাইলে কটিশূল ও গৃধ্রসী আরাম হয়। স্টুট ও এরও মূলের কাথ হিং ও সচ্চল লবণযোগে পান করিলে সত্ত্বশূল আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

যষ্টিমধুর কাথের সহিত এরও তৈল পান করিলে পিত্তশূল পৈত্তগুণ্ডা আরাম হয় (চক্রদত্ত)। এরও পত্রের পুট পক্করস ও আদার রস সমভাগে লইয়া যষ্টিমধুর কন্ধসহ পাক করিয়া তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগ করিয়া অল্প গরম থাকিতে কর্ণ পূরণ করিয়া দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। সৈন্ধব লবণযুক্ত এরও পত্রের রস চোখ উঠার পক্ষে হিতকর (বদ্বসেন)। এরও তৈল, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবন্ধ, জ্বর, বাত, পুংজননেদ্রিয়ে প্রদাহ, বস্তি প্রদাহ, গনোরিয়া, অশ্মরী, মূত্রমার্গে সঙ্কোচজনক পীড়ায় হিতকর। আদার রসের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল বেদনা কমিয়া যায়। রেড়ীর বীজের প্রলেপ দিলে ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বাতের ফুলা কমিয়া যায়।

প্রসূত নারীর বদ্ধিত স্তনে ও বেদনাযুক্ত স্তনে গরম এরও পত্রের প্রলেপ দিলে এবং এরও পত্রের কাথ সেবন করিলে স্তন্যস্রাব করাইয়া ফুলা ও বেদনা কমিয়া যায়। গরম এরও পত্র বস্তিদেহে স্থাপন করিলে আর্তব রজস্রাব বদ্ধিত হয়। এরও মূলের ছাল রসায়ন এবং পুরাতন প্রীহা ও যকৃত বৃদ্ধি কমাইয়া দেয় (R. N. Khorī, ii, 553)।

এরও পুরাতন বাত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ, এইজন্ত ইহার অপর নাম “বাতারি”। ইহার শিকড় বাতে ও কটি-বাতে ব্যবহার্য। রেড়ীর তৈল বিরেচক, ইহা গোমূত্র অথবা আদার রস অথবা দশমূল পাচনের সহিত ব্যবহার্য।

দশমূলকষায়েণ পিবেদ্বা নাগরাস্তসা।

কটিশূলেষু সর্কেষু তৈলমেরুসম্ভবম্। (চক্রদত্ত)

বীজ পরিষ্কার ও পেষণ করিয়া কাইয়ের মত হইলে জলে ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কটি-বেদনা এবং গৃধ্রসী আরাম হয়।

বিশোধৈরগুবীজানি পিষ্ট্বা ক্ষীরে বিপাচেয়েৎ।

তৎপায়সং কটিশূলে গৃধ্রস্তাং পরমৌষধম্ ॥

রেড়ীর শিকড়ের কাথ বাত রোগ নাশক। ইহার ছাল পাতা এবং শিকড়ের কাথ ছল ও ছাগ দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে নূতন বসন্তের উদ্ভেদ কমিয়া যায়। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহার তৈল ভেদক, হাঁপানি নিবারক, পেটফাঁপা জনিত বেদনা, বাত, ফুলা, শোথ এবং

PUTRANJIVA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[533. P. Roxburghii Wall.

ঋতুনাশ রোগে ব্যবহার করিতে নির্দেশ দেন। ইহার টাটকা রস অহিফেন এবং অপরাপর বিষ বমনের জন্য ব্যবহার হয়। শিকড়ের ছাল বমন কারক এবং চর্ম রোগ নিবারক (Dymock)। ইহার কাথ স্ত্রীলোকের স্তন্য বৃদ্ধিকারক ও ঋতুকর (Bently Trimen)।

Genus—PUTRANJIVA Wall.

533. P. Roxburghii Wall. (পুত্রঞ্জীব)

Fig.—Brand, For. Fl., 451. t. 53; Wight, Ic., t. 876; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 59.

Ref.—F. B. I., v, 336; Roxb., F. I., iii, 766; B. P., ii, 937; Prain, H. H., 274; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 236.

জন্মস্থান—করমগুল উপকূল, পাটনা, মুঙ্গেরের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা, সং. পুত্রঞ্জীব, ঘূনিফল; হি. জিয়াপুত; তা. কুরুপালী; তে. কাবরজুবী।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও বীজ।

বর্ণনা—এই গাছ ৩০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল, চারিদিকে অনেক ডালপালা হয়, সরু সরু ডালগুলি বুলিয়া পড়ে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা মাথা মোটা বা সরু, ফুল ছোট পীতবর্ণ, পুষ্পপুষ্প পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটা কিম্বা জোড়া জোড়া হয়। বৃন্ত ১-১ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। ফলে একটা বীজ থাকে, ফল দেখিতে বকুলের মত। গোলাকার; বীজ শ্বেতবর্ণ ও কুঞ্চিত। মার্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল হয়। জানুয়ারী মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত গুণ বর্ণিত আছে :—

পুত্রঞ্জীবো গর্ভকরো যষ্টিপুষ্পোহর্থসাধকঃ।

পুত্রঞ্জীবো গুরুবৃক্ষো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহং ॥

শৃষ্ঠমূত্রমলৌরুকোহিমঃ স্বাদু পটুঃ কটুঃ।

প্রবাদ আছে যে ইহার আঁটা ছিদ্র করিয়া বালকের গলায় বুলাইয়া দিলে ছেলে দীর্ঘজীবী হয়। ইহার বীজ রক্ত আমাশয় নাশক, উত্তেজক, উষ্ণবীৰ্য্যক ও বলকারক। শিকড় তিক্ত ও জ্বরনাশক। পাতার কাথ চক্ষুরোগের দ্রোতকর ঔষধ রোগে ব্যবহার হয়। চীনদেশে ইহার বীজ মূত্রকর বলিয়া নির্দেশ দেয়।

TRAGIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[534. *T. involucrata* Linn.]

Genus—TRAGIA Linn.

534. *T. involucrata* Linn. (বিছুটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 880.

Ref.—F. B. I., v, 465; Roxb., F. I., iii, 576; B. P., ii, 952; Watt, vi, Pt. 4, 471; Dymock, iii, 313; Prain, H. H., 277.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র, পতিত জমি ও বেড়ার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বিছুটী; হি. বারহন্ত; তে. ছুলাখন্দি; তা. কানচুরি; সং. বৃশ্চিকাসা।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা অতিশয় ঘনশাখাবিশিষ্ট, ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ সর, উভয় দিকে পশমের ত্রায় শ্বেতবর্ণ লোম আছে, পত্রের বোঁটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। পত্রের কিনারা কণ্ঠিত, লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ড খাড়া এবং অনেক ফুল হয়। এই গাছে হাত দিলে চুলকাইয়া জ্বালা করে। লতার প্রত্যেক গাঁট হইতে ফুল বাহির হয়। হকার সাহেব লিখিত ‘ফ্লোরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া’ নামক পুস্তকে এই গাছ ৪ জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথমটিকে *T. involucrata* proper বলা হয় এবং অপর তিনটিকে উহার variety বলা হয়, যথা—*Var. cordata* Muell., ইহার পাতা চোড়া, ডিম্বাকৃতি, বৃহদংশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা মোটা মোটাভাবে কণ্ঠিত; আর এক প্রকার বিছুটী আছে, ইহা *Var. angustifolia*, ইহার পত্র সর ঘাসের ত্রায় লম্বা, বৃহদংশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; এবং *Var. cannabina* Linn., ইহার পত্র দেখিতে তালপত্রের ত্রায়, ৩ অংশে বিভক্ত ও দাঁতযুক্ত। আর এক প্রকার লাল বিছুটী আছে, ইহার নাম *Fleurya interrupta* Gaud (F. B. I., v, 548; B. P. ii, 961; Prain, H. H., 278); ইহা *Urticaceae* order ভুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কাথ ২ চামচে দিবসে ২ বার সেবন করিলে পুরাতন উপদংশ ঘটিত রোগ আরাম হয়। বিছুটীর শিকড় কুষ্ঠরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ইহার শিকড় আদার সহিত মাথায় দিলে মাথাবেদনা আরাম হয়। কখন দেশীয় লোকেরা ইহার শিকড় ঘায়ের পোকা মারিবার জন্ত প্রলেপ দেয়। তুলসী পাতার রসের সহিত ইহার মূল বাটিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার ফল অল্প জলের সহিত টাকে রগড়াইলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয়। বিছুটী ফল বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র পাকিয়া যায়। *Var. T. cannabina*র শিকড় মূত্রকর ও ত্রিদোষনাশক। ইহার ছেঁচা রস ২ চামচ দিবসে ২ বার সেবন করিলে জরের প্রকোপ কমিয়া যায়।

MALLOTUS.]

ভারতীয় বনৌষধ

[536. *M. philippinensis* Lour.

ইহার শিকড় ঘর্ষকর, প্রবল জরে যখন হস্তপদ বেদনা ও হস্ত ও পদের অগ্রভাগ শীতল হয় তখন শিকড়ের কাথ ২-৪ আউন্স সেবন করিলে জর কমিয়া আইসে। ইহার শিকড় (১:১০) মিশাইয়া কাথ হয়, উহা ব্যবহার করিলে জরের সহিত প্রাদাহিক কাশি আরাম হয়।

Genus—CLEISTANTHUS Hook, f.

535. *C. collinus* Benth. (গাররি)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 37, t. 169; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 856.

Ref.—F. B. I., v, 274; Roxb., F. I., iii, 732; B. P., ii, 928; Dymock, iii, 269.

জন্মস্থান—ভারতের শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে, সিমলা হইতে বেহার পর্য্যন্ত স্থানে, দাক্ষিণাত্যে বৃন্দেলখণ্ডে ও মধ্য ভারতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. গাররি; তা. ওয়াহুগু; তে. কাদিসেন-কর্সি; উড়িয়া—কারাদা; মধ্যভারত—গানারি।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ বা ছোট গাছ। ছাল ৬ ইঞ্চি পুরু, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, ইহাতে দ্রব লালের দাগ আছে, ছাল বিদীর্ণ। কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ বা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত ও অতিশয় ভারী। পত্র উজ্জল সবুজবর্ণ, চামড়ার মত, ডিম্বাকৃতি, ১৬-৪ ইঞ্চি লম্বা, মস্তক মোটা, প্রায় গোলাকার। বৃন্ত ৬ ইঞ্চি, ফুল পীতাম্ব সবুজবর্ণ, ছোট পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ থাকে বীজকোষ ৬ ইঞ্চি, ইহাতে ৩টা বিভাগ আছে, কখন বা ৪টা থাকে, গাঢ় ধূসরবর্ণ, উজ্জল, শুষ্ক হইলে কৌকড়াইয়া যায়। বীজের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, প্রত্যেক ফলে ৩টা থাকে। এপ্রেল-মে মাসে ফুল হয় এবং পরবর্তী মার্চ-এপ্রেল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ও ফলের ছাল অতিশয় বিষাক্ত (O'Shaughnessy)। ছোটনাগপুরে ইহার ফল ও ছাল মৎস্ত মারিবার জন্ত ব্যবহার করে। ইহার ছাল চর্মরোগে হিতকর। ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া সেই জলে স্নান করিলে অতিরিক্ত মাথা বেদনা আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার পত্র এবং ফলের অরিষ্ট পাকায়িক ও আঙ্গিক প্রদাহে বেশ কাজ করে।

Genus—MALLOTUS Lour

536. *M. philippinensis* Muell. (কমলাগুঁড়ি)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 236; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 875 B; Roxb. Cor. Pl., ii, t. 38; Rheede, Hort. Mal., v, t. 21 & 24.

৪৯৭

63—1034B.

MALLOTUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[536. *M. philippinensis* Lour.

Ref.—F. B. I., v, 442; Roxb., F. I., iii, 827; B. P., ii, 950; Prain, H. H., 277; Watt, v, Pl. 1, 114; Dymock, iii, 296.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ; বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর, সিন্ধুদেশ, সিংহল, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কমলাগুঁড়ি; সং. কম্পিলা, কম্পিলক; তা. কপিলাপেদী; তে. স্থলগুণ্ডী; হি. বসন্তগন্ধ; Eng. Kamala dye.

ব্যবহার্য অংশ—ফলের গুঁড়া, শিকড়। মাত্রা ২ আনা ১ তোলা।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত ২৫-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ, কাটা কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ মৃণ ও শক্ত। কচি প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং পাকা পাতার নিম্নদিকে তুলার গায় পদার্থে আবৃত; শাখা নরম। পত্র ৩-২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও দাঁতবৃক্ত। পত্র দেখিতে কতকটা ডুমুর পাতার গায়, পত্রবৃন্তের নিকট ২টা গোলাকার গ্রন্থি আছে। পত্রের নিম্নদেশ লালবর্ণ শিরা দ্বারা আবৃত, পত্রের বৃন্তদেশে ক্রমশঃ সরু, ৩টা শিরা আছে, বোটা ১-৩ ইঞ্চি। ফুল ছোট একলিঙ্গ বিশিষ্ট; পুষ্পদণ্ড গাঢ় লালবর্ণ; পাপড়ি গোলাকৃতি। স্ত্রীপুষ্প এক একটা হয়। ফল ছোট কুলের মত। ফল ও বীজকোষ তিন ভাগে বিভক্ত; ফল পাকিলে লাল কিংবা উজ্জ্বল লালবর্ণ গুঁড়ায় আবৃত হয়। বীজ গোলাকার, মৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। Sir Buchanan Hamilton বলেন যে এই গাছকে “Monkey face tree” বলে, কারণ বালকেরা ইহার ফল মুখে ঘষিয়া মুখ লালবর্ণ করে। ইহার ফল লালবর্ণ বলিয়া ইহার আর একটি নাম রক্ত ফল। পাকা ফলের গায়ে রক্তবর্ণ যে পদার্থ থাকে উহাকে কমলাগুঁড়ি বলে; ইহা গন্ধশূন্য। কমলাগুঁড়ি লেবু রং বিশিষ্ট, রেশম রং করিতে ইহার ব্যবহার হয়। ফল হইতে যে গুঁড়া পাওয়া যায় উহাকে “কপিলী” বলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট, আর বৃক্ষের শাখা প্রভৃতি হইতে যে রং পাওয়া যায় উহাকেও “কপিলী” বলে। বিশুদ্ধ কম্পিলক প্রায় পাওয়া যায় না, ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় করে। জলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ডুবাইয়া কমলাগুঁড়ির গুঁড়া মাখাইয়া কাগজে রগড়াইলে যদি বর্ণিত আকার ধারণ করে তবে উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। ইহার ফুল সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে এবং ফল মার্চ-মে মাসে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমলা ৫, বরুণ ছাল (*Crataeva religiosa*) ৪, গোলাপের কুঁড়ি ৫, হরিতকী ৪ এবং সৈন্ধব লবণ ৪ ভাগ একত্রে গুঁড়া করিয়া ৩০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে কৃমি নাশ হয়।

কমলা, বিড়ঙ্গ, হরিতকী, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া গুঁড়া, ১ ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে ফিতার গায় কৃমি আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

কমলার গুঁড়া ৮ গুণ সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে

PHYLLANTHUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[537. *P. distichus* Muell.]

দক্ষ, ছুলি প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মধুর সহিত কমলা ২ ড্রাম সেবন করিলে ফিতার ঞ্চায় কৃমি মরিয়া যায়।

কমলার ফলের গুঁড়া হইতে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা কৃমিনাশক, বিবনাশক ও বিরেচক। ইহার সর্দি দূর করিবার শক্তি আছে। নিষণ্টকারের মতে ইহা সর্দি, পিত্ত, পাথরী ও কৃমিনাশক। ইহার পত্র ধারক ও শান্তিকর। কমলার ফল পাকিলে আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। Makhzan লেখক বলেন যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ কমলাগুঁড়ি আছে উহা Ethiopia দেশ হইতে ভারতে আইসে, ইহাকে “Habshi” বলে। ফিকে লাল জাতীয় কমলাগুঁড়িকে ভারতীয় কমলা বলে। Dr. Rheede বলেন যে ইহার পত্র, ফল এবং শিকড় মধুর সহিত সেবন করিলে বিবাক্ত জন্তুর দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়। ভারতীয় কমলাকে সাধারণত “Wars” বলে।

মধুর সহিত মাড়িয়া কমলাগুঁড়ি সেবন করিলে গুল্ম আরাম হয়। ইহার সহিত পক তৈল ত্রণে ও ক্ষতে দিলে ক্ষত পূরণ হইয়া যা শীঘ্র আরাম হয় (চরক)।

কমলাগুঁড়ি পিত্ত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে এবং শূলবৎ বেদনা নাশ করে। ইহা বমনকারক এইজন্ত উহা সেবন করিলে বমন হয়।

Genus—PHYLLANTHUS Linn.

537. *P. distichus* Muell. (নোয়াড়)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, t. 47 & 48; Lamk., Ill., ii, t. 757; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 862A.

Ref.—F. B. I., v, 304; Roxb., F. I., iii, 672; B. P., ii, 936; Watt, vi, Pl. 1, 217.

জন্মস্থান—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মাদাগাস্কার এবং বঙ্গদেশের অনেক বাগানে ইহা রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. নোয়াড়; হি. চালমেরী; তা. আকনেলী; তে. রাকা উসিরিকী।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ, শিকড়, ফল।

বর্ণনা—২-৩ ফুট উচ্চ গাছ, বসন্তকালে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। শাখা আনুলের মত মোটা, ছাল বন্ধুর, ধূসরবর্ণ; পত্রময় শাখা ১-২ ফুট। পত্র ঝিল্লিযুক্ত, নিম্নভাগ ফিকে, বৃত্তদেশ প্রায় গোলাকার। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ১ই ইঞ্চি, কখন কখন উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। পুংকেশর বক্র, গর্ভাশয় ডিম্বাকৃতি। ফল গোলাকার, শাঁস অল্প। ফলে বীজ একটা থাকে, ইহাতে ৩৪টা বিভাগ আছে। মার্চ-এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল অম্ল ও ধারক। শিকড় অতিশয় বিরেচক ও বীজ সর্দিনাশক।

538. P. Emblica Linn. (আমলকী)

Fig.—Brand., For. Fl., t. 621 ; Rheede, Hort. Mal., i, t. 38 ; Bedd., Fl. Syl., v, t. 258.

Ref.—F. B. I., v, 289 ; Roxb., F. I., iii, 671 ; B. P., ii, 1935 ; Watt, v, Pr. I., 270 ; Dymock, iii, 261 ; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের অরণ্যে জন্মে। বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে বহু পরিমাণে দেখা যায়। হগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. আমলকী, আমলা ; সং. আমলকম্, ধাত্রীফলম্ ; হি. আওনলা ; তা. নেল্লীকাই ; তে. উবীরকী ; Eng. Emblic myrobalan ।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, ছাল এবং ফুল। মাত্রা রস ২ তোলা, চূর্ণ ৪-৮ তোলা।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ ২০-২৫ ফুট উচ্চ। ছাল ঙ ইঞ্চি পুরু, ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ শক্ত ও লালবর্ণ। পত্রদণ্ড লম্বা, পত্রিকা পালকের মত দণ্ডের উভয়দিকে হয়, পক্ষাকার কোমল লোমযুক্ত ঙ-ই ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুল ছোট সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, লম্বা পুষ্পদণ্ডে থাকে, পুষ্পকেশর তিনটি, স্ত্রীপুষ্প অল্প হয়, ইহার পাণ্ডি পুষ্পপত্রের তুল্য। ফল ই-১½ ইঞ্চি গোলাকার শাঁসযুক্ত, ফিকে পীতবর্ণ, পাকিলে কতকটা লালের আভাযুক্ত হয়, ফলের স্বাদ অম্ল, ফলে ৬টি বীজ থাকে। কানীর আমলকী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভাল আমলকীর গন্ধ গন্ধকের মত, ইহার আর একটি সংস্কৃত নাম ধাত্রীফল। আমলকীর পশ্চাৎভাগে পেয়ারার গ্রাফ ফুল থাকে, ফলের গাত্র খাঁজকাটা, শুষ্ক আমলকী কোঁকড়ান, দ্রব কৃষ্ণবর্ণ, অল্প সৌগন্ধযুক্ত। বসন্তকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আমলকীর টাটকা রস মূত্রকর ও মূত্ৰ বিরেচক। আমলকী চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা উদরাময় ও রক্ত-আমাশয় নাশক, হিন্দু কবিরাজেরা ইহার ফল ধারক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। (Ainslie, Met. Med. Ind., ii, 244)। ইহার টাটকা রস মধু ও হরিত্রার সহিত মিশাইয়া গনোরিয়া রোগে প্রদত্ত হয় (Dymock)। ইহার বীজের ক্রাথ তিক্ত, বলকারক এবং পুরাতন রক্ত আমাশয়-নাশক। আমলকী ফলের সরবৎ মধু দিয়া ঝাইলে রোগীর বেশ বল হয়, ইহা মূত্রকর। আমলকী অনেক আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহার হয়।

আমলকীর গুঁড়া ৩২ তোলা, জারিত লৌহ ৩২ তোলা, যষ্টিমধু ১৬ তোলা, এইগুলি গুলঞ্চ রসে ক্রমাগত সাতবার ভিজাইয়া ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে কামলা, রক্তহীনতা ও অজীর্ণ রোগ আরাম করে। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহাকে ধারক, রক্তের সংশোধক ও ত্রিদোষ নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock, iii, 261)। ইহার ফলের আঠা নূতন চক্ষুপ্রদাহে হিতকর।

PHYLLANTHUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[538. P. Emblica Linn.]

আমলকী দ্রাক্ষা, চিনি, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ৪০ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ব্যবহার করিলে পেটের বেদনা ও উদরাময় আরাম করে। দুই ড্রাম পরিমাণ আমলকীর পিষ্টক মধুর সহিত খাইলে গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়।

আমলকীর রস গব্য ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিসর্পজ্বর আরাম হয়। যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে তেউড়ীর গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া খাইতে হইবে।

আমলকী ও কয়েং বেলের রস পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত খাইলে দারুণ হিকা আরাম হয়। পাকা আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত খাইলে কিম্বা আমলকী চূর্ণ বা আমলকীর রস মধুর সহিত খাইলে শ্বেত প্রদর আরাম হয় (চরক)।

অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিলে মূত্রদোষ ও প্রস্রাবের জ্বালা দূর হয় (সুশ্রুত)।

আমলকী চূর্ণ দুই তোলা, দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, জাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া উহাতে অর্দ্ধ তোলা গব্য ঘূত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কাশ আরাম হয় (বাগভট্ট)।

শুষ্ক আমলকী ঘূতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

আমলকী পেষণ করিয়া নাভির নিম্নদিকে প্রলেপ দিলে মূত্ররোগ আরাম হয়।

আমলক্যাশ কন্ধেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েৎ

তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্ৰং নিয়মানুত্রনিগ্রহঃ (ভাবপ্রকাশ)।

আমলকী চিনি ও ঘূত সহ পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে মাথার খুসকী ও দন্ড আরাম হয়। অতিশয় যন্ত্রণার সহিত রক্ত মিশ্রিত মূত্র বাহির হইলে ইক্ষুরস, কাঁচা আমলকীর রস সমভাগে মধুসহ পান করিলে সরক্ত মূত্রকৃচ্ছ আরাম হয়। চক্ষু উঠিলে প্রথম অবস্থায় আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিলে চক্ষু উঠা ও চক্ষুর যন্ত্রণা নিবারিত হয় ও চক্ষুর আরক্ততা কমিয়া যায় (বহুসেন)। আমলকীর রস চিনির সহিত সেবন করিলে যোনি-প্রদাহ আরাম হয়। আমলকী হইতে কবিরাজী খণ্ডামলকী নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহা অজীর্ণ, বমন এবং পাকাশয়ের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ।

আমলকী, চিতা, হরিতকী, পিপুল, এইগুলি সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে জ্বর নাশ করে। ইহা কচিকর, শ্লেষ্মায়, দীপক ও পাচক। ইহাকে আমলক্যাদি চূর্ণ বলে।

আমলকী, পদ্ম, কুড়, লাজা ও বটের রুরি ইহাদিগের চূর্ণ মধুসহ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে রাখিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত পিপাসা ও প্রবল মুখশোষ প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গ, শুঠ, পিপুল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, গুলঞ্চ, ভেলা ও শোধিত বিষ এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস সহ ১ বটিকা সেবন করিলে অজীর্ণ ও গুল্ম, দুইটা বটিকা সেবন করিলে ওলাউঠা,

PHYLLANTHUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[539. P. Niruri Linn.]

তিনটি বটিকা সেবন করিলে সর্পবিষ এবং চারিটি বটিকা সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর আরাম হয়। ইহার নাম সঞ্জীবনী বটিকা।

539. P. Niruri Linn. (ভুঁইআমলা)

Fig.—Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 861; Wight, Ic., t. 1894; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15.

Ref.—F. B. I., v, 298; Roxb., F. I., iii, 659; B. P., ii, 936; Watt, vi, Pt. I, 222; Dymock, iii, 265.

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ভুঁই আমলা, শ্বেতহাজরমনি; সং. ভূধাত্রী; তে. নেলা উসিরিকা; তা. ফিজকাই নেল্লী।

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের গরমদেশে, পঞ্জাব, আসাম, বাঙ্গালা, ত্রিবাঙ্গুর, হগলী, হাবড়া জেলার চাষ ক্ষেত্রে এবং ভিজা জমিতে প্রায় সর্বত্র জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ। মাত্রা, সমগ্র গাছ চূর্ণ ২-৬ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৬-১৮ ইঞ্চি উচ্চ। শাখা খাড়াভাবে বাহির হয়, উপরের শাখা শিরায়ুক্ত, উহাতে কোমল লোম আছে। পুংপুষ্প ঠুঁই ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। পুংকেশর তিনটি। পত্র আমলকী পত্র অপেক্ষা চওড়া, পাতার বোঁটা কোনটি লাল কোনটি শ্বেতবর্ণ, ফল অতিশয় ছোট ঠুঁই ইঞ্চি, চেপ্টা ও গোলাকার। ইহাতে তিনটি বিভাগ আছে। বীজ শ্বেতবর্ণ নরম, ফুল পীতবর্ণ, ইহার গাছ কতকটা বন নীলের গাছের মত। এই গাছ শরৎকালে বেশ দেখা যায়, ফুল বর্ষার শেষে ও পরে ফল হয়, ফল তিক্ত ও অম্ল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচি পাতার রস রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। কাণ্ডের রস সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া চক্ষু প্রদাহে প্রযুক্ত হয়। ক্ষত, ঘা ও নখকুনিতে চাউল ধোয়া জলের সহিত ইহার পাতা ও শিকড়ের প্রলেপ দিলে আরাম হয় (Drury)। টাটকা শিকড় কামলা রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর; ১ আউল পরিমাণ টাটকা শিকড়ের রস এক পিয়ালী দুধের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মালিশ করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (Roxb.)।

ইহা অতিশয় মূত্রকর বলিয়া শোথ, গনোরিয়া ও অপরাপর মূত্র ও জনন যন্ত্রের রোগে বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় ও পাতার কাথ অতিশয় কটু, ইহা অবিরাম জ্বর নাশক। সমগ্র গাছের অরিষ্ট সবিরাম জ্বরে প্লীহা ও যকৃতের দোষে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dr. B. D. Basu)। পত্র ও শিকড়ের রস একটী উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ।

মুসলমান বৈজ্ঞানিকের মতে ইহার দুধের তায় আঠা ক্ষতের একটী বিখ্যাত ঔষধ। ইহার পাতা লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয়। ভূমি

PHYLLANTHUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[541. *P. reticulatus* Poir.]

আমলকীর মূলের রস চিনির সহিত পান করিলে বা নাকে নস্ত নইলে হিকা আরাম হয় (চরক)। ইহার মূল, কাঁজি ও সৈন্ধব লবণ সহ তায় পাত্রে ঘষিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষুর ব্যথা আরাম হয় (চক্রদত্ত)। ইহার বীজ চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া দুই তিন দিন সেবন করিলে রক্ত বা খেত প্রদর আরাম হয়।

ভূম্যামলকীবীজস্ত পীতং তণ্ডুলবারিণা।

দিনদ্বয়দ্বয়েণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েৎ ধ্রুবম্ (বঙ্গসেন)।

540. *P. Urinaria* Linn. (হাজরমনি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, 16; Wight, Ic., t. 895, Fig. iv; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 859B.

Ref.—F. B. I., v, 293; Roxb., F. I., iii, 660; B. P., ii, 935; Watt, vi, Pt. I, 224; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র, পঞ্জাব, আসাম, সিংহল, হুগলী, হাবড়া জেলার পতিত ছায়াবৃক্ষ স্থানে সাধারণতঃ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. হাজরমনি; সা. সাপনি; সং. তাম্রবল্লী।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কিষা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম, এই গাছ শীতকালে বেশী জন্মে। শাখাগুলি বক্র, অতিশয় জড়ানো। পত্র খুব ঘন ঘন হয়, নরম ও হৃদয় লোমযুক্ত, প্রশাখাগুলিতে পত্র পক্ষাকারে জন্মে। পত্রের বৃহদংশ গোলাকার, নিম্নভাগ খেতবর্ণ! ফুল দ্বি-বর্ণ পীতবর্ণ। ফুল অতিশয় ক্ষুদ্র; পুষ্পের পাপড়ি সবুজবর্ণ, স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি লম্বাকৃতি, ফুল ১ ইঞ্চি, চেপ্টা। বীজ এবড়ো খেবড়ো। ইহার আর এক জাতি আছে, উগাকে “*P. Hookeri*” বলে; এই গাছ উপরোক্ত গাছ অপেক্ষা লম্বা ও বড় গাছ ১-১½ ফুট উচ্চ। এই গাছ Khasia পাহাড়ে অধিক দেখা যায়। সমস্ত বৎসর ধরিয়া ফুল হয়, বর্ষার শেষে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ ভূঁই আমলারই মত, ছোটনাগপুরে এই গাছ নিদ্রা হীনতায় ব্যবহার করে (A. Campbell)। শুষ্ক গাছের গুঁড়া কিংবা কাথ এক চামচে পরিমাণ খাইলে কামলা রোগ নাশ করে। Mir Muhamad Husain বলেন ইহার দুগ্ধের তায় আঠা নালী ঘায়ে পক্ষে হিতকর। পাতা লবণের সহিত বাটিয়া লাগাইলে পাঁচড়া ও অপরাপর চর্মরোগ নাশ করে।

541. *P. reticulatus* Poir. (পানশিউলি)

Fig.—Wight, Ic., t. 894; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., v, 857.

TREWIA.]

ভারতীয় বনৌষধ

[542. *T. nudiflora* Linn.]

Ref.—F. B. I., v, 288; Roxb., F. I., iii, 664; B. P., ii, 935; Dymock, iii, 264; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ, বিহার, সিকিম, আসাম এবং সমগ্র বঙ্গদেশের বেড়া ও জঙ্গলের কিনারায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. পানঝুলি; বা. পানশিউলি; সং. কৃষ্ণ কাষোজী; তে. নেল্লাপুরুষু।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—পাকান গুল্ম, ৮-১০ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা ও ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ দৃষ্য লাঙ্গবর্ণ কিম্বা ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। গাছ জড়াইয়া অপর গাছে উঠে, শাখাপ্রশাখা বহু হয়। ইহাতে সূক্ষ্ম লোম আছে। পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতার অগ্রভাগ সরু কিম্বা মোটা, বোঁটা ই-উ ইঞ্চি। পত্রের গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয়। পুষ্পদণ্ড ছোট ও শক্ত, ফুল গোলাপী, এক একটা কিম্বা একসঙ্গে অনেক হয়। পুংকেশর পাঁচটা, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় ৫-১০ পর্দা বিশিষ্ট। ফল বেগুনে রংবিশিষ্ট, কাঁচা ফলের অধোদেশ গোলাপী, পাকিলে মিষ্ট হয়, চেপ্টা ও গোলাকার। ফলের বীজ ৮-১৪টি হয়, ফল দেখিতে প্রায় আপেলের মত কিন্তু ক্ষুদ্র। এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতা মূত্রকর ও শাস্তিকারক। পাতার রস কঙ্কন দেশে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ছালের কাথ দিনে দুইবার ৪ আউন্স পরিমাণ খাইলে জ্বর আরাম হয়। পাতার রস কর্পূর ও কাবাবচিনি দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে চুষিয়া খাইলে দাঁতে রক্ত পড়া আরাম হয় (Dymock)।

Genus—TREWIA Linn.

542. *T. nudiflora* Linn. (পিটুলি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 42; Wight, Ic., t. 870 and 871; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 876.

Ref.—F. B. I., v, 423; Roxb., F. I., 837; B. P., ii, 948; Dymock, iii, 295; Prain, H. H., 277.

জন্মস্থান—আসাম, মালাকা দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখা যায়, হুগলী, হাবড়া জেলার জঙ্গলে এবং নদীর ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. পিটুলি; সং. কুরঙ্গ।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—মাবারী গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ড ও পুরুষ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি, ডালের উভয়দিকে হয়,

SAPIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[543. *S. sebiferum* Roxb.]

৫-৭ ইঞ্চি দীর্ঘ, বৃন্তদেশে স্থাপিগুরুতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ কোমল লোমযুক্ত, সবুজবর্ণ, পাতলা, তিনটি শিরাবিশিষ্ট। বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংপুষ্প ফিকে সবুজবর্ণ। নরম, লম্বমান দণ্ডে থাকে। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, পুরু ও সোজা। ফল ২ ইঞ্চি, খসখসে, গোলাকার। বীজ ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পুরু, প্রায় কাষ্ঠের মত। মার্চ মাসে ফল হয় ও মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিষণ্ট মতে ইহা শাস্তিকর, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। শিকড় বাত ও গোটোবাত নাশক। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের কাণ্ড পেটকাঁপা নিবারক এবং বাতে স্থানীয় মালিশ হয় (Pharm. Ind., iii, 275)।

Genus—SAPIUM

543. *S. sebiferum* Roxb. (মোমচীনা)

Fig.—Wilson, Arn. Arb. Exped. China 1910-11, t. 372; Britton, N. American Trees 601, Fig. 552; Wilson, Veg. W. China (Published Arn. Arb. No. 2), t. 467-69.

Ref.—F. B. I. v, 470; Roxb. F. I., iii, 693; B. P., ii, 954; Prain, H. H. 277.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের উত্তরাংশে, পিলভিট; অযোধ্যায় চাষ হয়, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগণার গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে জন্মে। আদিম জন্মস্থান চীনদেশ।

বিভিন্ন নাম—মোমচীনা।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ বাতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়।

বর্ণনা—ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত উদ্ভিদ। কাষ্ঠ শক্ত, খেতবর্ণ। ছাল পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, পত্র দেখিতে অশথ পাতার তায়। পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, শিরা ৬-১০ জোড়া, অতিশয় নরম, বোঁটা ২-১½ ইঞ্চি পত্রাগ্র সরু। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি, পুংপুষ্প গুল্লবদ্ধভাবে জন্মে, বহির্কাস বাটীর মত। স্ত্রীপুষ্প অধিক লম্বা ও দৃঢ়। ফল মটরের মত, প্রায় গোলাকার, একটু ছুঁচাল; বীজ গোলাকার, ইহা মোমের তায় পদার্থে আচ্ছাদিত। ফল কামরাঙ্গার তায়, তিন শিরাবিশিষ্ট, ইহাতে ৩টি বীজ আছে। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে বাতি তৈয়ারী হয় এবং ইহার নাম China Tallow Tree। এই গাছ চীন দেশজাত কিন্তু ভারতের উত্তরাংশে ও অপরাপর স্থানে বাতি প্রস্তুতের জন্য চাষ হয়। পত্র হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ ঘরের আসবাব

ARTOCARPUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[544. *A. integrifolia* Linn

তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার হয়। মোমচীনা তৈল জালানীর জন্য এবং খইল সারের জন্য ব্যবহার হয়।

XCIV. URTICACEAE

Genus—ARTOCARPUS Foast.

544. *A. integrifolia* Linn. (কাঁটাল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, t. 26-28; Bot. Mag., t. 2883-84; Wight, Ic., t. 578; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 906.

Ref.—F. B. I. v, 541; Roxb., F. I., iii, 522; B. P., ii, 971; Watt, i, Pl. 2, 330; Dymock, iii, 355; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ও পশ্চিম ঘাটের পার্বত্য জঙ্গলে ৪০০০ ফুট উচ্চ স্থানে পর্যন্ত জন্মে। বঙ্গদেশের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাঁটাল; সং. পনস; সামতাল—কাঠার; তে., তা. পানস।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড় আঠা ও ফল।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বড় গাছ, প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট, মাঝারী রকমের শক্ত, উপরের কাষ্ঠ ফিকে, ভিতরের উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ছাল পুরু দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ, পুরাতন হইলে গায়ে ফাটা ফাটা দাগ হয়। ইহার আঠা পক্ষী ধরিবার ফাঁদে ব্যবহার করে। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, চামড়ার তায় পুরু, এবং গাঢ় সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সরু, তিনটি শিরাবিশিষ্ট। পত্রের বৃন্তদেশ সরু, নিম্নভাগ খসখসে, পত্র শির' ৮ ছোড়া, বোঁটা ২-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পাবলী সমন্বিত পুষ্পদণ্ড গোলাকার, লম্বা ২-৬ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড পুষ্পাবলী পুংকেশর শুকাইয়া গেলে পড়িয়া যায়, স্ত্রীপুষ্পাবলী পুষ্পদণ্ড বৃহৎ ফলে পরিণত হয়। ফল ১২-৩০ ইঞ্চি লম্বা, ৬-১৮ ইঞ্চি মোটা। চারাগাছের শাখায় ফল হয়, পুরাতন গাছের গুঁড়িতেও ফল হয়। ফলের গাত্র কণ্টকময় ছালে আবৃত। বীজে তৈল আছে, প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। শাঁস কাঁচা ও পক অবস্থায় খায়। বীজ সিদ্ধ করিয়া অথবা ভাজিয়া খায়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফুল হয় ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থান বীচিবৎ ফুলিলে ইহার আঠা ব্যবহার করে। ফোড়া পাকাইবার জন্য ফোড়ার চতুর্দিকে লাগান হয়। কচি পাতা চর্মরোগে প্রয়োজ্য। উদরাময় রোগে ইহার শিকড় বাটিয়া খাইলে উহা আরাম হয়। কাঁটাল পাতা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ। অপক ফল ধারক; পক ফল মুহুরিরেচক শুষ্কপাক, পুষ্টিকর। কাঁটাল পাতা খাইলে বমন হয়, এইজন্য অহিফেনের রোগীকে খাওয়াইয়া বমন করায়। ইহার শিকড় কোমরে বাঁধিলে একাশরা আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে।

CANNABIS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[545. *C. sativa* Linn.]545. *A. Lakoocha* Roxb. (ডেলো)**Fig.**—Wight, Ic., t. 681; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 907.**Ref.**—F. B. I., v, 543; Roxb., F. I., iii, 524; Watt, i, Pl. 2, 33; B. P., ii, 971; Prain, H. H., 279.**জন্মস্থান**—সমগ্র বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ, কম্বোয়, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার বাগানে রোপণ করে ও জন্মে।**বিভিন্ন নাম**—বা. ডেলো, মাদার; সং. ডাহ; হি. লাকুচ।**ব্যবহার্য অংশ**—বীজ, আঠা।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ গাছ, বসন্তে পাতা পতিত হয়। ছাল খসখসে, কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতবর্ণ, শক্ত, উজ্জল। পত্র ডিম্বাকৃতি ৩২-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রের কিনারা কবাতের ছায়। পত্র চর্মবৎ ও খসখসে, শিরা ৮-১২ জোড়া। বোটা ২-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পের বোটা ছোট, পুংকেশর ১টি। স্ত্রীপুষ্পের বোটা ছোট ও মৃণ। ফল লম্বাকৃতি ও গোলাকার, কখন কখন এবড়ো খেবড়ো, ২-৩ ইঞ্চি। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়, খাইতে অম্ল। কাঁচা ফল অম্ল রাধিয়া থাকে। বীজ লম্বা, গুরু চেষ্টা, ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ, পাকিলে লালবর্ণ হয়। মার্চ মাসে ফুল হয়, আগষ্ট মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা বিরেকক (Dymock)। ফল পকু কিংবা কাঁচা রাধিয়া খায় (Talbot)। বম্বে রত্নগিরি নামক স্থানে ইহার তরকারী করিয়া খায় ও চাটনী করে।

Genus—CANNABIS Tourn.546. *C. sativa* Linn. (গাঁজা)**Fig.**—Rheede, Hort. Mal., x, t. 60 & 61; Benth. & Trim., t. 231; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 888.**Ref.**—F. B. I., v, 487; Roxb., F. I., iii, 772; B. P., ii, 960; Dymock, iii, 318; Prain, H. H., 278.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা খুরদা রোড, রাজশাহী, কখন কখন দিনাজপুর জেলার নদীর ধারে জন্মে; ইহার আদিম জন্মস্থান সাইবিরিয়া; ইহা সাধারণের চাষ নিষিদ্ধ। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গাঁজা, সিদ্ধি; সং. হি. ভাং; তা. গাঙ্গাইলাই; তে. কল্পম-ঘেট্টু; Eng. Indian hemp.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, জীপুষ্পের ফুলের অগ্রভাগ অথবা বীজ ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয়দিকে পত্র হয়। উপরের পত্রে তিনটি, নীচের পত্রে ৫-১১টি হস্তাঙ্গুলিব্যং ভাগ আছে, কিনারা করাতের দাঁতের ত্রায়। ফুল সবুজবর্ণ, ছোট ও অবনত, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ছোট পুষ্পদণ্ডে থাকে, জীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ঘনভাবে জন্মে। পুংপুষ্পের পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর ৫টি। জীপুষ্পের গর্ভদণ্ড ছোট, জীকেশর মধ্যে থাকে। ফল ও বীজ চেপ্টা। ফলের গায়ে কাঁটা কাঁটা আছে। এপ্রেল ও মে মাসে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা আয়ুর্বেদে ও British Pharmacopoeiaতে গৃহীত হইয়াছে। কথিত আছে যে দেবতাগণ এই গাছের জন্ম দিয়াছেন। ইন্দ্র তাঁহার সহস্র চক্ষু ও সমস্ত রোগনাশক শক্তি এবং দৈত্যনাশক শক্তি দিয়াছেন। সিসিলি দ্বীপের কুবকপত্নীগণ স্বামী বশ করিবার জন্ত ২৫ গাছা পশমের সূত্রদ্বারা Good Fridayর দিনে অঙ্গে ধারণ করে। হিন্দুদের পুস্তকে লিখিত আছে যে গাঁজা গাছ সমুদ্র মন্ডন কালে অমৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পরের দিনে হিন্দুরা সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজনিষণ্টকার ইহার নাম জয়া, চপলা এবং খাইয়া আনন্দ হয় বলিয়া তুরিতানন্দ নাম দিয়াছেন। ইহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয় বলিয়া ইহার আর একটা নাম হর্ষিণী। সিদ্ধি হইলে ভাং ব্যবহার করিলে উপকার হয়। রাজবল্লভ বলেন যে সিদ্ধি খাইলে মাতৃবের আনন্দ, ভয়শূন্যতা ও কামোদ্বেগ হয়।

সিদ্ধি ক্রমাগত ব্যবহার করিলে, অজীর্ণ, ভয়শূন্যতা, রক্তনাশ ও ধ্বজভঙ্গ রোগ, শোথ ও বিবমিষা আনয়ন করে। ভাং খাইয়া বিবক্রিয়া প্রকাশ পাইলে মাখন ও গরম জল খাওয়াইয়া বমন করাইলে বিবক্রিয়া নষ্ট হয়।

ভাং গাছের আঠা হইতে চরস প্রস্তুত হয়, ইহা তামাকের ত্রায় কল্কেতে সাজিয়া পান করে, আঠার সহিত জীপুষ্প জটা বাঁধিয়া যায় ও উক্ত আঠা শুদ্ধ জটা গাঁজারূপে অনেকে কলিকাতে সাজিয়া আগুনের সহিত ধূমপান করে বঙ্গদেশ অপেক্ষা হিমালয় প্রদেশের ভাং অধিক উগ্র।

Mirza Abdul Razzak বলেন যে ইহা অতিশয় পিত্ত নিঃসারক, কামোত্তেজক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকর, হৃৎকের সহিত অর্শে লাগাইলে অর্শের যন্ত্রণা নিবারণ করে এবং ১ ড্রাম পরিমাণ খাইলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। গাঁজা গাছ কোন কোন দেশে (যেমন বাঙ্গালায়) সরকারের লাইসেন্স ব্যতীত চাষ করা নিষিদ্ধ।

Rumphius বলেন ইহার পাতার গুঁড়া উদরাময় নাশক। ইহা পেটের দোষ দূর করে এবং পিত্তনাশক।

Dr. O'Shaughnessy বলেন যে ভাং অধিক পরিমাণে দিলে এবং কয়েকদিন ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, জ্বাতি, বাত, বালকদের তড়কা ও কলেরা আরাম হয়।

CANNABIS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[516. C. sativa Linn.]

কলেরা রোগে ইহা অহিফেনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কলেরার প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যখন অপর ঔষধে বিশেষ ফল হয় না তখন পুরাতন বাতে ইহা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

Dr. J. S. Rennie বলেন যে ইহার অরিষ্ট ১৫-২০ মিনিম দিনে ৩ বার সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Watt)। গাঁজার তৈল ও বীজ মূত্রকর ও ওলাউঠা নাশক, ইহা দ্বারা গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হয়। ইহা প্রসব যন্ত্রণার সময় আর্গটের ত্রায় কাজ করে কিন্তু ইহার শক্তি অধিকক্ষণ থাকে না।

বৃদ্ধ লোকদের রাত্রিতে হস্ত পদের বাতে বিশেষ উপকার করে। ইহা কষ্টকর শ্বাস ও হাঁপানি দূর করে।

গাঁজা প্রস্তুত করিতে হইলে স্ত্রীগাছের পুষ্পদণ্ড ৪৮ ঘণ্টা রৌদ্রে শুক করিয়া মাতুরে বিছাইয়া পদদলিত করিতে হয়, ইহাতে ফুল বেশ জমাট বাঁধিয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে গাঁজাগুলি নাড়িয়া দিতে হয়। মাড়াইবার ফলে গাঁজা হইতে অনেক গুঁড়া বাহির হয়, ইহাকে chus কিংবা rora বলে, ইহার সহিত গাছের আঠা মিশাইলে চরস হয়। মধ্য এসিয়ায় গাঁজা গাছ আঁচড়াইয়া উহা হইতে আঠা বাহির করিয়া লয়, এই চরস দেখিতে ধূসরবর্ণ। সিদ্ধি গাছের শুষ্ক পাতাকে সিদ্ধি বলে; স্ত্রীগাছ হইতে গাঁজা ও চরস হয়। গাঁজা গাছ হইতে অধিক পরিমাণে আঠা ও ফুল পাইবার জন্য গাছের ডাল কাটিয়া দেয়।

সিদ্ধি কফ নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোত্তেজক, বিসৃচিকা নাশক, রক্তস্রাব নিবারক, পাচক, পিত্তজনক ও জ্বাতক রোগ নাশক (ভাবপ্রকাশ)।

সিদ্ধির যোগে মদনানন্দ মোদক নামক মোদক প্রস্তুত করা হয়। ইহা সর্দি, উদরাময় ও ধ্বজভঙ্গ রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী:—

সমান পরিমাণ হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, শুল্কী (Rhus succedanea), পাচক মূল (কুড়), ধনে, সৈন্ধব লবণ, শটী (Zedoary root), তালিশপত্র (Abies Webbinaa), কট ফলের শিকড়, নাগকেশর ফুল (Mesua ferrea), যোয়ান, বন যোয়ান (Seseli indicum), যষ্টিমধু, মেথি, জিরা এবং কালজিরা; উক্ত দ্রব্যগুলির সমান ওজনের সিদ্ধির পাতা, ফুল ও বীজ মাখনে ভাজিয়া গুঁড়া কর, সিদ্ধির সমান ওজন চিনির রস প্রস্তুত কর, উক্ত রসে গুঁড়াগুলি মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত কর; তৎপরে মধু, গুঁড়া তিল, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ও কর্পূর প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর ও উক্ত মোদকের সহিত মিশাও, এবং ইহা হইতে ৮০ গ্রেণ পরিমাণ এক একটা বাটকা প্রস্তুত কর। ইহা সর্সরোগ নাশ করে। (সারকৌশী)

সিদ্ধির যোগে জ্বালানল রস প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল:—
যবক্ষার (impure carbonate of potash), সোডা, সোহাগা, পারদ, গন্ধক, পিপুল, গোলমরিচ, চৈ ও আদা প্রত্যেকটি সমান পরিমাণ, তৎপরে উক্ত দ্রব্যগুলির সমান ওজনের

FICUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[547. *F. bengalensis* Linn.]

সিদ্ধিপাতা ভাজা, সিদ্ধি পত্রের ওজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ সজিনার শিকড় লইয়া গুঁড়াইয়া মিশ্রিত কর। মিশ্র দ্রব্য, টাটকা সিদ্ধিপাতার কাথ, সজিনা শিকড়ের কাথ ও রক্ত তিলের কাথের সহিত তিন দিন রোদ্রে শুক করিতে হইবে। এইগুলি ভৃঙ্গরাজ (*Wedelia calandulacea*) রসে মিশাইয়া প্রত্যেকটী ১ ড্রাম বটিকা প্রস্তুত কর। এই বটিকা মধুর সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ, বমন ও বিবগিষা আরাম হয়।

ভাং হইতে জাতিফলাত্ত চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে দেওয়া গেল :—

জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ, তিল, বংশলোচন, টগরফুল (*Tabernaemontana coronaria*), হরিতকী, আমলকী, পিপুল, গোলমরিচ, শুঠ, তালিশপত্র, চিতামূল, জিরা, বিড়ঙ্গ, ইহার প্রত্যেকে সমভাগ, ইহাদের সমুদয়ের তুল্য সিদ্ধি এবং সমষ্টিচূর্ণের সমান চিনির সহিত সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে উদরাময়, গ্রহণী, কাশ, শ্বাস, অরুচি, বা, বাতপ্লেয়া ও সর্দি আরাম হয় (শাস্ত্রধর)।

Genus—FICUS Linn

547. *F. bengalensis* Linn. (বটগাছ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1989; Rheede, Hort. Mal., i, t. 28; Kirtikar, Ind. Med. Pl., 893.

Ref.—F. B. I., v, 499; Roxb., F. I., iii, 539; B. P., ii, 989, Dymock, iii, 338; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে ও বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে। রয়েল বোটানিক গার্ডেন শিবপুরে প্রায় ২০০ শত বর্ষের একটি অতিকায় বটবৃক্ষ আছে, ইহার প্রায় ৬০০ শতটি বৃষ্টি ইহার বিশাল শাখাপ্রশাখাকে ধরিয়া আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বট; হি. বারগাছ; তা. আলা; তে. পেদ্দিমারী; সং. বৃক্ষোদ; Eng. Banyan tree.

ব্যবহার্য অংশ—ঝুরি, পত্র, শিকড়, ফল, কুঁড়ি ও আঠা। মাত্রা ঝক, কুঁড়ি ও ঝুরি ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—অতিশয় বৃহৎ বৃক্ষ, শাখাগুলি বহুদূরবিস্তৃত, ইহার শাখা হইতে অবরোহ বা ঝুরি নামিয়া গাছকে বলবান ও বহুদূরবিস্তৃত করে। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, ধূসরের আভাযুক্ত, খেতবর্ণ ও মসৃণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, অতিশয় ভারী নহে। পত্র চিকণ, লোমযুক্ত, মাথামোটা, পত্রের গোড়ায় শিরা ৩-৫টি, পত্র ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি। ফল গোলাকার,

FICUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[548. *F. religiosa* Linn

কোমল লোমযুক্ত, পাকিলে রক্তিমাবর্ণ হয়, ডুমুরের ফুল-ফলের মত আধারের ভিতর হয়। পুংকেশর এবং স্ত্রীকেশর সুরু, সংবদ্ধ থাকে, পরে সমস্ত ফুলের আধার স্থল হইয়া পাকিয়া ফলে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা লাগাইলে বাত, কটিবাতের বেদনা আরাম হয়। কোন স্থান পুড়িয়া বা কাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়; টাটকা আঠা দাঁতের মাড়িতে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়।

বটছালের রস বলকারক এবং বহুমূত্র রোগের বিশেষ মহৌষধ। ইহার বীজ শাস্তিকর এবং বলকারক। ৩ বটের পাতা গরম করিয়া পুলটিস দিলে ফোড়া কাটিয়া যায়। ইহার পাকা পাতা ভাতের সহিত মিশাইয়া কাথ করিয়া সেবন করিলে ঘর্ম উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ইহার শিকড় গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহা সার্সাপেল্লার ত্রায় কাছ করে। ছোট কুঁড়ির রস রক্তোৎকাশ রোগে প্রযুক্ত হয়। বটের কুরির অগ্রভাগ অতিরিক্ত বমন নিবারক।

যোগীর মলত্যাগ কালে রক্ত নির্গত হইবার পর মল নির্গত হইলে বটের কুরি ও কুঁড়ির আঠার কাথ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়, এই রোগকে অধোগ রক্তপিত্ত বলে। বট, উডুধর (যজ্ঞডুমুর) ও অশ্বথের কুড়িত কুরি গরম জলে দিবারাত্র ভিজাইয়া, উত্ত জল পান করিবার পর যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে; তৎপরে উহার অর্দ্ধেক চিনি এবং ১ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে মলত্যাগের পূর্বে ও পরে সরল মল নির্গত হয় না (চরক)।

ব্রণ হইলে বটপত্রের প্রলেপ দিলে উগা বসিয়া যায়। কোমল বটপত্র পেষণ করিয়া মধুসহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। বটের কুরি পেষণ করিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে অতিসার জনিত উদর বেদনা আরাম হয় (চরক)।

বটের কুঁড়ির কাথ ও কন্ধ সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে রক্তপ্রদর আরাম হয়। মশুর কলাই ও বটের অঙ্কুর একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মেচেরা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

বট বলকারক ও কষায়, ইহা গনোরিয়া ও শুক্রক্ষীণতায় প্রযুক্ত হয়। হাতের ও পায়ের চামড়া কাটিয়া গেলে বটের আঠা দিলে আরাম হয় (Dymock, iii, 335)।

অশ্বথ, বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় এবং নিমের ছালকে পঞ্চ বন্ধন বলে। ইহা ক্ষত রোগের ধৌতি স্বরূপ ব্যবহার হয় এবং ইহার ইন্ডেকশন লইলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

548. *F. religiosa* Linn. (অশ্বথ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896A; Wight, Ic., t. 1967; Rheede, Hort. Mal., i, 27.

Ref.—F. B. I., v, 517; Roxb., F. I., iii, 547; B. P., ii, 980; Dymock, iii, 337; Prain, H., 280.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ ও মধ্যভারতের অরণ্যে বহু পরিমাণে জন্মে; বঙ্গদেশের বনে জন্মে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. অশ্বথ; হি. পিপল; সামতাল—হেসাক; তে. রাগী; তা. অরক; সং. গজভক্ষ, ক্ষীরক্রম; Eng. Sacred fig.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, মুকুল, ছাল ও ফল। মাত্রা কাথ ২ পোয়া।

বর্ণনা—বহুশাখা শাখাবিশিষ্ট বড় গাছ, ছাল ধূসরবর্ণ, ২ ইঞ্চি পুরু, অধিকদিনের গাছ হইলে ছাল ফাটা ফাটা হয়; কাষ্ঠ ধূসরের আভ্যন্তরীণ স্তরবর্ণ। পত্র পাতলা চামড়ার মত, উপরিভাগ উজ্জল; পত্রবৃত্ত লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃত্তদেশে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রে ৫-৭টা শিরা আছে; পুংপুষ্প অল্প হয়, ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র ও ডালের গায়ে সংলগ্ন; স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট। ফল গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অশ্বথ ছাল ধারক, গনোরিয়া নাশক, ইহার ফোড়া পাকাইবার গুণ আছে। ফল মূত্র বিরেচক, ইহা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। বীজ স্নিগ্ধকর ও ত্রিদোষ নাশক। অশ্বথ গাছের পত্র ও কচি ডাল বিরেচক এবং রস চুলকনা ও পাঁচড়া আরাম করে।

শিকড়ের ছাল প্রাদাহিক ফুলাব লাগাইলে উহা কমাইয়া দেয় (Dr. Emerson)। ইহার শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া ১৫ দিন জলে রাখিয়া খাইলে হাঁপানি আরাম হয় ও বক্ষা স্ত্রীলোকে সেবন করিলে পুত্রবতী হয়। টাটকা পোড়ান ছাল জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইলে উগ্র ঘুংড়ী কাশি আরাম হয় (Dr. Thornton)। কোন স্থান কাটিয়া গেলে ইহার রস বিশেষ উপকারী।

অশ্বথ ছালের গুঁড়া ভগনন্দর রোগে প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হয়; ইহাতে বহু রোগী আরাম হইয়াছে।

অশ্বথ শিকড়ের ছাল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাইলে বালকদের মূথের ঘা আরাম হয়। ইহা পুরাতন ক্ষত ও ঘায়ে ছড়াইয়া দিলে ক্ষত ও ঘা পুরিয়া আইসে (চরক)।

অশ্বথ ছালের কাথ মধু দিয়া পান করিলে বাতরক্ত কমিয়া আইসে এবং ইহার পত্রে ত্রণ আচ্ছাদন করিলে উহা শীঘ্র সারিয়া যায়।

অশ্বথের ফল, মূলের ছাল এবং কুঁড়ির কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনি দিয়া পান করিলে বেশ বাজীকরণ হয় (সুশ্রুত)।

অশ্বথফলমূলত্বক্ ছুদ্রসিদ্ধং পয়ো নরঃ।

পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং কুলিঙ্গ ইব হৃদ্যতি ॥

অশ্বথ ছাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে অঙ্গার হইবে উহা জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

FICUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[550. *F. glomerata* Roxb.]

অশ্বথবৃক্ষঃ শুষ্কঃ দধ্বা নিকীপিতঃ জলে ।

তন্তোয় পানমাত্রেণ বমন জয়তি দুষ্টরাং ॥

অশ্বথ পত্র দ্বারা প্রস্তুত ঠোঁড়ায় তৈল মাখাইয়া তপ্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিবে এবং যে তৈল ঠোঁড়া হইতে চোয়াইয়া পড়িবে সেই তৈল কর্ণে দিলে কান কটকটানি আরাম হয় ।

শিশুর ঠোঁটে, জিহ্বায় এবং তালুতে কিংবা মুখের ভিতর ক্ষত বা খেতবর্ণ অল্প অল্প ঘা হইলে বা সাধারণ মুখের ঘায়ে মধুর সহিত অশ্বথ ছাল চূর্ণ লাগাইলে উহা আরাম হয় (R. N. Khory, ii, 559) । (Fig. 548.)

549. *F. Rumphii* Blume (গয়াশ্বথ)

Fig.—Wight, Ic., t. 640 ; Brandis, For. Fl., 416, t. 48 ; King, Ficus 54, t. 673 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896 B.

Ref.—F. B. I., v, 512 ; Roxb., Fl. Ind., iii, 548 ; B. P., ii, 980 ; Dymock, iii, 337 ; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, মধ্যভারত, হিমালয় প্রদেশ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ।

বিভিন্ন নাম—বা. গয়াশ্বথ ; সামতাল সুনামজোর ; হি. কাবেরা ।

ব্যবহার্য অংশ—ফল ।

বর্ণনা—বড় গাছ ; পত্র ৪-৬ ইঞ্চি, শিরা ৩-৬ জোড়া, বোঁটা ২½-৩½ ইঞ্চি লম্বা । পুষ্প অল্প হয়, শাখার গোড়ায় থাকে । পুষ্পের ১টা, গর্ভাশয় ময়ূষ ও ডিম্বাকৃতি । বীজ ছোট, গোলাকার ও আঠাযুক্ত । গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে ; কোন কোন গাছের ফল আরও দেরীতে পাকে ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সামতালের ইহার ফল ঔষধে ব্যবহার করে । কখন দেশে ইহার রস কুমিরোগে ব্যবহার হয় । ইহার রসে হরিদ্রা, গোলমরিচ এবং ঘৃত যোগে মটরের তায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে হাঁপানি রোগ আরাম হয় । ইহা বমনকারক । গয়াশ্বথের রস আকন্দ ফুলের সহিত আবদ্ধ পাত্রে দধি করিয়া ৪ রতি (৭½ গ্রেন) পরিমাণ ছাই মধুসহ সেবন করিলে হাঁপানি আরাম হয় । (Fig. 549.)

550. *F. glomerata* Roxb. (যজ্ঞডুম্বর)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, t. 123 ; Wight, Ic., t. 667 ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 904.

Ref.—F. B. I., v, 535 ; Roxb., F. I., iii, 538 ; B. P., ii, 983 ; Dymock, iii, 338 ; Prain, H. H., 280.

FICUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[550. *F. glomerata* Roxb.]

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, রাজপুতনা, খাসিয়া পাহাড়; ব্রহ্মদেশ; দাক্ষিণাত্য; ছোট নাগপুর, মধ্যবান্দালা, হগলী ও হাওড়ার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. যজ্ঞ ডুম্বর, হি. পিপার; তা. খারসা; তে. রাইগা; সং. উদুম্বর; Eng. Cluster fig.

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়ের ছাল, ফল, রস, মাম্বা।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ; ছাল ঠ ইঞ্চি পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, গাত্র ফাটা ফাটা, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, তিনটি শিরাবিশিষ্ট, বোটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পাধার ১½ ইঞ্চি, দ্বি-ব লালবর্ণ, পুষ্পপুষ্প পুষ্পাধারের মুখের কাছে হয়; পাপড়ি তিন চারিটি স্পঞ্জের মত; গর্ভাশয় গোলাকার। এই গাছ ডুমুর গাছ অপেক্ষা বড়, পত্র ডুমুরের ত্রায় কর্ণশ নহে, ফল অপেক্ষাকৃত বড়, পাকিলে লালবর্ণ হয়; ফলের ভিতর পোকা থাকে। যজ্ঞডুম্বর অতিশয় মিষ্ট। বসন্তকালে ইহার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র, ছাল ও ফল দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। ছাল ধারক, ইহা ক্ষত স্থানের ধৌত কার্যে ব্যবহার হয়। ব্যাঘ্র কিস্বা বিড়ালে কামড়াইয়া বিষ হইলে ক্ষত স্থান হইতে বিষ নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার হয়। শিকড় রক্ত আমাশয়ে হিতকর এবং ইহার রস একটা বলকারক ঔষধ।

যজ্ঞডুম্বরের পত্র গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত খাইলে পিত্তপ্রকোপ দূর হয়। ইহার পত্রের উপর যে Gall (অর্কু দ) হয়, উহা ছুঞ্চে ভিজাইয়া মধুর সহিত খাইলে বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয় (Atkinson)।

যজ্ঞডুম্বর ধারক উদরাময় ও কৃমিনাশক। ইহার ছুঙ্কের মত আঠা খাইলে অর্শ ও পেট বেদনা আরাম হয় এবং ইহার সহিত তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুষ্ট ব্রণ ও বিস্ফোটক আরাম হয়। পাকা ফলের রস মূত্রঘন রোগে হিতকর। ইহার ছাল গো-মহিষাদিকে খাওয়াইলে তাহাদের বসন্ত হয় না এবং ৪ তোলা মাত্রায় চিনি ও জীরার সহিত খাইলে গনোরিয়া আরাম হয়। পশুদের যখন বসন্ত হয় তখন ইহার ছাল পিঁয়াজের সহিত পিষিয়া এবং গুঁড়া করিয়া নারিকেল, মেথি এবং ভিনিগার দিয়া খাওয়াইলে বসন্ত আরাম হয়। গাছের মূল, শিকড় ও পাকা ফলের রস বহুমূত্র রোগে হিতকর।

যজ্ঞডুম্বরের ফলের রস পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (স্বশ্রুত)। ইহার ছাল নারীর স্তন্য ছুঞ্চে পেষণ করিয়া পান করিলে অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়।

নারীক্ষীরেণ সংযুক্তাং পিবেদৌড়ম্বরীং ত্রচম্।

যজ্ঞডুম্বরের রস মধুর সহিত পান করিলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

পলাশ বীজ, যজ্ঞডুম্বরের ফল তিল তৈল সহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হয়।

FICUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[551, *F. hispida* Linn.]

পলাশোদ্রব ফলং তিল তৈল সমন্বিতম্ ।

মধুনা যোনিমালিন্য গাঢ়ীকরণ যুক্তমম্ (বঙ্গসেন) । (Fig. 550.)

551. *F. hispida* Linn. (কাকডুম্বুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1., 638 and 641; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 560; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 900.

Ref.—F. B. I., v, 522; Roxb., F. I., iii, 561; B. P., ii, 981; Dymock, iii, 346; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্বত্র জন্মে । হিমালয় প্রদেশের চেনাব হইতে পূর্বদিকে ৩৫০০ ফুট উচ্চে ; মধ্য এবং দক্ষিণ ভারত ও ব্রহ্মদেশ ।

বিভিন্ন নাম—বা. কাকডুম্বুর ; হিঃ. তোতমিলা ; তে. বড়সামাদি ; সং. কাকডুম্বুরিকা ; Eng. Fig. tree.

ব্যবহার্য অংশ—ফল, বীজ এবং ছাল ।

বর্ণনা—ছোট গাছ । পত্র ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, কতক পরিমাণে হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; নিম্নভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত । বোটা ৬-১ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত । পুংকেশর ১টা, স্ত্রীকেশর দণ্ড ছোট । বীজ চতুর্কোণ ও লম্বা লোমাবৃত । ইহা ঝঙ্কডুম্বুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ফল পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়, ডুম্বুরের পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে অনেক ডুম্বুর গুল্লবদ্ধভাবে বিস্তৃত থাকে । এই গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে ; ২-৩ বৎসরের মধ্যে ইহার ফল হয় । বঙ্গদেশে এই ডুম্বুর গাছের কচি ফল তরকারি করিয়া সচরাচর খাইয়া থাকে । গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে শরৎকাল পর্যন্ত ফুলের সময়, ফল পাকিতে তিন মাস সময় লাগে ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে এই ডুম্বুরের ফল খাইলে স্ত্রীলোকদের স্তন্য হ্রাস বাড়িয়া থাকে, ইহার গর্ভের মধ্যে সন্তান রক্ষা করিবার শক্তি আছে (U. C. Dutt) ।

ডুম্বুরের মূলের ত্বক, ধূতুরাবীজ, (শোধিত) চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কুহুর বিষ নষ্ট হয়, মাত্রা মূলের ত্বক চার আনা, ধূতুরা বীজ এক আনা ।

কাকোদ্রবমূলন্ত ধুস্তরফলকাষিতম্ ।

পিবন্তে গুল তোয়েন সারমেয়বিষাপহম্ ॥ (বঙ্গসেন)

বধে ও কষ্টন দেশে ফলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া বাগীতে পুলটিস দেয় । ইহা খাওয়াইলে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ ঘন হয় (Dymock) । Dr. Moodeen Sheriff বলেন ইহার ফল, বীজ এবং ছাল মূল্যবান বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় । পক্ক ফলের বীজই প্রশস্ত, ইহা শুক করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয় । মাত্রা ১ ড্রাম ; ৪টা কিংবা ৬টা পাকা

FICUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[552. *F. heterophylla* Linn.

ফলের বীজের সমান। ইহার ছাল খাইলে বমন হয় ও অল্প দান্ত হয়। মাত্রা ৪০-৬০ গ্রেণ, দিবসে ৩৪ বার। ইহার অর্দ্ধ মাত্রা গ্রহণ করিলে বলকারক ও রোগ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dymock, iii, 346)।

ডুমুরের আঠা বলাধান ও রসায়নার্থ ব্যবহার হয়। (Fig. 551.)

552. *F. heterophylla* Linn. (ঘটী শেওড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 661 & 659; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 557; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 898.

Ref.—F. B. I., v, 518; Roxb., F. I., iii, 53; B. P., ii, 981; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গ, টেনাসরিম, ত্রিহত, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ; হুগলী, হাওড়া জেলার নিম্ন ভূমিতে স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘটী শেওড়া; সং. নতুডুম্বর।

ব্যবহার্য অংশ—ডুমুরের গায়ে।

বর্ণনা—লতানে কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, বৃত্তদেশ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; বোঁটা ২-২½ ইঞ্চি। ইহার শাখা ছোট, সরু ডালের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়া থাকে। এই গাছ সচরাচর আর্দ্র ভূমিতে, নদীর কিনারায় এবং পুকুরের ধারে দেখা যায়। ফলের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার; বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে ছোট ছোট অর্ধদ আছে, আবগুলি দেখিতে সরিষার গায়ে। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। বীজ গোলাকার। শীতের শেষে ফুল হয়, বর্ষাকালে ফল পাকে।

552A। ইহার আর এক জাতি আছে ইহাকে Var. *scabrella* King বলে। ইহার বান্দালা নাম বন্য ডুম্বর, পাতার বোঁটা ছোট ও সরু, পুষ্পবৃন্ত সরু (F. B. I. v, 519; B. P. ii, 981) এই গাছ উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও চট্টগ্রামে দেখা যায়।

552B। Var. *repens* King. ইহার আর একটি জাতি; ইহার বান্দালা নাম ভূঁই ডুম্বর, ইহার গাছ ভূমি সংলগ্ন থাকে, পত্রবৃন্ত লম্বা ও বিস্তৃত। এই গাছ জলের ধারে সচরাচর দেখা যায় ও উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং চট্টগ্রামে জন্মে, ইহা লতাইয়া বৃদ্ধি পায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুল্ম অপরাপর ডুমুরের সমান বলিয়া আর পৃথক্ লিখিত হইল না। গাছের শিকড়ের রস পেট বেদনার উপশম করে। পাতার রস ছত্বের সহিত খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্ত, জলের সহিত মিশাইয়া খাইলে সর্দি, হাঁপানি ও অপরাপর বক্ষঃপ্রদাহ আরাম হয়। (Fig. 552.)

FICUS]

ভারতীয় বনৌষধি

[554. *F. infectoria* Roxb.]553. *F. Cunia* Ham. (জয়া ডুম্বুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 648 & 649; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 901.

Ref.—F. B. I., v, 523; Roxb., F. I., iii, 561; B. P., ii, 982.

জন্মস্থান—আসাম, খাসিয়া পাহাড়, চট্টগ্রাম, ভূটান; হিমালয় প্রদেশ, চিনাব হইতে পূর্বদিকে ৪০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. জয়া ডুম্বুর; হি. খুরকুয; সাম. হরপোদো; সং. নহাডুম্বুর।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, শিকড়।

বর্ণনা—ছোট মাঝারী কতকটা লতানে গাছ, গাছের শাখা সরু, শাখা সবুজ পত্রাচ্ছাদিত, নূতন ফেঁকড়ী ও ডাল কোমল লোমযুক্ত। ছাল পুরু, দ্রব লালবর্ণ। পত্র ৮-১৩ ইঞ্চি লম্বা, ডালের বিপরীত দিকে পর্যায়ক্রমে জন্মে, শেওড়া পাতার আয়ত; কিনারা করাতির আয়ত বর্তিত, নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত। পত্রের উপশিরা সমান্তরাল। বোটা ১-৬ ইঞ্চি। ফল ডুম্বুরের মত প্রত্যেক ডালের গাঁইটে জন্মে; ফল হরিদবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয়, ফলের গায়ে অর্ধদ আছে, এই গাছ সচরাচর আর্দ্র স্থানে ও জলা ভূমিতে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফলের কাথ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Rheede)। শিকড়ের রস ছুখে পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রনালীর রোগ আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার ফল এবং ছালের কাথে কুষ্ঠ ধোত করিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (Fig. 553.)

554. *F. infectoria* Roxb. (পাকুড়)

Fig.—Wight, Ic., t. 655; King. Fic. 60, t. 75-79; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 897.

Ref.—F. B. I., v, 515; Roxb., F. I., iii, 530; B. P., ii, 981; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, ত্রিহত, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম; হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. পাকুড়; সং. প্রক্ষ, পর্কটা; হি. পিপ্পথান; তা. পেপরি; তে. পসারি।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—বড় ও বহুদূর-বিস্তৃত গাছ। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, সবুজের আভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র অশ্বখ পত্রের আয়ত তবে চওড়ায় কম ও লম্বায় একটু বেশী। পত্র

MORUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[555. *M. indica* Linn.

৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা চর্মের মত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জল, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সৰু গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, শিরা ৪-১০ জোড়া। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ফলের বোঁটা ছোট, মনে হয় যেন ডালে ফল ধরিয়াছে। পাকুড় দেখিতে অতি সুন্দর গাছ, ইহা অশ্বথ গাছের ত্রায় মনোহর। বর্ষার পরে ফুল হয় ও শীতের সময় ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাটকা পাতার রস সচরাচর ঔষধের সহিত মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার হয়। পাকুড়, অশ্বথ, বট, যজ্ঞদুধুর, দুধুর প্রভৃতিকে পঞ্চ বকল বলে। ইহাদের কাথ দূষিত ক্ষত ও প্রদর রোগের ধোঁতি স্বরূপে ব্যবহার হয় (Watt)।

পাকুড়ের ছাল চূর্ণ মধুর সহিত পিণ্ড করিয়া ঘোনিতে ধারণ করিলে ঘোনিশ্রাব আরাম হয় (চরক)। রক্তপিত্ত রোগী পাকুড়ের পাতা শাকের ত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 554.)

Genus—MORUS Linn.

555. *M. indica* Linn. (তুঁত)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 890.

Ref.—F. B. I., v, 492; Roxb., F. I., iii, 53; B. P., ii, 968; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান হিমালয় প্রদেশ; সিকিম ও উত্তর ভারতে রেশম পোকার জন্ত চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তুঁত; সং. গুঞ্জা; হি. তুতড়ী; তা. মুহু; তে. কাশালি চেট্ট। Eng. White mulberry.

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, ফল ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, লালের আভাযুক্ত কিংবা পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশে ৩টি শিরা আছে, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা গোলাকার। পুংপুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি লম্বা ও নরম। ফলের বৃন্ত ফল পাকিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার আর এক জাতি আছে উহাকে লাটিন ভাষায় *M. alba* বলে, ইহার অগ্রভাগ লম্বা এবং পত্র অধিক খস্খসে। তুঁত গাছের ফল লম্বা, গায়ে সৰু সৰু কাঁটা আছে, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। শীতের সময় ফুল হয় ও বসন্তকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল উত্তেজক ও মূহুরিচক। ছাল ও শিকড় কৃমিনাশক। পত্রের কাথ স্রব্ধ রোগ নিবারক। ফল পিপাসা নিবারক এবং জ্বর নাশক (Murray)। (Fig. 555.)

TREBLUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[556. S. asper Lour.]

Genus—STREBLUS Lour.

556. S. asper Lour. (শেওড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 889.

Ref.—F. B. I., v, 489; Roxb., F. I., iii, 761; B. P., ii, 969; Prain, H. H., 279.

জন্মান্তরান—বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী ও হাওড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও বেড়ায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শেওড়া; সং. সখোটক; তা. পালপিরাই; তে. পাক্কি; হি. কুসা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল, ছাল ও পাতার রস। মাত্রা মূলত্বক ১-৪ আনা; রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত ঘন ঘন গাঁইটযুক্ত গুল্ম; ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ডালগুলি গাঁইটযুক্ত এবং ডাল প্রায় সোজা জন্মে না। ছাল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পুরু, নরম ও দ্রব্য ধূসর বর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। ইহার দুগ্ধের মত আঠা আছে, প্রশাখাগুলি শক্ত ও নরম লোমযুক্ত। পত্র ২সংখ্যে ২-৪ ইঞ্চি চৌড়া, বোঁটা অতিশয় চোট $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুষ্প গোলাকার। পুষ্পের ৪টা। স্ত্রীপুষ্প এক একটা হয়, ইহার বৃন্ত $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। ফল পীতবর্ণ, প্রত্যেক ফলে একটা বীজ থাকে। বীজ গোলাকার, ফলের শাঁস খাইতে মিষ্ট। মার্চ-এপ্রেল মাসে ফুল হয়, মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের মত রস ধারক ও বিষনাশক। হাত পা ফাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে আরাম হইয়া যায়। ছালের কাথ জ্বর, আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ডালে দাঁতন করিলে পাইওরিয়া রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার শিকড় অপরিপক্ক ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায় ও ক্ষতের শোষ বসিয়া আইসে। কথিত আছে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ।

নূতন শেওড়া গাছের ছালের রস ২ ফোঁটা, গব্য ঘৃত ৪ ফোঁটা লইয়া চিরেতার সহিত খাইলে উৰ্দ্ধ রক্তপিত্ত ও শ্বাস কাশ আরাম হয় (চরক)।

নূতন শেওড়া গাছের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইলে বাতজনিত শোথ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

শেওড়া ছাল জলে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) আরাম হয় (বঙ্গসেন)। (Fig. 556.)

XCV. JUGLANDACEAE

Genus—JUGLANS Linn.

557. J. regia Linn. (আখরোট)**Fig.**—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 909A.**Ref.**—F. B. I., v, 595 ; Roxb., F. I., iii, 631 ; Brandis, For. Fl., 497.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের পশ্চিম ভাগ, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. আখরোট ; কাশ্মীর আখার ; লেপচা কনলা ; তে. আখরোট ; তা. আকরোট ; Eng. Indian walnut ।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত মাঝারী গাছ। ছাল ধূসরবর্ণ, $\frac{1}{2}$ -২ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাল দাগ আছে, পত্র ৬-১২ ইঞ্চি ; পত্রিকা ৫-১১ কিংবা ৭-৯ জোড়া, সম্মুখের পাতাটি বড় হয়। ফুল সবুজবর্ণ, পুং এবং স্ত্রীপুষ্প একগাছে হয়, পুংপুষ্প অনেক হয়, ঝুলিয়া থাকে, ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, পূর্ববর্তী বৎসরের ডালে হয়। ফল গোলাকার ২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজ পুরু শাঁসযুক্ত কাষ্ঠের মত আবরণে আবৃত, দুইটি পরদা বিশিষ্ট বীজ থাকে। ফলে বীজ একটি থাকে। মার্চ-এপ্রিলে ফুল হয় ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক। (Fig. 557.)

XCVI. MYRICACEAE

Genus—MYRICA Linn.

558. M. Nagi Thunb. (কটফল)

Fig.—Wight, Ic., t. 764 & 765 ; Bot. Mag., t. 5727 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 909B.

Ref.—F. B. I., v, 597 ; Man. Ind. Timb., 391 ; Roxb., F. I., iii, 765.

জন্মস্থান—খাসিয়া পাহাড়, শ্রীহট্ট, সিঙ্গাপুর, হিমালয় প্রদেশের ৬০০০ ফুট উচ্চে, ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. কটফল, কায়ছাল ; সং. কটফল ; তা. মাঝ দাম্পাভাই ; তে. কাই দারিয়ামু ; হি. কায়ছাল ; Eng. Bay berry.

ব্যবহার্য অংশ—ছাল। মাত্রা ত্বকচূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণন।—বড় সোগন্ধযুক্ত গাছ, ইহার পাতা শরৎকালে পড়িয়া যায়। ছাল ধূসরবর্ণ অথবা পিঙ্গলবর্ণ, ছালের গাত্রদেশে লম্বা লম্বা কাটা কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ বেগুনের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ এবং শক্ত। পত্র লম্বাকৃতি ৩-৫ ইঞ্চি; অগ্রভাগ সরু কিংবা মোটা; কচিপাতা কখন কখন ৫-৮ ইঞ্চি হয়, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ছোট এপিলক্স বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে থাকে। পুংপুষ্প $\frac{3}{4}$ -১ ইঞ্চি লম্বা, দণ্ড বিভালের লেজের মত এক একটা হয় ও অবনত। স্ত্রীপুষ্প সোজা দণ্ডে থাকে, $\frac{1}{2}$ -১ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, গোলাকার $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, পাকিলে লালবর্ণ হয়। ফলের আঁটা কৌকড়ান, একটু বড় ও লম্বা; কটফলের গাছের ছালকে কায়ছাল বলে, ইহা শক্ত ও ফিকে লালবর্ণ। কটফল কাটিলে মাদার ফলের ত্রায় উহার আঠায় হাত জড়াইয়া যায়। কটফলের ছাল পুরু, ফিকে লালবর্ণ, ইহার চূর্ণ ইটের গুঁড়ার মত, গন্ধ অতিশয় উগ্র, ইহার ফলের কাথ রন্ধনের জগ্ন ব্যবহার হয়। কটফলের ফল জায়ফল অপেক্ষা বৃহৎ এবং জায়ফল অপেক্ষা ঝাল, কটফল জায়ফলের ত্রায় তৈলময় নহে। কঠিত কটফল স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে জড়াইয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে ফুল হয় ও গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল কুমিনাশক, পত্র ধারক, বলকারক। কাথ ক্ষতের পক্ষে চমৎকার ঔষধ, কাশ ও বাতের পক্ষে হিতকর।

কটফলের সংস্কৃত নাম কুমুদ, কুস্তীপাকী, শ্রীগণিকা। কটফল জ্বর, হাঁপানি, গনোরিয়া, অর্শ ও অপরাপর রোগে হিতকর। কটফল হইতে কটফল চূর্ণ ঔষধ তৈয়ারী হয়; শাঙ্গধর বলেন কটফলের ছাল, মুখা, কটকী শিকড়, শঠী, কর্কটশৃঙ্গীর অর্কবুদ (gall) এবং কুষ্ঠের শিকড় সমপরিমাণ লইয়া ইহাদের গুঁড়া আদা ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, সর্দি ও হাঁপানি আরাম হয়।

কটফল ও রক্তচন্দন সমভাগ, চাউল ধোয়া জলের সহিত ও চিনিযোগে সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। মধুর সহিত কটফল খাইলে উদরাময় আরাম হয় (চরক)।

গলার ভিতর কটফল চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে গলগণ্ড আরাম হয় (চক্রদত্ত); ইহার ছালের গুঁড়া সর্দি ও মাথাধরায় নস্তুরূপে ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)। মুসলমান হাকিমেরা বলেন যে এই ছাল ধারক, পেটফাঁপা নিবারক এবং বলকারক ঔষধ (Dr. Dymock)। ইহা সর্দি ও মাথাধরা আরাম করে; ইহার সহিত দারুচিনি দিলে পুরাতন সর্দি জ্বর ও অর্শ রোগ আরাম হয়। ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া ইহা দাঁতের গোড়ায় লাগাইলে দাঁত শক্ত হয় ও দাঁত বেদনা আরাম হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত তৈল কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহার কাথ হাঁপানি ও উদরাময় নাশক ও মূত্রকর। (Fig. 558.)

BETULA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[560. B. Bhojpatra Wall,

XCVII. CASUARINEAE

Genus—CASUARINA Forst.

559. *C. equisetifolia* Forst. (বিলাতী ঝাউ)

Fig.—Beddome, For. Man., t. 226; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 910.

Ref.—F. B. I., v, 598; Roxb., F. I., iii, 519; B. P., ii, 985; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম সমুদ্রতীর, করমণ্ডল উপকূল, কানাড়া, বর্ষা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী, শিবপুর বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান জেলার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বিলাতী ঝাউ; তা. সাবু-পাটাই; তে. ইরগু।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল, পত্র, বীজ। মাত্রা কাষ্ঠের গুঁড়া ১-৪ আনা, তৈল ২০-৪০ বিন্দু।

বর্ণনা—২০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, গাছের শাখা গাঁইটযুক্ত। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট এবং একই গাছে জন্মে। পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্প ছোট। কখন কখন পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প এক ডালে দেখা যায়। ফল শক্ত, গোলাকার, ৩ ইঞ্চি। সচরাচর ইহা কবর স্থানে রোপণ করে। কাষ্ঠের রং লালবর্ণ, এই কারণে ইহাকে Beef wood বলে। জালানির পক্ষে এই কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট এবং মাদ্রাজ উপকূলে জালানি কাষ্ঠের প্রচুর চাহ হয়। কখন কখন ঘরের খুঁটি প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। মে মাসে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rumphius বলেন বেবীবেবী রোগে ইহার ছালের কাথে স্নান করাইলে বিশেষ উপকার হয়। বীজের গুঁড়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। ইহার পিষ্টরস পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। (Fig. 559.)

XCVIII. CUPULIFERAE

Genus—BETULA Tourn.

560. *B. utilis* Don. (ভুজপত্র)

Fig.—Jacq. Voy., Bot., t. 158; Kirtikar & Basu, t. 911B, Brand, For. Fl., t. 56; Bull. Col. Agric. Tokyo, ii, t. 8, Fis. 13 & 14 (1895).

Ref.—F. B. I., v, 599; Brand, For. Fl., 437; Man. Ind. Timber, 372.

QUERCUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[561. *Q. infectoria* Oliver.]

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, ভূটান।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. ভূজপত্র; নেপাল ফুসপাট; বয়ে ভোজপত্র।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক। মাত্রা ২-২ আনা; কাথ ৬-১০ তোলা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়, কখন কখন ৪০-৫০ ফুট কিংবা ৬০ ফুট উচ্চ হয়। ছাল মন্থণ, উজ্জল, লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, উপরের ছাল পুরু কাগজের মত। গাছের ছাল লম্বালম্বিভাবে ছাড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ইহাতে রক্তবর্ণ দাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ও বৃত্তদেশ ক্রমশ সরু, পত্রের কিনারা করাতের ত্রায় দাঁতযুক্ত; শিরা ৪-১২ জোড়া, বোটা ২-৬ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড এক একটা হয়, ইহা শক্ত ১-২ ইঞ্চি লম্বা। বীজ সরু ও পক্ষযুক্ত। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল পাকে। *B. Bhojpatra* Wall. ইহার আর একটি নাম (synonym)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের কাথ কানের পূজ ও বিনাক্ত ক্ষত দ্ব্যত করিবার জন্ত ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

ছালের পিষ্টরস পেটফাঁপা নিবারক ও হিষ্টিরিয়া রোগে প্রদত্ত হয়। এই গাছের ভিতরের ছাল হইতে প্রাচীনকালে পুঁথি লেখা হইত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত কাশ্মীর হইতে ভূজপত্র পুঁথি লিখিবার জন্ত রপ্তানি হইত। ভূজপত্র হইতে বেশ কালী প্রস্তুত হয়। ইহা কটু, ত্রিদোষনাশক ও কষায়। ইহা কর্ণশূল রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক (রাজবল্লভ)।

এদেশে মন্ত্র ও কবচ লেখার জন্ত ভূজপত্র ব্যবহার হয়। (Fig. 560.)

Genus—QUERCUS Linn.

561. *Q. infectoria* Oliver (মাজ্জফল)

Fig.—Bentl. Trimen., iv, t. 249; Oliver, Voy. Dans l'Emp., 6th, ii, 64; Atlas, ii, 1415.

Ref.—Journ. Horti. Soc. London, viii, 133; Cottage. Bot. Gard., xvi, 458 (1856).

জন্মস্থান—এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, তুরস্ক, পারস্য; হিমালয়ের নানাস্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. মাজ্জফল; তে. মাসিকায়; সং. মায়াকল; Eng. Oakgall.

ব্যবহার্য অংশ—Gall, মাত্রা ১২ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় ছোট গাছ। শাখাগুলি বিস্তৃত। ছাল দীর্ঘ ধূসরবর্ণ, নূতন প্রশাখাগুলি পশমের মত নরম। পাতার বোটা ৩ ইঞ্চি লম্বা, পাতার কিনারাগুলি অগভীরভাবে বিভক্ত অথবা মোটা দাঁতের ত্রায়, পত্রে নিম্ন-শিরায় লোম আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট।

SALIX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[562. *S. tetrasperma* Roxb]

পুংপুষ্পের বৃন্ত ছোট একসঙ্গে দুই তিনটি হয়। পুংকেন্দ্র ৬-৮টি ঠিক ফুলের মধ্যস্থলে থাকে, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় পুরু মাংসল ও তিনটি ঘর বিশিষ্ট। ফল গোলাকার, $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। ফলে বীজ একটা করিয়া হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের অর্কুদ (gall) পারশ্ব উপসাগর হইতে বসোরা দিয়া ভারতবর্ষে আমদানি হয়, এইজন্ত ইহাকে বসোরা gall বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও স্বেতবর্ণ ভেদে দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। দুই প্রকার অর্কুদই এক ব্যবস্থাপত্রে লিখিত হইয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা কৃষ্ণবর্ণ অর্কুদকেই ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আজকাল ইহা চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে gallic acid প্রস্তুত হয়। ইহা পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং একেবারে চামড়া লইয়া উঠিয়া যায়। ইহা গলার ঘা, সর্দি ও জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের পুরাতন স্রাবে ব্যবহার হয়। ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হয় ও অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অর্শের রক্ত জমাইয়া দেয়, তাহাতে আর রক্তস্রাব হয় না। ইহা Tarter emetic সেবন জনিত বিষক্রিয়া নষ্ট করে। যখন ইহা ব্যবহার করিতে হইবে তখন জোলাপ লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 561.)

XCIX. SALICINEAE

Genus—SALIX Linn.

562. *S. tetrasperma* Roxb. (পানিজামা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 66, t. 97; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 915; Wight, Ic., t. 1954.

Ref.—F. B. I., v, 626; Roxb., Fl. I., iii, 573; B. P., ii, 989.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের উপত্যকা, ৬০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্যন্ত জন্মে; ছোট-নাগপুর, বেহার, ত্রিহত ও উত্তরবঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পানিজামা; সং. বুরুম; সামতাল গাদাসিংরিক; তা. অত্র-পালাই; তে. ইতিপালা।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—গাছ ১৫-৫০ ফুট উচ্চ। গুঁড়ি শক্ত, ছাল খসখসে, কাষ্ঠ লালবর্ণ, নরম, পত্র বাহির হইবার সময় গাছে ফুল হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা, ডিম্বাকৃতি, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত। পুংপুষ্প বিড়ালের লেজের ত্রায়, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। স্ত্রীপুষ্প ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, বীজকোষ লম্বা, কোমল লোমযুক্ত, একসঙ্গে ৩-৪টি থাকে। ফলে বীজ ৪-৬টি থাকে; ফল শক্ত ও ৫ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল জ্বরনাশক। (Fig. 562.)

ABIES.]

ভারতীয় বনৌষধি

[564. A. Webbiana Lindl.]

C. CONIFERAE

Genus—PINUS Linn.

563. *P. longifolia* Roxb. (গন্ধবিরেজা)

Fig.—Royle, Ill., t. 85, Fig. 1; Griff, Ic., Plantarum. Asiat., t. 369 & 370; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 926A & 926B; Biswas, "Living Conifers of the Indian Empire," Jour. Roy. As. Soc. of Bengal, Vol. xxvii, No 1, 1932.

Ref.—F. B. I., v, 652; Roxb., Fl. Ind., iii, 651; Dymock, iii, 378; Brandis, For. Fl., 506; Biswas, "Distribution of Wild Conifers etc", Jour. Asiat. Soc. Beng., Vol. xii, No 1, 1933.

জন্মান্বান—হিমালয় প্রদেশ অঞ্চলে ২০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চে প্রচুর জন্মে। সমতল ভূমিতেও চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনেও দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধবিরেজা; হি. সং. সরল; তা. সরল দেবদ্রু; তে. দেবদারু-চেট্টু।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক, আঠা ও তৈল। তৈল ১-৩ বিন্দু।

বর্ণনা—বড় গাছ ১০০ হইতে ১২০ ফুট উচ্চ হয়, বসন্তের পূর্বে পত্র পড়িয়া যায়। গুড়ির পরিধি প্রায় ১২ ফুট হয়। ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ভিতরে গাঢ় লালবর্ণ। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের ফিকে লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র যুগ্মের মত ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, গুচ্ছবদ্ধ ও অবনত। পুংপুষ্প ঠুঁই ইঞ্চি লম্বা। ফল (কোণ) কাষ্ঠময়, গোলাকার, বিস্তৃত ও বক্র, এক একটা হয় কিংবা একত্রে গুচ্ছবদ্ধ হয়। বীজ লম্বাকৃতি ২-১ ইঞ্চি লম্বা অসমান, পাতলা। ফলে শাঁস আছে, ইহা বীজ অপেক্ষা অধিক লম্বা। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, এক বৎসর পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় লোক এই গাছ হইতে তাপিণ প্রস্তুত করে, ইহার গুণ বিলাতী তারপিনের সমান। ইহার আঠা ফোড়া ও বাগি পাকাইবার জন্য বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ইহার কাষ্ঠ উত্তেজক ও ঘর্ষকর এবং শরীর জ্বালা করিলে ব্যবহার হয়। ইহা কফ ও সর্দি নাশক। ইহার আঠা মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের মুখে কার্য্য করিয়া থাকে, স্তত্রাং ইহা গনোরিয়া রোগে চমৎকার ঔষধ; মাত্রা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৪ বার, ১-৩ ড্রাম প্রতি বারে ব্যবহার করিতে হয়। ইহা কফ নাশক, মূত্রবর্ধক ও শোথ নিবারক। ইহা কৃমি ও বেদনা নাশক। (Fig. 563.)

Genus—ABIES Juss.

564. *A. Webbiana* Lindl. (তালিশপত্র)

Fig.—Ic., Pl. Asiat., t. 371.

Ref.—F. B. I., v, 654; Gamble, Man Ind. Timb., 408; Biswas, "Distri. of Conifers etc", Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. 1, 1933.

ABIES.]

ভারতীয় বনৌষধি

[564. A. Webbiana Lir di

জন্মস্থান—পাঞ্জাবের সিন্ধুনদীর তীরস্থ দেশ হইতে ভূটান পর্যন্ত পার্বত্য স্থানে ও সিকিম, হিমালয় প্রদেশে ৮০০০ হইতে ১২০০০ ফিট অবধি শীতপ্রধান স্থানে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. তালিশপত্র; কাশ্মীর বুদার; নেপাল গোত্রিয়া; Eng. Silver fir.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র; মাত্রা $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মোটা গাছ, ১৫০-২০০ ফুট উচ্চ হয়; ইহার গুড়ি ৩০ ফুট, মোটা। পত্র পরিবর্তনশীল, মোটা সূচের মত, $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া ও উজ্জল; বোটা অতিশয় ছোট। পুংকেশরের ডাঁটা ছোট, এক একটা অথবা গুচ্ছবদ্ধ। ফল (কোণ) প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা নীল, স্ত্রীপুষ্পের ডাঁটা ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ লম্বাকৃতি, গোলাকার, পক্ষযুক্ত $\frac{1}{2}$ -১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার আর একটি জাতি আছে তাহাকে Var. A. Pindraw (Brand, For. Fl., 528) বলে। ইহার পত্র একটু লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি। এপ্রিল মাসে ফুল হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

Dr. Ainslie এবং Mr. Gamble, Flacourtia catafractaকে তালিশপত্র বলিয়া নির্দেশ দেন। Babu T. N. Mukherjee তাঁহার Amsterdam Catalogueএ উক্ত বৃক্ষকে তালিশপত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Moodeen Sheriff, Cinnamomum Tamala neesকে তালিশপত্র বলিয়া নির্দেশ দেন। বর্তমানে কবিরাজেরা যে তালিশপত্র ব্যবহার করেন তাহা উপরোক্ত গাছ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুক পাতা পেটফাঁপা, সর্দি ও পেটের দোষ নিবারক, বলকারক, ধারক এবং ক্ষয়কাশ রোগে হিতকর, ইহা হাঁপানি, বক্ষপ্রদাহ ও মূত্রযন্ত্রের স্রাব নিবারক।

তালিশপত্র, গোলমরিচ, আদা, বংশলোচন, এলাচ, দারুচিনি এবং চিনি যোগে যে চূর্ণ হয় উহাকে তালিশাচ চূর্ণ বলে। উহা হাঁপানি ও আক্ষেপ নিবারক। তালিশপত্র অপরাপর অনেক ঔষধের মসলারূপে ব্যবহার হয়।

তালিশপত্রের রস স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর। হাকিমেরা বলেন যে ইহার আঠা, গোলাপের তৈলের সহিত সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে এবং উহা মাথায বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে মাথাধরা আরাম হয়।

পাতার টাটকা রস জ্বর নাশক, ইহা বালকদের দন্ত উদ্ভেদকালীন জ্বর নিবারক। মাত্রা ৫-১০ ফোঁটা স্তন্যদুগ্ধের সহিত সেব্য।

প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে বঙ্গদেশে তালিশপত্র ব্যবহার হয়।

বাসক পাতার রস ও তালিশপত্র চূর্ণ মধুযোগে পান করিলে স্বরভঙ্গ আরাম হয় (বাগভট্ট)।

CEDRUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[565. C. Libani Barrl.]

তালিশপত্র আক্ষেপ নিবারক, ইহা দ্বারা কাশ, রক্তপিত্ত ও অপর্যাপ্ত আক্ষেপ জনক
শীড়া আরাম হয়।

তালীশং মরিচং শুগ্ধী পিপ্পলী বংশলোচনা,
এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ পঞ্চকর্ষেভাগান্ প্রকল্পয়েৎ ॥
এলায়চোস্তু কৰ্ব্বাদ্বিঃ প্রত্যেকং ভাগমাচরেৎ।
দ্বাত্রিংশং কৰ্ব্বতুলিতা প্রদেয়া শর্করা বুধৈঃ ॥
তালিশাত্তমিদং চূর্ণং পাচনং রোচনং স্মৃতম্।
কাসথাসা জরহরং হৃদ্যতীমারনাশনম্ ॥
শোষাঘ্নানহরং প্রীহগ্রহণীপাণ্ডুরোগজিৎ।
পিত্তাং বা শর্করাং চূর্ণং ক্ষিপেৎ স্রাৎ গুটিকা ততঃ ॥ (শাঙ্গধর)

(Fig. 564.)

Genus—CEDRUS Loud.

565. C. Libani Barrl. (দেবদারু)

Fig.—Griff., Ic., Pl. Asiat., t. 364; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.,
928A & B; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xxviii, No. 1, 1832.

Ref.—F. B. I., v., 653; Brandis, For. Fl., 516; Roxb., F. I., iii,
651; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. 1, 1933.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন হইতে পশ্চিম দিকে দেখা যায়। আফগানিস্থান
ও উত্তর বেচিস্থানের পার্শ্বীয় প্রদেশেও জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. দেবদারু; সং. দেবদ্রুম; Eng. Deodor।

ব্যবহার্য অংশ—কাঠ ও তৈল; মাত্রা কাঠ ১-৪ আনা, তৈল ২০-৪০ বিন্দু।

বর্ণনা—উচ্চ মোটা গাছ, প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চ হয়, গুঁড়ির পরিধি প্রায় ৩৬ ফুট। এই
গাছ প্রায় ৬০০ বৎসর জীবিত থাকে। ছাল পুরু, গাছে ফাটা ফাটা দাগ আছে। পত্র
স্বভাবত: সবুজবর্ণ, সরু এবং কিনারাগুলি ঢেউ খেলান। বীজ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প গুল্লুবদ্ধ
হয়, ইহা সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফল (কোণ) পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফলে একটি
বীজ থাকে। * অক্টোবর মাসে ফুল হয় ও এক বৎসর পরে ফল পাকে। Hooker বলেন যে
C. Deodara, C. Libani এবং C. Stalantia এই গাছগুলি প্রায় একই, অল্প পরিমাণে
তফাৎ আছে, গুণ প্রায় সবগুলির সমান; এইজন্ত উপরে কেবল C. Libani গাছের কথা

লেখা হইল। এই তিনটি গাছের ঔষধার্থে ব্যবহার একই রকম, বিশেষ প্রভেদ নাই। উত্তরপশ্চিম হিমাচলে C. Libani, var. Deodara Hk. f. প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

দেবদারু দুই প্রকার—স্নিগ্ধ দেবদারু এবং কাষ্ঠ দেবদারু। স্নিগ্ধ দেবদারু পার্শ্বাতিয় প্রদেশে জন্মে আর কাষ্ঠ দেবদারু যত্র তত্র দেখা যায়। পর্কাদিতে সাজাইবার জন্ত উহার ডালপালা ব্যবহার হয়; উহার scientific নাম *Polyalthia longifolia*, ইহা *Anonaceae* বর্গভুক্ত। স্নিগ্ধ দেবদারু কাষ্ঠ হইতে ত্যাপিণ তৈল বাহির হয়, বৈজ্ঞান্যস্ত্রে দেবদারু বলিতে এই দেবদারু অর্থাৎ স্নিগ্ধ দেবদারু বুঝায়, ইহার কাষ্ঠ ভারী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাষ্ঠ পেটকাঁপা নিবারক, ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, জ্বরনাশক, শোথ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। ইহা অপরাপর ঔষধের মসলাস্বরূপ প্রযুক্ত হয় (Dutta)।

এই গাছ হইতে একপ্রকার তারপিণ তৈল হয়, উহা দেশীয় কবিরাজেরা ক্ষতে, চর্ম্মরোগে ও পাঁচড়ায় ব্যবহার করে; ইহা কুষ্ঠরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Gibson বলেন ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। Dr. Johnston বলেন যে দেবদারু তৈল ব্যবহার করিলে রোগের বৃদ্ধি কমিয়া কুষ্ঠ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

ইহা সর্ব্ব সময়েই ঘর্ম্মকর, ১ ড্রাম খাইলে কখন কখন বমন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১ আউন্স বমন করায়। Dr. Johnston ঘর্ম্মরোগে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। Dr. Royle বলেন যে দেবদারু পত্র এবং ছোট ছোট প্রশাখাগুলি বাজারে আনিয়া দেশীয় ঔষধের জন্ত বিক্রয় হয় (Pharm. Ind.)।

ইহার কাষ্ঠ জলের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া সেই পিষ্টদ্রব্য মাথায় লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Stewart)।

ইহার কাষ্ঠ তিক্ত, জ্বরনাশক এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শ্বরোগে হিতকর।

দেবদারু কাষ্ঠ, সজিনার শিকড়, আপাং ও অখগন্ধার শিকড় গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি ও উদর শোথ আরাম হয়, ইহা অতিশয় মূত্রকর।

কোন কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বুক ধড়ফড় করিলে দেবদারু ও শুঁঠ পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

দেবদারু চূর্ণ সরিষার তৈলের সহিত সেবন করিলে স্ত্রীপদ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। দেবদারু কাষ্ঠের কাথ পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসরোগ আরাম হয় (চরক)।

দেবদারু তৈল রসায়ন। ইহার কাথ গনোরিয়া, উপদংশ, বাত ও আমবাত নাশক। বেদনাহীন শোথে হরিদ্রা ও গুগ্গুল সহ দেবদারু কাষ্ঠের প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়।

ইহা পুরাতন ক্ষত, চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠরোগ নাশক (R. N. Khory, ii, 578)।

ইহার তৈল ঘোড়া ও পশুগণের পাদক্ষত (এঁসে) রোগ নাশক। (Fig. 565.)

VANDA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[567. V. Roxburghii Br.]

CI. ORCHIDACEAE

Genus—DENDROBIUM Sw.

566. D. Macraei Lindl. (জীবন্তী)

Fig.—Xen. Orchid pl., t. 118; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 933.

Ref.—F. B. I., v. 714; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 260; Hook, Journ. Bot., iv. 292 (1852).

জন্মস্থান—সিকিম, হিমালয় প্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, ককন, নীলগিরি।

বিভিন্ন নাম—বা. জীবন্তী; সং. জীবনীয়।

বর্ণনা—এই পরগাছা জাম গাছেই বেশী জন্মে, ইহার শাখা অনেক হয়। কাণ্ড লম্বিত, অবনত ও গাঁটযুক্ত, গাছের গোড়ায় ওলের চ্যায় গোলাকৃতি মূল দেখা যায়। পত্র লালবর্ণ, ফুল ১-২ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ফুলের বোটা ১ ইঞ্চি। ফুলের উপরিভাগ হরিদ্রাবর্ণ, ফুলে গন্ধ আছে। বর্ষার সময়ে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জীবন্তী খাওয়াইয়া দিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয় (চরক)। জীবন্তী শাক ঘূতে ভাজিয়া খাইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগ্‌ভট)। শুক্রক্ষয়-জনিত দুর্বলতায় জীবন্তী অতি হিতকর। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ-নাশক, অষ্টবর্গের মধ্যে যে জীবক গাছ আছে ইহা সে জীবক নহে। ইহার আর একটি নাম জীবনরক্ষক। (Fig. 566.)

Genus—VANDA Br.

567. V. Roxburghii Br. (রান্না)

Fig.—Bot. Reg., t. 506; Wight, Ic., t. 916; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 931.

Ref.—F. B. I., vi. 52; Roxb., F. I., iii. 462; B. P., ii, 1021; Prain, H. H., 283.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বিহার, গুজরাট, ককন, ত্রিবাকুর।

বিভিন্ন নাম—বা. মান্দা; সং. রান্না, গন্ধ-নকুলি; সামতাল দারীবাঁকী।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—পরগাছা ও কাণ্ড ১-২ ফুট লম্বা; পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, সরু। ফুলের পাপড়ি পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ নীলবর্ণ, কিনারা শ্বেতবর্ণ। এই গাছ বাংলাদেশে আম, পিয়ারা, জাম প্রভৃতি গাছের ডালে জন্মে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

SACCOLABIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[568. *S. papillosum* Lindl.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—রাস্নার শীকড় বায়ুপুষ্ট, দড়ির আয় কুলিয়া থাকে অথবা কাণ্ডে লাগিয়া থাকে, ইহা সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত এবং বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল অপরাপর ঔষধের সহিত বাতরোগে ও স্নায়বিক রোগে মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu Met. Med.)। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয়। ছোটনাগপুরে ইহার পত্র বাটিয়া জরের সময়ে শরীরে লেপন করে (Rev. Campbell)। (Fig. 567.)

Genus—SĀCCOLĀBIUM Bl.

568. *S. papillosum* Lindl. (রাস্না)

Fig.—Bot. Reg., t. 1552; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 932.

Ref.—Dymock, iii. 392; F. B. I., vi. 63; B. P., ii. 1022; Prain, H. H., 283.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, হিমালয়ের নিম্নভূমি, আসাম, গঙ্গার বদ্বীপ, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম, সুন্দরবনে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. রাস্না; সং. নাকুলি; সালামার রাস্না।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ২১৩ ফুট, বহুশাখাবিশিষ্ট, শাখা অবনত, হংসের পালকের মত মোটা। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি। ফুলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, গর্ভাশয় ছোট, বীজকোষ ১½ ইঞ্চি। ফুল শরৎকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কণ দেশে ইহার মূল শাস্তিকর ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। ইহা বাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং Sarsaparilla-র স্থানে সর্বসময়েই ব্যবহৃত হয়।

Dr. Dymock বলেন যে আয়ুর্বেদ-মতে প্রকৃত রাস্নাকে Helenium বলে এবং উহার পারসুদেশীয় নাম রাস্না। Vanda Roxburghii এবং *S. papillosum* এই দুইটি গাছের যে গুণ আছে আয়ুর্বেদোক্ত রাস্নার সহিত তাহার মিল হইতেছে না। এই গাছগুলিকে গন্ধমূল বলা যাইতে পারে না কারণ উহাতে কোন সৌগন্ধ নাই। অধুনা কবিরাজেরা উক্ত দুইটি গাছকে রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন (Dutt, Met. Med., 258), দুই গাছের আকৃতি, শিকড় ও পত্র একই প্রকার কিন্তু উহাদের ফুল ও ফল ভিন্ন প্রকার। মোট কথা, এখন কবিরাজেরা যাহা রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন প্রকৃতপক্ষে উহা আয়ুর্বেদোক্ত রাস্না নহে।

রাস্নার কাথ, গোলঞ্চ, দেবদারু (C. Lebani) কাঠ, আদা ও গাব-ভেরেণ্ডার শিকড় পরিমাণমত প্রত্যেকের যোগে রাস্না-পঞ্চক নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, উহা বাতের পক্ষে হিতকর। রাস্না মহামাষ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল প্রভৃতির মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। রাস্নার অপর

EULOPHIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[569. *E. campestris* Roxb.]

সংস্কৃত নাম বৃক্ষদানী বা বৃক্ষরহ। যে গাছে রাস্না জন্মে উহার নামানুযায়ী রাস্নার নাম হয়, যেমন আম গাছের রাস্নাকে আমরাস্না বলে।

কঙ্কণ দেশে *S. Wightianum* Hook (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 4) এবং *S. Praemosum* Hook (Rheede, xii, t. 4) এই দুইটি গাছকে রাস্না বলে; মারহাট্টা-দেশীয় কৃষকেরা ইহাকে Kanbper বলে।

কলিকাতা ও বম্বের বাজারে যে রাস্না বিক্রয় হয় উহা লম্বা-শাখাযুক্ত শিকড়, কতকটা সাদা-পেরিলার মত কিন্তু উহার রং গাঢ় ধূসরবর্ণ। শিকড় পাতলা, ইহাতে লম্বা লম্বা দাগ আছে। মূলের অভ্যন্তর-ভাগ ফিকে ধূসরবর্ণ, শাঁসযুক্ত, তিক্ত ও কটু। বাহিরের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা, এই কোষগুলি বায়ু হইতে জলীয় অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম ভেলামেন (Velamen)।

বম্বেতে আর এক প্রকার রাস্না বিক্রীত হয়, উহার মূল্য অধিক, মূল সরল ও কাকের পালকের তায়, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, স্তম্ভায় বাঁধিয়া ছোট ছোট বাণ্ডিল বিক্রীত হয়। এই শিকড় ফিকে ধূসরবর্ণ, ছাল পুরু ও শক্ত, গুঁড়া করিলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়, কতক পরিমাণে ইপিকাকুয়ানার তুল্য—ইহাকে Khadaki রাস্না বলে।

নরহরি রাস্না ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

রাস্না তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা।

কিন্তু মূল রাস্না যদি উপরোক্তগুলিকে ধরা যায় তবে পত্ররাস্না ও তৃণরাস্না কাহাকে বলে কোন পুস্তকে ইহার কিছু উল্লেখ দেখা যায় না।

বাতনাশক ঔষধের মধ্যে রাস্না উৎকৃষ্ট। রাস্না ৮ তোলা, বিসুদ্ধ গুগ্গুল ৪০ তোলা একত্রে গব্যঘৃত-যোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধসী বাত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 568.)

Genus—EULOPHIA Br.

569. *E. campestris* Roxb. (সালেমমিশ্রি)

Fig.—Wight, Ic., t. 1666. Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 925.

Ref.—F. B. I., vi. 4; Roxb., F. I., iii. 467; B. P., ii. 1016; Journ. Lin. Soc., iii. 25; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 265.

জন্মস্থান—ভারতের সমতল ভূমি, পাঞ্জাব হইতে অযোধ্যা; বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, দক্ষিণাত্য, ত্রিহট।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সালেমমিশ্রি; সামতাল—বঙ্গতৈলী, গুজরাট সালুমমিশ্রি।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

ALPINIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[570. A. Galanga Sw.

বর্ণনা—ইহা দেখিতে শৃঙ্গের ত্রায় ও খাইতে মিষ্ট। গাছ ৮-১২ ইঞ্চি, ইহার গোড়া ওলের ত্রায়, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল অনেক হয়, মূলদেশ হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়, উহা ১-৩ ফুট, শক্ত ও সোজা। ফুল বড় সবুজবর্ণ ও বেগুনে। মার্চ মাসে ফুল হয়।

Sir George Watt সাহেব বলেন যে বাজারে যে সালেমমিশ্রি বিক্রয় হয় তাহা উপরোক্ত গাছ হইতে এবং *E. nuda* Lindl. (Wight, Ic., t. 1690) ও *E. virens* Br. (Bot. Mag. t. 5579) গাছ হইতে সংগ্রহ হয়। সালেমমিশ্রি আবার আফগানিস্থান পারস্ত ও বোসারার পাহাড় হইতে অপর Genus ভুক্ত গাছ হইতে সংগ্রহ করে আবার নীলগিরি পাহাড় ও সিংহল হইতে কতকগুলি আমদানী হইয়া থাকে। ইউরোপের জার্মানী হইতে যে সালেম উৎপন্ন হয় উহা *Orchis mascula* Linn. গাছ হইতে গ্রহণ করে। ফুল হইয়া যাইলে মূল উঠান হয় এবং দৃঢ় মূলগুলি ধৌত করিয়া ঝোড়ে শুষ্ক করতঃ বাজারে বিক্রয় হয়।

Allium Macleanii Baker গাছ হইতেও অনেকে সালেমমিশ্রি গ্রহণ করে (Baker, Bot. Mag., t. 6707)। এই মিশ্রিকে বাদসাহী সালেম বলে। পঞ্জাবের *Asparagus adscendens* Roxb. (F. B. I., vi. 317) এবং দাক্ষিণাত্যের *A. racemosus* Willd. (F. B. I., vi. 316) গাছের মূলকে খেতমুলী বা শতমুলী এবং *Cureuligo orchioides* Gaertn. (F. B. I., vi. 279) গাছকে কুম্ভমুলী বা তালমুলী বলে। ইহা ছাড়া আলু হইতেও নকল সালেম প্রস্তুত করে, উহাকে বেনেয়তি সালেম বলে, ইহাও ভারতের বাজারে বহুপরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়।

সাধারণ সালেম পারস্ত ও লিভান্ট নামক স্থান হইতে বস্তুর বাজারে আমদানী হয় (Watt, Commercial Products of India, 963)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সালেমমিশ্রি বলকারক, রসায়ন ও কামোত্তেজক। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর ও ক্ষয়রোগে হিতকর। যক্ষ্মা, বহুমূত্র, মধুমেহ, পুরাতন উদরাময় ও রক্তপিত্তাসারে ইহার প্রয়োগ হয়। ইহার গুঁড়া ২-১ তোলা পরিমাণ ২-১ পোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 569.)

CII SCITAMINACEAE,

Genus—ALPINIA Linn.

570. A. Galanga Sw. (কুলঙ্গন)

Fig.—Rumph., Ambo., v, t. 63; Ic., Pl. Asiat., t. 353; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 949.

Ref.—F. B. I., vi. 253; Roxb., F. I., i. 59; B. P., ii. 1047; Prain H. H., 285.

KAEMPFERIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[571. *K. angustifolia* Rose.]

জন্মস্থান—সুমাত্রা ও যাবা-দেশীয় গাছ ; এফগে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতে চাষ হয়, হুগলী হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. হি. কুলঙ্গন ; তা. গেরারাক্তই ; তে. পদ্ম ছম্প রাষ্ট্রিকম্।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গাছ মরিয়া বাইলেও ইহার মূল বিদ্যমান থাকে। মূল আলুর মত ও সৌগন্ধযুক্ত। কাণ্ড পত্রময় ৬-৭ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৪-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, উপর দিক মসৃণ, নিম্নদেশ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফুল ছোট, বহির্কাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত খেতবর্ণ, ঈষৎ বক্র। ফল লেবুর গায় লালবর্ণ, ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ইহার ফলকে Galanga Cardamon বলে। ইহা দেখিতে চেন্নীফলের গায়, পক্ষফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। কখন গ্রাসপাতির মত হয়। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, চেপ্টা, ত্রিকোণাকার সৌগন্ধযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গেঁড় সৌগন্ধযুক্ত, উগ্র ও তিক্ত, ছেঁচারস জরবাত ও সর্দিতে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে কুলঙ্গন খাইলে গলার স্বরের উন্নতি হয়। মূল পেটকাঁপা-নিবারক। Dr. Irvine বলেন ইহার গেঁড় অতিশয় তীব্র ও উত্তেজক, বীজের মাদকতা-শক্তি আছে।

হাকিমেরা ইহা ধ্বজভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ ও অজীর্ণ রোগে ব্যবস্থা দেন। ইহা দুর্গন্ধনাশক ও বহুমূত্ররোগে ব্যবহৃত হয়। মহীশূর দেশে ইহা গৃহচিকিৎসার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। বৃহ লোকদের সদ্ভিজ্জিত বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর (Sir Major John North)। ইহার শীকড় রাজনিঘণ্টুর স্তগন্ধ বচ এবং ভাব-প্রকাশের মালাবার বচ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রামদেশীয় ও চীনদেশীয় আদা *A. Galanga* এর তুল্য। (Fig. 570.)

Genus—KAEMPFERIA Linn.

571. *K. angustifolia* Rose. (মধুনির্কিষা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 939.

Ref.—F. B. I., v. 219; Roxb., F. I., i. 17; B. P., ii. 1038.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. মধুনির্কিষা, কঙ্কনবুড়া।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—কাণ্ড-শূন্য গাছ। পত্র ৬-৮ ফুট লম্বা, পত্র উপর দিকে উন্নত, লম্বাকৃতি, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা ১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল অল্প হয়, দেখিতে খেতবর্ণ; বহির্কাস ১ ইঞ্চি, পুংকেশর উপরিভাগে উন্নত, খেতবর্ণ, $\frac{1}{2}$ -৩৪ ইঞ্চি; পুষ্পের মন্তক বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

KAEMPFERIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

573. *K. galanga* Linn.

ঔষধার্থে ব্যবহার—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহার মূল গো-চিকিৎসায় ব্যবহার করে (Roxburgh). (Fig. 571.)

572. *K. rotunda* Linn. (ভুঁইচাঁপা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi. t. 9; Bot. Mag., t. 920 and 6054; Wight, Ic., t. 2029; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 940.

Ref.—F. B. I., vi. 222; Roxb., Fl. Ind., i. 16; B. P., ii. 1038; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়, চট্টগ্রাম, সমগ্র ভারতে রোপণ করে ও চাষ হয়; আদি বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—বা. ভুঁইচাঁপা; সং. ভূমিচম্পক; হি. চন্দ্রমুলা; তে. কন্দাবাল।

ব্যবহার্য অংশ—শীকড়, মূল।

বর্ণনা—কাণ্ডহীন গুল্ম, পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। মূল শ্বেতবর্ণ, আলুর ত্রায়, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল লম্বা, গন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, গাঢ় পীতবর্ণ ও বেগুণে রংবিশিষ্ট। পুষ্পাধারের পত্র লম্বা, স্নগোল, বাহিরের পত্র ছোট, ভিতরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পকেশর ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, সরল ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার শীকড়ের পুন্ড্রিস দিলে ফোড়ার পুঁজ বাড়াইয়া দেয় (W. C. Dutt.)

Dr. Rheede বলেন সমগ্র গাছ গুঁড়া করিয়া যে ointment হয়—ইহাতে নূতন ক্ষত আরাম করিবার শক্তি আছে এবং ইহা সেবন করিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা জমাট রক্ত তরল করিয়া দেয়। তিনি বলেন যে ইহার শীকড় সর্বাঙ্গীণ শোথের পক্ষে হিতকর।

Dr. Dymock বলেন ইহার মূলের গুঁড়া Mump (বোবায় ধরা) রোগে একটি সর্সজন-পরিচিত ঔষধ। ইহার গেঁড় ও মূল দেখিতে খড়ের ত্রায় রংবিশিষ্ট। ইহা তিক্ত, উগ্র, কর্পূরের ত্রায় গন্ধ-বিশিষ্ট ও প্রকৃত Zedoaryর মত। সমগ্র গাছ সৌগন্ধযুক্ত।

ইহার মূল পাকযন্ত্রের দোষ-নিবারক ও শোথ-রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহা সর্বাঙ্গীণ শোথ কমাইবার পক্ষে যে একটি মূল্যবান ঔষধ ইহা ভারতের সকল লোকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। (Fig. 572.)

573. *K. galanga* Linn. (চন্দ্রমুলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 899; Rheede, Hort. Mal., t. 41; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 938.

Ref.—Dymock, iii. 414; F. B. I., vi. 219; Roxb., F. I., i. 15; B. P., ii. 1038; Prain, H. H., 284.

HEDYCHIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[574. *H. spicatum* Ham.]

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ; বঙ্গদেশের বাগানে সাধারণতঃ রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. চন্দ্রমূল কপূরকচুরি, জগদ্ধাবচ, হুম্বা ; Eng. Java galangal.

ব্যবহার্য অংশ—মূল, পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, মূল আলু বা হরিদ্রার মত। পত্র ক্ষুদ্র বোটাযুক্ত, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, মূর্তিকার উপর চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে, অগ্রভাগ সরু, গাঢ় সবুজ বর্ণ, ১০-১২টি শিরাবিশিষ্ট, কিনারাগুলি পুরু নহে। পত্র বৃন্ত ছোট। ফুল ৬-১২ ইঞ্চি, জগদ্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার মূল জগদ্ধযুক্ত, ব্যবসায়ের পক্ষে বাজারে ইহার অতিশয় চাহিদা আছে। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছ অনেক বাগানে রোপণ করে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ইহার জগদ্ধযুক্ত পত্র ও মূল মাথা ঘসায় ব্যবহার করে, ইহাতে কেশ বেশ সৌগন্ধযুক্ত হয়। পশ্চিম ভারতে ইহার নাম “কপূর-কচুরি” যেহেতু ইহার মূল *Hedychium spicatum* (কপূর-কচুরি) এর তুল্য ; ইহাই ভারতের বাজারে কপূর-কচুরি বলিয়া বিক্রীত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন ইহার মূল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কফ ও শ্লেষ্মা-জনিত রোগ আরাম হয় এবং তৈলে সিদ্ধ করিয়া মাথিলে সন্দিতে নাসিকা বন্ধ হওয়া রোগ আরাম হয়। স্ত্রীলোকেরা ইহার শীকড় জগদ্ধের জন্ত গলদেশে পরিধান করিয়া থাকে এবং পোষাকপরিচ্ছদে ইহার গুঁড়া লাগাইলে পোষাক জগদ্ধময় হয়। (Fig. 573.)

Genus—HEDYCHIUM Koenig.

574. *H. spicatum* Ham. (কপূর-কচুরি)

Fig.—Bot. Mag., t. 2300 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 941A.

Ref.—F. B. I., vi. 227 ; Dymock, iii. 417.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, কুমায়ুন, নেপাল।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কপূর-কচুরি, সং. কপূর-কাচিলি।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কন্দ লম্বা আলুর মত, মূলের ছাল বেশী পুরু নহে। কাণ্ড পত্রময়, পত্র ১ ফুট কিংবা অধিক লম্বা হয়, পত্রের বিস্তার সবগুলির সমান নহে। পুষ্পদণ্ড ঘন, শাখা-প্রশাখা আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র লম্বা, সবুজবর্ণ ১-১½ ইঞ্চি। ফুল লোমযুক্ত ঘন-সন্নিবদ্ধ ও শ্বেতবর্ণ, বহির্কাস ছোট ; পুষ্পনল ২-২½ ইঞ্চি, পুংকেশর ১টি, স্ত্রীকেশর-দণ্ড লম্বা। বীজকোষ গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

CURCUMA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[575. *C. amada* Roxb.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল সুগন্ধযুক্ত, পেটকাঁপা-নিবারক বলকারক, ও উত্তেজক। *Cureuma Zedoaria* Rose. (শটী) এবং *K. galanga* Linn. গাছকে ভুলক্রমে এইগাছ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। হিমালয় প্রদেশে ইহাকে সেছুরি (Sheduri) বলে এবং পার্শ্বত-জাতিরা পত্র হইতে ঔষধ প্রস্তুত করে। ইহার সৌগন্ধযুক্ত মূল *Henna* বা মেদিগাছের (*Lawsonia alba* Lam.) মূলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করে। ইহার মূল আবিরের একটি মসলা। ইহার মূল, খম্বসের মূল (*Vitiveria giganoides* Nash) চন্দনকাষ্ঠ, এরারুট কিষা জোয়ার (*Sorghum*) পালো দিয়া আবির প্রস্তুত হয়। হিন্দিতে যে “ঘিসি” নামক আবির হয় উহা পুর্বোক্তগুলি, মহালিব (*Prunns Mahaleb* Linn.), আপসাস্তিন বা ডাউনা (*Artemisia Siversiana* Willd.) দেবদারু কাষ্ঠ (*Cedrus Deodara*) এবং বনহরিদ্রা (*Cureuma aromatica* Salisb) মূল, লবঙ্গ এবং এলাচ-যোগে প্রস্তুত হয়।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির সহিত *Aloes wood*, কেউ (*Costus*) এবং জটামাংসীর শীকড় প্রভৃতি যোগে কৃষ্ণবর্ণ আবির প্রস্তুত করে। (Fig. 574.)

Genus—CURCUMA Linn.

575. *C. amada* Roxb. (আমাদা)

Fig.—Rose., Scit., t. 99; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 937A.

Ref.—F. B. I., vi. 213; Roxb., F. I., i. 33; B. P., ii. 1042; Dymock, iii. 405; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, ককণ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার বাগানে চাষ হয়, পশ্চিমবঙ্গে স্থানে স্থানে জঙ্গলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. আমাদা; হি. আমহলদি; তা. সামিদি-আল্লাম; তে. কারুপাঙ্গু; Eng. Mango-ginger.

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহা দেখিতে আদার ত্রায় ও গন্ধ আত্রের ত্রায়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কন্দ গোলাকার ও স্থূল; মূল পুরান হইলে ফিকে লেবুর রং-বিশিষ্ট হয়। গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৩ ফুট লম্বা। পত্রের বৃত্তদেশ ও অগ্রভাগ সরু ও সবুজবর্ণ; পুষ্পদণ্ড ২ ফুট কিংবা অধিক, ইহার নিম্নভাগ পত্রের দ্বারা চাপা থাকে। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, শরৎকালে হয়; বহির্কাস ১ ইঞ্চি, ফিকে সবুজবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল শাস্তিকর, ইহা পেটকাঁপা ও উদরাময়-নিবারক। শীকড় শ্লেষ্মা-নিবারক, ধারক, উদরাময় ও মধুমেহ রোগে ব্যবহৃত হয়। আমাদা চাটনীতে

CURCUMA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[577. *C. longa* Linn

বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদা অন্ন, দ্রব্য তিক্ত, কটিকর, অগ্নিবর্ধক, অর্শ, শূল ও মুখরোগে হিতকর। (Fig. 575.)

576. *C. aromatica* Salisb. (বন-হলুদ)

Fig.—Bot. Mag., t. 1546 ; Wight, Ic., t. 2005.

Ref.—F. B. I., vi. 210 ; Roxb., Fl. I., i. 23 ; B. P., ii. 1042 ; Prain, H. H., 284.

জন্মান্তান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, জঙ্গলে হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-হলুদ ; সং. কর্পূরহরিদ্রা ; হি. বনহলুদি ; তে. কাণ্ডামালা ; বংহলদি ; Eng. Wild Turmeric.

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—কন্দ আলুর মত, ব্যাস ১ ইঞ্চি। পত্র ৩-৪ ফুট ; বোঁটা পত্রের বিস্তারের সমান। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, গাছের অগ্রভাগে এপ্রেল হইতে জুন মাসে জন্মে। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, ফিকে সবুজবর্ণ ১½-২ ইঞ্চি, গাঢ় লালবর্ণ। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি ফিদেলাকৃতি, ফুলের অগ্রভাগ বিস্তৃত, গোলাকার পীতবর্ণ, ৩ ভাগে বিভক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়, ইহা বলকারক ও পেটফাঁপা-নিবারক। Dr. Dymock বলেন ইহার গুণ হরিদ্রার ত্রায়, কিন্তু ইহার গন্ধ হরিদ্রা অপেক্ষা উগ্র। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে অথবা মচকাইয়া যাইলে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রলেপ দেয়। Dr. Ainslie বলেন মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের মতে ইহা একটা সর্পবিষ-নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বনহরিদ্রা পাঁচড়া ও বসন্তের উদ্ভেদে বাহ্যিক প্রযুক্ত হয়। Benzoin (লবন) এর সহিত পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। শরীরের রক্ত-বিকৃতিতে এবং চর্মরোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রযুক্ত হয়। (Fig. 576.)

577. *C. longa* Linn. (হরিদ্রা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 269 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 11.

Ref.—F. B. I., vi. 214 ; Roxb., Fl. I., i. 32 ; B. P., ii. 1042 ; Prain, H. H., ii. 285 ; Watt, Diet. Econ. Pr. Ind., ii. Pt., 2, 659.

জন্মান্তান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; ইগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, যশোহর, পাবনা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় জমিতে ও বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. হরিদ্রা ; হি. হলুদি ; তা. মাঙ্গল ; তে. পাহুপু ; Eng. Turmeric.

CURCUMA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[577. *O. longa* Linn.]

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; কন্দ লম্বা, চক্র ও গোলাকার গাঁটযুক্ত; গেঁড়গুলির অভ্যন্তর-ভাগ পীতবর্ণ, পুরু, লম্বা এবং গোলাকার। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বোঁটা পত্রের বিস্তারের সমান লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণ, ১½ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ডের পত্র গাঢ় লালবর্ণ, দেখিতে বন হলুদের মত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হরিদ্রা উত্তেজক, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে বা মচকাইয়া যাইলে চূণের সহিত ইহার প্রলেপ দিলে আক্রান্ত স্থানের বেদনা আরাম হয়। হরিদ্রার গুঁড়া সেবন করিলে দূষিত রক্ত সংশোধিত হয়। হরিদ্রার টাটকা রস ত্রিমি-নাশক, হরিদ্রার কাথ সর্দি আরাম করে ও চক্ষু ওঠা আরাম হয়। হরিদ্রার দ্বারা তরিতরকারি ধুইয়া লইলে বিষ নষ্ট হয় ও তরকারি সুস্বাদু হয়। হরিদ্রা নিমপাতার সহিত বাটিয়া গায়ে মাখিলে চর্মরোগ আরাম হয়।

হরিদ্রা-ফুলের মলম দিলে কুমি ও অপরাপর চর্মরোগ আরাম হয়। Dymock বলেন মুসলমান বৈদ্যেরা প্লীহা ও যকৃৎ-দোষে ইহা প্রয়োগ করে। মাথায় সর্দি বসিলে হরিদ্রার ধোয়া নাকে দিলে সর্দি পরিষ্কার হইয়া মাথা-ধরা আরাম হয়।

Dr. Beadon Powel বলেন ইহা সবিরাম জ্বর ও শোথরোগ-নাশক। ইহার শীকড়ের গুঁড়া ৩০-৪০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে সর্দি-কাশি আরাম হয়।

হরিদ্রা পোড়াইয়া ইহার ধোয়া লাগাইলে বিছার কামড়ের যন্ত্রণা কয়েক মিনিটের মধ্যে আরাম হয়। কাঁচা হলুদ বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা-ধরা আরাম হয়। হলুদ পোড়াইয়া উহার ধোয়া নাকে দিলে হিষ্টিরিয়া রোগের fit কমিয়া যায়।

হরিদ্রার গুঁড়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া গায়ে মাখিলে চর্মরোগ নষ্ট হয়। মিহি কাপড় হরিদ্রায় ছোপাইয়া চক্ষের উপর দিলে চক্ষু উঠা ও উহার আরক্ততা দূর হয়।

পিষ্টহরিদ্রা ও বাসক পত্র গোমুত্রে পেষণ করিয়া চর্মে লাগাইলে এবং গোমুত্রের সহিত সেবন করিলে ২১৩ দিনের মধ্যে চর্মরোগ ও কাউর আরাম হয়।

হরিদ্রাকঙ্কসংযুক্তং গোমুত্রস্ত পলদ্বয়ম্।

পিবেন্নরঃ কামচারীকচ্ছুপামাবিনাশনম্ ॥ চক্রদত্ত

গোমুত্রের সহিত এক মাস হরিদ্রাচূর্ণ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

হরিদ্রার কাথ চিনি ও মধুর সহিত খাইলে কফজ তৃষ্ণা, পাণ্ডু, শোথ, মেহ ও ব্রণ আরাম হয় (রাজবল্লভ)।

হরিদ্রা ৪ প্রকার, যথা—আমাদা, বনহরিদ্রা, কর্পূরহরিদ্রা ও হরিদ্রা এগুলির গুণ প্রায় সমান। হরিদ্রা প্রধানতঃ কুষ্ঠ ও চর্মরোগ-নাশক।

CURCUMA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[679. *C. angustifolia* Roxb.]

গুড় ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদ আরাম হয়। জ্বোক ধরিলে যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষয় হয় তবে সেইস্থানে হরিদ্রার গুঁড়া লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

হরিদ্রা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ চিনির সহিত পান করিলে শৈত্যজনিত সর্দি আরাম হয়।

সাজীমাটির সহিত হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া ফুলা ও বেদনা-যুক্ত স্থানে লাগাইলে উষ্ণ আরাম হইয়া যায়। (Fig. 577.)

578. *C. Zedoaria* Rosc. (শটী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934B.

Ref.—F. B. I., vi. 210; Roxb., Fl. Ind., i. 20; B. P., ii. 1042.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের পূর্বদিকে অরণ্যে বহুপরিমাণ জন্মে, ভারতে চাষ হয়, চট্টগ্রামের জঙ্গলে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. হি. কয়ুর, শটী; তে. কয়ুরম্।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ইহার কন্দ গোলাকার ও লম্বা। পত্র ১-২ ফুট, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড ২ ফুট লম্বা ও ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, পুষ্পদণ্ডের পত্র ১২ ইঞ্চি সবুজবর্ণ ও লালরংগের দাগ আছে। পুষ্প ফিকে পীতবর্ণ, বহির্কাস ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। পুষ্পনল ফিঁদেলাকৃতি, বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। বীজ লম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গন্ধ কর্পূরের তায় উগ্র, ও স্বাদ তিক্ত। উহা পেটকাঁপা-নিবারক ও চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার শুষ্ক মূলের গুঁড়া বকমকাষ্ঠের (*Coesalpinia Sappan* L) সহিত মিশাইয়া লাল আবির প্রস্তুত করে। কয়ুর ও হরিদ্রা গাছের চাষ নারিকেল বাগানে হয়। কয়ুর বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল বর্ষার পূর্বে জন্মে ও ফল পরে হয়।

সর্দি হইলে ইহার ক্কাথ পিপুল, দারুচিনি ও মধুযোগে ব্যবহৃত হয়। Rheede বলেন ইহার পালো এবং টাটকা মূল শাস্তিকর এবং মূত্রকর, ইহা প্রস্রাব ও গনোরিয়া রোগ দমন করে এবং রক্তপরিষ্কার করে। পত্র-রস শোথ-রোগে হিতকর। (Fig. 578.)

579. *C. angustifolia* Roxb. (এরারুট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934A; Asiat. Research, XI, t. 5 (1810).

Ref.—F. B. I., vi. 210; Roxb., F. I., i. 31; B. P., ii. 1041.

CURCUMA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[580. *C. caesia* Roxb.]

জন্মস্থান—ভারতের পার্শ্বত্যা, প্রদেশ, পশ্চিম বিহার, সেয়ানী উপত্যকা, ত্রিহুট, অযোধ্যা। এই গাছ জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়। মে-জুন মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. টিকুর, এরাকট; তা. এরাকট, কিসাসু; তে. এরাকট, গদালু। Eng. East Indian arrowroot।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, পত্র সরু ১-১½ ফুট লম্বা।

নিম্নলিখিত কয়েকটি গাছ হইতে ভারতীয় এরাকট প্রস্তুত হয় ও ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া থাকে।

(১) *C. leucorhiza* Roxb. (Rose, Seit. t. 102) এই গাছ বিহারে জন্মে।

(২) *C. montana* Rose. (Roxb. Cor. Pl. t. 151) এই গাছ দক্ষিণাত্যে, কর্ণাট ও উত্তর এবং দক্ষিণসরকারে জন্মে।

(৩) *C. longa* Linn. (Benth. & Trim. f. 269) হলুদ গাছ বঙ্গদেশে জন্মে।

(৪) *C. aromatica* Salisb. (Rose, Seit. f. 103) বনহরিদ্রা, ইহা ভারতের সর্বত্র জন্মে।

(৫) *C. rubescens* Roxb. (Voight, 564) বঙ্গদেশের সর্বত্র এবং মণিপুর ও উত্তর বর্মায় দেখা যায় এবং ছগলী ও হাওড়া জেলায় সচরাচর গ্রামের নিকট জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

(৬) *Maranta arundinacea* Linn. এই গাছ আমেরিকা-দেশীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট এরাকট হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে অল্প পরিমাণে চাষ করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যে সকল গাছ হইতে এরাকট প্রস্তুত হয় তাহার সাধারণ নাম টিকুর। এইগুলির কন্দ অতি অল্প পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 579.)

580. *C. caesia* Roxb. (কালহরিদ্রা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 936.

Ref.—F. B. I., vi. 212; Roxb., F. I., i. 26; B. P., ii. 1042; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বনজঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাল হরিদ্রা, নীলকণ্ঠি; হি. নারকচুর; তে. অপাপাসুপু।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—কন্দ গোলাকার ও লম্বা, অধিক মোটা নহে। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বিস্তারিত

ZINGIBER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[581. *Z. officinale* Rosc.]

ফুট, নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘনসন্নিবদ্ধ ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে হরিদ্রাবর্ণ ও ছোট, মস্তক ২ ইঞ্চি, তিনভাগে বিভক্ত। ইহা শঠী (*C. Zedoaria* Rosc.) গাছের মত, তবে রংএর বিভিন্নতা আছে। এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা শঠী (*C. Zedoaria*) গাছের গুণবিশিষ্ট। লোকে ইহা স্নানের পর গায়ে মাখিয়া থাকে, বঙ্গদেশে ইহা হরিদ্রার তায় ব্যবহার করে। (Fig. 580.)

Genus—ZINGIBER Adans.

581. *Z. officinale* Rosc. (আদা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 270 ; Woodville, t. 250 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 21 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 944.

Ref.—F. B. I., vi. 246 ; Roxb., F. I., i. 47 ; B. P., ii. 1045 ; Dymock, iii. 420 ; Watt, Die Econ. Pro. Ind., vi, Pt. 2, 358.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে এবং বঙ্গদেশে চাষ হয় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. আদা ; সং. আদ্রক, বিশ্বভেষজ ; তা. হুকু ; তে. স্ব টা ; হি. স্ব ঠা। Eng. Ginger.

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ। মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; চূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—গাছ ৩-৪ ফুট হয়। পত্র ১-১৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে পাতা নাই। পুষ্পকেশর গাঢ় বেগুনে। ফুল প্রায়ই হয় না এবং বীজ দেখা যায় না (Roxburgh)। আদা শুষ্ক করিলে শুঁঠ হয়। ইহা বহু পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হয়। আদা ভাল করিয়া ধুইয়া, চট বা খলেতে রগড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আদা British Pharmacopoeia এবং আয়ুর্বেদে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আদার সংস্কৃত নাম 'মহৌষধ', বিশ্বভেষজ, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও নাগর।

আদ্রক নিষণ্টু কারের মতে ঝাল, হজমিকারক ও কোষ্ঠবদ্ধ-নিবারক। ইহা হাঁপানি, বমন, সর্দি, পেটবেদনা, বুক-ধড়ফড়ানি, শোথ এবং অর্শরোগে হিতকর।

হিন্দু কবিরাজদের মতে আদা, গোলমরিচ এবং পিপুলকে ত্রিকটু বলে। ইহার সহিত অপরাপর মসলা ও চিনিযোগে সমশর্করচূর্ণ ও সোভাগ্য-গুণী নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহা অল্প ও ক্ষুধাহীনতা-রোগে ব্যবহৃত হয়।

বাতরোগে আদার সহিত মাখন মিশাইয়া সেবন করিলে বাত আরাম হয়। টাটকা

ZINGIBER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[581. Z. officinale Rosc.]

আদার রস এবং হরিত্রার রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দি ও হাঁপানি আরাম হয় এবং ইহার সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে অজীর্ণ আরাম হয়। শুষ্ক আদা বাটিয়া গরম জলের সহিত কপালে লাগাইলে মাথা-ধরা আরাম হয়। আদার রস অল্প মধু ও ময়ূরের পালক-পোড়া ছাইয়ের সহিত সেবন করিলে অতিশয় বমন একেবারে আরাম হয়।

আদার বিষনাশ করিবার শক্তি আছে অতএব বিষপান করিলে আদার রসে উপকার হয়। আদা হইতে অনেক বিলাতী জল প্রস্তুত হয়। আদা ও লবণ খাইবার পূর্বে খাইলে পেটফাঁপা আরাম হয় ইহা জিহ্বা ও গলার শোধন করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

এলাচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, নাগকেশর ফুল ৩ ভাগ, গোলমরিচ ৪ ভাগ, শুষ্ক আদা ৬ ভাগ এইগুলি গুঁড়া করিয়া ইহাদের ওজনের সমান চিনি মিশ্রিত করিয়া যে ঔষধ হয় উহাকে সমশর্করাচূর্ণ বলে, ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ ও অর্শরোগ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

দুগ্ধের সহিত আদার রস মিশাইয়া নস্ত্র লইলে মাথা-ধরা আরাম হয়।

শুঁটের গুঁড়া ১ তোলা, জল দেড়পোয়া, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া এইগুলির কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া পান করিলে মৃত্ত্বার হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়। (চরক)

জল ও শুঁট সমপরিমাণ লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া লইলে অতিসার আরাম হয় এবং পুরাতন গুড় এবং আদা সমভাগ লইয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১ মাস সেবন করিলে শোথ আরাম হয়। (চরক)

তিলতৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধবলবণ দিয়া খাইলে কানের বেদনা আরাম হয়। পুরাতন গুড়ের সহিত শুঁট পান করিলে কামলা রোগীর কামলা আরাম হয়। গুল্মরোগে গোমূত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুঁটচূর্ণ সেবন করিলে গুল্ম আরাম হয়। (সুশ্রুত)

আদার রসে সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করিলে কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া যায়। শুঁটের সহিত গব্যদুগ্ধত পাক করিয়া পান করিলে গ্রহণী আরাম হয়। আদার রস মধুর সহিত খাইলে নৃতন সর্দি ও শ্বাসকাশের উপশম হয়। শুঁটের কাথ গরম গরম পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, ইহা হৃদরোগ ও কাশের পক্ষে হিতকর। (চক্রদত্ত)

শুঁটচূর্ণে অল্প গব্যদুগ্ধত মিশাইয়া এরণ্ড-পত্রে বেটনপূর্বক মাটির প্রলেপ দিয়া মুহু অগ্নিতে পাক করিবে, এই চূর্ণ প্রাতে চিনির সহিত সেবন করিলে আমাতিসার ও পেটবেদনা আরাম হয়। (শাক্ষধর)

শুঁট চূর্ণ এরণ্ডমূলের রসে ভিজাইয়া পিণ্ড করিবে, এই পিণ্ড এরণ্ড-পত্রে আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে, এই রস মধুর সহিত খাইলে আমবাত আরাম হয়।

পীত বেড়েলার ছাল ও শুঁট সমভাগ লইয়া কাথ করিবে। ২৩ দিন এই কাথ পান করিলে শীত, কম্প ও দাহ-সংযুক্ত বিষম জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ছাগদুগ্ধের দ্বারা ক্ষীর পরিভাষানুসারে প্রস্তুত শুঁটের কাথ হিকা নাশ করে।

ZINGIBER]

ভারতীয় বনৌষধি

[582. Z. zerumbet Smith.

বেল শুঁঠ ও শুঁঠের কাথ সেবন করিলে বমন ও ওলাউঠা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। আদার রস পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে শীতপিত্ত আরাম হয়। সজিনার ক্ষার ও আদা গুল্ম-রোগে সেব্য (ভাবপ্রকাশ)। শুঁঠ, রসুন ও মধু একত্রে পান করিলে শ্বাসকাশ আরাম হয় (R. N. Khory, ii. 6017)। শুঁঠ বিষচিকা, শোথ, বুক ধড়ফড় করা, পেটকাপা, কাশ ও অগ্নিমান্দ্য-রোগে ব্যবহৃত হয়।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠের কাথ গোমূত্র ও গুগগুল সহ পান করিলে শোথ ও উদর-রোগ প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিতা, বামনহাটী ও দেবদারুর কাথ পান করিলে হস্ত, পদ, উদর ও মুখ-শোথ প্রশমিত হয়।

কাঞ্চন ছালের কাথ শুঁঠ-চূর্ণের সহিত পান করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয় এবং বরুণ ছালের কাথ পান করিলেও গণ্ডমালা নষ্ট হয় (শাঙ্গর্ধর)। (Fig. 581.)

582. Z. zerumbet Smith. (মহাবরী বচ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 945.

Ref.—F. B. I., vi. 247 ; Roxb., F. I., i. 48 ; B. P., ii. 1045 ; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ; হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় স্থানে স্থানে চাষ হয় এবং গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মহাবরী বচ ; সং. স্থূলগ্রস্থি ; হি. নারকচুর ; মালাবার—কথু-ইনসিকুয়া।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দচূর্ণ ; মাত্রা ৪-৮ আনা ; কাণ্ড এক আনা।

বর্ণনা—ঔষধি-জাতীয় উদ্ভিদ, কন্দ অতিশয় বৃহৎ, হরিদ্রার মত, অভ্যন্তরভাগ ফিকে পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট উচ্চ, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও বর্ষজীবী। পত্র ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি মোটা, লম্বা খাপের মধ্যে থাকে। ফুল ফিকে উহার অগ্রভাগ একটু অধিক কৃষ্ণবর্ণ। পুষ্পনল ১½ ইঞ্চি, ফল ১ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ; বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষার শেষে ফুল ও পরে ফল হয়।

বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার—মহাবরী বচ এবং শ্বেতবচ বা ঘোড়া বচ। বাঙ্গালায় কেহ কেহ মহাবরী বচকে অরুণ বচ বা রচা বচ বলে। ভাবপ্রকাশে যে স্নগন্ধবচের উল্লেখ আছে উহা মহাবরী বচকেই বুঝায় আর এক প্রকার বচ আছে উহাকে পশ্চিমদেশীয় লোকে কুলঙ্গন বলে। ইহাকে বাঙ্গালায় মহাবরী বচ বলে ; ইহার লাতিন নাম *Alpinia Galanga*. মোটামুটি মহাবরী বচ, স্নগন্ধ বচ ও কুলঙ্গন প্রায় একই জিনিষ। এই বচ অতিশয় উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, আদা অপেক্ষা একটু তিক্ত ; ইহার কন্দ আদার ত্রায় ব্যবহৃত হয়।

ZINGIBER.]

ভারতীয় বনৌষধি

[593. *Z. casumunar* Roxb.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্দি ও হাঁপানীর পক্ষে হিতকর। ইহা কৃমি, কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্মরোগের ঔষধ।

অতিবিষা (*Aconitum heterophyllum*) ও বচের কাথ পান করিলে অতিসার আরাম হয় (চরক)।

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয় (বাগ্ভট)। কাঁচা দুগ্ধ ও শীতল জল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ বচচূর্ণ দিয়া পান করিলে মূত্রদোষ আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

বচ ও নিমছালের কাথ পান করিলে সর্দিজনিত হৃদ্রোগ আরাম হয়। বচ, কুড় ও বিড়ঙ্গের অল্প গরম কাথে শিশুকে স্নান করাইলে শিশুর কক্ষুবিচর্চিকা (*Eczema*) আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মুখের ঘা, মুখের গন্ধ প্রভৃতি মূত্ররোগ আরাম হয়।

বচ অল্পমাত্রায় পাচন, তিন চারি আনা মাত্রায় বমন-কারক; অজীর্ণের সহিত পেটফাঁপা থাকিলে বচচূর্ণ-সেবন অতিশয় হিতকর। ঠুঁ আনা মাত্রায় বচচূর্ণ শিশুর পেট-কামড়ানি আরাম করে। ঘুড়ি কাশিতে বচচূর্ণ মুখে রাখিলে কাশির উপশম হয়।

শিশুর পেট-ফাঁপা ও অজীর্ণ থাকিলে উহার নাভিতে বচের প্রলেপ দিলে উপকার হয় (Watt)। (Fig. 582.)

583. *Z. casumunar* Roxb. (বন-আদা)

Fig.—Roxb., *Asiat. Research.*, ii, t. 7; *Bot. Mag.*, t. 1426.

Ref.—F. B. I., vi. 248; Roxb., F. I., i. 49; B. P., ii. 1045; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে এবং চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-আদা; সং. বন-আদ্রক; তে. কুরাপাসুপু।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ঔষধি-জাতীয় গুল্ম; কন্দ শক্ত পত্রময়, ৪-৬ ফুট উচ্চ, বহুবর্ষজীবী। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, উহার পত্র ডিম্বাকৃতি, উজ্জল লালবর্ণ, কিংবা সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ, ফুলের পাপড়ি দ্বি-বর্ণ, উহার উপরি ভাগ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বীজ ছোট ও গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ আদার তুল্য। ইহা পেট-ফাঁপা-নিবারক, উত্তেজক ও উদরাময়-নিবারক। ইহা ঔষধের দোকানে *Casumunar* নামে বিক্রীত হয় (Pereira

AMOMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[585. *A. subulatum* Roxb.]

Met. Med., ii, Pt. i., 236)। মালাবার দেশে Kattu-manual পীত আদাকে বলিয়া থাকে। (Fig. 583.)

Genus—COSTUS Linn.

584. *C. speciosa* Smith. (কেউ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 8; Lam., Ill., i, t. 3.

Ref.—F. B. I., vi, 249; Roxb., F. I., i, 50; B. P., ii, 1050; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেউ; সং. কেমুকা; সামতাল—ওঙ্গ, তেবম্বাকাটিকা; মালাবার—পেংবা।

ব্যবহার্য অংশ—শীকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বছর্বর্ষজীবী উদ্ভিদ, শীকড় আলুর মত। পত্রময় কাণ্ড ৬-৯ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ২-১ ফুট, অগ্রভাগ সরু, নীচের দিক পশমের মত লোমে আবৃত। পুষ্পাঙ্কুরী ডিম্বাকৃতি, উজ্জল লালবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্কাস ১ ইঞ্চি, পাপড়ী শ্বেতবর্ণ ও লম্বা। পুংকেশর ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; বীজাধার ১ ইঞ্চি, গোলাকার ও লালবর্ণ। বর্ষার শেষভাগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Ainslie বলেন জামেকা দেশে ইহার শীকড় আদার ত্রায় ব্যবহৃত হয় (Met. Med. Ind., ii, 167)।

ইহা কামোত্তেজক ও রসায়ন (Cal. Exhib. Catalogue)

ইহার শীকড় Galangar তুল্য, কিন্তু ইহার উত্তেজক গুণ ও-দৌগন্ধ নাই। ইহা আদার স্থানে ব্যবহৃত হয়।

শীকড় পরিপাক-কারক, উগ্র, তিক্ত এবং সর্দিজনিত জ্বর, চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

ইহার কৃমি নাশ করিবার শক্তি আছে (Atkinson)।

সামতালেরা ইহার শীকড় অনেক ঔষধে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 584.)

Genus—AMOMUM Linn.

585. *A. subulatum* Roxb. (বড় এলাচ)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 277; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 942

Ref.—F. B. I., vi, 240; Roxb., F. I., i, 44; Dymock, iii, 436.

AMOMUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[586. A. aromaticum Roxb.

জন্মস্থান—হিমালয়-পর্বতের পূর্বদিকস্থ প্রদেশে, সাধারণতঃ নেপালে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় এলাচ বা নেপালী এলাচ ; সং. স্কুলৈলা ; তে. পেঙ্গুএলাকুলু ; তা. এলম্।

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—এই গাছের মূল বহুদিন থাকে ; পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট, পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, সবুজবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘন-সন্নিবিষ্ট, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। মঞ্জরী-পত্র লাল ধূসরবর্ণ। ফুলের বহির্কাস এবং পুষ্পনল ১ ইঞ্চি, ফুল পীতভ শ্বেতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকৃতি, লাল ধূসরবর্ণ। গাছের পাতার কোন স্ফগন্ধ নাই। গাছ দেখিতে অনেকটা আদা ও হরিদ্রার গায়। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয় ও শরৎকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এলাচ পেটের দোষ-নিবারক। ইহা কলেরা-রোগে পাকস্থলীর উত্তেজনা কমাইয়া থাকে। এলাচের কাথ মুখ ও দাঁতের গোড়ার রোগে দৌতিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এলাচের পিত্ত নিঃসারণ করিবার ক্ষমতা আছে, এজ্জ ইহা পাকস্থলীর যে কোন প্রকার অস্থখে ব্যবহৃত হয়। এলাচের ১০ গ্রেণ গুঁড়া যকৃৎ-বিকৃতি-রোগে হিতকর। Sur. Maj. H. D. Coak সাহেব বলেন যে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ এলাচের গুঁড়া কুইনাইনের সহিত দিয়া স্নায়ুশূল-রোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এলাচ-চূর্ণ গণোরিয়া রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 585.)

586. A. aromaticum Roxb. (সোরঙ্গ এলাচ)

Fig.—Rose., Scit. Pl., t. 109 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 943.

Ref.—F. B. I., vi. 241 ; Roxb., F. I., i. 45 ; B. P., ii. 1043.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ, নেপাল, পূর্ব-হিমালয়, সিকিম, খাসিয়া-পাহাড় ও গ্রীহট্ট।

বিভিন্ন নাম—বা. মোরঙ্গ এলাচ ; মালাবার—বেলদোদ।

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহার মূল বহুদিন থাকে ; পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট। পত্র ২-১২ ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, উভয় দিকে সূক্ষ্ম লোম আছে। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, গোলাকার, বৃন্ত ছোট পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ইহাতে ধূসরবর্ণ দাগ আছে, উপরি ভাগ ফিকে পীতবর্ণ বীজাধার ১ ইঞ্চি লম্বাকৃতি, বীজ ছোট ছোট হয়। বর্ষার পরে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ও তৈল বড় এলাচের গায় ব্যবহৃত হয় (Fig. 586.)

CANNA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[588. *C. indica* Linn.]

Genus—ELETTARIA Maton.

587. *E. Cardamomum* Maton. (ছোট এলাচ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, tt. 4 & 5; Benth. & Trim., t. 267; Roxb., Cor. Pl., iii, t. 226; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 948.

Ref.—F. B. I., vi. 251; Dymock, iii. 428.

জন্মস্থান—পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর, কঙ্কণ, মালাবার উপকূল, মাদ্রাজ, কুর্গ ও মহীশূর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোট এলাচ বা গুজরাটী এলাচ; সং. এলা, স্ময়েলা; হি. ছোট এলাচী; তা. তে. ইল্লাই Eng. Lesser Cardamon.

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কন্দ পত্রময়, ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, নিম্নে কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বহির্ভাগ ২ ইঞ্চি, পুষ্পনল ছোট ও প্রসারিত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রত্যেক দণ্ডে অনেকগুলি এলাচ জন্মে। পত্রের অগ্রভাগ অতিশয় লম্বা। বীজকোষ প্রায় গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি; ইহাতে লম্বা লম্বা অনেক শিরা আছে। এলাচের বীজকোষ বা ছোট এলাচ সকলেই দেখিয়াছেন, অতএব ইহার অধিক বর্ণনা আবশ্যক নাই। বীজ উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, ইহার দ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলে এই গাছ ৪০০-৪০০০ ফুট উচ্চে বেশ উদ্ভবরূপে জন্মে। জানুয়ারী মাসে যে এলাচ উৎপন্ন হয় উহাকে “মগরা” এলাচ বলে, এই এলাচ অতি উৎকৃষ্ট। সেপ্টেম্বর মাসে যে এলাচ হয় উহাকে কান্নি এলাচ বলে এবং লম্বা এলাচকে নীল এলাচ বলে, ইহা অতিশয় নিম্ন শ্রেণীর এলাচ। এলাচ পাকিবার পূর্বে পীতবর্ণ ধারণ করে, এই সময় উহা সংগ্রহ করিতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এলাচ পাচক ও উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট। বিরেচক ঔষধে কখন কখন পেট ফাঁপে, কিন্তু উহাতে এলাচ দিলে ওই সকল উপসর্গ দূর হয়। এলাচ গুঁড়া করিয়া নম্ব লইলে মাথাধরা আরাম হয়। বমন-রোগে এলাচের সহিত বেদানা খাইলে বমন আরাম হয়। এলাচ ওলাওঠা রোগের একটি উত্তেজক ঔষধ। (Fig. 587.)

Genus—CANNA Linn.

588. *C. indica* Linn. (সর্বজয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 43; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952A.

Ref.—F. B. I., vi. 260; Roxb., F. I., i. 1; B. P., ii. 1047; Dymock, iii. 449.

MUSA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[589. *M. sapientum* Linn.]

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র বাগানে বাহারের জন্য রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. সর্বজয়া; হি. কিওয়ায়া; তা. কুন্দ-শনী-ফেড্ডী; তে. গুড়ি-জেনজা-ফেট্ট।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, শীকড়, কন্দ, পুষ্প ও পত্র।

বর্ণনা—৩-৪ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ, পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ। পুষ্পমঞ্জরী ২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও সবুজবর্ণ। ফুল ২-২½ ইঞ্চি লম্বা। ফল উন্নত ২-১ ইঞ্চি লম্বা, দ্বিযং গোলাকার, তিনটি ঘরবিশিষ্ট; কৃষ্ণবর্ণ ও সরু, ইহাতে বীজ অনেক থাকে, মটরের ত্রায় গোলাকার। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ঘর্মকর, মূত্রকর, জ্বর ও শোথনাশক, শাস্তিকর ও উত্তেজক। গোমহিষাদির কোন প্রকার বিযাক্ত ঘাস খাইয়া পেট ফুলিলে দেশীয় কবিরাজেরা ইহার কাণ্ড ও পাতা ছেঁচিয়া গোলমরিচের সহিত চাউল ধোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেয় (Drury)।

ইহার শীকড় শোথ ও জ্বর-রোগে ঘর্মকর ও মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

সর্বজয়া-বীজ ক্ষতরোগ-নিবারক ও দেহের ক্ষুধি উৎপাদক (Beadon Powel)। (Fig. 588.)

Genus—MUSA Linn.

589. *M. sapientum* Linn. (কদলী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i., tt. 12-14. Roxb., Cor. Pl., t. 275; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952.

Ref.—F. B. I., vi. 262; B. P., ii. 1050; Dymock, iii. 443; Prain, H. H., 286.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কলা; সং. তে. কদলী; হি. বসে ও গুজরাট—কেলা।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, পত্র, বাসনা, কন্দ ও শীকড়।

বর্ণনা—ইহার পত্রের সংলগ্ন বাসনায়ুক্ত কাণ্ড ৪-১২ ফুট উচ্চ। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা উপরিভাগ উজ্জল সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ। পুষ্পমঞ্জরী ডিম্বাকৃতি; ফুলের বহির্কাস পীতের আভাযুক্ত, খেতবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি, পাপড়ি লম্বা। ফল ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। চাষ করা কলার প্রায় বীজ হয় না, বন্য কলার বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়। কলা বৎসরের সকল সময়েই ফলে।

MUSA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[589. *M. sapientum* Linn]

যে সমস্ত কলার ভারতবর্ষে চাষ করা হয় তাহাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) *M. paradisiaca* Linn.—কাঁচকলা, ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারী করিয়া খাওয়া যায়; (২) *M. sapientum* Linn.—পাকা কলা এবং (৩) *M. cavendishii* Lamb. (*M. chinensis* Sw.) কাবুলী কলা। এই শেষোক্ত কলা ছাড়া আর যে যে প্রকারের পাকা কলা আমরা খাই তা *M. sapientum* এর অন্তর্গত। চাঁপা, কাঁটালী, রামকলা, সিদ্ধাপুরের কলা প্রভৃতি অনেক প্রকার কলার বঙ্গদেশে চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কদলী গলার ঘায়ে, শুষ্ক কাশিতে, বক্ষঃ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ইহার চিনি কিংবা মধুর সহিত ব্যবহার মূত্রকর ও কামোত্তেজক।

অধিক মাত্রায় কলা খাইলে হজম হয় না। কলাগাছের এঁটের ছাই কুমিনাশক। কদলী ছোবা পোড়াইয়া উহার অঙ্গার পায়ে তলায় লাগাইলে পা-ফাটা আরাম হয়। আমেরিকা দেশে কলার syrup পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ-রোগে ব্যবহার করে। পক্ক কদলী খণ্ড খণ্ড কাটিয়া উহার সমপরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া আবদ্ধ পাত্রে শীতল জল দিয়া আস্তে আস্তে ফুটাইবে, পরে উহা অগ্নি হইতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও, এই সিরাপ এক চামচে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে যাবতীয় বক্ষঃপ্রদাহ-রোগের উপশম করে।

কচি কলাপাতা বেলেক্তায় অথবা দধিস্থানে বসাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলার শিকড় বলকারক, ইহা রক্তবিকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কলার রস কলেরা-রোগে পিপাসা নিবারণ করে এবং ইহাতে মুখ ধুইলে পিপাসা নিবারিত হয়। কদলী শ্লেষ্মা-কারক, ইহা পেট গরম হইলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বক্ষঃ ও মূত্রযন্ত্রের উপর কদলীর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ভাল পাকা কলা পুরাতন রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে হিতকর। উত্তর বঙ্গে কলাপাতা পোড়াইয়া ইহার ছাই তরকারীতে দেয়; ইহাতে অন্ন দমন করে।

পাকাকলা-সিদ্ধ দধিমিশ্রিত করিয়া চিনি কিংবা লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদরাময় আরাম হয়।

১ আউন্স পাকা কলা ২ আউন্স পুরাতন তেঁতুলে পেষণ করিয়া শুড় কিংবা মিছরী দিয়া নিবসে ২১০ বার খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। কাঁচাকলার পালো রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খাইলে পেট-ফাঁপা ও বুক-জ্বালার সহিত অজীর্ণ আরাম হয় (N. C. Dutt)।

কলার নরম শিকড় খাইলে মূত্রযন্ত্র ও ফুসফুস হইতে রক্তশ্রাব নিবারিত হয়। কলার ছাই সেবন করিলে বুক-জ্বালা ও পেট-বেদনা আরাম হয়। নরম কাঁচাকলা খাইলে বহুমূত্র আরাম হয়। কলার পেটো ও পাতার রস অহিফেন-বিষ নষ্ট করে।

কলার পেটোর ১ আউন্স রস এক আউন্স ঘুতের সহিত খাইলে জ্বোলাপের কাজ করে। মোচার রস ছানার সহিত খাইলে আসেনিক বিষ নষ্ট করে।

কলার পালো উদরাময় ও রক্ত-আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। কাঁচাকলার আঠা

SANSEVIERIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[590. *S. Ruxburghiana* Schult.

চাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। কলার টাটকা কাণ্ডের রস খাইলে স্নায়বিক রোগ ও হিষ্টিরিয়া আরাম হয়।

কলার পেটোর রস অল্প গরম করিয়া কর্ণে দিলে কান কটকটানি আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

কলার স্ফার ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিলে সিন্ধ রোগ (ছুলি) আরাম হয়। (Fig. 589.)

CIII. HAEMODORACEAE.

Genus—SANSEVIERIA Thunbg,

590. *S. Ruxburghiana* Schult. (মূর্খা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 42; Roxb., Cor. Pl., ii, 45; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 953.

Ref.—F. B. I., vi, 271; Roxb., F. I., ii, 161; B. P., ii, 1054; Baker, in Journ. Linn. Soc., xiv, 549.

জন্মস্থান—করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশের জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মূর্খা; স. মূর্খা; হি. সাকুল; তা. মুরাত।

ব্যবহার্য অংশ—কাণ্ড, মূল। মাত্রা কাথ ৫-১০ তোলা, কঙ্ক ১-৪ আনা, রস ২-২ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড অতিশয় শক্ত। ৪-২ ইঞ্চি, কাণ্ডের চতুর্দিকে পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। মূল কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা, মাটির ভিতর থাকে। পত্র লম্বা, দেখিতে ঠোঙ্গার মত, পত্রের অগ্রভাগ কাঁটার ন্যায় সূচাল, ফুল হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ফল গোলাকার, পক্ক অবস্থায় নিষের ন্যায় পীতবর্ণ। বীজ এক একটা হয়, ডিম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। ইহা হইতে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হয়। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূর্খা বিরেচক, মিষ্ট, গুরুপাক, বলকারক ও হৃদ্রোগ-নাশক; ইহা পিত্ত, রক্তের উষ্ণতা, গনোরিয়া ও বায়ু, পিত্ত এবং কফের শাস্তিকর। পাঁচড়া ও কুষ্ঠ-নাশক এবং জ্বর ও বাতন্ত্র।

ইহার নরম শিকড়ের কাথ খাইতে উষ্ণ, দেশীয় কবিরাজেরা বহুদিনব্যাপী কাশ ও ক্ষয়-রোগে মধু ও চিনির সহিত ১ চামচে দিবসে ২ বার খাইবার ব্যবস্থা করেন।

নরম ও কচি গাছের রস বালকদের বৃকে ও গলায় সর্দি বসিলে প্রদত্ত হয়। ইহার মূল চাউলের জলের সহিত পান করিলে পিত্তবমন কমিধা যায় (চরক)।

মূর্খার কাথ সকল প্রকার জ্বর নাশ করে, বিশেষতঃ বিষম জ্বরে অতিশয় হিতকর (সুশ্রুত)। (Fig. 590.)

ANANAS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[591. A. sativus Schult.]

CIV. BROMELIACEAE.

Genus—ANANAS Adans.

591. A. sativus Schult. (আনারস)

Fig.—Bot. Mag., t. 1554; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 1.

Ref.—B. P., ii, 1052; H. S., 614.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান আমেরিকা; ইহা ১৫১৩ খৃঃ ইউরোপে যায় এবং ১৫২৪ খৃঃ পোর্টুগীজেরা ব্রাজীল হইতে ভারতের মালাবার উপকূলে আনয়ন করে।

বিভিন্ন নাম—বা. আনারস; Eng. pine-apple.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, ফল।

বর্ণনা—গাছের কাণ্ড পত্রময়। পত্র লম্বা, কিনারা কাঁটাক্ত করাতে দাঁতের গায়। ফুল কাণ্ডের উপরিভাগে জন্মে। পুষ্পকেশর ৬টা। ফলের গায়ে অনেক চোক আছে; বীজ অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি, কতক পরিমাণে চেপ্টা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ হয়। একটা কাণ্ডে একটা ফল হয়। ফলের বোটার নিকট অনেকগুলি চারা গাছ বাহির হয় এবং ফলের পশ্চাতে একটা গাছ হয়। গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা আনারসের চাটনি হয়, ইহা কফ ও পিত্ত এবং অরুচি-নিবারক। ইহার পাতার রস কৃমি-নাশক এবং মূলচূর্ণ মূত্রকর। আনারসের রস অধিক খাইলে গর্ভশ্রাব হয়, এই কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক।

আনারস পেট-কাঁপা-নিবারক। গর্ভবতী স্ত্রীলোক আনারস খাইলে গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হইয়া ১২ ঘণ্টার মধ্যে রক্তশ্রাব হইয়া গর্ভস্থ ভ্রূণ বাহির হইয়া পড়ে (R. N. Khori, ii, 620)।

ইহার পাতা ও অপকফলের গর্ভশ্রাব করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া গর্ভশ্রাব করাইবার জন্ত ভারতের সকল স্থানে ব্যবহৃত হয় (Watt, i, 238)।

ডাক্তার কানাইলাল দে বলেন যে, একটা কাঁচা আনারস ছাড়াইয়া উহার শাঁসের সমস্ত রস লবণ দিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাওয়াইলে ৩ মাস পর্যন্ত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভশ্রাব হইয়া যায়। ডাঃ কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে একটা আসন্নপ্রসবী স্ত্রীলোককে ২ পাঃ পরিমাণ পক্ক আনারসের রস খাওয়াইবার ফলে গর্ভপাত হইয়াছে। Dr. Dymock বলেন যে একটা ইংরেজ মহিলা অতিরিক্ত আনারস খাওয়াতে উহার ৫ মাসের গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় (Dymock, iii, 508)। (Fig. 591.)

CROCUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[592. C. sativa Linn.]

CV. IRIDEAE.

Genus—CROCUS Linn.

592. C. sativa Linn. (জাফরন)

Fig.—Royle, iii, t. 90 ; Benth & Trim., t. 274.

Ref.—F. B. I., vi. 276 ; Dymock, iii. 453 ; Stewart, Punjab Pl., 239 ; Boiss., Fl. Orient., v. 100.

জন্মস্থান—আদি বাসস্থান ইউরোপ ; কাশ্মীরের অন্তর্গত পামপুরে নিকটবর্তী ভূমি হইতে ৫০ ফুট উচ্চ ভূখণ্ডে চাষ হয়। পারস্য, স্পেন ও ফ্রান্স দেশে কুঙ্কুমের আবাদ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. জাফরন ; সং. কুঙ্কুম, অগ্নিশিখা, কাশ্মীর, বাদ্রিক ; হি. কেশর ; তা. কুঙ্কুমাণু ; তে. কুম্‌কুম পুকা ; Eng. Saffron.

ব্যবহার্য অংশ—স্ত্রীপুষ্পের পরাগ-রেণু। মাত্রা কঙ্ক ই-৩ আনা ; কাথ ৫ তোলা হইতে ১০ তোলা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্ম, ইহার মূলদেশ হইতে অনেক শিকড় বাহির হয়। পত্র মঞ্জরীর নীচে অতিশয় ঘনভাবে হয়। ফুল ২।১টা একসঙ্গে অথবা এক একটা পত্রের সহিত দেখা যায়। ফুলের পুংকেশর ৩টা, ইহা প্রসারিত। বীজকোষ তিনটি কুঠরি বিশিষ্ট, প্রত্যেক ঘরে অনেক গোলাকার বীজ থাকে। ইহার ফুল শরৎকালে জন্মে। জাফরনের রং উদ্ভিত সূর্যের ত্রায়। স্ত্রীপুষ্পের শুষ্ক রেণুকেই (Stigma) কুঙ্কুম বলে। পারস্যদেশীয় জাফরনের সহিত কিছু আঠাল দ্রব্য মিশাইয়া মণ্ডাকার করিলেই ব্যবসায়ের জাফরন হয়। বর্তমানে ইটালী ও ফ্রান্সে ব্যবহারের জন্য জাফরনের চাষ হয়। ইহা অধিক মূল্যবান বলিয়া কখন কখন উহার সহিত গাঁদাফুলের মস্তকস্থ কেশরগুলি ভেজাল দিয়া থাকে। জাফরন গাছের পরাগ হইতে জাফরন হয়। জাফরনের গেঁড়গুলি ভূমিতে রোপণ করে এবং অক্টোবর মাসে পরাগ সংগ্রহ করে। ফুলের স্ত্রীকেশর ও পরাগ হইতে ভাল জাফরন পাওয়া যায়। ১ আউন্স জাফরন পাইতে হইলে ৪৩২০টা ফুল আবশ্যক। Dr. Downes বলেন যে কাশ্মীরের বাগানে অতি উত্তম জাফরন জন্মে। উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবু রংএর, নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকে পীত বা কৃষ্ণবর্ণ। কাশ্মীর-দেশজাত কুঙ্কুম উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জাফরন উত্তেজক, আক্ষেপ-নিবারক এবং ঋতুকর। প্রাচীন কালে ইহা রংএর জন্য ব্যবহৃত হইত। জাফরন উৎসবের সময়ে ও অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। জ্বর ও ষকৃৎ-বৃদ্ধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা উদরাময়-নিবারক এবং বালকদের সর্দিতে হিতকর। ইহা মিহিমানা জিলাপী প্রভৃতি দ্রব্য রং করে।

IRIS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[594. *I. nepalensis* Don.]

প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক জাকফরনকে রসায়ন বলিয়া বিধান দিতেন। ইহা ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকদিগকে শীঘ্র প্রসব করাইয়া দেয়। জাকফরন মূত্রকর ও প্রথম স্নাতকর।

কিসমিসের কাথের সহিত কুসুম পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ আরাম হয় (চরক)।

কুসুম গব্যায়ুতে ভাজিয়া উহার সমপরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া নস্ত লইলে বেলা বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্দ্ধশিরঃশূল আরাম হয়। (Fig. 592.)

Genus—BELAMCANDA Adans.

593. *B. chinensis* Leman (দশবাই চণ্ডী)

Fig.—Bot. Mag., t. 171; Rheede, Hort. Mal., xi. t. 37; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 954.

Ref.—F. B. I., vi. 277; Roxb., Fl. I., i. 174; B. P., ii. 1056; Prain, H., H. 287.

জন্মস্থান—ইহার আদি জন্মস্থান চীন দেশ, বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—দশবাহু; দশবাই চণ্ডী।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ঔষধিজাতীয় উদ্ভিদ, কাণ্ড সরল ও পত্রময়; পত্র লম্বা ও শিরাবিশিষ্ট। মঞ্জরীপত্র সর। ফুলের বোঁটা লম্বা, পাপড়ীতে টিপ টিপ দাগ আছে। পাপড়ী ৬টা, পুংকেশর ৬টা, স্ত্রীকেশর পুংকেশর অপেক্ষা লম্বা। বীজকোষ ঝিঝকুতি, বীজ গোলাকার, বীজের অক উজ্জল, ভিতরে শাঁস আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মূত্রবিরেচক, বায়ু, পিত্ত ও কফ সামান্যবিস্রায় আনিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা সাধারণতঃ কঠ ও কঠনালীর রোগে ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন যে, ইহা মালাবার দেশে সর্পবিষ-নিবারণের জন্ত ব্যবহৃত হয়। গৃহপালিত পশু বিষাক্ত ঘাস খাইয়া রুগ্ন হইলে ইহা প্রদত্ত হয়। (Fig. 593.)

Genus—IRIS Linn.

594. *I. nepalensis* Don (কুড়জাতীয়)

Fig.—Pl. As. Rar., i. 77, t. 86; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 955.

Ref.—F. B. I., vi. 273; Royle, Ill., 372.

জন্মস্থান—পশ্চিম এবং পূর্ব হিমালয় প্রদেশ, পঞ্জাব, তিব্বত।

বিভিন্ন নাম—পঞ্জাব সোসান, চিলুকি। (Eng. Orris root).

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

CURCULIGO.]

ভারতীয় বনৌষধি

[595. *C. orchioides* Gaertn.]

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে, মাংসল, শিকড় আঙ্গুলের মত মোটা। কাণ্ড ২-১ ফুট, পত্র ২৪ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি বিস্তৃত; উহাতে বিন্দু বিন্দু বেগুনে রংএর রেখা আছে। স্ত্রীকেশর-দণ্ড ১ ইঞ্চি, বীজকোষ লম্বাকৃতি। আগষ্ট মাসে ফুল হয়, এক মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল *Costus* এর তুল্য; হিন্দু ও অপরাপর বৈদ্যেরা ইহাকে *Costus* বা কুড় বলে। মুসলমান হাকিমদের মতে ইহার মূল বিরেচক, মূত্রকর ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর। ইহা ঘূতের সহিত মিশাইয়া ত্রণে প্রলেপ দেয়। এই গাছ কাশ্মীরে চাষ করে। পঞ্জাবের কবরস্থানে চওড়া-পত্র-বিশিষ্ট গাছ দেখা যায়। (Fig. 594.)

CVI. AMARYLLIDACEAE

Genus—CURCULIGO Gaertn.

595. *C. orchioides* Gaertn. (ভালমুলী)

Fig.—Wight, Ic., t. 2043; Roxb., Cor. Pl., i, t. 13; Bot. Mag., t. 1076; Rheede, Hort. Mal., xii, t. 59.

Ref.—F. B. I., vi. 279; Roxb. F. I., ii. 144; B. P., ii. 1059.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ, ছোট নাগপুর, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ও বর্ধমান প্রভৃতি জেলার পতিত জমিতে ও জলের ধারে ও বাঁশ বাগিচায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভালমুলী; হি. কৃষ্ণমুখলী; তে. নেলাতাড়ী; সং. মুখলী; Eng. Black musali.

ব্যবহার্য অংশ—মূল; মাত্রা ১তোলা।

বর্ণনা—ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ, মূলদেশ শক্ত, উহাতে নরম সরু সরু মূল থাকে। পত্রের ক্ষুদ্র, পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-১ ইঞ্চি চওড়া, ঘাসের পত্রের ত্রায় অগ্রভাগ সরু, উহাতে ৫টি শিরা আছে। পত্রের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিলে কখন কখন শিকড় বাহির হয়। পুষ্প মঞ্জরী এবং গর্ভকোষ পত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, মঞ্জরীর দণ্ডটি চেপ্টা। ফুল উজ্জ্বল পীতবর্ণ। পুংকেশর ছোট, গর্ভাশয় ৫-৮টি ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বাকৃতি ২ ইঞ্চি। বীজ ১-৪টি থাকে। বীজের ত্বক কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছের রং সোনার ত্রায় বলিয়া হেমপুষ্পী বলে। বাজারে যে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মুখলী বিক্রয় হয়, উহা দুইটি ভিন্ন গাছ হইতে উৎপন্ন হয়, বসে বাজারে যে শ্বেতমুখলী বিক্রয় হয় উহা *Asparagus adscendens* গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। Dr. Dutta বলেন

CURCULIGO.]

ভারতীয় বনৌষধি

[595. C. orchoides Gaertn.]

বে শতমূলী (A. racemosus) শিকড় কখন কখন বাজারে শ্বেতমূলী বলিয়া বিক্রীত হয়। *Ancilema tuberosum*, *A. sarmentosus* গাছের মূলকে বাজারে সিয়ামূল বা শ্বেতমূলী বলিয়া বিক্রয় করে। আয়ুর্বেদোক্ত শ্বেতমূলী যে কি তাহা এখনও বিশেষরূপে স্থির হয় নাই। বাঙ্গালায় যে শ্বেতমূলী বিক্রয় হয় উহা *A. adscendens* গাছের মূল, এই উদ্ভিদে কাঁটা আছে, উহা রোহিলখণ্ড, গুজরাট ও মধ্য প্রদেশে প্রচুর জন্মে। ইহা শুষ্ক অবস্থায় পাকান ৩৪ অঙ্গুলি লম্বা, জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে। বঙ্গদেশে ছায়াযুক্ত আর্দ্রভূমিতে অতি ছোট তাল চারার তায় যে গাছ দেখা যায় তাহাকে কৃষ্ণমূলী বলে, এই কন্দের উপরিভাগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ, অভ্যন্তর-ভাগ শ্বেতবর্ণ। Dr. Anislie বলেন ইহা আলুর মত কৌকড়ান, ৪ ইঞ্চি লম্বা ও তিক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল কফাদির সংশোধক, বলকারক, অর্শ, ধ্বজভঙ্গ ও শারীরিক দৌর্বল্যে হিতকর। ইহা গনোরিয়া ও বাধকের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu Met. Med., Pharm. Ind.)।

ত্রিবাঙ্কুর-দেশীয় বৈষ্ণৱা ইহার মূল বাধক ও গনোরিয়া রোগে মূল্যবান ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। ইহার জননেদ্রিয়ার উপর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ইহা হাঁপানি, অর্শ, কামলা, উদরাময়, পেট-কাঁপা ও গনোরিয়ায় প্রয়োগ করা হয় (Dymock, iii. 462)।

রসায়নের জ্ঞান মূলী ব্যবহার করিতে হইলে, দুই বৎসরের গাছের মূল সংগ্রহ করিয়া ঐগুলি ধোত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর উহা গুঁড়া করিয়া ১৮০ গ্রেন মাত্রায় দুধ কিংবা জলে মিশাইয়া আঠার তায় করিয়া ক্রমাগত ৪০ দিন সেবন করিবে, সেবন-কালে মানসিক ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ত্যাগ করিবে।

মূলীর কন্দ ও সোমরাজের চূর্ণ সমভাগে জলের সহিত সেবন করিলে বধিরতা আরাম হয়। তালমূলীর কন্দ ছাগী-দুগ্ধে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

শতমূলী (*Asparagus racemosus*) ও মুড়মুড়ির (*Sphaeranthus indicus*) শিকড়, গুলঞ্চ, ও পলাশ (*Butea frondosa*)-বীজ এবং তালমূলীর কন্দ সমপরিমাণ চূর্ণ করিয়া এক ড্রাম পরিমাণ মধু বা গব্য ঘূতের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধাবস্থা-জনিত দৌর্বল্য ও জরা দূর হয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরও দেবতার তায় স্থানর আকৃতি হয় এবং সেই ব্যক্তি জরামরণ-বর্জিত হয় (ভাবপ্রকাশ)।

শ্বেত অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ মূলী অর্থাৎ তালমূলীর গুণ অধিক। রাজনির্ঘণ্টকার বলিয়াছেন:—

মূলী চ দ্বিধা প্রোক্তা শ্বেতা চাপরসংজ্ঞকা।

শ্বেতা স্বল্পগুণোপেতা অপরা চ রসায়নী ॥ রাজনির্ঘণ্ট:। (Fig. 595.)

CRINUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[597. *C. asiaticum* Linn.]

Genus—AGAVE Linn.

596. *A. Cantyla* Roxb. (মুর্গা)

Fig.—Rumph, Herb. Ambo., v, t. 94; Philipp., Agric. Review, vi, No. 4, t. 13; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 956B.

Ref.—F. B. I., vi, 277; Roxb., F. I., ii, 167; B. P., ii, 1057; Prain, H. H., 287.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকা; বঙ্গদেশে বহু স্থানে জন্মিতে, পতিত জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বিলাতী আনারস; মুগরা; সং. মুর্গা; তে. রক্ষিমাতালু; হি. বনস্ কেওড়া।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—পত্র লম্বা, গুঁড়ির চতুর্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে, দেখিতে সবুজবর্ণ, উহাতে শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে পীতবর্ণ লম্বা লম্বা দাগ আছে। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা, অগ্রভাগ বক্র ও ছুঁচালো। কিনারায় শক্ত কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণ কাঁটা আছে; পত্রশৃঙ্খের মধ্য হইতে লম্বা বাঁশের মত পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুষ্পকেশর নেবু রং বা পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। স্ত্রীকেশর সুরু ও ৩টি ভাগে বিভক্ত; বীজকোষ লম্বা ও গোলাকার। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মূত্রকর এবং গনোরিয়া-নিবারক। ইহা সার্সা-পেরিলার সহিত মিশ্রিত করিয়া ইউরোপে চালান যায়। আমেরিকাদেশীয় ডাক্তারেরা ইহার পাতার রস বলপ্রদ ও ধাতুর শোধকরূপে ব্যবহার করে।

ইহার শিকড় মূত্রকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Dr. Ross বলেন ইহার শিকড়ের ৪ আউন্স পরিমাণ কাথ উপদংশ-রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় অতিশয় ফলপ্রদ। Dr. R. F. Hutchinson বলেন ইহার বড় পাতার পাতলা টুকরা বেশ পুষ্টিসের কাজ করে। মুগরার রস মূত্র বিরেচক, মূত্রকর ও ঋতুকর, ইহা চর্মরোগে হিতকর। ইহার টাটকা রস ভগ্নস্থানে দিলে বেদনা কমিয়া যায়। পাতার ও কাণ্ডের নিম্নভাগের রস দাঁত-বেদনা আরাম করে।

পত্রের মণ্ড চক্ষু প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয় এবং উহা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। (Fig. 596.)

Genus—CRINUM Linn.

597. *C. asiaticum* Linn. (বড় কানুর)

Fig.—Bot. Mag., t. 1073, 2908, 2239; Wight, Ic., t. 2021; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 38; Benth. & Trim., t. 275; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 957.

Linn.

CRINUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[598. *C. zeylanicum* Linn.]

Ref.—F. B. I., vi, 280; Roxb., F. I., ii, 134; B. P., ii, 1061; Prain, H. H., 287.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, সুন্দর বনের নিম্নভূমিতে এবং দক্ষিণ ভারতের কদ্বণ প্রভৃতি স্থানে জন্মে; হুগলী ও হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কাছুর, সুখদর্শন; গুজরাট—নাগদমনী; তা. বিবমদিল; তে. কেসর চেটু; হি. কানমু।

ব্যবহার্য অংশ—মূল; টাটকা রস ২-৪ ড্রাম।

বর্ণনা—পেঁয়াজের আয় উদ্ভিদ; ইহার কোষার ব্যাস ২-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু। গাছ ৩-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়; ছোট মূল হইতে অনেক শিকড় হয়। পত্র ৫-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, চামড়ার আয়, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ; কিনারা মৃদু পুংকেশর নরম ও এক একটি হয়; দেখিতে সবুজবর্ণ। ফুল রাত্রিতে ফুটে, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। ফল প্রায়ই হয় না, ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার; ইহাতে দুইটি বীজ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক শিকড়ের গুঁড়া বমনকারক, অল্প মাত্রায় ঘর্ষকর। Sir W. O'shaughnessy বলেন ইহা একটি দেশীয় বমনকারক ঔষধ, ইহাতে ভেদ বা কোন প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ দেখা যায় না। ইহা ইপিক্যুয়ানার স্থানে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)।

Dr. Ainslie বলেন দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতা ছেঁচিয়া রেড়ির তৈলের সহিত আঙ্গুল-হাড়ায় ও পদের অগ্রাগ্র স্থানের প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতে ইহার রস কান-বেদনায় দেয়।

যাভাদেশে ইহা বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dr. Drury)।

কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতায় সরিষার তৈল বা নারিকেল তৈল লাগাইয়া গরম অবস্থায় ফুলার স্থানে প্রলেপ দেয়। বমনকারক ঔষধের জ্ঞান রপের মাত্রা ২-৪ ড্রাম, সিরাপের মাত্রা শিশুদের জ্ঞান ২ ড্রাম। শুষ্ক মূল ব্যবহার করিতে হইলে ইহার দ্বিগুণ।

এই গাছের পত্রের গুঁড়া গোশালায় রাখিলে বিবাক্ত পোকা প্রভৃতি পলাইয়া যায়। পত্রের ধূম দিলে ঘর হইতে বিবাক্ত মশা ও পোকা প্রভৃতি মরিয়া যায় ও পলাইয়া যায়।

পত্রের রসদ্বারা প্রস্তুত তৈল কানবেদনা-নাশক। কন্দ সিদ্ধ করিয়া বাতে লাগাইলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়। (Fig. 597.)

598. *C. zeylanicum* Linn. (সুখদর্শন)

Fig.—Wight, Ic., t. 2019-2020; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 39; Bot. Mag., tt. 1171, 2217, 2292 and 2466.

Ref.—F. B. I., vi, 283; Roxb., F. I., ii, 137; B. P., ii, 1061.

TACCA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[599. *T. integrifolia* Ker.]

জন্মস্থান—উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলে জন্মে ; বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায় ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি.—স্বপদর্শন ; তা.—বিষমঙ্গিল ।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বহুবর্ষ জীবিত থাকে ; কন্দ ৫-৬ ইঞ্চি, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি, গলদেশ মোটা ও ছোট । পত্র ২৪ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু । পুষ্পদণ্ডের পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা । ফুল শ্বেতবর্ণ, উহাতে দ্বিষং বেগুনে কিংবা ঘোর লাল বর্ণের দাগ আছে । ফুলের পুংকেশর অপেক্ষা স্ত্রীকেশর অধিক লম্বা । ফল দ্বিষং গোলাকার । Dr. Rhumphius ইহাকে *Tulip Javanica* বলেন । গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কোষ পশুদের বেলন্তারায় ব্যবহৃত হয় । ইহার পাতার রস কানবেদনায় ব্যবহৃত হয় । Dr. Rheede বলেন ইহার পিষ্ট কোষ গরম করিয়া অর্শে ও ফোড়ায় বসাইলে বেশ উপকার হয় । ইহার অপরাপর গুণ *C. asiaticum* এর তুল্য ।

Dr. Rheede বলেন ইহার সিদ্ধকন্দ ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় । (Fig. 598.)

CVII. TACCACEAE.

Genus—TACCA Forst.

599. *T. integrifolia* Ker. (বরাহীকন্দ)

Fig. Roxb., Cor. Pl., t. 257.

Ref. F. B. I., vi. 287 ; Roxb., F. I., ii. 169 ; B. P., ii. 1063.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, টেনাসরিম, বঙ্গদেশ ।

বিভিন্ন নাম—বা. সং.—বরাহীকন্দ ; মারহাট্টা—দাফর কন্দ ; কঙ্কণ—হান্দীগাড্ডি ।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ ।

বর্ণনা—কন্দজাতীয় উদ্ভিদ, শিকড় বক্র ; পত্র ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, শিরা শক্ত । ফুল অবনত, সবুজের আভাযুক্ত বেগুনে কিংবা পীতবর্ণ । ফল ১½ ইঞ্চি লম্বাকৃতি ও শাঁসযুক্ত । বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহাকে নির্ঘণ্টকার শূকরকন্দ বলেন, কারণ বহু শূকরে ইহা খাইতে অতিশয় ভালবাসে । ইহা হজমি-কারক, পুষ্টিকর, বলকারক ও কুষ্ঠরোগে হিতকর । *T. laevis*, *T. pinnatifida* প্রভৃতি উদ্ভিদের আলুর মত মূল হয়, ইহা হইতে এরাকুটের মত পালো বাহির হয় এবং পালো প্রস্তুতকারীরা এইগুলি হইতে পালো বাহির করিয়া বিক্রয় করে ।

বৈদ্যশাস্ত্রে ইহা ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির স্থানে ব্যবহৃত হয় । (Fig. 599.)

DIOSCOREA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[500. *D. pentaphylla* Linn.]

CVIII. DIOSCOREACEAE

Genus—DIOSCOREA Linn.

600. *D. pentaphylla* Linn. (কাঁটা আলু)

Fig. Wight, Ic., t. 814; Jacq., Ic., t. 627; Rheede, Hort. Mal., t. 34 & 35.

Ref. F. B. I., vi. 289; Roxb., F. I., iii. 806; B. P., ii. 1066.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাঁটা আলু।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতানে উদ্ভিদ, ইহার কন্দ লম্বাকৃতি, ডাঁটা কাঁটাকৃত নরম। পত্র নীচের দিকে ঋতবর্ণ, পত্রিকা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোঁটা ছোট, গুঁ পুষ্পদণ্ড ২-১ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ফুলের ব্যাস ১/৪ ইঞ্চি। বীজ-কোষ ১-১ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ১/৪-১/২ ইঞ্চি, পক্ষবিশিষ্ট। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ও কন্দ ফোড়ার রক্ত অপসারিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আলু অতিশয় বলকারক।

Dioscorea (আলু) বহু প্রকারের আছে, ইহাদের গুণ সমস্ত গুলিরই প্রায় সমান বলিয়া আর ভিন্ন ভাবে লিখিত হইল না। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম দেওয়া গেল:—

(a) *D. alata* Linn. ইহাকে দেশে খাম আলু বলে (F. B. I., vi. 296; Roxb. F. I., iii. 797; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 288) এই আলুর চাষ হয়।

(b) *Var. globosa* Prain (চুপড়ি আলু); বাঙ্গালায় ইহার চাষ হয় (B. P., ii. 1067; F. B. I., vi. 296) ইহার সংস্কৃত নাম পিণ্ডালু।

(c) *Var. rubella* Prain (গড়ানিয়া আলু) ইহার চাষ হয় (F. B. I., vi. 297; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 289).

(d) *Var. purpurea* Prain (লাল গড়ানিয়া আলু)। এই আলুর সাধারণতঃ চাষ হয় (F. B. I., vi. 297; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 289)। ইহার সংস্কৃত নাম রক্তালু।

(e) *D. fasciculata* Roxb. (সুহুনি আলু)। বাঙ্গালায় চাষ হয় (F. B. I., vi. 296; B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288).

(f) *D. spinosa* Roxb. (মৌ আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে (B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)।

SMILAX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[601. *S. glabra* Roxb.]

কোন কোন উদ্ভিদেস্তা *D. fasciculata* ও *D. spinosa*কে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাদের *D. esculenta* Burkill নামে অভিহিত করেন।

(g) *D. glabra* Roxb. (শোরা আলু)। এই আলু জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায় (F. B. I., vi. 294; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 288).

(h) *D. anguina* Roxb. (কুকুর আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে, সচরাচর দেখা যায় না। (F. B. I., vi. 293; B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)। ইহাকে এক্ষণে *D. puberula* Bl. বলা হয়।

(i) *D. bulbifera* Linn. (রতালু)। জঙ্গলের ধারে সচরাচর জন্মে ও চাষ হয়। (B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)। (Fig. 600.)

CIX. LILIACEAE.

Genus—SMILAX Linn.

601. *S. glabra* Roxb. (তোপচিনি)

Fig.—Seem., Bot. Herald. Voy., 420 t. 100; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 964.

Ref.—F. B. I., vi. 302; Dymock, iii. 500.

জন্মস্থান—শ্রীহট্ট, খাসিয়া পর্বতের নিম্নভূমি, টেনাসরিম প্রভৃতি স্থানে জন্মে। আদিম বাসস্থান চীন দেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. তোপচিনি; জ. পরিঙ্গাই-পুটাই; মালাবার—চীনেপাণ্ডু; সং. চোবচিনি, দ্বীপাস্তুরবচা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী বহুদূর-বিস্তৃত লতা, প্রশাখাগুলি নরম। পত্রের গোড়া তেজপত্রের মত, ফুল ক্ষুদ্র স্বেতবর্ণ, ফুলের কুঁড়ি চেপ্টা ও লম্বাকৃতি; পাপড়ি ক্ষুদ্র, পুংকেশর ছোট। Dr. Roxburgh বলেন যে ইহার পত্রের নিম্নদেশ স্বেতবর্ণ, এই লতা শ্রীহট্ট ও গারো পাহাড়ে জন্মে, তথাংকার লোক ইহাকে “হরিণস্ক চীনা” বলে; ইহা প্রায় চীন-দেশীয় তোপচিনির সমান। ইহার মূল ভারী, দেখিতে ফুলের মত গোলাকার। শরৎকালে ইহার ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আসামের পার্কর্তা জাতিরা ইহার শিকড়ের টাটকা রস ক্ষত আরাম করিতে ও জনন-যন্ত্রের রোগে ব্যবহার করে (Watt)।

তোপচিনি শুক্র ও শোণিতের দোষ-নাশক, পক্ষাঘাত ও কটীবাতে ফলপ্রদ, ঋতুবর্ধক, গর্ভপ্রদ ও নেত্ররোগ-নাশক।

দীপাস্তুর-বচা কটীতিক্তোক্ষা বহিদীপ্তিকুং।

বিবক্ষাখানশূলয়ী শকুনমুত্রবিশোধনী।

ভারতীয় বনৌষধি

[603. *S. macrophylla* Roxb.]

বাতব্যাদিমপস্মারমুন্মাদং তল্লবেদনাম্।

ব্যপোহতি বিশেষণে ফিরঙ্গাময়নাশিনী। ভাবপ্রকাশ

ইহা কটুতিক্ত মলমূত্ররোধনাশক, শূল্ল, আধান-দোষনাশক, বাতব্যাদি-নাশক, অগ্নি-বর্ধক, উন্মাদ ও গায়ের বেদনা-নাশক এবং উপদংশ-রোগে হিতকর। (Fig. 601.)

602. *S. lanceaefolia* Roxb. (গুটিয়া সাকচিনী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 965.

Ref.—F. B. I., vi. 308; Roxb., F. I., iii. 792.

জন্মস্থান—বাসিয়া পাহাড়, মণিপুর, গারো পাহাড়, বর্মা ও শ্রাম দেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. গুটিয়া সাকচিনী; হি. তোপচিনা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার কিংবা লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। বোটা ½-¾ ইঞ্চি। শাখা নরম, অল্প কাঁটা আছে, পত্রের কিনারা অবনত। ফুলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, পুষ্পবস্ত্র—মোটা ও চেপ্টা। ফলের ব্যাস প্রায় ½ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নরম মূল *Smilax China* (চীনে তোপচিনা)র মত বিখ্যাত নহে। ইহার টাটকা শিকড়ের রস খাইলে বাতের বেদনা দূর হয় এবং মূল পেষণ করিয়া বেদনাবৃত্ত স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় (Roxburgh)। (Fig. 602.)

603. *S. macrophylla* Roxb. (কুমারিকা)

Fig.—Wight, Ic., t. 809; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 966.

Ref.—F. B. I., vi. 310; Roxb., F. I., iii. 794; B. P., ii. 1071; Prain, H. II., 289.

জন্মস্থান—ছোট নাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. কুমারিকা; সামতাল—আতকীর।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বড় কণ্টকময় লতা; পত্র—৬-১৮ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, বৃহদংশ গোলাকার। বোটা ১-১½ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত ও সূক্ষ্ম, লতা শক্ত কণ্টকময়। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, পৃষ্ঠ ½-১½ ইঞ্চি, ইহাতে অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ফল ৬-১½ ইঞ্চি; বীজ প্রত্যেক ফলে ১-২টি থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ASPARAGUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[604. *A. racemosus* Willd.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতের বহু স্থানে ইহার শিকড় জনন-বস্ত্রের রোগে সার্বাপেক্ষিক স্থানে ব্যবহৃত হয়। সামন্তালের ইহা শরীরের নিম্ন অঙ্গের বাতে ব্যবহার করে। নেপালের অধিবাসীরা গনোরিয়া রোগে ইহার মূল ও আনা মাত্রায় ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 603.)

Genus—*ASPARAGUS* Linn.604. *A. racemosus* Willd. (শতমূলী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1056 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 968.

Ref.—F. B. I., vi. 316 ; Roxb., F. I., ii. 151 ; B. P., ii. 1070 ; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শতমূলী ; সং. শতমূল ; হি. শতওয়ার ; তে. চান্না।

বর্ণনা—লম্বা, ইতস্ততঃ গড়ানে বৃক্ষারোহী লতা, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা হয়। শিকড় আলুর মত অনেক ধরে। কাঁটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, সরল অথবা বক্রাকৃতি ; পুষ্পমঞ্জরী ১-২ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা প্রশাখা হয়। পুষ্পদণ্ড সরু, ক্ষীণ, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফুল সৌগন্ধযুক্ত, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি ; ত্রীপুষ্পের মস্তক ছোট লম্বাকৃতি—ঈষৎ বেগুনে। ফল গোলাকার ; ইহাতে ১-২টা বীজ থাকে। শতমূলী সচরাচর নদীর তীরবর্তী উর্বরা জমিতে জন্মে। গাছের পত্র ছোট, শাখা কণ্টকিত, বর্ষার প্রথমে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ফুল ছোট শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, মহাশতাবরী ইহারই মত, ইহার গাছ অধিক লম্বা, মূল মোটা ও বহুসংখ্যক লম্বাকৃতি মূল থাকে। শরৎকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ধনকর এই গাছকে শতাবরী এবং *A. Sarmentosa* Willd. গাছকে মহাশতাবরী বলিয়াছেন। শতমূলীকে দ্বীপিকা, নারায়ণী ও শতপদী এবং মহাশতমূলীকে বহুপত্রিকা, দধ্ব ও ভস্ম-রোহ বলে। উভয় গাছই শীতল, মিষ্ট, শাস্তিকর, দুষ্কোষপাদক, বলকারক, পিত্ত ও বায়ু-দমন-কারক, রক্ত-শোধক, শোথ-নাশক। শতমূলীর যোগে কয়েকটা তৈল প্রস্তুত হয়। শতমূলীর টাটকা মূলের রস মধুর সহিত খাইলে পৈত্তিক উদরাময় এবং অজীর্ণ নাশ করে (শাস্ত্রধর)।

শতমূলী কামোত্তেজক, রসায়ন ও অতিশয় পুষ্টিকর। ইহার যোগে শতাবরী তৈল বা নারায়ণী তৈল প্রস্তুত হয়।

বেল, ভূতভৈরবী (*Premna integrifolia*), সোন, পালতে মাদার, পারুল (*Stereospermum suaveolens*), গন্ধভাগুলিয়া (*Paederia foetida*), অশ্বগন্ধা এবং শ্বেত পুনর্নবার শিকড় ও গোস্কর, কণ্টিকারী, বৃহতী, বালা (*Sida cordifolia*), অতিবালা

Willa.
ASPARAGUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[604. A. racemosus Willd.]

প্রত্যেকটি ২০ তোলা লইয়া সমস্তগুলি ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া ছাকিতে হইবে; এই কাথে ৪ সের শতমূলীর রস, ৪ সের তিল তৈল, ১৬ সের ছাগ কিংবা গো-দুগ্ধ মিশ্রিত করিতে হইবে; অনন্তর কৃষ্ণজিরা, দেবদারু (*Cedrus Deodara*) কাষ্ঠ, জটামাংসীর শিকড়, শীলারস (*Styrax officinalis*), বচ, চন্দনকাষ্ঠ, টগর পাত্কা অথবা মিউলিছাল (*Limnanthemum cristatum*), কুড়, এলাচ, শালপানি, মুগ্ধিপর্ণী (*Desmodium gangeticum*), গোরক্ষ চাকুলিয়া (*Uraria lagopoides*), মুগ্ধপর্ণী (*Phaseolus trilobus*) এবং মাষপর্ণী (*Teramnus labialis*), অশ্বগন্ধার শিকড়, রাস্না, পুনর্নবা, নৈদ্বলবণ, প্রত্যেকটি ৪ তোলা পরিমাণ লইয়া যে কন্ধ হইবে উহা উপরোক্ত তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পুরুষ অধিক স্ত্রীসঙ্গ করিতে সমর্থ হয় এবং স্ত্রীগণ পুত্র লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহা যোনিশূল, শিরঃশূল, কাটলাপাণ্ডু, গৃধ্রসী, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, মেহ, দাহ, বাতরক্ত, বাতপিত্ত, আত্মান ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নাশক।

রসায়নের জ্ঞান ইহা হইতে শতাবরী ঘৃত প্রস্তুত হয়। ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইলে ঘৃত ৪ সের, শতাবরীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের এইগুলি পাক করিয়া ইহার সহিত চিনি, মধু ও পিপুল যোগ করিতে হয়।

তিলের তৈল, গো-দুগ্ধ কিংবা ছাগদুগ্ধ এবং শতমূলীর রস এবং অপরাপর দ্রব্যযোগে বিষ্ণু-তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা স্নায়বিক রোগে হিতকর।

শতমূলীর রস, তিল তৈল, পলাশ কাথ, ঘোল, দুগ্ধ ও অপরাপর দ্রব্যের মণ্ডযোগে প্রমেহমিহির তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা লিঙ্গে মর্দন করিলে পুরাতন গনোরিয়া ও অপরাপর মূত্রবস্ত্রের রোগ আরাম হয় শতমূলীর যোগে মদন-কামদেবরস ও কন্দপর্শন্দর-রস প্রস্তুত হয়। দুগ্ধের সহিত পিষ্ট শতাবরী সেবন করিলে অপস্মার-রোগ আরাম হয়। শতাবরী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গব্যঘূতের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয়।

কাঁচা শতমূলী ১ তোলা, গোক্ষুর ১ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্য দুগ্ধ ২ পোয়া ইহাদের কাথ পান করিলে প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব আরাম হয় (চরক)।

দুগ্ধের সহিত শতমূলী পেষণ করিয়া পান করিলে অর্শ আরাম হয়।

শতাবরীর রস কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব আরাম হয় (বৃহত)।

শতাবরীর রস, গুলঞ্চের রস সমভাগ লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর আরাম হয়। সর্দিজ্বর স্বরভঙ্গ হইলে গোমূত্রের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিবে (বৃহত)।

শতমূলীর পত্র ঘূতে ভাজিয়া ধাইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগভট্ট)।

শীতল জলের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিলে মূত্রক্লম্ভ আরাম হয় (হারীত)।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস সেবন করিলে পিত্তশূল ও পিত্তবিকার প্রশমিত হয় (চক্রদত্ত)।

ALOE.]

ভারতীয় বনৌষধি

[605. A. Vera Linn.]

শতমূলী ২ তোলা, জল দেড় পোয়া, গোছুদ্ধ ২ পোয়া—ইহাদের কাথ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ইহার মূল মূত্রকর, রসায়ন, আক্ষেপ-নাশক, উদরাময় ও রক্ত-আমাশয়-নাশক। Dr. Baden Powel বলেন ইহা বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক। ইহার রক্ষিত মূল ধ্বজভঙ্গ-রোগে হিতকর। বৈজ্ঞানিক ইহা মেদা ও মহামেদার স্থানে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 604.)

Genus—ALOE Linn.

605. A. Vera Linn. (ঘৃতকুমারী)

Fig.—Flora Graeca, t. 341; Bot. Mag., 14, t. 472.

Ref.—F. B. I., vi. 264; Dymock, iii. 467; Watt, i. Pt. 1, 186.

A. vulgaris Lam. B. vera নামান্তর মাত্র।

জন্মস্থান—ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ করে, দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে জঙ্গলের কিনারায় নানাজাতীয় ঘৃতকুমারী দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় অনেকে বাগানে রোপণ করে ও বাটার নিকটস্থ স্থানে টবে বসাইয়া থাকে। ইহার আদিম জন্মস্থান আরব ও স্কোটিয়া দ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘৃতকুমারী; হি. কুমারী; সং. ঘৃতকুমারী, কত্মা; তে. ঘুমমসরম; তা. কাট্টালী; বর্ম্মা—মক, তাজা. ভনলেপা; Eng. Indian aloe.

ব্যবহার্য অংশ—শুক রস। মাত্রা—শাস ১-২ তোলা; মুসব্বর ১-২ আনা।

বর্ণনা—ইহার পত্র দীর্ঘ ও মোটা, পত্রের কিনারায় কাঁটা আছে, ইহার পাতার ভিতর হইতে প্রচুর রস নির্গত হয়। পুষ্পদণ্ড লম্বা লাঠির আয়। ফুল লেবু-রং-বিশিষ্ট। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ইহার রস হইতে মুসব্বর তৈয়ারী হয়। প্রাচীন সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে মুসব্বরের উল্লেখ নাই। মুসব্বর চামড়ায় বাঁধিয়া আরব দেশ হইতে এদেশে চালান আসে।

মুসব্বর ৪ প্রকার—(১) স্কোটিয়াইন, (২) আরব-দেশীয়, (৩) জাকিরাবাদ, (৪) মহীশূর।

মুসব্বর-প্রস্তুত-প্রণালী :—ঘৃতকুমারীর কাণ্ডের নিকট মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করিয়া সেই স্থানে ছাগচর্ম্ম বিস্তৃত করে এবং বারিপুষ্ট, কণ্ঠিত ঘৃতকুমারীর পত্রের প্রান্তদেশ ছাগচর্ম্মের উপর বৃত্তাকারে ৩৪ থাকে সজ্জিত করিয়া রাখে। ৩৪ ঘণ্টার মধ্যে কণ্ঠিত পত্র হইতে সমস্ত রস ছাগচর্ম্মে আসিয়া পড়ে। এই রস ফিকে পীতবর্ণ, ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল নহে। এই রস চামড়ায় রাখিয়া দেয় এবং তরল অবস্থাতেই আরব-দেশে প্রেরিত হয়। মাসখানেক

ALOE.]

ভারতীয় বনৌষধি

[605. A. Vera Linn.]

থাকিলে উহার জলীয় অংশ লোপ পাইয়া ঘন হয় ও জমাট বাঁধিয়া যায়। এই কঠিন পদার্থ মুসব্বর-রূপে ভারতে প্রেরিত হয়। ভাল মুসব্বর দেখিতে ফিকে সোনালী রংএর; উপর দিক কঠিন ভিতরে কোমল ও স্বগন্ধযুক্ত। ইহার চূর্ণগুলি ধূসরবর্ণ বা লেবু-রং-বিশিষ্ট। আরব-দেশীয় মুসব্বর-প্রস্তুত-প্রণালী :—ঘৃতকুমারীর পত্র পেয়ণ করিয়া যে পর্য্যন্ত না উহার রস তরল হয় তাবৎ পা দিয়া মর্দন করে ও কিছুদিন পরে এই রস গাঢ় হয় ও বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। এই প্রকারে মুসব্বর তৈয়ারী হয় বলিয়া আরবের মুসব্বর অনেকে পছন্দ করে না; কিন্তু ইহার ভৈষজ্য-গুণ প্রধান। আরবের মুসব্বর কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, ইহার টুকরা পীতাভ, হৃদয় ও সৌগন্ধযুক্ত।

জাফিরাবাদ মুসব্বর - কাঠিয়াওয়ারের নিকটবর্তী জাফিরাবাদের মুসব্বর কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জল, ছোট অংশগুলি পীতাভ। ইহার গুঁড়া ফিকে পীতবর্ণ।

মহিশূব মুসব্বর—এই মুসব্বর শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হয়।

Var. officinalis Forsk. বাঙ্গালায় এই গাছকেও ঘৃতকুমারী বলে, ইহার হিন্দী নাম কুমারী। এই গাছ বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বহু অবস্থায় দেখা যায়। ইহার ফুল লালের আভাযুক্ত লেবু-রং-বিশিষ্ট। পত্রের মূলদেশ বেগুন-রং-বিশিষ্ট। সম্ভবতঃ ইহাকে *A. perfoliata* বলে।

Var. littoralis Koen. ইহাকে বাঙ্গালায় ছোট আনারস বলে। এবং হিন্দীতে ছোটী কানবার বলে। Dr. Ainslie ইহার সংস্কৃত নাম কুমারী দিয়াছেন। এই গাছ অতিশয় ছোট, ফুল পীতবর্ণ, পাতার গোড়া অপরগুলির অর্দ্ধেক পরিমাণ এবং পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণে সমুদ্রতীরে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ঘৃতকুমারীর রসের নশ্ত লইলে কামলা-রোগ আরাম হয়। গুল্ম-রোগীকে ইহার শাঁস সেবন করাইলে গুল্ম আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ), ঘৃতকুমারী যকৃতের ক্রিয়া-বর্দ্ধক, আর্তব-রজঃশ্রাব-কারক ও কৃমিনিঃসারক। অল্পমাত্রায় সেবন করিলে ইহা পাচক ও যকৃতের বলবর্দ্ধক এবং ধারক। মুসব্বর খাইলে স্তন, যকৃত এবং কটীর অভ্যন্তরস্থ ইন্ড্রিয়সকলের উত্তেজনা হয়; এই কারণে ইহার দ্বারা গর্ভশ্রাব হয় ও পুং-শরীরের অতিশয় উত্তেজনা হয়। মুসব্বরে জ্বীলোকের স্তম্ভ বাড়িয়া থাকে। শিশুদের নাভিতে রেড়ির তৈলের সহিত মুসব্বর মর্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। বৃদ্ধদিগের দৌর্বল্য-জনিত পীড়া এবং জ্বীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ-জন্ম কোষ্ঠবদ্ধতায় মুসব্বর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শরোগীর আমিশ্রিত রক্তশ্রাবে মুসব্বর হিতকর।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে মূহুরিরেচক, ক্রিমিনাশক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয় ও চক্ষের পাতার আঁচিল নাশ করে। (Fig. 605.)

ALLIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[606. A. cepa Linn.]

Genus—ALLIUM Linn.

606. A. cepa Linn. (পেঁয়াজ)

Fig.—Bot. Mag., 36, t. 1469; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 970A.

Ref.—F. B. I., vi. 337; Roxb., F. I., ii. 142; B. P., ii. 1076; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পেঁয়াজ; সং. পলাধু; তে. নিরুলী; তা. ইরুল্লি।

ব্যবহার্য অংশ—কোষা, বীজ, পত্র।

বর্ণনা—পত্র গোলাকার সবুজবর্ণ। ইহার উপরি ভাগে সবুজবর্ণ ও লম্বা পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ স্বেতবর্ণ ফুল হয়। পেঁয়াজ ৩ প্রকার, যথা—দেশী বড় পেঁয়াজ, দেশী ছোট পেঁয়াজ, ইহারা দেখিতে লাল বর্ণ এবং বস্বে পেঁয়াজ; বস্বে পেঁয়াজের কন্দ অতিশয় বৃহৎ। শীতকালে ও শীতের পরে পেঁয়াজের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পেঁয়াজের কোষ হইতে এক প্রকার (Volatile Oil) প্রস্তুত হয়, উহা উত্তেজক, মূত্রকর ও সন্ধি-নিবারক। পেঁয়াজ কখনও কখনও জ্বর, শোথ ও সন্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ, পেট-বেদনা ও রক্তাশ্রাব রোগে হিতকর। ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে চর্ম্মের আরক্ততা জন্মে ও গরম করিয়া দিলে পুলটিসের কাজ করে। দেশীয় কবিরাজগণের মতে ইহা উগ্র এবং পেট-ফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গন্ধে ঘরে সর্প আসিতে পারে না (Baden Powel)।

পেঁয়াজ কামোত্তেজক, কাঁচা পেঁয়াজ ঋতুকর। কোন স্থানে বোলতা বা ভীমরুলে কামড়াইলে পেঁয়াজের রস দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ইহার ভিতরের রস গরম করিয়া কানে দিলে কান-বেদনা আরাম হয়। পেঁয়াজের তৈল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গুঁড়া চায়ের মত খাইলে নিদ্রাহীনতা দূর হয় এবং কান্দুনে বালকেরা ইহাতে শান্ত হয়।

পেঁয়াজের কোষের পিষ্টরস লবণের সহিত চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় এবং ইহার কোষের পুলটিস এই কাজে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজ ছেঁচিয়া নাকে ধরিলে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া আরাম হয়। পেঁয়াজ কামলা, রক্তাশ্রাব ও জ্বালাতন-রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা বাটিয়া বিছার কামড়ের স্থানে দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পেঁয়াজ কফ ও ক্ষয়-রোগে হিতকর, ইহা ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া খাইলে গলার ঘা আরাম হয়। ইহার কাথ সন্ধিনাশক। পেঁয়াজের রস সরিষার তৈলের সহিত বাত-বেদনায় মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। (Watt).

নাসিকা হইতে রক্তাশ্রাব হইলে পেঁয়াজের রস নশ্র লইলে রক্তপড়া আরাম হয়।

ALLIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[607. *A. sativum* Linn.]

অর্শ-রোগীর অর্শে অতিশয় রক্তশ্রাব হইলে পেঁয়াজের রস সেবন করিবে, ইহা রক্ত-রোধক ও বাত-নাশক (চরক)। ইহার রস নষ্ট লইলে হিকা আরাম হয়।

পেঁয়াজ অতিমাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, মূত্ররোধ, রক্তমূত্র, অস্ত্রের প্রদাহ ও আক্ষেপ এবং হৃদযন্ত্রের কার্যশক্তির লোপ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। সন্ধিতে ইহা Tartar Emeric এর সহিত ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুস-প্রদাহের প্রথম অবস্থায় কখনও পেঁয়াজ ভোজন করিবে না; হৃদ-দৌর্বল্য-জাত শোথ রোগে জ্বর না থাকিলে, বাত, অশ্মরী, শর্করাদি-রোগ ও চন্দ্র-বিকারে ডিজিটেলিস ও লবণস্থ পেঁয়াজ মূত্রকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। তরল কাশ-রোগে যদি শ্লেষ্মা তারের মত ও অতি অল্প পরিমাণে বাহির হয় তবে পেঁয়াজের সিরাপ বিশেষ হিতকর (R. N. Khorī, ii, 616)। (Fig. 606.)

607. *A. sativum* Linn. (রসুন)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 28; Woodville, Med. Bot., t. 256; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 973.

Ref.—F. B. I., vi. 337; Roxb, F. I., ii. 142; B. P., ii. 1076; Prain, H. H., 290.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বৃক্তপ্রদেশে অধিক চাষ হয়, তৎপর গাড়োয়াল, কমাযুন, পঞ্জাব এবং কাশ্মীর; বঙ্গদেশে হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. রসুন; সং. লসুন, মহৌষধ; তা. বান্নাইপুণ্ডু; তে. বেন্নুলী-তান্না-গান্দা; Eng. Garlic.

ব্যবহার্য অংশ—কোষ, মাত্রা, কোষ-ছাড়ান রসুন ২-৮ আনা।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড পরদায়ুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গাছের গোড়া হইতে অনেক সরু সরু শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড কোষযুক্ত, ছাড়াইলে পরদায় পরদায় খুলিয়া যায়। পত্র চেষ্টা, পুষ্পদণ্ড ঠিক মধ্যস্থল হইতে বাহির হয়, ইহা অতিশয় নরম। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে গুচ্ছবদ্ধ শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। শীতকালে রসুনের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রসুন গরম, মুছবিরেচক; ইহা অর্শ, জ্বর, সর্দি, কৃষ্ঠ রোগে প্রদত্ত হয়। ইহা পেটফাঁপা-নিবারক, মূত্রকর, পাকযন্ত্রের পীড়া-নিবারক, ঋতুকর ও বলকারক। ইহার রস কর্ণে দিলে কর্ণ-বেদনা ও কর্ণ-রোগ আরাম হয়। ইহা হইতে এক প্রকার Volatile Oil প্রস্তুত হয়, রসুন ছেঁচিয়া চোয়াইয়া লইলেই তৈল পাওয়া যায়, এই তৈল শোধন করিলে কোন বর্ণ থাকে না।

GLORIOSA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[608. *G. superba* Linn.]

রসুন ক্রিমি-নাশক ; ইহা হাঁপানী, সাধারণ পক্ষাঘাত, মুখের পক্ষাঘাত ও বাত-রোগে ব্যবহৃত হয়।

রসুনের রস মাথাঘ দিলে চুল পাকে না (Emerson), বালকদের তড়কায়ে রসুন মালিশ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। মৃতদেহের দুর্বলতার জন্য মৃত্যুরোধ হইলে ইহার পুলটিশ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা জ্বর, উদরাময়, কলেরা, সর্দি ও শ্লেষ্মা, গনোরিয়া, অর্শ ও কুণিরোগে ব্যবহৃত হয়।

রসুনের কাথ ছুকের সহিত অল্পমাত্রায় পান করিলে হিষ্টিরিয়া, পেটকাঁপা ও হৃদযন্ত্র-সম্বন্ধীয় রোগ আরাম হয়।

অতিশয় ক্রান্ত হইয়া পড়িলে রসুনের ফুল আশে আশে চিবাইয়া খাইলে শীঘ্র শরীরে বল-সঞ্চার হয়। পাকা রসুন ৩২ তোলা, জল ১/২ সের, গোছক অর্দ্ধপোয়া—এই গুলি পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া খাইলে বাত ও গুল্ম আরাম হয়। তিল-তৈল-যোগে রসুন পান করিলে অপস্মার-রোগ আরাম হয় (চরক)।

গব্যায়ত-যোগে রসুন পেষণ করিয়া পান করিলে বাত-রোগ নাশ হয় (বহুসেন)।

রসুন পিষিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানের পোকা মরিয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

তলপেটে রসুনের প্রলেপ দিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয়। রসুন তৈলে ভাজিয়া সেই তৈলে অল্পে অল্পে কর্ণে দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। বিষধর সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থানে রসুনের প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 607.)

Genus—GLORIOSA Linn.

608. *G. superba* Linn. (লাঙ্গলিকা)

Fig.—Bot. Reg., t. 77; Wight. Ic., t. 2047; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 57; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 978B, Bot. Mag., lii, t. 2539.

Ref.—F. B. I., vi. 358; Roxb., F. I., ii. 143; B. P., ii. 1073; Watt, iii, Pt. ii, 506; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ওলট চণ্ডাল, বিলাঙ্গুলি; সং. অগ্নিশিখা, লাঙ্গলিকা; হি. লাঙ্গলি; তে. আদাবি-নাভি; তা. কলোইপাই-কি-জাদু।

ব্যবহার্য অংশ—লতা। মাত্রা ২-২ আনা। ইহা বিষাক্ত, সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত।

বর্ণনা—এই লতা দেখিতে অতি সুন্দর; বাগানের বেড়ায় বর্ষাকালে জন্মে। ইহার ফুল শিবপূজায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত লেখকদের মতে যে ৭টি বিষাক্ত গাছ আছে তাহার মধ্যে লাঙ্গলিক একটি। রাজনির্ঘণ্টকার ইহাকে কলিকারী বলিয়াছেন। ইহার আর একটি

GLORIOSA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[608. G. superba Linn.]

নাম ছিন্নমুখী, লতা দেখিতে লাঙ্গলের ত্রায় বলিয়া লাঙ্গলিকা নামেও অভিহিত। ইহা বস্তি-
দেশে প্রয়োগ করিলে গৰ্ভপাত হয় বলিয়া আর একটি নাম গৰ্ভপাতিনী। মূল আলুর ত্রায়
নরম, গোলাকার, চেষ্টা এবং প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা। লাঙ্গলিকা বৃক্ষারোহী লতা, ১০-১২
ফুট লম্বা হয়। কাণ্ডের গোড়া খিলানের ত্রায়। পত্র বৃন্তহীন, কাণ্ড হইতে বাহির হয়, ৬-৮
ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকার। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর লম্বা ও
বিস্তৃত। ফুল ৩-৪ ইঞ্চি পরিমাণ, লম্বাকৃতি; প্রথমে সবুজ, পরে গীতবর্ণ হয়। বর্ষাকালে
ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মণ্ডের মত পিষ্ট শিকড় নাভিদেশে, তলপেটে ও যোনিতে
প্রলেপ দিলে প্রসব-বেদনা বৃদ্ধি পায়।

পাঠালাঙ্গলিসিংহাস্ত-মম্বকজটৈঃ পৃথক্।

নাভিবস্তিভগালেপাং স্তৃথং নারী প্রস্বয়তে ॥ চক্রদত্তঃ

যদি স্ত্রীলোকের প্রসবের পরে ফুল না পড়ে তবে ইহার শিকড় কাটিয়া হাতের চেঁচোতে ও
পায়ের তলায় দিলে এবং কালজিরা ও পিপুল গুঁড়া করিয়া মণ্ডের সহিত পান করাইলে শীঘ্র ফুল
পড়িয়া যায়।

মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ প্রলিপ্তে পাণিপাদে চ।

অমরাপাতনং মঠৈঃ পিল্ল্যাদিরজঃ পিবেৎ ॥ চক্রদত্তঃ।

নির্যক্টকার বলেন যে ইহার শিকড় বিরচক, উষ্ণ এবং উগ্র। ইহা পিত্ত নিঃসারিত
করিয়া দেয় এবং কুষ্ঠ, অর্শ, পেট-বেদনা ও ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পেটের ক্রিমি বাহির
করিবার শক্তি আছে। ইহার শিকড়ের সহিত পান চর্ষণ করিলে গনোরিয়া আরাম হয়।
Dr. Moodeen Sherif বলেন ইহা অতিশয় বিষাক্ত নহে। লাঙ্গলিকা বলকারক ও পেটের
দোষ-নিবারক, মাত্রা ৫-১২ গ্রেণ।

বিষাক্ত সর্প, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতিতে কামড়াইলে মাদ্রাজ দেশে ইহা ব্যবহার করে।

Dr. Thompson বলেন “ইহার শিকড়গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘোলের সহিত ৪৫ দিন
ভিজাইয়া শুক করিবার পর বাটিয়া বাতে ও পক্ষাঘাতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে অতি উত্তম
ফল পাওয়া যায়; ইহাতে ইহার বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহার শিকড় অল্প লইয়া
প্রত্যহ মাত্রা বাড়াইয়া ১৫ গ্রেণ পর্যন্ত ব্যবহার করিলে উক্ত রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।
ইহাতে শরীরে বেশ বলসঞ্চার হয়; আমি ১৫১৬ বৎসর চিকিৎসায় বেশ ফল পাইয়াছি।”

লাঙ্গলিকা ৫-১২ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটের দোষ নষ্ট হয়।
লাঙ্গলিকা গাছ দুই জাতীয় আছে, একটীর শিকড় সহজে ভাগ করা যায়, অপর একটীর শিকড়
সহজে ভাগ করা যায় না। দেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রথমোক্তটিকে পুরুষ ও শোষোক্তটিকে স্ত্রী লাঙ্গলিকা
বলেন। পুং-গাছের শিকড় ফুলের সময়ে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটু লবণ দিয়া

POLIANTHES.]

ভারতীয় বনৌষধি

[609. *P. tuberosa* Linn.]

ঘোলে ভিজাইয়া এবং পরে শুষ্ক করিয়া রাখিলে ইহার বিষাক্ততা নষ্ট হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তিরে ইহার এক কিংবা দুই মাত্রা সেবন করাইলে সর্পবিষ কমিয়া যায়।

ইহার শিকড়ের কাথ খাইলে গনোরিয়া নষ্ট হয়। কখনও কখনও ইহার মূল *Aconitum ferox* এর সহিত ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রীত হয় (Watt, Dic., iii. 507)।

মস্তকে লাঙ্গলিকার প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয় (বাগ্‌ভট)।

লাঙ্গলিকা কন্দ, ত্রিফলা, জারিত লৌহ এই সমুদায় ৪০০ তোলা লইয়া ভৃঙ্গরাজ (*Wedelia calendulacea*)-রসে পেয়ণ করিয়া ৩৬০টা বটিকা প্রস্তুত করিয়া উহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। প্রথমে ২ বটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বটিকাগুলি সেবন করিবে এবং ১ মাস কাল মাংস, ঘৃত প্রভৃতি শিথিল বস্তু ভোজন করিবে, তৎপরে খাবার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। এইরূপে এক বৎসর কাল বটিকা সেবন করিলে যাবতীয় অসাধ্য পীড়া আরোগ্য হয়। ইহা একটা উৎকৃষ্ট রসায়ন।

লাঙ্গলিকা প্রলেপ দিলে পাকা ফোড়া ফাটিয়া যায় (চক্রবর্ত্ত)। লাঙ্গলী একদিন গোমুত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শুষ্ক হয়। (Fig. 608.)

Genus—POLIANTHES Linn.

609. *P. tuberosa* Linn. (রজনীগন্ধা)

Fig.—Bot. Mag., xliii, t. 1817; Bot. Reg., i. t. 63; Rumph., Amb., v. t. 98; Baily., Encyc. Am. Hort., 2732, Fig. 3093.

Ref.—Dymock, iii. 493; Voigt, S. C., 656; Contrib. National Herb., v. 154, viii. 10.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা; বঙ্গদেশের ফুলবাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. রজনীগন্ধা; হি. গুলচেরি, গুলসব্বা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ঔষধি-জাতীয় উদ্ভিদ সচরাচর বাগানে রোপণ করে। ফুল রাত্রিকালে ফুটে পুষ্পদণ্ড গাছের মধ্য হইতে লম্বা ভাবে বাহির হয়, একটা দণ্ডের চারিদিকে দুইটা দুইটা ফুল হয়। উদ্ভিদের মূল মোটা, ইহাতে পেয়াজের ত্রায় সুরু সুরু শিকড় হয়। গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জল সবুজবর্ণ, মূলদেশ দ্বিয লালবর্ণ, পত্রের অগ্রভাগ অবনত। ফুল ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর ফুলের অগ্রভাগে থাকে, ফুলের বৃন্তদেশ নলের মত, ইহার গন্ধ অতি মনোহর। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্যন্ত

URGINEA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[610. *U. indica* Kunth.]

ফুল হয়। গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল থাকে, বৃষ্টি আরম্ভ হইলে মূল হইতে আবার গাছ বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রজনীগন্ধা উষ্ণ, মূত্রকর ও বমন-কারক। ইহার মূল গনোরিয়া-রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কণ-দেশে ইহার মূল হরিদ্রা ও মাখনের সহিত মাখাইয়া ছেলেদের কাউর ও চুলকনায় প্রয়োগ করে। ইহা দূর্বীর সহিত পেয়ণ করিয়া বাগীতে প্রলেপ দেয়। রজনীগন্ধা-ফুল মৌগন্ধের জন্ম অতিশয় মূল্যবান। এই গাছের ফ্রান্সে অধিক পরিমাণে চাষ হয়। কখনও কখনও রাত্রিকালে এই গাছ হইতে একপ্রকার আলোক বাহির হইয়া থাকে। (Fig. 609.)

Genus—URGINEA Steinh.

610. *U. indica* Kunth. (বনপেঁয়াজ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Indian Med. Pl., t. 974 ; Wight, Ic. Pl. Ind. Or., vi. 2063.

Ref.—F. B. I., vi. 347 ; Roxb., F. I., ii. 147 ; B. P., ii. 1075.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, ছোটনাগপুর, সিমলা, করমণ্ডল উপকূল, সাহারানপুর ও বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-পেঁয়াজ ; সং. বনপলাণ্ডু ; হি. জঙ্গলী পেয়াজ ; তা. নারীভেদায়াম ; তে. নাককা-বাল্ল-গাড্ডা ; Eng. Wild onion.

ব্যবহার্য অংশ—মূল বা কন্দ।

বর্ণনা—কন্দজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ ; পত্র বাহির হইবার পূর্বে ফুল হয়। কন্দ দেখিতে ছোট লেবু অথবা আ্যপেলের মত। পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি উচ্চ ও নরম। ফুল অবনত, বিস্তৃত পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে দূরে দূরে জন্মে, দেখিতে ঘণ্টার মত, পাপড়ী স্বেতবর্ণ, ইহাতে ৩টি সবুজ শিরা আছে। পুংকেশর ৬টি ; বীজকোষ $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{8}$ ইঞ্চি, আয়তাকার তিনভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে ৬-২টি বীজ থাকে, বীজ চেপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বন-পেঁয়াজ সন্ধি-নিবারক, হজমি-কারক, মূত্রকর ও প্রথম ঋতুকর। ইহা হাঁপানী, শোথ, বাত, কুষ্ঠ এবং চর্মরোগে হিতকর (Dymock)। Dr. Roxburgh বলেন ইহা বমনকারক ও তিক্ত। Dr. Moodeen Sheriff বলেন—ইহার ফল ১০-২০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকর। ইহা বহুদিন হইতে সরকারী ডাক্তারখানায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। (Fig. 610.)

CX. PONTEDERIACEAE

Genus—MONOCHORIA Presl.

611. *M. vaginalis* Presl. (লুখা)

Fig. Roxb., Cor. Pl., ii. t. 110 ; Rheede, Hort. Mal., ii. t. 44 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 979.

Ref.—F. B. I., vi. 363 ; Roxb., F. I., ii. 121 ; B. P., ii. 1079 ; Prain, H. H., 290.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ; কাশ্মীর হইতে আসাম ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্গুর ; বঙ্গদেশে, হুগলী ও হাওড়া জেলার খালে ও ধানক্ষেত্রে দেখা যায় ।

বিভিন্ন নাম—লুখা

ব্যবহার্য অংশ—মূল

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ, মূল ক্ষুদ্র, লতানে অথবা কতক পরিমাণে খাড়া । পত্রবৃদ্ধ লম্বা ২-৪ ইঞ্চি, বৃত্তদেশে ডিম্বাকৃতি অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু । পুষ্পদণ্ড ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত । পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগের ফুল প্রথমে প্রস্ফুটিত হয় । ফুলের দল অসমান, তিনটি বড় এবং ৩টি ছোট, আয়তাকার নীলবর্ণ । পুষ্পকেশর ৬টি আছে, স্ত্রীকেশরের মস্তক গাঢ় নীলবর্ণ । বীজকোষ ৬ ইঞ্চি লম্বা, আয়তাকার । বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় চর্কণ করিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয় এবং উদ্ভিদের ছাল চিনির সহিত সেবন করিলে হাঁপানীর উপশম হয় (Atkinson) । (Fig. 611.)

CXI. XYRIDEAE

Genus—XYRIS Linn.

612. *X. pauciflora* Willd. (দাবিছবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 7 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 980.

Ref.—F. B. I., vi. 364 ; Roxb., F. I., i. 179 ; B. P., ii. 1080 ; Dalz., and Gibs., Bombay Fl., 259 ; Prain, H. H., 291.

জন্মস্থান—ত্রিহট, উত্তর বঙ্গ, উড়িষ্যা, খুরদা, সিকিম, আসাম ও খাসিয়া পাহাড় ; চন্দননগর, শ্রীরামপুর, জাহানাবাদ, হুগলী জেলায় দেখা যায় ।

বিভিন্ন নাম—বা. চীনে ঘাস, দাবিছবি ।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ।

44

rain

দেশ

ଅଦ୍ରବ୍ୟ

ব দ

শব্দে

ভিক্ষুর

. Pl.

Walz.

হাড়;

FLAGELLARIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[615. *F. indica* Linn.]

C. salicifolia Roxb. ইহার বান্দালা নাম পানি কানছিরে বা ঢোলা পাতা (*F. B. I.*, vi. 370 ; *B. P.*, ii. 1082)। এই গাছ ও কানছিরে গুণের সমান, গাছের পত্র রগড়াইয়া উহার রস দিলে শুয়াপোকাকার লোম গলিয়া যায়। (Fig. 613.)

Genus—ANEILEMA Br.

614. *A. scapiflorum* Wight. (কুরেলী)

Fig.—Wight, *Ic. Pl. Ind. Or.*, vi. 2075 ; Kirtikar & Basu, *Ind. Med. Pl.*, t. 983 ; Royle, *Ill.*, 403, t. 95.

Ref.—*F. B. I.*, vi. 375 ; Roxb., *F. I.*, i. 775.

জন্মস্থান—হিমালয়-প্রদেশ ; যুক্ত প্রদেশ, ভূটান, ত্রিহট, টেনাসরিম।

বিভিন্ন নাম—বা. কুরেলী ; হি. সিয়ামুলী।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—ইহার শিকড় লম্বা, আলুর মত নরম। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পমঞ্জরী ৮-১৩ ইঞ্চি লম্বা দণ্ডে অবস্থিত। ফুল ক্ষুদ্র, বীজকোষ ৬ ইঞ্চি, বীজ ত্রিকোণাকার, লম্বা বীজকোষে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক, বলকারক ও উষ্ণ ; মাথাধরা, অলসতা, জ্বর, কামলা এবং বধিরতায় ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্পবিষ-নাশক বলিয়া সর্পাঘাত হইলে খাওয়াইয়া দেয়। শিকড়ের ছাল বাতাসে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে হাঁপানী আরাম হয়। ইহা অর্শ ও পেট-বেদনা-নাশক এবং বালকদের তড়কা হইলে ব্যবহৃত হয়। মূত্রাঘাত-রোগে ইহা অতিশয় হিতকর। ইহার শুষ্ক গুঁড়া চিনির সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। গাছের গুঁড়া তুলসী-পাতার রসের সহিত সেবন করিলে মূত্রবৃদ্ধির বাতনা দূর হয়। (Fig. 614.)

CXIII. FLAGELLARIEAE.

Genus—FLAGELLARIA Linn.

615. *F. indica* Linn. (বনচাঁদ)

Fig.—Rheede, *Hort. Mal.*, vii, t. 53 ; Rumph., *Herb. Ambo.*, v, t. 59.
Fig. 1.

Ref.—*F. B. I.*, vi. 391 ; Roxb., *F. I.*, ii. 154 ; *B. P.*, ii. 1087 ; Prain, *H. H.*, 292.

জন্মস্থান—সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারতের সমুদ্রতীরে ও সিঙ্গাপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ব. বনচাঁদ।

ARECA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[616. A. Catechu Linn.]

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—নলখাগড়ার তায় বৃক্ষারোহী লতা, উচ্চ বৃক্ষে জড়াইয়া উঠে। কাণ্ড প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা, শাখাগুলি মন্থণ ও গোলাকার, প্রশাখাগুলি কাকের পালকের মত মোটা। পত্র বৃন্তহীন ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, বহু শিরাবিশিষ্ট। ফুল খেতবর্ণ, ক্ষুদ্র বোঁটায় জন্মে। পুষ্পদণ্ডের প্রশাখাগুলি ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। ফল লালবর্ণ ও মন্থণ (Cooke)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতের পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ধারক ও ক্ষত-রোগ-নাশক। (Fig. 615.)

CXIV. PALMEAE.

Genus—ARECA Linn.

616. A. Catechu Linn. (সুপারি)

Fig.—Palms, Brit. Ind., 154, t. 232; Roxb., Cor. Pl., i, t. 75; Rheede, Hort. Mal., i, t. 58.

Ref.—F. B. I., vi. 405; Roxb., F. I., iii. 615; B. P., ii. 1047; Prain, H. H., 204.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সুপারি; সং. পূগবৃক্ষ, ক্রমুক; তে. পোকা-বাক্কা-বাক্কা; তা. পকুক কোট্টাই গফকু; Eng. Betel-nut.

ব্যবহার্য অংশ—ফল, ত্বক্। মাত্রা; কঙ্কচূর্ণ ১-২ তোলা।

বর্ণনা—গাছের কাণ্ড ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়, ইহার কোন ডালপালা নাই। পত্র ৪-২ ফুট লম্বা, পত্রিকা অনেক হয়, ১-২ ফুট লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; পুষ্পদণ্ড অতিশয় শক্ত, অনেক শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট, কান্দিতে অনেক ফল হয়, স্ত্রীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের গোড়ায় অথবা অগ্রভাগে জন্মে। ফল ১½-২ ইঞ্চি, মন্থণ, পাকিলে লেবু-রং-বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, ফলে ছোবড়া আছে। Dr. Roxburgh এবং Col. Prain তিন প্রকার সুপারির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—Areca triandra (Roxb., F. I., iii. 617; Prain, B. P., ii. 1097)। এই গাছ চট্টগ্রাম প্রদেশে জন্মে, এই সুপারি দেখিতে লালবর্ণ; Areca Gracilis Bl. (Prain, B. P., ii. 1096) এই গাছের শ্রীহট্ট প্রদেশের নাম রামগুয়া, চট্টগ্রামে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা সুপারি ধারক, ইহা পেট-বেদনায় ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শ্চূর পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। পোড়া সুপারি গুঁড়া করিয়া দাঁতে

COCOS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[617. *C. nucifera* Linn.]

দিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয়। পোড়া স্থপারির গুঁড়া ১০-১৫ গ্রেণ পরিমাণ ৪ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার করিলে দন্তের যাবতীয় রোগ আরাম হয়।

স্থপারি চিবাইয়া খাইলে যাবতীয় মূত্রযন্ত্রের রোগ আরাম করে। স্থপারির রস ৪-৬ ড্রাম পরিমাণ ছুষ্কের সহিত সেবন করিলে বড় বড় ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায় (Bentley & Trim)। স্থপারি স্নায়বিক রোগে হিতকর এবং ইহা শোধক বলিয়া চক্ষে প্রলেপ দিয়া থাকে। স্থপারির কচি পাতার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মালিশ করিলে কটিবাত আরাম হয়।

স্থপারি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দন্তরোগ আরাম করে। কাঁচা স্থপারি, রক্তচন্দন ও চিনি তড়ুলোদক-সহ পেয়ণ করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চরক)।

শল্কী ও স্থপারির ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া তিল-তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতগ্রস্ত রোগী ২০ দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায় (চরক)।

মহুরিকার প্রথম অবস্থায় জ্বলের সহিত স্থপারি সেব্য (চক্রদত্ত)। স্থপারি কফ ও পিত্তনাশক, ইহা কক্ষ ও মুখের রক্তদনাশক। অন্তঃস্রব্দ স্থপারি-ভস্ম হইতে বেশ দস্তধাবন-চূর্ণ প্রস্তুত হয়—উহা দাঁতের বেদনা-নিবারক, আম ও রক্তাতিসার-নাশক। কাঁচা স্থপারি খাইলে মত্ততা আনয়ন করে।

স্থপারি ছুখে সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি-যোগে বেশ রসায়ন প্রস্তুত হয়; ইহার সহিত ধুতুরা বীজ ও সিদ্ধি যোগ করিলে কামেশ্বর-মোদক প্রস্তুত হয়।

সিকিতোলা স্থপারি গুঁড়াইয়া উহার সহিত ২ তোলা লেবুর রস মিশাইয়া মণ্ড করিতে হয়; উহা ক্রিমি-নাশক। (Fig. 616.)

Genus—COCOS Linn.

617. *C. nucifera* Linn. (নারিকেল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 73; Rheede, Hort. Mal., ii. 14; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 990.

Ref.—F. B. I., vi. 482; Roxb., F. I., iii. 614; B. P., ii. 1095; Dymock, iii. 511; Prain, H. H., 203.

জন্মস্থান—ভারতের সমুদ্রকূলবর্তী স্থানে নারিকেল বহু পরিমাণে জন্মে; লঙ্কা, করমণ্ডল উপকূল, মালাবার উপকূল, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. নারিকেল; হি. নারিয়েল; তে. নারিকাদাম; তা. তেন্নামারম্।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল, ফল, খোলা, তৈল, রস, শিকড় এবং ছাই।

বর্ণনা—অনার্বত-দেহ খাড়া লম্বা গাছ, ৪০-৮০ ফুট উচ্চ, গাছের ব্যাস ১-২ ফুট; গাছের গোড়া অধিক মোটা, কৃষ্ণ অথবা ধূসরবর্ণ, গাছের গাত্রে গোলাকার দাগ আছে। পত্র ১২-১৮

COCOS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[617. *C. nucifera* Linn.]

ফুট লম্বা, পত্রিকা ২-৩ ফুট লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ত্র্যশূন্য: সরু, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, পত্রের শিরা ৩-৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়, ইহা অতিশয় শক্ত। পুং পুষ্প ছোট হরিদ্রাভ, ইহার পাপড়ী $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। ফল ভিষাকৃতি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে জল ও শাঁস আছে। ফলের উপরিভাগ ছোবড়াযুক্ত, খোলা অতিশয় শক্ত। ইহার ছোবড়া হইতে দড়ি ও জাহাজের কাছি এবং খোলা হইতে হাঁকা প্রস্তুত হয়। সারাবৎসরই ইহার ফল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নারিকেলের মূল মূত্রকর, ইহা মূত্রযন্ত্রের ও জ্বীলোকদের জনন যন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পত্রের ছাই অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ডাবের জল অতিশয় স্নিগ্ধ, ইহা পিপাসা নিবারক ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ডাবের শাঁস পুষ্টিকর, শীতল ও মূত্রকর, পক্ষ নারিকেলের শাঁস গুরুপাক কিন্তু অতিশয় বলকারক, ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। নারিকেল গাছের মেথি পুষ্টিকর, বলবদ্ধক। নারিকেলের তৈল মস্তকের কেশ বাড়াইয়া দেয়, এই তৈলের সহিত মাথাবসা মশলা পচাইয়া স্ফগন্ধ তৈল প্রস্তুত হয়। গাছের টাটকা রস মূত্রকর, নারিকেলের রস গাঁজিয়া খাইলে তাড়ি হয়। নারিকেল মালা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহাতে পাথরবাটা চাপা দিলে পাথরে যে ঘাম হয় উহা দাদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নারিকেল হইতে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হয় উহা অজীর্ণ ও ক্ষয় কাসের ঔষধ।

১ সের নারিকেলের শাঁস পেষণ করিয়া উহা ৮০ তোলা ঘূতে ভাজিয়া লও তৎপরে ৪ সের নারিকেল জলে উহা পাককর এবং জল একটু ঘন গালার মত হইলে উহাতে ধনে, পিপুল, বংশলোচন, জীরা, কালজিরে, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা মুখার মূল, নাগেশ্বর ফুল (*Mesua ferrea*) প্রত্যেকটি ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া এই গালার সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হইল। এই দ্রব্য ২-৪ তোলা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে হইবে (Dutta, Met. Med., 249)।

নারিকেল জল কোন ক্ষতিকর নহে; আয়ুর্বেদ মতে উহার রক্ত পরিষ্কার করিবার গুণ আছে (Ainslie)।

নারিকেল শাঁস কুকন্নী দ্বারা কুরিয়া উহাতে অল্প জল মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইলে উহা দুগ্ধের মত হয়, উহা দুগ্ধের মত ব্যবহার করা চলে।

Dr. Shortt বলেন যে নারিকেলের দুগ্ধ ৪-৮ আউন্স পরিমাণ দিবসে ২১৩ বার সেবন করিলে শারিরিক দৌর্বল্য দূর হয় এবং ইহা প্রাথমিক ক্ষয় রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার স্বাদ অতি উৎকৃষ্ট বালকদিগকে খাওয়াইলে ইহা বেশ উপকার হয় কিন্তু অধিক মাত্রায় খাইলে বিরচনের কাজ করে। ইহা Castor Oil ও অপরাপর বিরচক ঔষধের স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Pharm. Ind. 247)। নারিকেল ভাজিয়া ইহার শাঁস খাইবার ৩ ঘণ্টা পরে Castor oil খাইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে অতি বড় বড় কুমি বাহির হইয়া যায়।

BORASSUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[618. *B. flabellifer* Linn.]

নারিকেলের খোলা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় উহা দাঁদের পক্ষে হিতকর। নারিকেলের তৈল হইতে সম্ভ্রায় সাবান প্রস্তুত হয় (Dymock,)। এই তৈল বাদাম ও তিল তৈল অপেক্ষা মালিসের পক্ষে কম গুণশালী। নারিকেল দুগ্ধ জাল দিয়া যে তৈল পাওয়া যায় উহা পোড়া ঘা এবং টাকের পক্ষে হিতকর।

নারিকেল শাঁস ও তেঁতুল বীজের শাঁস হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা পোড়া ঘা ও বাতের বেদনায় হিতকর। নারিকেল তৈল একটি সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। কচি ডাবের শাঁস হইতে যে দুগ্ধ বাহির হয় উহা কলেরা রোগ নিবারক, যখন অপর ঔষধে বমন নিবারণ হয় না ও কোন উপকার হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। টাটকা নারিকেল তৈল Codliver oil এর তুল্য, ২০-৩০ মিনিম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১ ড্রাম দিবসে ৩ বার ব্যবহার করিতে হয়।

নারিকেল ফুল, চিনি-খসখসের শীকড় ও স্বেত চন্দন যোগে জলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বরে বমন নিবারণ করে ও শরীরে বেশ শান্তি হয় (Civil Sur. William Wilson, Bogra)।

স্বপক সজল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধব লবণ দিয়া নারিকেলের চতুর্দিকে মাটির লেপ দিবে, অনন্তর উহা ঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিয়া যখন শীতল হইবে তখন নারিকেলের ভিতরে যে কৃষ্ণবর্ণ শস্ত পাইবে, উহা ২-৪ আনা মাত্রায় কিছু পিপুল চূর্ণ যোগে সেবন করিলে পরিণাম শূল আরাম হয় (ভাব প্রকাশ)। নারিকেলের ফুল দধির সহিত পেষণ করিয়া কয়েক দিন পান করিলে শর্করা রোগ আরাম হয় (ভাব প্রকাশ)। (Fig. 617).

Genus—BORASSUS Linn.

618. *B. flabellifer* Linn. (তাল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, tt. 9 & 10; Rumph., Herb. Ambo., i, t. 10; Roxb., Cor. Pl., i, 50, t. 70 & 71.

Ref.—F. B. I., vi, 482; Roxb., F. I., iii, 790; B. P., ii, 1092; Prain, H. H., 293.

জন্মান্তান—ভারতবর্ষে ও বর্মায় রোপন করে; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সং. তাল; তা. পালাম।

ব্যবহার্য অংশ—মোচা, ফল, মূল ও মেথি; মোচা ক্ষারে ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বড় গাছ—ইহার শাখা প্রশাখা হয় না, গুঁড়ি ৬০-৭০ ফুট উচ্চ, গাছের মধ্যস্থল মোটা ও গোলাকার। পত্র ৫-১০ ফুট, পত্রের আকৃতি পাখার ত্রায়, পত্র চর্ম্মের ত্রায় শক্ত,

BORASSUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[618. B. flabellifer Linn.]

ইহাতে অনেক উঁচু শিরা আছে, শিরাগুলি পত্রদণ্ডের গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, পত্রের কিনারা কাঁটার মত। পত্র দণ্ডের উভয় কিনারায় করাতের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ দাঁত আছে। তালগাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুং গাছে তাল ফলে না, ইহার মোচ সৌদালের ফলের ত্রায় লম্বা; স্ত্রীগাছে তাল ফলে, অগ্রভাগ হইতে তালের মোচ বাহির হয়, এক একটা মোচায় ১৫-২০টা তাল হয়। তালের কাঁদি কয়েক ফুট লম্বা ও শক্ত। তাল গোলাকার, কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ; পাকিলে কোনটি কৃষ্ণবর্ণ ও কোনটি হরিদ্রাবর্ণ হয়। প্রত্যেক ফলে ১-৩টা বীজ বা আঁটা থাকে। আঁটি শক্ত, ডিম্বাকৃতি ও একটু চেপ্টা। বসন্তকালে তালের ফুল হয় ও বর্ষার শেষে তাল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তালের রস উষ্মেজক ও শ্লেষ্মা নাশক। ইহার টাটকা রস মিষ্ট, মৃদু বিরেচক ও মূত্রকর। তাল পত্রের গায়ে যে তুলার মত পদার্থ পাওয়া যায় উহা কোন কঠিন স্থানে লাগাইলে উহা হইতে রক্তপাত নিবারণ করে। টাটকা রস প্রদাহ ও শোথ নিবারণ করে। তালের শীকড় স্নিগ্ধকর, পুষ্টিকর ও বলকারক। পাকা ফলের শাঁস গুরুপাক।

তালের ফোপল খাইতে মিষ্ট ও ইহাতে বেশ তরকারী হয়, ইহা স্নিগ্ধকর এবং মূত্রকর। তালের কাঁদির ছাই সেবন করিলে বর্দ্ধিত প্রীহা কমিয়া যায়। তালের মাড়ি বাহির করিয়া উহাতে অল্প চূণ দিলে উহা জমিয়া যায় এবং উহা বরফির ত্রায় খাইতে উপাদেয় হয়। তালের মাড়িতে ময়না বা চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া তৈলে ভাজিয়া লইলে তালফুলুরি হয়। কাঁচা তালের শাঁস স্নিগ্ধকর ও শাস্তিকর।

শীতল জ্বলের সহিত তাল গাছের মূল পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ আরাম হয় (সুশ্রুত)। তাল শাঁড়ার রস মধু সহ সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়।

তালজটার (কাঁদির) অন্তর্দূর্মদঞ্চ ফার পুরাতন গুড় সহ সেবন করিলে প্রীহাবৃদ্ধি কমিয়া যায়।

তালপুষ্পভবঃ ফার সগুড়ঃ প্রীহানাশনঃ। চক্রদত্ত

তালগাছের উত্তর দিকের মূল প্রসূতির দেহপরিমাণ লম্বা সূত্র দ্বারা কটাদেশে বাধিয়া দিলে সুখপ্রসব হয় (বঙ্গসেন)।

তালজটার ছাই উগ্র, উহা blister এর কাজ করে। পক্ক তালের মাড়ি চর্মরোগ নাশক। তালের চিনি বা মিছরী পিত্তনাশক, যকৃতের দোষ নিবারক; ইহা মধুমেহে ফলপ্রদ ঔষধ। তালের রস মূত্রকর ও পুরাতন গণোরিয়া নাশক (T. N. Mukherjee)।

তালের কাঁদির ছাই বর্দ্ধিত প্রীহায় হিতকর (U. C. Dutt)।

তালের টাটকা রসে চাউলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে আঠার মত করিয়া উহা একটি বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া পুলটিস দিলে পৃষ্ঠত্রণ ও পুরাতন ক্ষত আরাম হয় (Pharm.)

PHOENIX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[620. *P. sylvestris* Roxb.]

Indica)। তাল শাঁড়ার রস ও তালের নূতন শীকড়ের রস ছেঁচিয়া খাইলে পুরাতন সন্ধি ও ঘুড়িকাশী আরাম হয়। তালের সবুজ পত্রের রস উপদংশে হিতকর।

শুক তালের শাঁস পেট কামড়ানি ও উদরাময় আরাম করে। তালের শীকড়ের গুড়া নারিকেল দুগ্ধ, লবণ ও মৎস্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টকাকারে খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তালের তাড়ি প্রত্যহ খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়। বালকদিগকে প্রত্যহ অল্প পরিমাণ খাওয়াইলে তাহাদের পাঁচড়া ও অপরাপর চর্মরোগ আরাম হয় (Bomb. Nat. Hist. Journ., Vol. xxi I., P. 929.)। (Fig. 618.)

Genus—CARYOTA Linn.

619. *C. urens* Linn. (গোলসাগু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 11; Mart., Hist. Nat. Palm, 193 & 107; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 986B.

Ref.—F. B. I., vi, 422; Roxb., F. I., iii, 625; B. P., ii, 1093.

জন্মস্থান—পশ্চিমঘাট, মহাবালেশ্বর, বর্ষা, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং সিকিমে সাধারণতঃ ৫০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত দেখা যায়; উত্তর বঙ্গ, ত্রিহট, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

বিভিন্ন নাম—হি. মারি; তা. কুন্দলে পানাই; উড়িষ্যা—শালোপা; বা. গোল সাগু।

ব্যবহার্য অংশ—ফল ও রস।

বর্ণনা—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। পত্র ১০-২০ ফুট লম্বা ১০-১৫ ফুট চওড়া, পত্রিকা ৫-৬ ফুট লম্বা, বক্র ও অবনত। উপরের পত্রের গোড়া হইতে ফুল হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে নীচে পুং ও স্ত্রীপুষ্প জন্মে। কান্দি ৩-৫টি হয়, ১২ ফুট লম্বা। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, স্বেতবর্ণ; পুষ্পের পাপড়ী ৬-৮ ইঞ্চি গোলাকার। ফল ১-২টি, গোলাকার, দ্বিষং লালবর্ণ। ফলে ১-২টি বীজ হয়, বীজ সোজাভাবে থাকে। এপ্রিল মাসে ফুল ও আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস গাঁজাইয়া বেশ মদ প্রস্তুত হয়। টাটকা তাড়ি প্রাতে ১ গ্রাস খাইলে বেশ বিরচনের কাজ করে (Pharm. Ind.)। ইহার বীজ আধকপালে মাখা ধরায় প্রয়োগ হয়। পুরাতন গাছের মাইজ হইতে ব্যবসায়ের উপযুক্ত সাগু প্রস্তুত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। (Fig. 619.)

Genus—PHOENIX Linn.

620. *P. sylvestris* Roxb. (খেজুর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, tt. 22 & 25; Griff. Palms of Brit. India 141 t. 228A.

PHOENIX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[621. *P. dactylifera* Linn.

Ref.—F. B. I., vi. 425 ; Roxb., F. I. iii, 787 ; B. P., ii, 1096 ; Prain, H. H., 293.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র জন্মে, সিন্ধুদেশের অরণ্যে বহু পরিমাণে দেখা যায়; বঙ্গ দেশের হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, যশোহর, ২৪-পরগণায় অরণ্যের ধারে ও বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. খেজুর; হি. আলমা; তা. ইচুমপান্নাই; তে. ইষাণবেদী; বঙ্গ—ইচালুয়ারা।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, আঁটা ও শীকড়।

বর্ণনা—সোজা গাছ ৪০-৫০ ফুট উচ্চ, ৩ ফুট মোটা। কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, বহির্ভাগ শক্ত, পত্রবৃন্ত গাছকে জড়াইয়া থাকে। পত্র দণ্ড ৬-৭ ফুট লম্বা, পত্র পক্ষাকার দণ্ডের উভয় দিকে হয়, সম্মুখে একটি পত্র থাকে। পত্রদণ্ডের মূলদেশে প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে, পত্রিকা ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ১-১ ইঞ্চি চওড়া। খেজুরের কান্দ নিম্নে অবনত। খেজুর গাছ জী ও পুরুষ উভয় জাতীয়। খেজুর সমেত যে গাছ হয় উহা জী জাতীয় গাছ, আর যে গাছের কান্দিত খেজুর হয় না তাহা পুরুষ গাছ। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়, যখন সম্পূর্ণ ভাবে খেজুর পাকিয়া ওঠে তখন একটু লালবর্ণ হয়। ফলের উপরিভাগে শাঁস থাকে, বীজ অতিশয় শক্ত, বীজের মধ্যস্থল লম্বাভাবে বিভক্ত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খেজুর বলবর্ধক। খেজুরের আঁটা গুঁড়াইয়া অপামার্গের শীকড়ের সহিত ঝাইলে বমন নিবারক হয় (Dymock)।

খেজুর রস অতিশয় তৃষ্ণা নিবারক, খেজুরের মেথি গণোরিয়া ও মধুমেহ আরাম করে। ইহার শীকড় দাঁত বেদনা আরাম করে। (Fig. 620.)

621. *P. dactylifera* Linn. (পিণ্ড খেজুর)

Fig.—Lam. III. t. 897.

Ref.—F. B. I., vi, 425 ; Kur. For. Fl. ii, 541 ; Ic. Pl., Asiat. 244 ; Roxb. F. I., iii, 786.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, ও সিন্ধুনদীর তীরবর্তী প্রদেশে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. পিণ্ডখেজুর; তা. পেরিকচাকাই; তে. কঙ্কুকার।

ব্যবহার্য অংশ—রস, ফল, আঁটা।

বর্ণনা—সরল গাছ ১০০-১২০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের গোড়ার চতুর্দিকে বহু শীকড় জন্মে। পত্র ধূসরবর্ণ ও লম্বা। *P. sylvestris* অপেক্ষা ইহার পত্রের অগ্রভাগ অধিক সরু।

CALAMUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[622. *C. viminalis* Willd.]

ফল ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, শাঁস অধিক হয়, খাইতে মিষ্ট। ভাল খেজুর মত হইতে এদেশে আইসে, পারস্তের খেজুর অতি উৎকৃষ্ট।

একপ্রকার খেজুর আছে উহা ভারতের করমণ্ডল উপকূলে সমুদ্রের কিনারায় জন্মে, উহার লাতিন নাম *P. faringifera* Don. (Roxb. Cor. Pl., i, 56, t. 74; F. B. I., vi, 426). ইহার পক্ক ফল কৃষ্ণবর্ণ ও ফলে প্রায় শাঁস নাই। বিহারে এক প্রকার খেজুর জন্মে উহার গাছ ২-১ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না, পত্র খেজুর-পত্রের (*P. acaulis*.) তায়। ফল ক্ষুদ্র, উজ্জল ও লোহিত বর্ণ। ফলে শাস আছে এই খেজুরকে ভুখজুর বলে। বসন্ত ও গরমে ফুল হয়, বর্ষা ও শরতে ফল পাকে।

Dr. Roxburgh অনেক পিণ্ড খেজুরের গাছ Royal Botanic Garden Calcuttaতে রোপণ করিয়াছিলেন, এবং উপযুক্ত পরিমাণ তদ্বির করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত গাছগুলি হইতে খজুর উৎপাদন করিতে পারেন নাই। ফল ধরিবার পূর্বে অর্ধেক গাছ মরিয়া যায়। অবশিষ্ট গুলিতে ফল হয় নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খেজুর স্নিগ্ধকর, স্লেগ্মানিবারক, মূত্রবিরেচক, পুষ্টিকর এবং রসায়ণ। সন্দি, হাঁপানী ও অপরাপর হৃদযন্ত্রের পীড়ায় খেজুর বড় উপকারী। ইহার আঠা উদরাময় ও জননযন্ত্রের যাবতীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। খেজুরের আঁটা জলে ভিজাইয়া তাহার জল চক্ষে দিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। খেজুরের টাটকা রস ধারক ও স্নিগ্ধকর।

খেজুর স্নায়বিক দৌর্বল্য রোগে হিতকর (Watt)।

খেজুরের জেলি, পিপুলচূর্ণ ও মধু যোগে সেবন করিলে হিকা আরাম হয় (স্থশ্রুত)।

মধুর সহিত পিণ্ডখেজুর চাটিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

খেজুর মূত্রকর ও বলকারক, বসন্ত ও জরের পর দুর্বলতা থাকিলে খেজুর গব্যাদ্বন্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিলে দুর্বলতা দূর হয়। খেজুরের রস মূত্রকর। ইহার জেলি প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারী। (Fig. 621.)

Genus—CALAMUS Linn.

622. *C. viminalis* Willd. (বড়বেত)

Fig.—Rumph. Herb. Amboin. v, t. 55; Fig. 2, (1750); Blume. Rumph., iii, t. 150, 163 (1847).

Ref.—F. B. I., vi, 441; Roxb., F. I., iii, 779; B. P., ii, 1099; Prain, H. H., 294; Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc., xxv, 388 (1918).

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানে গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়। হুগলী ও বর্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে জন্মে, কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনে অনেক বেতগাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বড়বেত ; সং. বেতস।

ব্যবহার্য অংশ—শীকড়।

বর্ণনা—সরল ভাবে জন্মে অথবা কখন কখন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। কাণ্ড মোটা, পত্রিকা পক্ষাকার। বেতের পত্রে, পত্রদণ্ডে ও কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট বক্র কাঁটা আছে, পত্রের অগ্রভাগ সরু লম্বা কাঁটায়ুক্ত পত্রবিহীন লেজের (flagella) বিশি। এই flagella অংশ যদি শরীরের মধ্যে যায় ত যে কোন স্থান দিয়া পাকিয়া বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কাঁটা বাহির করিবার জন্ত অস্ত্রোপচারের দরকার হয়। ফল গোলাকার, বীজ আয়তাকার ও মসৃণ। বর্ষায় ফুল ও পরে শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেত মধুর, কটুরস, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্তপ্রকোপে ও রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পত্র লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তদমনকারী। বেতের পত্র মল ও মূত্রকর, ইহার ডগী অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক এবং শোথ ও মূত্ররোগে বিশেষ ব্যবহার হয়। ইহা পাথরী ও ঘোণী রোগে হিতকর। বেতের ফল পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও রক্ত দৃষ্টি রোগ-নাশক। (Fig. 622.)

623. C. tenuis Roxb. (ছাঁচিবেত)

Fig.—Griff. Palms. Brit. Ind. (1874) t. 193; A. B. C. (1850); Journ. Asiat. Soc. Bengal x, l, iii, p. 11 & 212; Annals. R. B. G. Calcutta xi, t. 94 (1908).

Ref.—F. B. I., vi, 447; Roxb., F. I., iii, 780; B. P., ii, 1099; Prain, H. H., 294; Journ. Bomb. Nat. Hist. xxv, 393 (1918).

জন্মস্থান—পূর্ববঙ্গ, হুন্দরবন; বর্দ্ধমান, আসাম, সিঙ্গাপুর, মালাকা।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাঁচিবেত।

ব্যবহার্য অংশ—শীকড়, রস, মূলের কাঁথ ৫-১০ তোলা; শাখার অগ্রভাগের রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা, গাছে কাঁটা আছে। পত্রিকা অনেক থাকে; ফল গোলাকার, বীজ মসৃণ। এই বেত কখন কখন ২০০-৩০০ ফুট লম্বা হয়। এইরূপ লম্বা জাতীয় বেতকে “rattan” বলে। জালুয়ারী হইতে এপ্রেল মাস অবধি ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোমল বেত পাতা তিল তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিট লবনে সেবন করিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয় (চরক)

PANDANUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[624. *P. fascicularis* Lam.

নল ও বেতস মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পুরাতন জ্বর আরাম হয় (স্থূত্রত)।
মৃদু অগ্নিতে বেতস মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া ঘোনী প্রক্ষালন করিলে স্ৰুখ ঘোনী দৃঢ় হয় (চক্রদত্ত)।

কুড় ও ছাঁচি বেতস মূলের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে কুকুর বিষ নাশ হয়।
বেতস বলিলে ছাঁচিবেত এবং বেত বলিলে বড় বেত বুঝায়। বেত শ্বাস নাশ করে ও বেদনা দূর করে। বট, অশ্বথ, যজ্ঞভুধুর, পাকুড় ও বেতসকে পঞ্চ বকল বলে। (Fig. 923.)

CXY. PANDANACEAE

Genus—PANDANUS

624. *P. fascicularis* Lam. (কেয়া)

Fig.—Roxb. Cor. Pl., i, tt. 94-96; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 1-8. (1679).

Ref.—F. B. I., vi, 485; Roxb, Fl. I, iii, 738; B. P., ii, 1101; Watt, vi, Pt., i, 45; Dymock, iii, 535; Prain, H. H., 294.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, পারস্য ও আরব দেশ, বঙ্গদেশের সর্বত্র গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেয়া, হি. কেওড়া, তা. জ্বনান চেদী, তে. মোগালি চেট্টু, সং. কেতকী, ছিন্নকহ; কন্ন—ক্যাদেজ গিয়া; Eng. Screwpine.

ব্যবহার্য অংশ—কাণ্ড, পুষ্পদণ্ড এবং বীজ, মাত্রা মূলধারে ২-৪ আনা পুষ্পের কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—স্ত্রী ও পুরুষভেদে কেতকী দুই প্রকার; পুষ্প কেতকীকে সিত কেতকী এবং স্ত্রী কেতকীকে স্বর্ণ কেতকী বা হেম কেতকী বলে। ইহার ডাল হইতে গাছ হয়, কাণ্ড প্রায়ই বক্র হয়, গাছ বড় হইলে গাছের কাণ্ড হইতে নীচের দিকে বটের তায় মোটা শিকড়ের বুড়ি বাহির হয়। ইহার পত্র লম্বা, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে জড়াইয়া থাকে; অগ্রভাগ সরু, কিনারায় করাতের তায় কাঁটা আছে। কাণ্ড ১০-১২ ফুট লম্বা, অনেক শাখা প্রশাখা হয়। পত্র ৪-১২ ফিট লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি সরু। অবনত, মসৃণ ও সবুজবর্ণ। পুষ্প স্বেতবর্ণ সৌগন্ধযুক্ত, একলিঙ্গ বিশিষ্ট। ফল ৬-৮ ইঞ্চি, লেবুরঃ বিশিষ্ট, পীতবর্ণ কিংবা ধূসরবর্ণ। ফল একত্রে ৫-২০টি হয়, ইহা কাঠের মত শক্ত, গোলাকার, পুষ্প পুষ্পদণ্ড ছোট। মে হইতে জুন মাস অবধি ফুল হয়, আশ্বিন কাঙিকে আনারসের মত লাল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। স্ত্রীলোকেরা ইহার ফুল

TYPHA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[625. *T. elephantina* Roxb.]

ও পত্র কেশে পরিধান করে। কেতকী গাছ শিবের পক্ষে অতি ঘৃণ্য, কথিত আছে যে শিব পার্শ্বতীর সহিত পাশাখেলায় পরাস্ত হইয়া, কেতকী বনে লুকাইয়া থাকেন এবং সন্তোষ অবলম্বন করেন; ইহাতে পার্শ্বতী একটি ভীলকন্য়ার রূপ ধরিয়া কেশে কেয়াফুল পরিধান পূর্বক কেয়াবনে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করেন। শিব কুপিত হইয়া কেয়া গাছকে অভিসম্পাত করেন।

নির্ঘণ্টকারের মতে কেতকী তিক্ত, মিষ্ট ও শ্লেষ্মা নিবারক। ইহা কৃষ্ঠ ও বসন্ত রোগে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে রসায়ণ বলিয়া উল্লেখ করেন। কেতকী কাষ্ঠের ছাই ক্ষত রোগে হিতকর। ইহার বীজ হৃদযন্ত্রের ক্ষত আরাম করে। কেয়াফুল হইতে বেশ কেয়াখয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকী ফুলের পুষ্পদণ্ডের ফার অন্তর্ভুক্ত দধি করিয়া তিল তৈল যোগে পান করিলে বাতজ্বর ও অরাম হয় (চক্রদত্ত)

কেতক: কটুক: স্বাদুলঘুস্তিক্ত কফাপহ:।

উষ্ণা তিক্তরসা স্লেয়াচক্ষুয়া হেমকেতকী। ভাবপ্রকাশ

কেতকী কটু, স্বাদু, লঘু, তিক্ত ও কফনাশক; ইহা উষ্ণা তিক্তরস এবং চক্ষুরোগ নাশক।

কেতকী হইতে আতর ও কেওড়ার জল এবং কেয়াখয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকী মূল ছুঁকে পেষণ করিয়া সেবন করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। ইহার তৈল ফোঁটা ফোঁটা কর্ণে দিলে কর্ণ শূল আরাম হয়। দৌর্বল্য ও মাথাধরায় কেতকীপুষ্প সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কেতকী কামোত্তেজক ও নিদ্রাকর (R. N. Khorii, 634)। (Fig. 624.)

CXVI. TYPHACEAE

Genus—TYPHA Linn.

625. *T. elephantina* Roxb. (হোগলা)

Fig.—Wien, xxxix, 165. t. 5. Fig. 10; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 992, (1918.)

Ref.—F. B. I., vi, 489; Roxb., Fl. Ind. iii, 566; B. P., ii, 1102; Prain, H. H., 294.

জন্মস্থান—উত্তর, পূর্ব ও মধ্য বঙ্গদেশে জন্মে। ইহা সচরাচর পুষ্করিণীর ধারে ও জলাভূমিতে দেখা যায়। হুন্দরবন, আসাম, বঙ্গে ও উত্তর পশ্চিম ভারতের জলাভূমিতে প্রচুর আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হোগলা; সং. ইরাক; হি. পাতের রামবন; তে. জম্ব-এমিগেজানম্।

ব্যবহার্য অংশ—ফল ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী জলাভূমিজাত উদ্ভিদ। পত্র ৬-১২ ফুট উচ্চ হয়, পত্রের গঠন স্পঞ্জের মত, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিনারাগুলি ঢেউ খেলানো; ফুল সোজা ডাঁটার মত পুষ্পদণ্ডের উপর সরু ফুলের মত বেশনে আবৃত থাকে। পুং পুষ্পদণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি; স্ত্রী পুষ্পদণ্ড পুং পুষ্পদণ্ড অপেক্ষা খর্বাকৃতি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা ৬-১ ইঞ্চি গোলাকার। শীতকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাকা ফলের উপরিভাগস্থিত পালকের গায় নরম পদার্থ ক্ষত ও দুষ্ট ক্ষতে ব্যবহার হয় উহা তুলার গায় নরম। ইহার শিকড় মূত্রকর এবং পূর্ব এশিয়ায় রক্ত আমাশয়, গনোরিয়া ও হাম রোগে ব্যবহার করে। (Pharm. Journ. September, 1888, pp. 180)। (Fig. 625.)

CXVII. ARACEAE

Genus—AMORPHOPHALUS Bl.

626. A. campanulatus Bl. (ওল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t. 272; Bot. Mag., t. 2312; Wight, Ic., iii, t. 785, (1852).

Ref.—F. B. I., vi, 513; Roxb., F. I., iii, 509; B. P., ii, 1109; Dymock, iii, 546; Prain, H. H., 295.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু স্থানে নদীর ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়; হুগলী হাওড়া জেলায় চাষ হয়। হাওড়া জেলার সাতরাগাছীতে ভাল ওল চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ওল; সং. শূরণ, অর্শল; তা. ককুলা; তে. মুঞ্চকন্দ।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ; মাত্রা ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ইহার কন্দ হইতে বহু সংখ্যক শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। কন্দ কখন কখন দুই হইতে আড়াই ফুট গোলাকার হয়; পূর্ব বৎসরের কাণ্ড হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ডাঁটা ১½-৩ ফুট লম্বা হয় কাণ্ডের উপরি ভাগে ছত্রাকার পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। পত্র গোড়ার দিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া বর্ধিত হয়, ইহা ১-৩ ফুট বিস্তৃত। ওলের ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, পুং পুষ্প মধ্যে হয়; স্ত্রী পুষ্প নিম্নে হয়। পুং কেশর ঘনভাবে অনেক হয়; গর্ভাশয়ের মস্তক তিন ভাগে বিভক্ত কোষ বিশিষ্ট, বৃন্তহীন, ঘনভাবে আবদ্ধ। স্ত্রী কেশর দণ্ড লালবর্ণ কিংবা দীর্ঘ বেগুণে, ৬-৬ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভকোষ ২ কিংবা ৩টা ভাগে বিভক্ত, বেগুণে কিংবা গাঢ় লালবর্ণ। ফল, ২০টা বীজ বিশিষ্ট লালবর্ণ। চাষ করা ওলে ও বনজাত ওলের এক নাম নহে, বন্য ওলের নাম A. Sylvaticus (Dymock)। ইহা বাজারে মদন মস্ত নামে খ্যাত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ACORUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[627 A. calamus Linn.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—ওলের কন্দ ও বীজ স্থানীয় প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও ফুলা আরাম হয়। ওল উষ্ণ ও পেটকাঁপা নিবারক। ওলের টাটকা রস, সর্দি নিবারক ও অতিশয় যন্ত্রনাদায়ক বাতে হিতকর। ইহা রক্তস্রাব নিবারক, অর্শনাশক বলিয়া ইহার আর একটা নাম অর্শল। ওলের শিকড় ফোড়া ও চক্ষুরোগে হিতকর ও ধাতুকর (Lindley)।

ওলের সহিত গুড় ও আরও কয়েকটা সৌগন্ধযুক্ত দ্রব্য যোগে মোদক প্রস্তুত হয়। যথা—লঘুশূরণ মোদক, শূরণ পিণ্ডি ও শূরণ বটক প্রভৃতি। গোলমরিচ ১ ভাগ, আদা ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ ও মাতগুড় ১৬ ভাগ লইয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লঘুশূরণ মোদক প্রস্তুত হয়। এই মোদক প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ ব্যবহার করিলে অর্শ ও অঙ্গীর্ণ আরাম হয়।

বহু ওলের কন্দ ঘৃত ও মধু যোগে পেষণ করিয়া স্নীপদে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (হারীত)।

ওল পোড়াইয়া ঘৃত ও মধু যোগে লেপন করিলে অর্কবৃন্দ আরাম হয়। ওল পিষিয়া দস্তে প্রলেপ দিলে দন্তশূল এবং শূলরোগে ওল চূর্ণ সেবন করিলে শূল আরাম হয়।

হিন্দু বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রমতে ওল দুই প্রকার, এক প্রকার রক্তাভ খেতবর্ণ অপরটা শুদ্ধ খেতবর্ণ। রক্তাভ খেতবর্ণ ওলই ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। বহু ওল অতিশয় চুলকায়। অর্শ রোগে রক্তাভ বহু ওল এবং ভোজনার্থে চাষ করা রক্তাভ ওল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ওল ১৬ ভাগ, বৃদ্ধদারক ১৬ ভাগ, তালমূলী ও চিতামূল প্রত্যেকটি ৮ ভাগ। পিপুলমূল, তালীশপত্র, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়গুঠ পিপুল, তেলা প্রত্যেকটি ৪ ভাগ, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও মরিচ প্রত্যেকটি ২ ভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে এবং উক্ত দ্রব্য গুলির দ্বিগুণ পরিমাণ গুড় যোগ করিয়া যে বটিকা হইবে উহাকে শূরণ বটক বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বৃদ্ধা, মেধা ও রসায়নী, ইহা দ্বারা অর্শ, গ্রহণী, খাস, কাস, ক্ষয়, প্লীহা, স্নীপদ, শোথ, প্রমেহ ও ভগ্নন্দর রোগ আরাম হয়।

Calcium oxalate এর সূচগুচ্ছ বহু ওলের কোষে সন্নিহিত থাকায় ওল খাইলে গলায় উক্ত সূচ বিদ্ধ হইয়া গলা বন্ধ হয় ও যন্ত্রনা দেয়। কোন এসিড, নেবুর ও তেঁতুলের রস খাইলে সূচ গলিয়া যায় ও যন্ত্রনার আশু উপশম হয়। (Fig. 626.)

Genus—ACORUS Linn.

627. A. calamus Linn. (ঘোড়াবচ বা খেতবচ)

Fig.—Griff. Ic. Pl. Asiat., 162; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 48; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1008.

Ref.—F. B. I., vi, 555; Roxb., F. I., ii, 169; Dalz & Gibs., Bombay Suppl. Pl., 96.

জন্মস্থান—ভারতের পার্বত্য জলাভূমিতে জন্মে ; সিকিম, মণিপুর, নাগা পাহাড় প্রভৃতি স্থানে ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চে বহু জন্মে ও চাষ হয়। শিবপুর ও দার্জিলিং বোটানিক গার্ডেনেও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ ; সং. বচা, উগ্রগন্ধ ; তা. বাসম্বু ; তে. বাস। Eng. Sweetflag.

ব্যবহার্য অংশ—মূল ; মাত্রা ৪-৮ আনা ; এক আনা মাত্রায় কফ নিবারক।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত, নিম্নভূমিজাত ওষধি। ইহার মূলদেশ আদার মত ভূমধ্যে লতাইয়া যায় প্রশাখা মধ্যমা অঙ্গুলিবৎ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৬-১২ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জল সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, মধ্যস্থল মোটা, কিনারা সোজা অথবা ঢেউখেলান। মূলগাত্রে গাঁইট আছে। ফুলের গর্ভকেসরের মস্তক গীতবর্ণ। ফল লম্বা, উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার মত। বেহারের বহু স্থানে শ্বেতবচ জন্মে। বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার, শ্বেত বচ, ঘোড়া বচ এবং অরুণ বচ। ভাবপ্রকাশে যে সুগন্ধা বচের উল্লেখ দেখা যায় পশ্চিমাঞ্চলের লোকে ইহাকে “কুলিঞ্জন” বলে। বঙ্গদেশে ইহাকে মহাবরী বচ বা অরুণ বচ বলিয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ মতে সুগন্ধা বচই মহাবরী বচ ; অতএব মহাবরী, আকবরী, কুলিঞ্জন ও সুগন্ধা বচ একই জিনিষ। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বচ অল্পমাত্রায় পাচক ও অধিক মাত্রায় বমন কারক। বচের চূর্ণ ১২-২ আনা মাত্রায় দিবসে ২৩ বার সেবন করিলে শ্বাস রোগ আরাম হয়। জয়পালের তৈল অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া পেটব্যথা হইলে অন্তর্দুঃখ বচের ক্ষার ২ আনা মাত্রায় সেবন করিলে পেট কামড়ানি আরাম হয়। শিশুর অজীর্ণ জন্ম পেট ফাঁপিলে নাভির চতুর্দিকে বচের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। বিরচক ও বলকারক ঔষধের সহিত বচ সেবন করিলে উহাদের শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt, Dict. Econ. Prod. Ind. I, Pt. i, 99)।

বচ তিক্ত, বায়ুনাশক, বলকারক ও সৌগন্ধময়। ইহা বলপ্রদ ঔষধের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ, কম্পজর, পেটফাঁপা আরাম হয়। বচ অল্পজর ও অপস্মার রোগে ব্যবহৃত হয়। আমবাতের ফুলায় বচের প্রলেপ হিতকর। বচ জলের সহিত পেষণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণনাদ আরাম হয়। কাশ ও কফরোগে বচ হিতকর। বচ কুমিনাশক, ধারক বলিয়া উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় (R. N. Khori, ii. 328)।

বচ, অতিবিষার কাশ, অতিসার রোগে হিতকর। বচের সহিত মধুযোগে অপস্মারগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইলে অপস্মার আরাম হয়। বচ শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে উহার পেঁচো পাওয়া ও অপরাপর বাল রোগ আরাম হইয়া যায় (সুশ্রুত)।

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়। কাঁচা তৃষ্ণ ও শীতল জল সমভাবে মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ জনিত উদরী রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ALOCASIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[628. *A. indica* Schott.]

লবণ জলের সহিত বচচূর্ণ সেবন করিলে আমাশয়ের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয়। কফজ হৃদরোগে বচ ও নিমছালের কাথ পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ও বমন নিবারণ হয়। চর্মরোগে শ্বেতবচের প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; শ্বেতবচ ও বিড়ম্বের কাথে শিশুকে স্নান করাইলে কাউর আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মুখরোগ আরাম হয়। বচ, পেটফাঁপা, পেট বেদনা ও অজীর্ণ রোগের একটা বিশেষ ঔষধ, ইহা একজর ও ম্যালেরিয়া জর নাশক।

বচ কুইনাইনের সহিত সেবন করিলে অবিরাম জর আরাম হয়। উদারাময় রোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত ঔষধগুলির ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয় (Met. Med.)।

বচের শিকড়ের রস ও গরম জল ১½ আউন্স পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটফাঁপা আরাম হয়। বচের শিকড় জলে কিংবা Spiritএ বাটিয়া সেবন করিলে বৃকে সর্দিবসা ও সর্দির টান কমাইয়া দেয়। কথিত আছে যে বচের গন্ধ সর্প ভালবাসে না, এই কারণে অনেকে বাটার নিকটে বচ রোপণ করে এবং সাপুড়ের সাপ খেলাইবার সময় বচ চর্চণ করিয়া থাকে। বচ মুখে রাখিলে মুখ গরম হয় ও লাল। নির্গত হইয়া সর্দি কমিয়া আইসে (Surg. Maj. R. L. Dutt, Pabna)।

বচ, বমন কারক, আক্ষেপ নিবারক, পেটফাঁপা ও পেটের বেদনা নিবারক, উত্তেজক ও কীটনাশক। বমনকারক ঔষধরূপে ইহা (*Ipecacuanha*) অপেক্ষা অধিক মূল্যবান, যে সকল রোগে ইপিকাক আবশ্যক হয়, তাহার স্থানে বচ অধিক ফল প্রদান করে; মাত্রা ৩০ গ্রেণ পরিমাণ, কিন্তু ৩৫ গ্রেণের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। হাঁপানীতে ১৫-২০ গ্রেণ ২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবা এবং কেবল সর্দিতে ১০ গ্রেণ পরিমাণ যথেষ্ট।

দধি বচ বালকদের উদরাময়ে একটি উৎকৃষ্ট ধারক ঔষধ, মাত্রা ৩ গ্রেণ পরিমাণ। বচের গুড়া জলের পোকা নাশ করে। জলে বচ ১ দিন কিংবা ২ দিন ভিজাইয়া সেই জলে মুরগীকে স্নান করাইলে উহার গায়ের পোকা মরিয়া যায়।

বচের শিকড়, হিন্দু, অতিবিষা, গোলমরিচ, আদা, হরিতকী, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটি সমপরিমাণ লইয়া গুড়া ও মিশ্রিত করিয়া ২ ড্রাম পরিমাণ সেবন করিলে, অজীর্ণ রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 627.)

Genus—ALOCASIA Schott.

628. *A. indica* Schott (মানকচু)

Fig.—Wight, Ic., t. 794; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1603.

Ref.—F. B. I., vi, 525; Roxb., F. I., iii, 498; B. P., ii, 1111; Prain, H. H., 296.

COLOCASIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[629. C. Antiquorum Schott.]

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয় ; বরিশালে প্রচুর চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় চাষ হয় ও বাটীর সন্নিকটস্থ ভূমিতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. মানকচু ; স. মানক ; হি. মানকন্দ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, কন্দ ও পত্রবৃন্ত ; কন্দচূর্ণ ২-১ তোলা।

বর্ণনা—মানের কন্দ মোটা ও ঝসঝসে ; কাণ্ড ৩-৮ ফুট লম্বা হয় ; পত্র ২-৩ ফুট লম্বা ; ডিম্বাকৃতি পত্রের বৃত্তদেশ হ্রংপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পত্রের শিরা প্রায় ৮ যোড়া হয়। বোঁটা শক্ত ও লম্বা, পত্রের গোড়া কাণ্ডকে জড়াইয়া থাকে। মানপাতা সবুজবর্ণ। বর্ষার শেষে এবং শীতের প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরিকার মানের শুককন্দ ঔষধে ব্যবহার হয়। মান মুছবিরেচক ও মূত্রকর, ইহা অর্শ কিংবা কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপকার করে। মান শুক করিয়া গুঁড়া করিলে যে ময়লা হয় উহা শিশুদের পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য। পুরাতন মান শোথরোগে হিতকর। মানের শিকড়ের ছাই মধুর সহিত সেবন করিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। পুরাতন মানচূর্ণ ২ তোলা, অর্দ্ধপোয়া গরম দুগ্ধের সহিত পান করিলে গ্রীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (চক্রদত্ত)। এবং ইহা সর্বাঙ্গীন শোথের পক্ষে হিতকর।

মান অন্তর্ধূমে দধি করিয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈল ও সৈন্ধব লবণের সহিত ব্যবহার করিলে জিহ্বার জড়তা দূর হয় (চক্রদত্ত)। মানপাতার রস স্ফোচক ও রক্তরোধক রূপে গৃহস্থেরা ব্যবহার করে। .মানপাতা আগুনে সেকিয়া সেই রস কর্ণে দিলে কর্ণজ্বাব নিবারণ হয়। মান অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষ আবশ্যকীয় ঔষধ। মান অতিশয় পুষ্টিকর।

পুরাতন মান হইতে মানমণ্ড প্রস্তুত হয়।

পুরাণং মানকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃতং তণ্ডুলম্।

সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যাসেৎ পায়সস্ত তৎ।

হস্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।

সিন্ধোভিগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোহয়ং নিরত্যয়ঃ। (চক্রদত্ত)

পুরাতন মানের গুঁড়া ৮ তোলা, চাউলের গুঁড়া ১৬ তোলা, জল ও দুগ্ধ ৪৮ তোলা এইগুলি একত্রে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ড সেবন করাইলে গ্রহণী, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। রোগীকে কেবল দুগ্ধ পান করিতে দিবে, জল দিবে না। (Fig. 628.)

Genus—COLOCASIA Linn.

629. C. Antiquorum Schott (কচু)

Fig.—Wight, Ic. t. 786 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 23.

PISTIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[630. *P. stratiotes* Linn.]

Ref.—F. B. I., vi, 523; Roxb., F. I., iii, 494; B. P. ii, 1112; Prain, H. H. 296.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় ও চট্টগ্রামে চাষ হয়

বিভিন্ন নাম—বা. কচু; সং. কচ্ছী; তে. চেমা; তা. সেমাকালেহু।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ ও ডাঁটা।

বর্ণনা—কচুর কন্দ গোলাকার ও লম্বা, মূলদেশ হইতে চতুর্দিকে আলুর গ্রায় কচু জন্মে, চট্টগ্রামের কচু অতি উৎকৃষ্ট, ইহার পত্রের গোড়া হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশ সরু, ডাঁটা ২-৩ ফুট লম্বা হয়। কচুগাছ পুং ও স্ত্রী ভেদে দুই প্রকার হয়, কচুগাছ সাধারণত জলের কিনারায় ও আর্দ্র ভূমিতে জন্মে। ইহার কন্দ, পত্র ও পত্রদণ্ড মাল্গুযে খায়। কচু কয়েক জাতীয় আছে। (1) *C. nymphaeifolia* Kunth (সার কচু) F. B. I., vi, 523; Roxb., F. I. iii, 495; B. P. ii, 1112; (2) *Alocasia fornicata* Kunth. (সোলাকচু) F. B. I., vi, 526; Roxb., F. I. iii, 501; Wight, Ic. t. 793; (3) *A. cucullata* Schott, (ভূইমান বা বিষমান) F. B. I., vi, 525; Wight, Ic. t. 787; Roxb., F. I., iii, 501. বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচু ডাঁটার রস ধমনী হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এবং কোন স্থান কাটিয়া যাইলে কচুর আঠা দিলে ক্ষত আরাম হয় (Pharm, Ind.)। কচুর আঠা কানের পুঁজ ও বেদনা নিবারণ করে এবং লবণের সহিত ইহা কুচকী ও বাগিতে দিলে উহা বসিয়া যায়। কচুর রস মুহু বিরেচক এবং অর্শরোগে হিতকর; ইহা বোলতা ও বিহার বিষের প্রতিষেধক ঔষধ। (Fig. 629.)

Genus—PISTIA Linn

630. *P. stratiotes* Linn. (টোকাপানা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl. iii, t. 268; Rheede, Hort. Mal, xi, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 993.

Ref.—F. B. I., vi, 497; Roxb., F. I., iii, 131; B. P. ii, 105; Prain, H. H. 294.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পুকুরে সচরাচর দেখা যায়। ইহা এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. টোকাপানা; হি. ভলকুভী; সং. জলোদ্ভূতা, কুণ্ডিকা; তা. আগসাতামারাই; তে. আনটেরী-টামার।

SCINDAPSUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[631. *S. officinalis* Schott.]

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা—রস ১-২ তোলা, কাথ—৪-১০ তোলা।

বর্ণনা—ভাসমান কাণ্ডহীন উদ্ভিদ; পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ গোলাকার ও মোটা, কোমল লোমযুক্ত। পুং পুষ্পদণ্ড বৃন্তহীন, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড এক একটা, গর্ভাশয় ঝিল্লীযুক্ত, ইহাতে কয়েকটা বীজ থাকে। বীজ লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার শেষে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্বেদ মতে ইহা স্নিগ্ধকর এবং অনেক রোগের উপশম কারক। ইহার পত্র পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দেয় (Ainslie)। পানার ছাই বড় বড় কুমি নাশের জন্য ব্যবহার হয়।

ইহার পাতা বাটিয়া পুলটিসের মত করিয়া ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা নারিকেল-দুগ্ধ ও চাউলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পান গোলাপ জল ও চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হাঁপানী ও সর্দিতে বেশ কাজ করে, ইহার শিকড় মুহু বিরেচক (Rheede, Ainslie)।

ইহার ছাই ফিতার তায় কুমিনাশক, ভারতের অনেক স্থানে ইহাকে পানা (Salt) বলে। (Fig. 630.)

Genus—SCINDAPSUS Schott.

631. *S. officinalis* Schott (গজপিপুল)

Fig.—Wight, Ic. t. 781; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1005.

Ref.—F. B. I., vi, 541; Roxb., F. I., i, 431; Prain, B. P., ii, 1114; Dymock, iii, 543.

জন্মস্থান—হিমালয়, সিকিম, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সিংগালিক পাহাড়ে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গজপিপুল; সামন্তাল দারিবাপাক; তা. আত্তি চিপ্পানী; তে. এম্মুগা পিপ্পালু।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, ছাল।

বর্ণনা—বনজাত বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ। কাণ্ড ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক মোটা হয়। পত্র ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, গাঢ় সবুজবর্ণ, ডিম্বাকৃতি, ডাঁটার দুইদিকে একটির পর একটি পত্র হয়। পত্রের বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ডাঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, ডিম্বাকৃতি কিংবা মণ্ডাকার প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি দেখিতে শনের বীজ অপেক্ষা একটু বড়, ধূসরবর্ণ, ইহার ভিতর তৈলময় স্বেতবর্ণ শাঁস থাকে। ইহার পত্র শাকের তায় তরকারী করিয়া খাইয়া থাকে। নির্ঘণ্টকার ইহার

TYPHONIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[632. *T. trilobatum* Schott.

পাকা ফলকে গজপিপ্লী বলেন। ইহার ফলগুলি ১ ইঞ্চি পরিমাণ এবং $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি মোটা দেখিতে ধূসরবর্ণ ও গন্ধহীন। ফলের মধ্যে শাস ও বীজ থাকে, ইহা জলে ভিজাইলে ফুলিয়া ওঠে ও নরম হয়। বর্ষাকালে ফুল হয়, জাহ্নয়ারী মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুষ্ক ফল উত্তেজক, বর্ষাকর ও কুমিনাশক (Pharm Ind.)। সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে পেটফাঁপা-নিবারক, উদরাময় ও ইপানী রোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সামতালেরা ইহার ফল বাতে পুলটিস রূপে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

বঙ্গদেশে ও মেদিনীপুর জেলায় গজপিপুলের চাষ হয়। ফল শুষ্ক করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে গজপিপুল রূপে বিক্রয় করে। কোচবেহারে এক প্রকার গাছ আছে, উহার ফল দেখিতে ইচড়ের গ্রাফ, তদেদীয় লোকে ইহাকে গজপিপুল বলে। ঐ গাছের সহিত গজপিপুল গাছের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে এবং সংস্কৃত লেখকগণের মতে (*Piper chaba*) গাছের ফলই গজপিপুল নামে খ্যাত যথা “চবিকায়াঃ ফলং প্রাজৈঃ কথিতা গজপিপ্লী।” Dr. Roxburgh লিখিত Drawingএ ঐ ও গজপিপুলী গাছ ভিন্ন বলিয়া দেখা যায়; Sir. J. D. Hooker এবং Sir. David Prainএর পুস্তকে ঐ ও গজপিপুলী ভিন্ন গাছ বলিয়া লিখিত আছে এবং তাহাদের Familyও ভিন্ন। এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় যে ঐ ও গজপিপুলী এক গাছ নহে এবং ঐ এর ফল গজপিপুলী নহে, যদিও উভয় গাছের পাতার আকৃতি এক প্রকার। ঐয়ের ফল অপেক্ষা গজপিপুলীর ফল বড়। (Fig. 631.)

Genus—TYPHONIUM Schott.

632. *T. trilobatum* Schott (ঘেঁটকচু)

Fig.—Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 998; Journ. & Proc. Asiat. Soc. Bengal. New. Ser. x. t. 32 (1914).

Ref.—F. B. I., vi, 509; Roxb., F. I., iii, 503; B. P., ii, 1107; Basu, Man., Ind. Bot. 118.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, নিম্নবঙ্গ, দাক্ষিণাত্য।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘেঁটকচু; তা. করুনাইক কিসানু; কন্দ গাঞ্জা।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—মূল প্রায় গোলাকার, ৫-১২ ইঞ্চি। পত্র তিন অংশে বিভক্ত। পত্রবৃন্ত স্থল ও পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পাপড়ী ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের আচ্ছাদন ৩-১২ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত

KYLLINGA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[634. *K. monocephala* Rottb.]

অভ্যন্তর লাল ও বেগুণে, প্রায় চেপ্টা উপরিভাগ মোটা নহে। গর্ভাশয় ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় অতিশয় ফিরফিরে, ইহা পুলটিশে ব্যবহার হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে ক্ষতস্থানে ইহার প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অতিশয় উত্তেজক। ঋতু হিসাবে ইহা পেটবেদনা নাশক ও রক্তস্রাব নিবারক। (Fig. 632.)

CXVIII. CYPERACEAE.

Genus—KYLLINGA Rottb.

633. *K. triceps* Rottb (শ্বেতগোথুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. xii, t. 52; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1001; Lamarek, Ill. i, t. 38; Fig. 2 (1791); Rottb, Deser. Ic. Nov. Pl. t. 4, 1773.

Ref.—F. B. I., vi, 587; Roxb., F. I., 181; B. P. ii, 1135; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—পশ্চিম ভারত, সিন্ধুদেশ, ব্রহ্মদেশ সমগ্রবঙ্গে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া জেলার পতিত নিম্নভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতগোথুবি; সং. নির্বিষ; মারহাট্টা মুস্ত।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার পত্র কাণ্ডের সমান। কাণ্ড ১-৬ ইঞ্চি লম্বা। পুং পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রায় তিনটি হয় কখন বা একটি হয়। পুংকেশর ২টি। ফল লম্বাকৃতি, পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, অতিশয় চেপ্টা, ১/৬ ইঞ্চি লম্বা ক্রীকেশর ২টি। ইহার শীর্ষ মুখা ঘাসের ত্রায়। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শ্বেত গোথুবি সর্পবিষের প্রতিষেধক। (Fig. 633.)

634. *K. monocephala* Rottb (গোথুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 53; Rumph. Ambo. vi, t. 3. Fig. 2 (1753); Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1001B; Clarke, Cyperac. t. 2 (1909).

Ref.—F. B. I. vi, 588; Roxb., F. I., i, 180; B. P., ii, 1135; Prain, H. H., 300.

JUNCCELLUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[635. J. inundatus Clarke.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ; কুমায়ুন ও সিকিম।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. নির্ঝিষা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লোমযুক্ত, ২-১২ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কাণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র; পুষ্পদণ্ড এক একটি হয়, কখন বা ২৩টি জন্মে ও মধ্যস্থলেরটা ঠু-ঠু ইঞ্চি, পার্শ্বের গুলি ক্ষুদ্র। ফল দ্বয় লম্বা ডিম্বাকৃতি, ফিকে লাল ও ধূসরবর্ণ; স্ত্রীকেশর ফল অপেক্ষা লম্বা ও ছোট। এই গাছও দেখিতে মুখার তায়। ফুল হয় বর্ষা ও শরৎ কালে, পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঝিষা সর্প বিষের প্রতিষেধক বলিয়া সংস্কৃত লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Rheede, বলেন K. triceps & K. manocephala'র গুণ সমান, প্রথমোক্তটিকে পোটুগীজেরা “ককুইনা” বলিত। মালাবার দেশে ইহার শিকড় জরে পিপাসা নিবারণের জন্ত ও বহুমূত্র রোগে ব্যবহার করে। Dr. Irvine বলেন যে কাশ্মীর দেশে ইহা Zedoary'র তুল্য বলিয়া ব্যবহার হয়। Dr. Roxburgh বলেন যে বঙ্গদেশে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার হয়। ইহার গন্ধ ও অপরাপর গুণ C. rotundus (মুখা) এর তুল্য। (Fig. 634.)

Genus—JUNCCELLUS Kunth.

635. J. inundatus Clarke (পাতি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1009 (1918).

Ref.—F. B. I., vi, 595; Roxb., F. I., i, 201; B. P., ii, 1138; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—আন্দ্রভূমিতে, ধাতাক্ষেত্রে ও সুন্দরবনে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পাতি।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, শীতকালে মরিয়া যায় আবার বর্ষা আসিলে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছ কখন কখন ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র মুখা ঘাসের পাতার তায়। পুষ্পদণ্ড সূক্ষ্ম লোমযুক্ত সোজা; ইহার প্রশাখা ঠু-ঠু ইঞ্চি। ফল একটু লম্বা, চেপ্টা ও মসৃণ। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল জরনাশক ও উত্তেজক (Irvine), (Fig. 635.)

CYPERUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[637. *C. rotundus* Linn.

Genus—CYPERUS Linn.

636. *C. scariosus* R. Br. (নাগরমুখা)

Fig.—Clarke, Ill. Cyperac. t. 16 ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1010 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 3 ; Fig. 22 (1884)

Ref.—F. B. I., vi, 612 ; Roxb., F. I., i, 198 ; B. P. ii, 1144 ; Prain, H. H., 302.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, পেণ্ড, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নাগরমুখা ; সং. নাগরমুস্তক ; তা. মুখাকচ ; তে. টুঙ্গো-গাঙ্গালা-বিম।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় ও মূল। মূলচূর্ণ, ২-৪ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—লম্বা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নরম ঘাস, ৬-২ ইঞ্চি, ইহার কাণ্ড পত্রের দ্বারা আবৃত। কমল কাণ্ড ১৬-৩৬ ইঞ্চি লম্বা হয় ; উপরিভাগ নরম। পত্র সবগুলি সমান হয় না। পুষ্পদণ্ড সুরু ও লম্বা, কখন ৩ ইঞ্চি, কখন বা ৬ ইঞ্চি অপেক্ষা বড় হয় না। ইহার মূল শক্ত এবং দীর্ঘ লালবর্ণ এবং গন্ধ স্বেত বচের মত। এই মুখা জলে জন্মে, কখন দেশের পুকুর ও খিলে জন্মে। মারহাট্টা ভাষায় ইহাকে “লাবালা” বলে ; ইহা ইংরাজী Rush নামের তুল্য। আদ্র জমিতেও ইহা বেশ জন্মে। মূল অদ্বলিবৎ, ইহার গায়ে কৃষ্ণবর্ণ লোম আছে। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ মুখার তুল্য। পারস্ত দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে মুখা অপেক্ষা অল্পগুণসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নাগরমুখা গোলক, আদা ও হরিতকী প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া, ৫ ভাগ করিবে এবং প্রত্যহ এক একটি ভাগের কাথ মধু ও পিপুলের সহিত পান করিলে জ্বর আরাম হয়।

নাগরমুখা, মোচারস (শিমুল আঠা), লোধ, ধাইফুল (*Woodfordia floribunda*), অপক্ক বেল এবং ইন্দ্রযব (কুরচিবীজ) এইগুলি সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া ঘোল ও মাতগুড়ের সহিত ৬ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

মুখার মূল পেটের দোষ নিবারক এবং ইহা কেশ ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার হয়। মুখা ঘর্ষকর ও মূত্রকর। ইহার মূল উগ্র এবং ধারক, ইহা অতিসার রোগে প্রয়োগ হয় এবং কাথ উপদংশ এবং গণোরিয়া রোগ নিবারক (Watt, Diet. Econ. Prod. Ind. III Pt. ii, 687)। (Fig. 636.)

637. *C. rotundus* Linn. (মুখা)

Fig.—Rumph, Herb. Amboin. vi, t. 1 ; Fig. 1, 1750 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 2, Fig. 16 (1886) ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1011.

CYPERUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[637. C. rotundus Linn.]

Ref.—F. B. I., vi, 614 ; Roxb., F. I., i, 197 ; B. P., ii, 1145 ; Dymock, iii, 552 ; Watt, ii, Pt. ii. 686 ; Prain, H. H., 302.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে ; বাংলাদেশে উচ্চ জমিতে এবং পতিত স্থানে ও রাস্তার ধারে জন্মে ।

বিভিন্ন নাম—বা. মুখা ; সং. মুস্তক ; তা. কোরাই ; তে. তুঙ্গমুস্তি ; মালাবার বিষল ; Eng. Nutgrass.

ব্যবহার্য অংশ—মূল । মাত্রা মূলচূর্ণ, ২-৪ আনা ; কাথ, ৫-১০ তোলা ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, সচরাচর বালুকাময় জমিতে জন্মে । মূলের উপরিভাগ সরু, ৬-১ ইঞ্চি মোটা, কৃষ্ণবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, মূলে সরু সরু শিকড় আছে । মূলদেশ হইতে মুকুল বাহির হইয়া নূতন গাছ জন্মিয়া থাকে । পত্র লম্বা, পুষ্পদণ্ড গাছের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয়, ফুলের মস্তকে ১০-২০টা শাখাপ্রশাখা হয়, উহা দেখিতে ফিকে অথবা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও অতিশয় নরম । পুংকেশর ৩টা, স্ত্রীকেশর লম্বা ও সরু । ফল লম্বাকৃতি । ফুল ও ফল বৎসরের প্রায় সকল সময়েই হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুখা মূত্রকর, ঘর্ম্মকর, ধারক, উগ্র পেটবেদনা-নিবারক ও জ্বর-নাশক । টাটকা মুখা বাটিয়া বক্ষে প্রলেপ দিলে প্রস্রাবের দুষ্ক বাড়াইয়া থাকে । আরব ও পারস্য দেশীয় বৈজ্ঞানিকের মতে ইহা মূত্রকর, ঋতুকর ও ঘর্ম্মকর । জ্বর ও অজীর্ণ রোগে মুখা অতিশয় হিতকর । মুখা ১ আউন্স সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয় । বিছা ও বোলতা কামড়াইলে দষ্টস্থানে মুখার রস দিলে যন্ত্রণার উপশম হয় । মুখা শোথনাশক বলিয়া কথিত আছে ।

বালা ও মুখার কাথ অতিসার রোগে হিতকর । মুখাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে কফ ও পিত্তজ কাস আরাম হয় (চরক) ।

বিড়ঙ্গ ও কৈবর্ত মুখা অথবা মুখাচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কফজনিত বমন আরাম হয় (চরক) ।

মৌস্তঃ কষায়মেকং বা পেয়ঃ মধুসমায়ুতম্ । (সুশ্রুত)

২০টা মুখা, দেড়পোয়া জল, ছাগদুগ্ধ অর্ধপোয়া ইহাদের কাথ, দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিতে পান করিলে আমাশয় ও তজ্জনিত পেটবেদনা আরাম হয় । মুখার কাথ মধুসহ পান করিলে প্ৰকৃতিসার আরাম হয় (সুশ্রুত) ।

মুখা গব্যায়ুত যোগে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অজ্ঞানদিদারাক্রান্ত একেবারে আরাম হয় । (চক্রদত্ত)

উত্তর দিকস্থ মুখার মূল তুলিয়া সর্ববৎস্তা গরুর (যে গরু বাছুর সমান বর্ণ) দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অপমায়ার আরাম হয় (বঙ্গসেন) ।

SCIRPUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[638. *S. grossus* Linn.

বৈজ্ঞানিক মুখা ৪ প্রকার, যথা নাগর মুস্তক, কৈবর্ত মুস্তক, ভদ্র মুস্তক ও সাধারণ মুস্তক। ভদ্র মুস্তক মুস্তকেরই অপর নাম। কৈবর্ত মুস্তক জলে ভসে, নাগর মুস্তক অপেক্ষা ইহার কাণ্ড লম্বা ও ত্রিকোণবিশিষ্ট।

মুখা, রক্তচন্দন, উষীর শিকড় (*Andropogon muricatus*); পর্পট (*Oldenlandia herbacea*), বালা (*Pavonia odorata*) শুঁট প্রত্যেক ১ ড্রাম পরিমাণ, জল দুই সের সিদ্ধ করিয়া অবশেষ ১ সের এই কাথ পান করিলে জরে পিপাসা এবং অতিরিক্ত উত্তাপ বিনষ্ট হয়। ইহাকে ষড়ঙ্গ-পানীয় বলে।

মুস্তক-পর্পটোশীর-চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।

শতশীরং জলং দত্তাৎ পিপাসা-জর-শান্তয়ে ॥ (Fig. 637.)

Genus—SCIRPUS

638. *S. grossus* Linn. (কেসুর)

Fig.—C. B. Clerke, Illus. Cyper. t. 49; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1013.

Ref.—F. B. I., vi, 660; Roxb., F. I., i, 231; B. P., ii, 1160; Prain, H. H., 306.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিম বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া বর্দ্ধমান জেলার জলাভূমিতে ও মাঠের পুকুরের কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেসুর; সং. কসেরু; তে. গুণ্ডা-তিঙ্গা; মালাবার—কশর।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী জলীয় অথবা নিয়ভূমি জাত ওষধি। মূলদেশ মোটা, সরু সরু কৃষ্ণবর্ণ শিকড়ে আচ্ছাদিত; কাণ্ড ৬-১৬ ইঞ্চি, অঙ্গুলিবৎ মোটা; পত্র অতি অল্প হয়। ইহার পত্র মুখার ত্রায়। পুষ্পমঞ্জরী বড়, ৩ ফুট লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফল ১/৬ ইঞ্চি গাঢ় ধূসরবর্ণ, কিংবা কৃষ্ণবর্ণ। কেসুর ২ প্রকার, একটির মূল বড় ও মোটা, আর একটির মুখার ত্রায় ছোট। বড় কেসুরেরই গুণ অধিক। ছোট কেসুরের লাতিন নাম *S. Grossus*, Var. *Kysoor* Clarke।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কেসুর ধারক, উদারাময় ও বমন রোগে হিতকর (*Dymock*)। ইহার ঔষধকর গুণ আছে। কেসুর পেষণ করিয়া গব্যামৃত যোগে ফোড়ায় প্রলেপ দিলে কোড়া আরাম হয় (চরক)। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

কেসুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া বৃষ্টির জলে সিক্ত করিয়া চক্ষে দিলে রক্তভিগ্ন অবস্থায় হয় (সুশ্রুত)। (Fig. 638.)

CXIX. GRAMINEAE

Genus—ANDROPOGON Linn.

639. *A. squarrosus* Linn. (বেনা, খসখস)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat. t. 57 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1015B. (ইহার আধুনিক নাম *Vitiveria zizanioides* Nash).

Ref.—F. B. I., vii, 186 ; Roxb., F. I., i, 265 ; B. P. ii, 1204 ; Prain, H. H., 317.

জন্মস্থান—করমগুল উপকূল, উত্তর ব্রহ্ম এবং বঙ্গদেশের বালুকাযম নদীর ধারে ও নিম্ন স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বেনাঘাস, খসখস ; সং. উশীর, বীরণ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় এবং সমগ্র ঘাস। কাণ্ড ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ২-৫ ফুট, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, শীকড় দেখিতে হংসের পালকের মত। পত্র ১-২ ফুট, সরু, অগ্রভাগ লম্বা। পত্র ধূসরবর্ণ, সবুজ ও পীতবর্ণ $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার শীকড় গ্রীষ্মকালে দরজায় ঝুলাইয়া রাখে ও ইহাতে জল দিলে ঘর শীতল হয়। বর্ষাকালে ফুল পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস শান্তিকর ও পিপাসা নিবারক। ইহা হইতে অনেক ব্রিঞ্চকর ঔষধ প্রস্তুত হয়।

খসখসের শীকড় বাটিয়া গায়ে লাগাইলে শরীরের জ্বালা নিবারিত হয় ও উত্তাপ দূর হয়।

বেনার মূল, বালা, রক্তচন্দন কাষ্ঠ ও পদ্মকাণ্ড পেষণ করিয়া এক বালতি জলে মিশাইয়া পান করিলে শরীরের শান্তি হয় (W. C. Dutt.)।

বেনার শীকড়ের পিষ্টরস জ্বরনাশক এবং ইহার গুঁড়া পিত্তবিকৃতিতে অতি হিতকর ঔষধ। বেনা উত্তেজক, ঘর্মকর ও উদরাময় নাশক। বেনার Otto জ্বর নাশক ও বলকারক, ইহার শীকড় জলের সহিত বাটিয়া শরীরে মর্দন করিলে শরীরের শান্তি হয় ও অবসাদ দূর হয়।

খসখস আক্ষেপনিবারক, ঘর্মকর, মূত্রকর, ধাতুকর, মাত্রা শীকড়ের গুঁড়া ২০ গ্রেণ।

খসখসের Otto দুই মিনিম মাত্রায় সেবন করিলে কলেরার বমন নিবারণ করে।

বেনার শীকড় সিগারেটের তায় খাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Watt), উশীর এবং খেতচন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া শর্করা সহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। হোলা ভিজান জলে বেনামূল ও ধনে একরাতি ভিজাইয়া প্রাতে পান করিলে বমন নিবারণ হয় (চরক)। (Fig. 639.)

640. *A. nardus* Linn. (গন্ধবেনা)

Fig.—Royle, Ill. t. 97; Benth. & Trim. Med. Pl., iv, t. 297; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 1017.

Ref.—F. B. I., vii, 206; Roxb., F. I., i. 274; B. P., ii, 1203; Prain, H. H., 316. ইহার আধুনিক নাম *Cymbopogon Nardus* Rendle.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের সমতল ভূমি এবং পাহাড়ের নিম্ন ভূমিতে সাধারণতঃ জন্মে; সিদ্ধাপুর ও সিংহলে *Citronella* তৈলের জন্য বহু পরিমাণে চাষ হয়। বঙ্গদেশের অনেক বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধবেনা; হি. স্নগন্ধারস; সং. রোহিণ; তামিল সাকনারু-পিল্লু; মা. রোহিষ-গাবাত। Eng. Lemon Grass.

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার সৌগন্ধযুক্ত পত্রের জন্য বঙ্গদেশের বাগানে চাষ করে। আসল গন্ধবেনার মূলদেশ শক্ত, কাণ্ড লম্বা ও শক্ত, পত্র লম্বা ও সরু; পুষ্পদণ্ড ৪-৫ জোড়া হয়। এই ঘাসের গন্ধ অতিশয় মনোহর। ইহার অপর সংস্কৃত নাম সুরাদা এবং গন্ধতৃণ, ইহার মূল ও পত্রে গোলাপের তায় গন্ধ আছে, কোন কোন স্থানে ইহাকে গুলাব কাঁড়া বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গন্ধবেনা সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক এবং পিত্ত দমনকারক ও শ্লেষ্মাজনিত রোগে হিতকর। General Martin টিপু সুলতানের রাজত্ব কালে এই গাছ ভারতে আনিয়ন করেন, সর্ব প্রথমে লক্ষ্ণৌ নগরে ইহার চাষ হয় তৎপরে Dr. Roxburgh এই ঘাসের বীজ আনিয়া শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে চাষ করেন। Dr. Ainslie ইহাকে ginger grass বলেন। এই ঘাসের পিষ্টরস উদরাময়ের পক্ষে হিতকর এবং ইহা হইতে যে Essential oil প্রস্তুত হয় উহা বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

খান্দেশ দেশীয় লোকে এই ঘাসকে সতিয়া বলে। এই ঘাস ভারতের খান্দেশ নামক স্থানে প্রচুর উৎপন্ন হয়; তদ্দেশীয় লোকেরা এই ঘাস চোয়াইয়া তৈল প্রস্তুত করে, এই তৈল অধিক দামে বিক্রয় হয়। ৩৭৩ পাউণ্ড ঘাস হইতে প্রায় ১৬ পাউণ্ড তৈল পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা এই তৈলের সহিত বাদাম, তার্পিন ও মসিনার তৈল ভেজাল দিয়া থাকে। কখন কখন এই ঘাস চোয়াইবার সময় উহার সহিত গোলাপ ফুল মিশ্রিত করিয়া তৈলকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া গোলাপী আতর বলিয়া বিক্রয় করে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। (Fig. 640.)

641. *A. schoenanthus* Linn. (অগ্যঘাস)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1015A; Duthie, Ill. Fodd. Grasses t. 26 (1886); Wall., Pl. Asiat. Rar., iii, 280 (1832).

ANDORPOGON.]

ভারতীয় বনৌষধি

[642. A. Iwarancusa Jones.

Ref.—F. B. I., vii, 204 ; Roxb. F. I., i, 277 ; B. P., ii, 1203 ; Prain, H. H., 316. ইহার আধুনিক নাম *Cymbopogon Martini* Wats.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য, মধ্য ভারত, যুক্ত প্রদেশ, ছোট নাগপুর, বেহার, মৈয়নসিংহ, পশ্চিম ও পূর্ববাঙ্গালায় বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. অগ্যঘাস, কসাঘাস ; হি. রাসঘাস ; সং. দীর্ঘরোহিষক ; পাঞ্জাব রাহুস।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—এই ঘাস ৩-৬ ফুট উচ্চ হয়। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল ছোড়া ছোড়া জন্মে। Mr. R. S. Pearson লিখিত *Rosa* ঘাস সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পড়িলেই ইহা কি কি কাজে ব্যবহার হয় তাহা বেশ জানা যায় (Ind. For. Records, v. pt. 3)। এই জাতীয় ঘাসকে মতিয়া ও সোফিয়া বলে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ঘাসের তৈল ইন্দ্রলুপ্ত রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। এই তৈল অজীর্ণ ও জ্বর রোগে ব্যবহার হয় (Stewart)।

এই ঘাসের কাথ জ্বর নাশক ও সর্দিতে হিতকর ; ইহা একটি পরীক্ষিত ঔষধ (Watt)। (Fig. 641.)

642. A. Iwarancusa Jons. (করাকুশ)

Fig.—Duthei, Ill. Fodd. Grasses, t. 23 (1886) ; Hook, Ic. Pl., xix, t. 1871 (1889) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1016.

Ref.—F. B. I., vii, 203 ; Roxb. F. I. i, 275 ; B. P. ii, 1202. ইহার আধুনিক নাম *Cymbopogon Iwarancusa* Schult.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহত, উত্তর হিমালয় প্রদেশ এবং রাজপুতনার শুষ্ক মরুভূমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. করাকুশ ; সং. লাহজ্জক, কতুণ ; হি. রোহিষ তুণ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তুণ, কাণ্ড সরল, মোটা ও নিম্নদিকে লোমযুক্ত, পত্র মসৃণ, পত্রের বিস্তার সরু, পুষ্পদণ্ড সরল, সরু এবং আয়তাকার, কাণ্ডাচ্ছাদিত পত্রের মূলদেশ পীতবর্ণ। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা রক্ত পরিষ্কার করণার্থে ব্যবহার হয়। এই তুণ সর্দি, পুণাতন বাত ও কলেরা রোগ নাশক। ইহা বালকদের অজীর্ণ রোগে একটি উত্তেজক ঔষধ। গোটোবাত, বাত ও জ্বর রোগে ইহা অতিশয় হিতকর (Baden Powell)।

ANDROPOGON.]

ভারতীয় বনৌষধি

[943. *A. citratus* Dc.

আরব দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে ধাতুহর, মূত্রকর ও পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার মূল বাটিয়া উদরে লেপন করিলে পেটের ফুলা কমিয়া যায়। বাতরোগে ইহা বিরেচক ঔষধ রূপে প্রয়োগ হয়। (Fig. 642.)

643. *A. citratus* Dc. (গন্ধতূণ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 72 ; Wall., Pl. As. Rar. iii, t. 280 ; Rumph., Herb. Amb., v, t. 72 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1018.

Ref.—F. B. I., vii, 210 ; B. P. ii, 1203 ; Kew. Bull., P. 357, 1906.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়, ইহা সাধারণতঃ সিংহল দ্বীপে তৈলের জন্ম চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধতূণ ; সং. ভূতুণ ; হি. হিরবাচা ; তে. নিম্মাগন্ধি। Eng. Lemon grass.

ব্যবহার্য অংশ—মূল ও তৈল।

বর্ণনা—এই ঘাসের স্বাধীন সত্ত্বা অতিশয় সন্দেহজনক, ইহাকে *A. Nardus* কিংবা *A. Schoenanthus*, বলিয়া বিবেচিত হয়। উক্ত দুইটি ঘাসের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর অধিক দেওয়া হইল না। এই তূণ ৫-৭ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৩-৪ ফুট লম্বা ও ১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুলের বোঁটা ছোট, পুষ্পসমূহ সরু একদিকে অবনত। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, থোপা জোড়া হয়। পুষ্পকেশর ৩টি। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ঘাসের volatile oil ভারতীয় ফারমাকোপিয়াতে ব্যবহৃত হয়। ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা ও আক্ষেপ নিবারক ও ঘর্মকর। পাকশয়িক যন্ত্রনায় ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। কলেরা রোগে ইহা যে শুদ্ধ বমন নিবারণ করে তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা পাকস্থলীকে সামান্যবস্থায় আনয়ন করে। এই তৈল মালিশ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয়। ইহার তৈল খাওয়াইলে বাত আরাম হয়, ইহা উত্তেজক ও ঘর্মকর। দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে কলেরা রোগের মহৌষধ বলিয়া প্রশংসা করেন। ইহা কলেরার বমন নিবারণ করিয়া শরীরের অবসাদ দূর করে ও বল সঞ্চার করাইয়া দেয়। Dr. Ross বলেন যে ইহার পত্রের ৪ আউন্স পরিমাণ রস ১ পাইন্ট গরম জলে দিয়া পান করিলে কলেরার বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। Typhoid জ্বরে দুর্বল রোগীর ঘর্ম উৎপাদন করিতে ও জ্বর কমাইবার পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Ross আরও বলেন যে, ইহা ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত শোথ রোগীর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ (Pharm. Ind. 255)। (Fig. 643.)

BAMBUSA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[644. B. arundinacea Retz.]

644. A. sorghum Brot. (জুয়ার)

Fig.—Gaertn. Fruct. ii, 9, t. 80.

Ref.—F. B. I., vii, 183; B. P., ii, 1204; Roxb, F. I., i. 269; Dymock, iii, 618.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম ভারতে চাষ হয়; পূর্ববঙ্গে অনেক জমিতে চাষ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. জুয়ার; সং. যবনা। Indian Millet.

ব্যবহার্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, লম্বা এবং সাধারণতঃ খুব বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। পাতা পাতলা ও চেষ্টা; ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু; পাতার মধ্যবর্তী শিরা খুব সরল। পুষ্পগুচ্ছ বহু শাখাপ্রশাখায়ুক্ত; ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। পুষ্পকেশর ৩টি। একটা পুষ্পদণ্ডে অনেক শস্যদানা জন্মে। ইহার প্রায় ৩৭টি জাতি ও ১২টি উপজাতি আছে। ইহা একটা গরু, মহিষ, অশ্বজাতীয় পশুখাদ্য। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জুয়ার হইতে দেশী মদ্য প্রস্তুত হয়। (Fig. 644.)

Genus—BAMBUSA Schreb.

645. B. arundinacea Retz. (বাঁশ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 16; Roxb., Cor. Pl., i, 56, t. 79; Kirtikar, Ind. Med. Pl. t. 1024.

Ref.—F. B. I., vii, 395; Roxb., F. I., ii, 191; B. P., ii, 1233; Prain, H. H., 323.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের সর্বত্র চাষ হয়; উত্তর ও দক্ষিণ সরকার ও উড়িষ্যা দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বেউড় বাঁশ; সং. বংশ, কীচক; তে. মূলকাশ; তা. মঙ্গিল; ককন-বিদিঙ্গুলু।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড়, বংশলোচন।

বর্ণনা—৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। সাধারণতঃ বাঁশ ১২-১৮ ইঞ্চি মোটা ও গায়ে কুলচীঘারা আবৃত, কুলচীতে শক্ত লোম আছে। পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার।

DENDROCALAMUS.]

ভারতীয় বনৌষধি

[645. *D. strictus* Nees.

ইহার ফুল লম্বা পুষ্পদণ্ডে জন্মে, পুষ্পদণ্ডের বহু শাখাপ্রশাখা আছে। কয়েক জাতীয় বাঁশ আছে; যথা, *B. spinosa* Roxb. (বেউড় বাঁশ); *B. Tulda* Roxb. (তলদা বাঁশ); *B. Balcooa* Roxb. (ভালকো বাঁশ); *B. Vulgaris* Sehr. প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশ ও আসামে বহু প্রকার বাঁশ আছে। বাঁশের ফলকে “বেসফল” বলে, ইহা দেখিতে ছোলার মত। গ্রীষ্মকালে বাঁশের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাঁশপাতা ঋতুকারক। পাকা বাঁশের চটা দ্বারা নবজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া থাকে। বাঁশ উত্তেজক ও রসায়ন; কচি বাঁশপাতা লবণ ও গোলমরিচ সহ পেষণ করিয়া খাইলে উদরাময় আরাম হয় (Thornton)। কচি বাঁশপাতা বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। বাঁশপাতার কুঁড়ি সেবন করিলে ঋতু আনয়ন করে ও প্রসবাস্তিক স্রাব নির্গত করিয়া দেয়। বাঁশপাতা কুষ্ঠ জরে হিতকর। বাঁশপাতা পক্ষাঘাত ও পেটফাঁপা নিবারণ করে। বাঁশের মধ্যে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ খড়ির মত পদার্থ দেখিতে পওয়া যায়, উহাকে বংশলোচন বলে, এই বংশলোচন অনেক কবিরাজী ঔষধে ব্যবহার হয়। বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, দারুচিনি ১ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ এইগুলি একত্র ও চূর্ণ করিয়া পিত্তোপশমন চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার ১ ড্রাম পরিমাণ মধু ও ঘূতের সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়কাশ, বক্ষবেদনা, ক্ষুধানাশ, হস্ত পদের জ্বালা আরাম হয়। শ্রীবংশ হইতে বংশলোচন পাওয়া যায়; কাঠপিপড়া কিংবা পোকাঘ বাঁশের গায়ে গর্ত করিলে উহার ভিতরে বংশলোচন জন্মে, কখন কখন বাঁশের গায়ে ছিদ্র করিয়া দিলে কৃত্তিম বংশলোচন উৎপন্ন হয়। যাবা ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বহুপ্রকার বাঁশ আছে—তথা হইতে বংশলোচন ভারতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। অলংগিউ (*Alangium Lamarckii*) ও বংশমূল গোহুঞ্জে পেষণ করিয়া পান করিলে কুক্ষর-বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 645.)

Genus—DENDROCALAMUS Nees.

646. *D. strictus* Nees. (কারাইল বাঁশ)

Fig.—Brandis, For. Fl., 569. t. 70; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1025.

Ref.—F. B. I., vii, 404; Roxb., F. I., ii, 193; B. P., ii, 1234.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা।

বিভিন্ন নাম—বা. কারাইল বাঁশ; হি. বাঁশ; তে. কাক্কা; বয়ে—উধা; বর্ম্মা—মাইনওয়া।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র ও ভিতরের নরম অংশ।

CYNODON.]

ভারতীয় বনৌষধি-

[646. *C. dactylon* Pers.]

বর্ণনা—এই বাঁশ দেখিতে অতিশয় সুন্দর ; স্থিতিস্থাপক, প্রায় নিরোট, গাছ ২০-১০০ ফুট উচ্চ এবং ইহার ব্যাস প্রায় ১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে সবুজবর্ণ, একটু পুরাতন হইলে ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গাঁইটের নিকটবর্তী ভিতরের নরম অংশ স্নিগ্ধকর ও জরনাশক। গাভীর প্রসববেদনা হইলে ইহার পাতা শীঘ্র প্রসবের জন্ত খাওয়াইয়া থাকে (Dr. Emerson)। (Fig. 646.)

Genus—CYNODON Rich.

647. *C. dactylon* Pers. (দূর্ব্বা)

Fig.—Burm., Fl. Ind., 25, t. 10, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1020 ; Rheede, Hort. Mal., xii, t. 47.

Ref.—F. B. I., vii, 288 ; Roxb., F. I., ii, 289 ; B. P., ii, 1227 ; Prain, H. H., 322.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে, বাটীর কিনারায় ও পতিত শুষ্ক জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে, খেলিবার জমির বাহারের জন্ত রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. স. দূর্ব্বা, হি. হারিয়ালি ; তা. দোবিঘাস ; তে. থেরিচা Eng. Conch grass.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র ঘাস। মাত্রা, স্বরস, ১-২ তোলা ; কঙ্ক বা চূর্ণ ২-৪ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—দূর্ব্বাঘাস লতার মত জন্মে, ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-১.৫ ইঞ্চি বিস্তৃত, সরু ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে রং-বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের শাখাগুলি নরম ১-১.৫ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ১-১.৫ ইঞ্চি লম্বা। বৎসরের সকল সময়ই ফুল ও ফল হয়।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে দূর্ব্বাঘাসে এক জয়াবতী অম্বর বাস করে। ঋগ্বেদের সময় হইতে হিন্দুরা ঘরবাড়ী নিষ্কাশনকালীন উহার চারি কোণে দূর্ব্বাঘাস বসাইয়া থাকে।

দূর্ব্বাঘাসকে দূর্ব্বাষ্টক বলে ইহা বিষ্ণু ও গণেশের নিকট অতি পবিত্র। দূর্ব্বাষ্টমী ত্রতের দিন (ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথি) পুরুষ তাহার ডাইন হস্তে এবং স্ত্রীলোকে বাম হস্তে দূর্ব্বাঘাস বাঁধিয়া থাকে। বিবাহের সময়ে বরের দক্ষিণ হস্তে এবং কন্যার বাম হস্তে দূর্ব্বাঘাস ওত চিহ্নরূপে বাঁধিয়া থাকে। কালিদাসের বিক্রমোর্কশী পুস্তকের তৃতীয় স্বন্ধে উর্ব্বশী কেশে দূর্ব্বাঘাস বাঁধিয়া পুরুষবাকে ভালবাসার নিদর্শন দেখাইয়াছিল। কথিত আছে স্বামী যদি

ZEA]

ভারতীয় বনৌষধি

[648. Z. mays Linn.]

জীর গর্ভের ৩য় মাসে তাহার দক্ষিণ নাসিকায় দুর্কারস প্রদান করে তবে পুত্রসন্তান হয়। পশ্চিম ভাষতে এখনও এই পদ্ধতি বিद्यমান আছে (Dymock)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে দুর্কারস ধারক এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে রসের নস্ত লইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কোন স্থান কাটিয়া খাইলে দুর্কা চর্কণ করিয়া বাঁধিয়া দিলে ও রস দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় (W. C. Dutt)।

ইহার কাথ রক্ত-আমাশয় ও অতিরক্ত-রোগে বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ (Dymock)। দুর্কার রস বমন-নিবারক ও পৈতিক জরে হিতকর (Sakharam Arjun)। দুর্কা মূত্রকর, শোথ, সর্বাঙ্গীণ শোথ, পুরাতন উদরাময় ও আমাশয়-রোগে ব্যবহৃত হয় (Dr. Thornton)।

সব্জ দুর্কারস শ্লেষ্মাযুক্ত চক্ষু-উঠা রোগে বিশেষ ফলদায়ক। ইহা পাঁচড়া রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। দুর্কার শিকড়ের কাথ মহীশূর দেশে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয় (Dr. North)। দুর্কার পিষ্ট রস তুষ্কের সহিত পান করিলে অর্শের রক্তপাত নিবারণ করে (Dr. R. C. Dutta)। ইহার শিকড় পেষণ করিয়া ছানার সহিত খাইলে পুরাতন মধুমেহ আরাম হয় (Watt)।

রক্তপিত্ত রোগী দুর্কাপত্র চূর্ণ মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চরক)। দুর্কারস ১ তোলা সহিত তিল তৈল পাক করিয়া গায়ে মর্দন করিলে পাঁচড়া চুলকান প্রভৃতি চর্মরোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

দুর্কাঘাস তণ্ডুল চূর্ণের সহিত পেষণ করিয়া খাইলে যে জীলোকের অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতু হয় নাই তাহার ঋতু আগমন করে এবং যে জীলোকের রক্ত রোধ হইয়াছে তাহার পুনরায় সরল ভালে রক্তস্রাব হয় (চক্রদত্ত)।

শ্বেত দুর্কার মূল ৮ তোলা ২ সের জলে কাথ করিয়া ১ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও চিনি সহ পান করিলে মূত্ররোধ রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 647.)

Genus—ZEA Linn.

648. Z. mays Linn. (ভুট্টা)

Fig.—Lamark., Ill. t. 749 ; Bendl. & Trim., Med. Pl., t. 290.

Ref.—F. B. I., vii, 102 ; Roxb. F. I., iii, 568 ; B. P. 1209.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভুট্টা, জোনার ; হি. মাকাই ; তা. মক্কা-সোলম্ ; মারহাট্টা বোলা।

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

ELEUSINE.]

ভারতীয় বনৌষধি

[650. E. coracana Gaertn.]

বর্ণনা—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই গাছ এখনও বহু অবস্থায় দেখা যায়। ইহা মকা হইতে ভারতে আনা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে মকা বলে। চীন দেশীয় পুস্তকে দেখা যায় যে এই গাছ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে চীন দেশে চাষ হইত, সম্ভবতঃ ইহা আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহাকে *Sorghum Vulgare* এর তুল্য গুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাছ অনেকটা ইক্ষু গাছের তুল্য। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল ও ফল হয়। বর্ষা ও শীতকালে ফুল হয়। ফল শীতকালে হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক ও পুষ্টিকর, ক্ষয়কাশ ও উদরাময়ে উপযুক্ত পথ্য। ইউরোপে দুর্বল রোগীদিগকে ইহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। ইহার শস্যের কাথ গ্রীসদেশে মৃদু স্নায়ু সঞ্চয়ী পীড়ায় ব্যবহার করে। ইহার মূত্রকর গুণ আছে। (Fig. 648.)

Genus—ERAGROSTIS Beauv.

649. E. cynosuroides Beauv. (কুশ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 57; Duthie, Fodd. Grass. Ind., 62, t. 40.

Ref.—F. B. I., vii, 324; Roxb. F. I., i, 233; B. P. ii, 1223; Prain, H. H. 321.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র জন্মে; বঙ্গদেশের শুষ্ক তৃণময় স্থানে ও নদীর ধারে জন্মে, কখন কখন গ্রামের জঙ্গলের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কুশ; হি. ডব, কুশ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, গাছের গোড়া হইতে লম্বাকৃতি পত্র বাহির হয়। ইহার পত্র কেশে অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও একটু মোটা, পুষ্পদণ্ড ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা খাড়া ও সরু। পুষ্পের ৩টা, বীজ ১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা, কুশের পাতার অগ্রভাগ স্থল বলিয়া ইহার আর একটি সংস্কৃত নাম সূক্ষ্মাগ্র। বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তুলসী ও দর্ভের ত্রায় ইহা হিন্দুদের যাবতীয় ধর্মকার্যে ব্যবহার হয়। কুশ রক্ত আমাশয় ও যাবতীয় জ্বরজ্বঃ রোগে ব্যবহার হয়। ইহার মূত্রকর গুণ আছে। (Fig. 649.)

Genus—ELEUSINE Gaertn.

650. E. coracana Gaertn. (মার্গা, মেরুয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 78; Duthie, Fodd. Grass. India, 57, t. 69; Kirtikar & Basu, Indian, Med. Pl., t. 1021.

ORYZA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[652. *O. sativa* Linn.]

Ref.—Dymock, iii, 620 ; F. B. I., vii, 294 ; Roxb. F. I., i, 342 ; B. P. ii, 1229 ; Prain, H. H., 322.

জন্মস্থান—ভারতের নিম্ন ভূমিতে ও পার্শ্বীয় প্রদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মার্গা, মেক্কা ; হি. মণ্ডুয়া, মাকরী ; তামিল রাগি ; তে. তামিতালু।

ব্যবহার্য অংশ—শস্ত্র।

বর্ণনা—মাঝারী বর্ষজীবী ঘাস, ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ড কতকটা চেপ্টা ও মসৃণ, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে লাগিয়া থাকে যেমন ইক্ষু ও অপরাপর তৃণ জাতীয় উদ্ভিদে হইয়া থাকে। গাছের অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ড হয় যেমন ধানের শীষ হয়। শস্ত্র গোলাকার, প্রায় সরিষার মত, গাঢ় লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও কৌকড়ান। বর্ষার পরে ফুল হয় ও ইহার দানা শীতকালে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দানা পশ্চিম ভারতের দরিদ্র লোকে খাইয়া থাকে। শস্ত্র দুর্বল বালকদিগকে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। ইহা একটা বেশ শিশুখাদ্য। ইহার ময়দার মত গুঁড়া হইতে বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে ইহার বিশেষ কোন গুণ পরিলক্ষিত হয় না, তবে ইহা ধারক বলিয়া কথিত আছে (Baden Powell)। Fig. 650.

Genus—IMPERATA Cyrill.

651. *I. arundinacea* Cyrill. (উলু)

Fig.—Hort. Gram., Austr. iv, t. 40.

Ref.—F. B. I. vii, 106 ; Roxb., F. I. i, 234 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H. H., 307.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র ; পৃথিবীর অপরাপর উষ্ণপ্রধান দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. উলু ; সং. দর্ভ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গোড়া লতানে, কাণ্ড ১-৩ ফুট লম্বা, নিরেট। পুষ্পদণ্ডের প্রশাখা ৬-৬ ইঞ্চি, পত্র অতিশয় দীর্ঘ, ইহার পত্রদ্বারা গরীবলোকে ঘর ছাইয়া থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রকর ও শাস্তিকর এবং গণোরিয়া রোগে অতিশয় হিতকর। (Fig. 651.)

Genus—ORYZA Linn.

652. *O. sativa* Linn. (ধান)

Fig.—Duthie Fodder Grasses t. B. ; Benth. & Trim., iv, t. 291 ; Proc. Asiatic Soc. of Bengal, t. 5, 1896. Bose, Man. of Ind. Bot. 10, 12, 302.

PASPALUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[653. P. scrobiculatum Linn.]

Ref.—F. B. I., vii, 92 ; Roxb., F. I., ii, 200 ; B. P., ii, 1184 ; Watt, v, Pt. ii, 502 ; Prain, H. H., 312.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধাত্ত।

ব্যবহার্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, পাতা ঘাসের পাতার ত্রায়-পাতলা, সরু ও চেপ্টা ; কাণ্ড ২-১০ ফুট উচ্চ। ১-২ ফুট লম্বা ও ১-২ ইঞ্চি চওড়া। শীঘ্র হরিত্রা অথবা রক্তাভ বর্ণের, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পগুচ্ছ ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পকেশর ৬টি। গর্ভদণ্ড ২টি, ছোট। গর্ভদণ্ড পুষ্পের আবরণ হইতে বাহির হইয়া থাকে। বীজ সরু ও চেপ্টা। ধান সাধারণতঃ বর্ষাকালে চাষ হয় ও আশ্বিন মাসে ফুল হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসে পাকিয়া থাকে। আউস ধান ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকে এবং বোরো ধান শীতকালে চাষ হয় ও চৈত্র মাসে পাকিয়া থাকে। ধানের খড় পশুখাদ্য। একজাতীয় ধান আছে উহার চাষ হয় না, আপনি জলা জমিতে জন্মে ; উহার লাতিন নাম Var. fatua, বহু ধান মণিপুরের জলায় ও অগ্ন্যস্তানে হয়। মৎসজীব ও দরিদ্র লোকেরা ভাল ধানের অভাবে বহু ধানের চাউল খাইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ঋগ্বেদে ধাত্তের বর্ণনা নাই, তবে আয়ুর্বেদে ইহা যব ও মাষকলায়ের সহিত বর্ণনা দেখা যায়। ভারতে ধাত্তের চাষ চীন দেশ ও বর্মার পর হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সংস্কৃত লেখকগণ সর্কোপেক্ষা পুষ্টিকর ধাত্তের মধ্যে ধান, যব ও গমের উল্লেখ করিয়াছেন। ধাত্ত ও যব হইতে যবাণ্ড, খই, মুড়ি, চিড়ে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য ও রোগীর পক্ষে হিতকর।

চাউল জলে ভিজাইয়া তণ্ডুলায় প্রস্তুত হয় ; উহা অনেক ঔষধের অল্পপান রূপে ব্যবহার হয়।

চাউল হইতে মত্ত প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী Sir. George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products নামক পুস্তকে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে।

দধির সহিত চিড়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

সিদ্ধ চাউল গরম অবস্থায় বেশ পুলটিসের কার্যে ব্যবহৃত হয় ; ইহা মসিনা কিংবা ভূষির পুলটিসের স্থানীয়। (Fig. 652.)

Genus—PASPALUM Linn.

653. P. scrobiculatum Linn. (কোদো)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 84 ; Duthie, Field. & Gard. Crop, 2, t. 27.

PANICUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[654. *P. miliaceum* Linn.]

Ref.—F. B. I., vii, 10 ; Roxb., F. I., i, 278 & 280 ; B. P., ii, 1182 ; Dymock, iii, 619.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলময় ও নীরস বালুকাময় জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কোদো ; সং. কোজ্রব ; তে. অরুণ্ড ; তা. গোরাকজ্র।

ব্যবহার্য অংশ—শস্ত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ, চাষ হয় ; কাণ্ড মোজা ১-৬ ফুট উচ্চ ; কচিং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পাতা লম্বা, পাতলা ও চেন্দা, ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ১-২ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, শীষ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, শীষের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পুষ্পগুচ্ছ ১-৩ ইঞ্চি লম্বা পুংকেশর ৩টা। গর্ভদণ্ড ২টা, মুক্ত। গর্ভমুণ্ড লোমযুক্ত, পুষ্প হইতে ঈষৎ বাহির হইয়া থাকে। বীজ লম্বা এবং চেন্দা, পুষ্পাবরণের দ্বারা আবৃত থাকে। কোনো অক্টোবর মাসে পাকিয়া থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে কোদো অতি বিষাক্ত খাদ্য। ফুলের পর ফুলের শীষ জলে ভিজিয়া যাইলে বা পচিয়া যাইলে কোদোর ফুলের শীষে ও পাতার ডাঁটায় Hydrocyanic acid তৈয়ারী হয়। এই সমস্ত কোদো ঘাস খাইলে ঘোড়া, মহিষ, গরু মরিয়া যায়। *Andropogon halepensis* জাতীয় ঘাস ফুলের সময় মহিষে খাইয়া—সেনা বিভাগের প্রায় ৩ শত মহিষ পূর্ণিয়ায় মারা পড়ে; ঐ ঘাসেও—বর্ষার সময় Hydrocyanic acid পাওয়া যায়। ১৭৭২-৮০ খৃঃ একজন পুরুষ ও ৩ জন বালক ইহা খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঘোড়ার পক্ষেও ইহা অনিষ্টকর, ইহার মাদকতা শক্তি আছে। অনেকে বলেন যে কোদো দুই জাতীয় আছে, একটি খেতবর্ণ, অপরটা গৌরবর্ণ, শেষোক্তটি বিষাক্ত। (Fig. 653.)

Genus—PANICUM Linn.

654. *P. miliaceum* Linn. (চীনা)

Fig.—Reichb., Ic. Fl. Germ., t. 82 ; Hort. Gram. Aust., ii, 16, t. 20.

Ref.—F. B. I., vii, 45 ; Roxb., F. I., i, 310 ; B. P., ii, 1179 ; Dymock, iii, 619 ; Prain, H. H. 309.

জন্মস্থান—ত্রিহট ও বেহার প্রদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. চীনা ; তা. বারাদু ; তে. বোরমো।

ব্যবহার্য অংশ—শস্ত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কাণ্ড শক্ত, ২-৪ ফুট উচ্চ, গাছের গোড়া অঙ্গুলিবৎ মোটা, পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১-১ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। শীষ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, শাখা

SETARIA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[656. *S. italica* Beauv.]

সবুজবর্ণ ও খাড়া। পুষ্পগুচ্ছ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ৩টা, গর্ভদণ্ড খুব ছোট। ফল প্রায় গোলাকৃতি, সাদা। চীনার গাছ কাউন অপেক্ষা ছোট। ইহার দানা কাউনের দানা অপেক্ষা মোটা, স্বাদে সামান্য তিক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ঘোটকের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য (ভাবপ্রকাশ)। চীনায় তগুল খাইলে রক্তপিত্ত রোগের উপশম হয়।

শ্রামাক্ষ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনম্ রক্তপিত্তনাম্। (চক্রদত্ত)।

শূলরোগে কাউনের পায়স চিনি সহ খাইলে শূল আরাম হয়। (Fig. 654.)

655. *P. frumentaceum* Roxb. (শ্যামা)

Fig.—Trin. Sp. Gram. Ic., t. 164.

Ref.—F. B. I., vii, 31; Roxb., F. I., i, 304; Dymock, iii, 619; B. P., ii, 1177.

জন্মস্থান—উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্যামা; তে. সামলু।

ব্যবহার্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—শক্ত ও সোজা তৃণবিশেষ, কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পাতা ৬-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১-১ ইঞ্চি চওড়া, কদাচিৎ লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, মোটা, ৪-৮ ইঞ্চি, অবনত। শীষের বোঁটা ক্ষুদ্র, উপরের শীষের প্রশাখাগুলি ক্ষুদ্র। পুষ্পগুচ্ছ ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, শুঁয়া শূন্য (unawned), পুংকেশর ৩টা। ফল ক্ষুদ্র, প্রায় ডিম্বাকৃতি, সাদা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য, দরিদ্রলোকে খাইয়া থাকে। (Fig. 655.)

Genus—SETARIA Beauv.

656. *S. italica* Beauv (কঙ্গু) The Italian millet.

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 79.

Ref.—F. B. I., vii, 78; B. P., ii, 1170; Roxb., F. I., i, 302; Dymock, iii, 619.

জন্মস্থান—কোচবেহার ও উত্তর বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কঙ্গু, কঙ্গুনি, কাকনিদানা; সং. কঙ্গু; তাম. তেল্লাই; তে. করালু।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ও দানা। মাত্রা, মূল ২-১ তোলা।

SACCHARUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[657. *S. officinarum* Linn.]

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ, সাধারণতঃ শাখাপ্রশাখাযুক্ত। পত্র লম্বা ও কোমল, অগ্রভাগ খুব সরু, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১-৪ ইঞ্চি চওড়া পুষ্পগুচ্ছ ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা; বহু লোমযুক্ত এবং দেখিতে চোঙ্গার আয়। পুংকেশর ৩টি। বীজ ডিম্বাকৃতি। ইহা ভারতের বহুস্থানে ঋণরূপে ব্যবহার হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দানা ছুকের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে একটা লঘুপাক খাত্ত বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। রক্তপিত্তগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কদু তৈল বিশেষ হিতকর। কদু তণ্ডুল অশ্বের পক্ষে অতি বলকর (ভাবপ্রকাশ)। চিনিযোগে কদুর পায়স অতি পুষ্টিকর। (Fig. 656.)

Genus—SACCHARUM Linn.

657. *S. officinarum* Linn. (ইক্ষু)

Fig.—Bentl. & Trim., iv, t. 298; Woodville, Med. Bot., t. 266; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1014B.

Ref.—F. B. I., vii, 118; Roxb. F. I., i, 237; B. P., ii, 1189.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান দেশে চাষ হয়। প্রায় সমগ্র ভারতে ইক্ষুর আবাদ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. ইক্ষু, আক; তা. কারুধু; তে. চেরু; কন্ন—থাবু।

ব্যবহার্য অংশ—রস, চিনি ও শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ৬-১২ ফুট উচ্চ, মোটা, গাঁইটযুক্ত ও নিরেট। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পাতা পাতলা ও চেন্দা; ৩-৪ ফুট লম্বা ও ২-৩ ইঞ্চি চওড়া; অগ্রভাগ সরু ও ঝুলিয়া থাকে। পুষ্পগুচ্ছ খুব বৃহৎ ও বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত। পুংকেশর ৩টি। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট। বর্ষায় ইক্ষুর ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন সংস্কৃত লেখকেরা ১২ রকম ইক্ষুর নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা কতকগুলি জুয়ার গাছের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইক্ষু শিকড় শাস্তিকর ও মূত্রকর।

ইক্ষু, শর, কেশে, কুশ ও দুর্বার শিকড়কে তৃণ পঞ্চমূল বলে, ইহা হইতে কুশাবলেহ প্রস্তুত হয়, এবং ধাতুজ ঔষধের সহিত এইগুলি যোগ করিলে ঔষধের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়।

ইক্ষু গনোরিয়া ও অত্যন্ত মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয়। গুড় হইতে এক প্রকার সিধু বা মণ্ড প্রস্তুত হয়।

SACCHARUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[658. S. Sara Roxb.]

কুশঃ কাশঃ শরো দৰ্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্।

মূত্রকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্ ॥ (ভাবপ্রকাশ)।

কুশাবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত তৃণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি ৮০ তোলা, জল ৬৪ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা, এইগুলি ছাঁকিয়া উহাতে ৪ সের চিনি দিয়া পান্য প্রস্তুত কর। তৎপরে জষ্টিমধু, শশাবীজ, কঁকড় বীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, এলাচ, দারুচিনি, বরগছাল, গোলঞ্চ, প্রিয়ঙ্গু (*Aglaia Ruxburghii*) বীজ, নাগ কেসর (*Mesua ferrea*) ফুল, প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর এবং উক্ত গুঁড়া পান্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে দ্রব্য হইবে উহাই কুশাবলেহ হইল। উক্ত অবলেহ ১-২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিংশতি প্রকার মেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হওয়ার ফলে উৎপন্ন যে কোন প্রকার সান্নিপাতিক পীড়া শীঘ্র আরাম হইয়া যায়।

ইক্ষুরসের নস্ত্র লইলে নাসিকা হইতে রক্ত পড়া আরাম হয় (চরক)।

ইক্ষু স্নিগ্ধকর, রসায়ন, কফনাশক ও মূত্রকর। কৃষ্ণবর্ণের ইক্ষু বলকারক, পিত্তনাশক ও মূত্রকর।

পিত্ত-দুষ্টি ও কামলা রোগে ইক্ষুরস শরীরের স্নিগ্ধকর।

ইক্ষু হইতে যে মিছরী হয় উহা কাশ, হিকা ও স্বরভঙ্গ রোগ নিবারক। (Fig. 657.)

658. S. Sara Roxb. (শর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 46; Duthie, Ill. Fodder Grasses. t. xvi; Kirtikar Ind. Med. Pl., t. 1014A.

Ref.—F. B. I., vii, 119; Roxb., Fl. Indica i, 246 & 244; B. P., ii, 1189. আধুনিক নামকরণ অনুসারে *S. munja* Roxb. নাম হইয়াছে।

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গ দেশ, বেহার, ত্রিহট।

বিভিন্ন নাম—বা. শর; সং. মুঞ্জ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড মোড়া; ১০-১২ ফুট উচ্চ। দ্বিতীয় বর্ষে শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ৩-৫ ফুট লম্বা এবং ২-৩ ইঞ্চি চওড়া। পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সর। পুষ্পগুচ্ছ ১-২ ফুট লম্বা ও কোমল লোমযুক্ত। পুংকেশর ৩টা। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট; পুষ্প হইতে বাহির হইয়া থাকে। ইহা বঙ্গদেশের নদীর ধারে ও পতিত জমিতে জন্মে। ইহার পাতা ব্রাহ্মণদের উপনয়নের সময় ব্যবহার হয়। বঙ্গদেশে কেহ কেহ বিক্রয়ের জন্ত ইহার চাষ করে। ইহার ফুল কেশে ফুলের মত শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ড ঠিক কেশের

SACCHARUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[659. *S. spontaneum* Linn.

মত। শরের ত্রায় এক প্রকার গাছ আছে, উহাকে “খড়ি” বলে। উহার ল্যাটিন নাম *S. fuscum* Roxb. (B. P., ii, 1189 ; Prain, H. H., 313)। *S. arundinaceum* Retzকে বাঙ্গালায় “তেঙ্গ” বলে (B. P., ii, 1189 ; Prain, H. H., 313)। (এই গাছ উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে প্রচুর জন্মে)। শর জাতীয় আর এক প্রকার গাছ আছে, উহাকে *S. spontaneum* Linn. বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম খাগড়া। ইহা নদীর ধারেই প্রধানতঃ দেখা যায়। ইহা হইতে খাগড়া কলম প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শরের শিকড় পঞ্জাবে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। প্রসবের পর প্রসূতির পক্ষে শর গাছের পোড়া ধোঁয়া অতি হিতকর (Stewart)। (Fig. 658.)

659. *S. spontaneum* Linn. (কেশে)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 139, Fig. 63.

Ref.—F. B. I., vii, 118 ; Roxb., F. I., i, 235 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H. H., 313.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সিংহলের ৬০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। দক্ষিণ ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া।

বিভিন্ন নাম—বঃ কেশে ; সং. কাশ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়। মাত্রা ২-৮ আনা ; মূলের কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ৫-২০ ফুট, সরল, শক্ত, লম্বা, পত্রের কিনারা সরু। ইহা সচরাচর পতিত জমিতে নদীর ধারে ও ধান জমির আইলে দেখা যায়। শরৎকালে শ্বেতবর্ণ গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। যে স্থানে অধিক পরিমাণ কেশে গাছ আছে সেই স্থানটী যেন শ্বেতবর্ণ সমুদ্র বিশেষ দেখা যায়। কেশে সরু ও স্থচাল। শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অপরাপর তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে একটি। মাংস ভক্ষণ জনিত অজীর্ণে কাশ মূল অতিশয় হিতকর। বেড়েলার মূল ত্বক ও কুশমূল সমপরিমাণ লইয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে রক্ত অর্শ জনিত রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কুশমূল চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয় ; কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষুকে তৃণ পঞ্চমূল বলে। ইহার গুণ নিম্নে লিখিত হইল।

মূত্রদোষ বিকারশ্চ রক্তপিত্তং তথৈবচ।

অন্ত্যঃ প্রযুক্ত ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ ॥ সূত্রত। (Fig. 659.)

TRITICUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[661. T. vulgare Vill.]

Genus—HORDEUM Linn.

660. H. vulgare Linn. (যব)

Fig.—Duthie, Fodder, Grasses of N. India Fig. 32 ; Beauv. Agrost. 114, t. 21. Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1023.

Ref.—F. B. I., vii, 371 ; Roxb., F. I., i, 358 ; B. P., ii, 1231 ; Dymock, iii, 615 ; Prain, H. H., 323.

জন্মস্থান—যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. যব ; তে. বকো ; তা. বালি-অরিষি।

ব্যবহার্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী অথবা দ্বিবর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতা লম্বা, পাতলা, চেষ্টা ১২"-১৪" লম্বা ও ৬"-১" চওড়া। পুষ্পগুচ্ছ ২"-৪" লম্বা, প্রথমে সোজা থাকে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সহিত বক্রাকারে ঝুলিয়া পড়ে। পুষ্প বৃন্ত শূন্য, লম্বা, শুঁয়াবিশিষ্ট। পুষ্পকেশর ৩টি। গর্ভদণ্ড অতিশয় ছোট। বীজ কদাচিৎ লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন বৃন্তশূণ্য যবের ধান হয়। ধানের মুখে লম্বা শুঁয়া আছে ; এই কারণে গরু বাছুরে ইহা শীঘ্র খায় না। একটা যব রোপন করিলে ধানের তায় চারিমিকে অনেক গাছ হয়। শীতকালে ফুল, ফ্রেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যব হিন্দুদের অনেক পূজায় ব্যবহার হয়। বৈশাখ মাসের গুরুপক্ষের চতুর্থীর দিন এক প্রকার খেলা হয়, উক্ত দিনে লোকে প্রত্যেকের উপর যব নিক্ষেপ করে। উত্তর ভারতে যব হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। বালি রোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহার হয়। বালি অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয়। বালির পাতা পোড়ান ছাই হইতে এক প্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয়, উহা অতি শাস্তিকর ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয় (Dr. Irvine)। বালি হইতে প্রস্তুত Malt আমেরিকা ও ইউরোপে অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হয় ; ইহা জ্বর-নাশক ও প্রসবের পর প্রমুতিদের দুর্বলতায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 660.)

Genus—TRITICUM Linn.

661. T. vulgare Vill. (গম)

Fig.—Bentl. & Trim. t. 294.

Ref.—F. B. I., vii, 367 ; Roxb., F. I., i, 359 ; B. P., ii, 1231.

AVENA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[662. A. sativa Linn

জন্মস্থান—উত্তর ভারতের সর্বত্র জন্মে, উত্তর বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, হিমালয় প্রদেশের ১৩০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ স্থানে ও তিব্বতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গম ; সং. গোধূম।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—দেখিতে যবের তায়, বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড সোজা, ৩-৬ ফুট উচ্চ। পাতা চেপ্টা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ৫-২ ইঞ্চি লম্বা ও ১-২ ইঞ্চি চওড়া; গাছের মস্তকে শীঘ্র হয়। প্রত্যেক শস্যের মস্তকে লম্বা লম্বা শুঁয়া জন্মে। পুষ্পগুচ্ছ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, দীর্ঘ শুঁয়াযুক্ত (Awned), পুংকেশর ৩টি। গর্ভদণ্ড ২টি, ছোট; বীজ লম্বাকৃতি, কটিং লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফ্রেফ্রয়ারি ও মার্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা, স্নজ্জী ও আটা প্রস্তুত হয়। গমের ভূমি পুলটিসে ব্যবহার হয়।

অস্থিভঙ্গ রোগে গব্যাহুগ্ধ সহ পুরাতন গোধূম চূর্ণ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় (চক্রদত্ত)।

মধুর সহিত পুরাতন গোধূম চূর্ণ সেবন করিলে কফজ শূল আরাম হয়।

গোধূম ও অর্জুন ছাল চূর্ণ সমভাগ লইয়া তিলতৈল ও গব্যায়ুতে ভাজিয়া গুড় ও জলের সহিত হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইলে হৃদ্রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। Fig. (661).

Genus—AVENA Linn.

662. A. sativa Linn. (যই)

Fig.—Reichb., Ic. Fl. Germ. t. 103 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1019.

Ref.—F. B. I., vii, 275 ; B. P. ii, 1217.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, পঞ্জাব, সিকিম ও বঙ্গদেশের উত্তর ভাগে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. যই। Eng. Oat.

ব্যবহার্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—কাণ্ড ৩ ফুট উচ্চ, লোমযুক্ত। পত্র চেপ্টা, বৃন্তদেশ মন্থন। পুষ্পদণ্ড ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, শাখাপ্রশাখা আছে। পুংকেশর ৩টি, বিস্তৃত, উহার মস্তক পীতবর্ণ; স্ত্রীকেশর ২টি, ছোট, পালকের মত শ্বেতবর্ণ। ফল ঘেঁসাঘেসি ভাবে স্থাপিত, ১ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

COIX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[663. *C. lacryma Jobi* Linn.]

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি পশুখাদ্য। কথিত আছে যে ইহার বিষক্রিয়া আছে (Stewart)। (Fig. 662.)

Genus—COIX Linn.

663. *C. lacryma Jobi* Linn. (গড়গড়ে)

Fig.—Lamk., Ill., t. 750 ; Bot. Mag., t. 2479.

Ref.—F. B. I., vii, 100 ; Roxb., F. I., iii, 568 ; B. P., ii, 1210 ; Prain, H. H., 319.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গড়গড়ে সং. গাবেধু ; হি. গুরলু ; সামতাল—যারগদি।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড, ৫-৭ ফুট উচ্চ, মোটা, পত্রময়, কাণ্ডের গোড়া হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৪-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, ঢেউ খেলান। পুংকেশর ৩টি, গর্ভদণ্ড ২টি, সক্র, মুক্ত। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, সোজা। ফল ডিম্বাকৃতি, গোলাকার $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{6}$ ইঞ্চি, নীলের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ইহার আরও কয়েকটি জাতি আছে (১) *C. gigantea* Koenig. ইহাকে ডেঙ্গাগড়গড়ে বলে, ইহা সচরাচর ছোটনাগপুরে অধিক দেখা যায় (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 70)। (২) *C. aquatica* Roxb. ইহার বাঙ্গালা নাম জল গড়গড়ে (F. I., iii, 571)। এই গাছ জলে জন্মে, ৫-১০ ফুট লম্বা হয় এবং জলে ভাসিয়া থাকে। নিম্ন বঙ্গের পুকুরের কিনারায় সচরাচর দেখা যায় (B. P., ii, 1210)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজের গুঁড়া হইতে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা রক্ত শোধক ও মূত্রকর। টঙ্কিনের লোকে ইহাকে জীবনীয় স্বাস্থ্যপ্রদ খানা বলে। গড়গড়ের বায়ু ও জল পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। গড়গড়ের গুঁড়া জলে দিয়া চায়ের ত্রায় গরম করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করা যাইতে পারে, ইহাতে জল দোষহীন হয়। Dr. Campbell বলেন যে সামতালেরা ইহার শিকড় জ্বীলোকদের আর্ন্তব ব্যাধিতে প্রয়োগ করে।

Dr. Dymock বলেন যে ইহার বীজ বম্বি বাজারে Kassai bij বলিয়া বিক্রয় হয়। বম্বি গড়গড়ে মূত্রকর ও ইহা অপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উহার শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind.)। (Fig. 663.)

ADIANTUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[665. *A. caudatum* Linn**CXX. POLYPODIACEAE**Genus—**ADIANTUM** Linn.664. *A. lunulatum* Burm. (কালিঝাঁট)**Fig.**—Hook., Garden Fern. t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1031.**Ref.**—Beddome, Handbook Fern. Br. India, 82 ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 323.**জন্মস্থান**—বঙ্গদেশে সর্বত্র প্রাচীন দেওয়ালে ও ছায়াময় স্থানে ও ইষ্টকনির্মিত দেওয়ালে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ।**বিভিন্ন নাম**—বা. কালিঝাঁট ; বঙ্গে—হংসরাজ ; হি. হংসপদী ।**ব্যবহার্য অংশ**—পত্র ।**বর্ণনা**—ইহা একটি পত্র-উদ্ভিদ, পত্র দ্বিবিৎ কৃষ্ণবর্ণ, ১ ফুট লম্বা মসৃণ, পক্ষাকার । শিরার উভয় দিকে পত্রিকা জন্মে, পত্রিকার কিনারা প্রায় গোলাকার, কণ্ঠিত । প্রায়ই পত্রের অগ্রভাগ হইতে শিকড় বাহির হয় । পত্রবৃন্ত $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি লম্বা ।**ঔষধার্থে ব্যবহার**—ইহার পাতা সাধারণতঃ বালকদের জ্বর হইলে ব্যবহৃত হয়, পত্র জলে বাটিয়া চিনির সহিত ব্যবহার্য । কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে কিংবা আরক্ত হইলে ইহা স্থানীয় প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয় । ইরিসেম্পাস হইলে ইহার প্রদাহ কমাইবার জন্য সচরাচর বাহ্যিক প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয় (Watt) । কলিকাতায় ঔষধের দোকানে যে হংসরাজ বিক্রয় হয় উহা বঙ্গদেশ-জাত এই গাছ হইতে সংগ্রহ হয় কিনা ইহাতে সন্দেহ আছে (Dymock) । ইহা মূত্রকর, সর্দি-নাশক ও ঋতুকর । ইউরোপে Maiden-hair যে যে রোগে ব্যবহৃত হয় ভারতে এই উদ্ভিদও সেই সেই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । Fig. (664).665. *A. caudatum* Linn. (ময়ূরশিখা)**Fig.**—Hook., Spec. Filicum, t. i. 20 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1029.**Ref.**—Beddome, Handbook, Fern. Br. Ind., 83 ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 324.**জন্মস্থান**—বঙ্গদেশের প্রাচীন দেওয়ালে, শিবপুর ও চন্দননগরে সচরাচর দেখা যায় ।**বিভিন্ন নাম**—বা. ও সং. ময়ূরশিখা ।**ব্যবহার্য অংশ**—পত্র ।**বর্ণনা**—পত্র-উদ্ভিদ, পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও গুচ্ছবদ্ধ । পত্রদণ্ডের উভয় দিকে পত্রিকাগুলি জন্মে, পত্রিকা ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ মোটা । কিনারা হইতে শিকড়

ADIANTUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[667. A. venustum Don.]

হয়। কথিত আছে এই উদ্ভিদ Dr. Colerbook শিবপুরে আনয়ন করেন। কলিকাতা হারবেরিয়মে Kurz সাহেবের হস্তলিখিত বিবরণে দেখা যায় যে John Scott সাহেব ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু Kurz সাহেব বলেন যে তিনি নিজে এই গাছ শিবপুরে আর খুঁজিয়া পান নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র সর্দি ও জ্বর রোগে ব্যবহার হয় (Ibbetson)। ইহার পাতা পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়। কথিত আছে ইহা বহুমূত্র রোগে হিতকর (Watt)। মরিসন দ্বীপের লোকেরা ইহাকে ঘর্ষকর বলিয়া বিশ্বাস করে। (Fig. 665.)

666. A. capillus-veneris Linn. (হংসপদী) Eng. Maidens Hair.

Fig.—Hook., Sp. Filicum. ii, t. 74; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1028.

Ref.—Bedd., Handbook Fern Br. India, 84; Hook., Sp. Fili, ii, 36.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ ৮০০০ ফুট উচ্চে, দক্ষিণ ভারতে ও আফগানিস্থানে জন্মে। ব্রহ্মদেশ ও মনিপুরের সীমান্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হংসপদী; হি. হংসরাজ; কাশ্মীর—ডুমতুলী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহার পাতা হাঁসের পায়ের আয় বলিয়া ইহাকে হংসপদী বলে। পত্র ৪-২ ইঞ্চি লম্বা, মুগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ। পত্রে ৯টি ভাগ আছে, পত্রের অগ্রভাগ মোটা, প্রত্যেক ভাগ ২-১ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি লম্বা ও পাতলা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া জ্বরে এবং দক্ষিণ ভারতে সর্দি আরামের জন্ত মধুর সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয় (Watt)।

পত্র চায়ের আয় ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও স্ত্রীলোকদিগের স্বল্পরক্ত: রোগ আরাম হয় (Dymock)।

মুসলমান হাকিমেরা ইহা কুকুর বিষে এবং কেশপতন নিবারণে ব্যবহার করেন। ইহা মূত্রবিরেচক (Watt)।

টটিকা রস চিনি কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে ঋতুনাশ রোগ আরাম হয় (Journ. Bomb. Nat. Hist., Vol. 38, No. 2. P. 346, 1936). (Fig. 666.)

667. A. venustum Don. (হংসরাজ)

Fig.—Hook., Spe. Filicum, ii, t. 76.

Ref.—Bedd., Handbook. Fern Brit. Ind., 86; Hook., Sp. Filli. ii, 40.

POLYPODIUM.]

ভারতীয় বনৌষধি

[668. *P. quercifolium* Linn.]

জন্মস্থান—উত্তর ভারত, নেপাল, কামরূপ, সিমলা ও খাসিয়া পাহাড়।

বিভিন্ন নাম—হি. হংসরাজ, কালিকাট, বম্বে—মুবারক ; পঞ্জাব—ঘাস।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্র পক্ষাকার, বিস্তারিত আয়তাকার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোঁটা ছোট, পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত, ইহার মধ্যে বড় বিভাগটির কিনারা গোলাকার, দাঁতের ত্রায় বা করাতের ত্রায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র সৌগন্ধযুক্ত ও উগ্র ; অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমন হয়। পত্র বলকারক, সর্দি নিবারক। চাষা নামক স্থানের লোকেরা ইহার পত্র ভগ্নস্থানে প্রলেপ দেয়।

পঞ্জাবে হংসরাজ একটা সাধারণ ঔষধ ; ইহা বেদনা নিবারক এবং বক্ষে সর্দি বসিলে প্রযুক্ত হয়। ইহার ঋতুকর ও মূত্রকর গুণ আছে। কবিরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন *Adiantum* এর ভিন্ন ভিন্ন গুণ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহারা সকল গুলিরই সমান গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহার কাথের ভাপুরা জরে অতিশয় হিতকর। হাকিমেরা ইহা কুকুর বিষে এবং ইহার সরবত জর ভোগের পর—দৌর্বল্যে ব্যবহার করিতে বলেন (Watt)।

ইহার কেশপতন নিবারণ করিবার শক্তি আছে। (Fig. 667.)

Genus—POLYPODIUM Linn.

668. *P. quercifolium* Linn. (গুরু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 11 ; Hook., Gard. Fern. t. 5.

Ref.—Willd. Sp. Pl., 170, vol. v, Pt. 1 ; Hook., Gard. Fern. 17 ; B. P., ii, 1258 ; Roxb., F. I., 750 (Ed. C. B. C.) ; Prain, H. H. 325.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারত, মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, স্বন্দরবন, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. গুরু ; হি. কাকুলি।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—এই উদ্ভিদ বৃক্ষের উপরে জন্মে। পত্র দুই প্রকার। সাধারণ বীজহীন (Spore) পত্র ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৩-৭ ইঞ্চি চওড়া। কচি অবস্থায় সবুজ থাকে ; কিন্তু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় বাদামী রংএর হইয়া থাকে। পত্রাংশ বহুভাগে বিভক্ত। (Spore) বীজবাহী পত্র ২-৩ ফুট লম্বা, লম্বা বৃত্তাকার, বহুভাগে বিভক্ত। পত্রাংশ ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। মারহাট্টা দেশীয় লোকেরা এই গাছের পত্র বিবাহের সময় বর ও কন্যার মস্তকে মুকুটের ত্রায় ব্যবহার করে।

AZOLLA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[670. A. pinnata Lamk

ইহার মূল পশমের তায়। Dr. Rheede বলেন যে এই উদ্ভিদ যে গাছে জন্মে সেই গাছেরই গুণ প্রাপ্ত হয়; কুঁচিলা গাছে জন্মিলে উহা অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার পত্রে টিপ টিপ দাগ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা বৃক্কত সম্বন্ধীয় জ্বর ও অজীর্ণনাশক (Dymock)। (Fig. 668).

Genus—ACTINOPTERIS Link.

669. A. dichotoma Forsk (ময়ূর পঙ্খী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1027; Blatter & Almeida, Ferns of Bombay. Pl. x; Bedd. Ferns of Brit. India, Fig. 98 (1883).

Ref.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. Vol. 2 p. 1389; Blatter & Almeida Ferns of Bombay. p. 122; Bedd., Ferns of Brit. India, p. 197; Dymock, Vol. III. p. 627.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের সর্বত্র। ৩০০০ ফুটের নিম্নে শুষ্ক ও পর্বতময় স্থান। পারস্য এবং কাবুল। খান্দালা, মহাবালেশ্বর রোডের কাতরাঙ্গাট এবং বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যান। লঙ্কাদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. ময়ূর পঙ্খী; হি. মরপখ; বম্বে. ময়ূর শিখা; গুজ. ভুইতার।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্রদণ্ড ঘন সন্নিবিষ্ট এবং গুচ্ছবদ্ধ। পত্র লম্বা ডাঁটার সংলগ্ন। পত্রাংশ চওড়া বহুভাগে বিভক্ত, কতকটা তাল পত্রের তায় বিস্তৃত। (Spore) বীজবাহী পত্রাংশ (Spore) বীজহীন পত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ক্রিমিনাশক এবং রক্তস্রাব নিবারক। (Fig. 669.)

CXXI. SALVINIACEAE

Genus—AZOLLA Lamk.

670. A. pinnata Lamk. (পানী)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 119-23 (1849).

Ref.—B. P., ii, 1266; Prain, H. H., 326; Gard. Cron. Ser. iii. xiv, 15 (1893) Fig. 6.

MARSILEA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[672. *M. quadrifolia* Linn.]

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র পুকুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—পানা।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—পানা ভাসমান উদ্ভিদ, পুকুরের উপরিভাগে জলে ভাসিয়া থাকে। ইহার পত্র $\frac{1}{2}$ -১ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার রক্তাভ ধূসরবর্ণ, শিকড় সরু ও লম্বা; জলের ভিতর থাকে। বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পানার শিকড় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর। (Fig. 670.)

Genus—SALVINIA Schreb.

671. *S. cucullata* Roxb. (ইন্দুর কানি পানা)।

Ref.—Roxb., F. I., 745 (C. B. Clarke); B. P., ii, 1265; Prain, H. H., 326.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অগ্রভাগ নদী, বিল ও পুকুরিগীতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ইন্দুর কানি পানা।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ইহার পত্রবৃত্ত ক্ষুদ্র এবং কাণ্ডের সহিত অতিশয় ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে থাকে। পত্র লম্বা অপেক্ষা চওড়া অধিক, বৃত্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বড় পানার মত। ইহা কুমিনাশক, অপরাপর কুমিনাশক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। (Fig. 671.)

CXXII. MARSILIACEAE

Genus—MARSILEA Linn.

672. *M. quadrifolia* Linn. (সুযুনি শাক)

Fig.—Lamarek, Ill., v, t. 863; Reveil, Regne Veg. iii, t. 15, 10. t. 30.

Ref.—Muhan, Fl. & Fern. U. S. ii, t. 4; B. P., ii, 1266. Roxb., F. I., (C. B. Clarke). 745.

MARSILEA.]

ভারতীয় বনৌষধি

[672. M. quadrifolia Linn.]

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র জন্মে, পুকুরের কিনারায় ও আর্দ্র জমিতে বা ধাতুক্ষেত্রে।

বিভিন্ন নাম—বা. স্ফুনি শাক ; সং. স্ফনিষ্মক।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ—পুকুরের কিনারায় জন্মে, পত্রের বৃত্ত সন্ধ ও পত্র ৪ ভাগে বিভক্ত, বর্ধনের উপর লতাইয়া হয়। শীতকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাত ও কাশ রোগী স্ফুনি শাক খাইলে বাতের উপশম হয় (চরক)।

বিষদোষে এই শাক পথ্য রূপে ব্যবহার হয় ও ইহা বিষ নাশ করে।

পক্ক স্ফুনি শাক তিলতৈল ও বিনা লবনে ভোজন করিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয় ; স্ফুনি শাকের বীজ ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ আরাম হয় (চরক)।

তক্রেনযুক্ত শিতিবারকস্ত্র বীজঃ পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহোক্তঃ। (চরক)।

স্ফুনি শাক ঘূতে ভাজিয়া ভোজন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)।

স্ফুনি শাক খাইলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির নিদ্রা হয়। (Fig. 672.)

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নামের বর্ণমালা অনুযায়ী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ			
অস্মোত	১৫৭	অর্শ্ব	৫৮৬
অগতি	১৮১	অলর্ক	৩৪১, ৩৪৫
অগন্তি	৩৮১	অলাবু	২৩৪
অগ্যবাস	৬২০	অশন	২০২
অগ্নিগর্ভ	২২০	অশোক	১৭২
অগ্নিজিহ্বা	৩০১	অশ্বকর্ণ	৫৩
অগ্নিমুহ	৪২৭	অশ্বগন্ধা	৩৪১
অগ্নিশিখা	৫৬৮	অশ্ব	৩৩৩
অগুরু	৪৭৩	অশ্বথ	৫১১
অকোট	২২২	অশ্বথ (গয়া)	৫১৩
অজমোদা	২৫৪	অস্থিসংহার	১১২
অড়হর	১৪২	অহিফেন	২৪
অতনী	৭৩	আ	
অতিবলা	৬৪	আঁকোড়	২৬১
অতিবিষা	১	আঁতমোরা	৬৮
অনন্ত মূল	৩৪২	আঁশফল	১১২, ১২০
অন্তমূল	৩৫২	আঁক	৬১২
অপরাজিতা (নীল)	১৫৭	আঁকনাদি	১৪
অপার্মার্গ	৪৪৫	আঁকন্দ (বড়)	৩৪১
অভয়া	২০৬	আঁকন্দ (শ্বেত)	৩৪১
অমরাগন্ধক	৩২৭	আঁকরকরা	২৮৬
অমরাবেল	৩৭৩	আঁকাশবল্লী	৩৭৩, ৪৭১
অমলকুচি	১২১	আঁকাশবেল	৪৭১
অমোঘা	৩৭৪	আঁথরোট	৪৮১, ৫২০
অথোষ্ঠ	১২	আঁগমুখী	২৪৭
অন্নবেতস	৪৫৭	আঁকোল (অকোট)	২৬১
অরাধক	৪১০	আঁজুর	১১৪, ১১৫
অর্ক	৩৪১	আঁচ	২৭৭
অর্কমূল	৪৫৮	আঁটকপালি	৪০১
অর্জুন	২০৩	আঁতবীজাধীর	৮২
		আঁতা	১১

৬২৬

ভারতীয় বনৌষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আতিষ	১	ই	
আত্মগুপ্তা	১৭০	ইক্ষু	৬১২
আদা	৫৪১	ইক্ষুদী	৯২
আদ্রক	৫৪১	ইন্দুর কানি পানি	৬৫৬
আধকি	১৪৯	ইন্দ্রযব	৩২৮, ৩৩৫
আনারস	৫৫১	ইন্দ্রায়ন (ছোট)	২৩০
আনারস (ছোট)	৫৫১	ইন্দ্রায়ন (লাল)	২৩০
আনারস (বিলাতী)	৫৫১	ইন্দ্রবারুণী	২৪০
আপাঙ	৪৪৫	ইপিকাক	২৬৮
আমআদা	৫৩৬	ইন্দ্রবান	৮৯
আমড়া	১২৮	ইশোবমূল	৪৫৮
আমর্তকী	১৫৫	ঈ	
আমরুল	৭৯	ঈশপগুল	৪৪০
আমলক	৫০০	ঈশলাঙ্গুলা	৩৫৯
আমলকী	৫০০	উ	
আমলকুঁচি	১১৪	উচ্চ	২৪৫
আমলতা	১১৩, ১১৪	উত্তপাতি	৪১৯
আমলা (ভুঁই)	৫০২	উত্তর	৫১৩
আমুরলাতমী	১০১	উপোদকী	৪৫৩
আম্র	১২৩	উলু	৬২৯
আম্রাতক	১৮২	উবীর	৬১৮
আম্রাপান	২৮৫	উ	
আরগুধ	১৫০	উড়িধান	৬৩২
আলকুশী	১৭০	এ	
আলগোষা	১৭০	একলেজা	১৯
আলু (কাঁটা)	৫৫৯	একাদী	৮৮
আলু (কুকুর)	৫৫৯	এরাকুট	৫৩৯
আলু (খাম)	৫৫৯	এলা	৫৪৭
আলু (গরানিয়া)	৫৫৯	এলাচ (ছোট)	৫৪৭
আলু (চুপড়ি)	৫৫৯	এলাচ (নেপালী)	৫৪৫
আলু বোখরা	১৯৫	এলাচ (বড়)	৫৪৫
আলু (মো)	৫৫৯	এলাচ (সোরঙ্গ)	৫৪৬
আলু (রাঙ্গা)	৩৬৫	ও	
আলু (লালগরানিয়া)	৫৫৯	ওকড়া (ক্ষুদ্র)	৫০২
আলু (শোর)	৫৫৯	ওকড়া (বন)	৭১, ৩২৪
আলু (মকরকন্দ)	৩৩৫		
আলু (স্নহনি)	৫৫৯		
আলোকলতা	৩৭৩		
আফোতা	৩৩৮		
আসশেওড়া	৮৭		

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬২৭

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১২	৮ল	১৮৬	করবী (ছধ)	৩৩৫
২২	ওলকপি	২২	করমচা	৩২৪
৩৫৩	ওলটকথল	৬৬	করমর্দক	৩২৪
৩৬৫			করলা	২৪৫
৩৭০			করলা (ধার)	২৬৬
৩৭০	ককুড	২০৩	করুণা নেবু	৮৩
৩৭০	ককোআরু	১০৪	কর্কটকী	২৪৫
৪০	ককোলক	৪৬৪	কর্কটশৃঙ্গী	১২০, ১২১
৫৬৮	কচু	৫২০	কর্ণ নেবু	৮৩
৮২	কচু (বৈট)	৫২৩	কর্ণিকার	৬২
১৫৮	কচুর	৫৩২	কপূর	৩২৭, ৪৭০
	কটকী	৩২৪	কপূর (কচুরি)	৫৩৫
	কটফল	৫২০	কপূর হরিজা	৫৫৫
৪০	কটিল	১২৪	কর্মদ্র	৭৭
৫২	কটুকা	৩২৪	কলমোশাক	৩৬৮
	কটুরোহিনী	৩২৪	কলমী (ভূধ)	৩৬২
	কণামূল	৪৬০	কলষী	৩৬৮
৪৫	কণ্টফল	৩৮৩	কল্ল (ছোট)	৩৬২
১২	কণ্টিকারী	৩৭৮	কল্ল (বড়)	৩৬২
১৩	কতক	৩৫৫	কলা	৫৪৮
৫৩	কতুণ	৬২১	কলাই	১৭৩
	কদম্ব	২৬২	কস্তুরী	৫৮
২২	কদম্ব (কেলী)	২৬৫	কস্তুরী (কাল)	৫৮
১৮	কদম্ব (ধারা)	২৬২	কাঁকড়া শৃঙ্গী	১২০, ১২১
	কদম্ব (ধূলি)	২৬৫	কাঁকরোল	২৪৪
৩২	কদলী	৫৪৮	কাঁকুড়	২৪২
	কনকচাঁপা	৬২	কাঁচড়াদাম	২২৬
	কনক ধূতুরা	৩৮৪	কাঁটা আলু	৫৫২
১২	কপিকচ্ছু	১৭০	কাঁটা কলিকা	৪০৭
৮৮	কপিথ	৮৬	কাঁটা করঞ্জা	১৮৮
৩২	কপিথপর্ণী	২৪	কাঁটাগুড় কামাই	৩৩
৪৭	কপিল্লক	৪২৮	কাঁটা কাঁটা	৪১৪
৪৭	কমলাগুড়ি	৪২৭	কাঁটা নটে	৪৪২
৪৫	কমলা নেবু	৮৫	কাঁঠাল	৫০৬
৪৫	কয়েতবেল	৮৬	কাকজজ্যা	১১১
৬৬	করঞ্জা (টক)	৩২৪	কাকজম্বু	২১৪
	করঞ্জা (ডহর)	১৭৪	কাকডুম্বর	৫১৫
	করঞ্জা (নাটা)	১৮৮	কাকতুণ্ডী	৩৫১
২	করঞ্জা (পুতি)	১৮৮	কাকনাসা	৪০২
৪	করবী	৩৩৩	কাকমাচী	৩৭৫

৬২৮

ভারতীয় বনৌষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কাকমারী	১৩	কিসমিস	১১৪, ১১৫
কাগজী নেবু	৮৪	কীচক	৬২৩
কাজুপটি	২১৮	কুঁচ	১৩৩
কাঞ্চন (দেব)	১৪৭	কুঁচিকাটা	১৬২
কাঞ্চন (রক্ত)	১৪৬	কুঁচিলা	৩৫৩
কাঞ্চন (শ্বেত)	১৪৮	কুঁদ (বড়)	৩১৬, ৩১৮
কাঞ্চনার	১৪৬	কুইনাইন	২৬৩
কাঠচাঁপা	৩৩২	কুকসিম	২৮৫
কাঠবিষ	৩, ৪	কুকসিম (ছোট)	২৮১
কাঠলতা	৬৭	কুকুর আলু	৫৭২
কানছিড়ে	৫৭৩	কুকুর কট	২৭৮
কাছড় (বড়)	৫৫৬	কুকুর চিতা	৪৭২
কাবলিমটর	১৭৪	কুকুর চুড়া	২৭২
কাবাবচিনি	৪৬৪	কুকুর জম্বু	২১৪
কামরাঙ্গা	৭৭	কুকুর জিহ্বা	১১০, ১১১
কামিনী	৮৮	কুকুরদ্র	২৮৫
কাযছাল	৫২০	কুকুর (শোঙ্গা)	২৮৫
কারবেল	২৪৫	কুঙ্কুম	৫৫২
কার্পাস	৫৭	কুচন্দন	১৩৪
কালকন্তরী	৫৮	কুটজ	৩২৮
কালকেরা	৩৪	কুটজ (কৃষ্ণ)	৩২৮
কালকেসেন্দা (ছোট)	১৫৩	কুড়	২২৩
কালকেসেন্দা (বড়)	১৫২	কুণ্ডালি	৩২২
কাল জাম	২১৪	কুদারি	২৪৮
কাল জীরা	৮	কুন্দ	৩১৬, ৩১৮
কাল ধুতুরা	৪০২	কুন্দলেফুল	৩৩৬
কালবালা (মাঃ)	২৮০	কুমড়া	২৪৩, ২৭৩
কালমেঘ	৪১২	কুমড়া (মিঠা)	২৪৩, ২৭২
কাল হরিদ্রা	৫৫২	কুমড়া (বলি)	২৩৭
কাল	৪০৭	কুমারিকা	৫৬১
কালিবাঁট	৫৪০	কুহী	২১৩
কাশ	৬৩০	কুস্তিকা	৫২১
কাশমর্দ	১৫৩	কুমুদ	২৩
কাশমার	১৫২	কুরচি	৩২৮
কাশ্মিরীকা	১১৪	কুরকটক	৪১৪
কাশ্মীরজ	২২৩	কুরেলী	৫৭৪
কিংশুক	১৪৩	কুর্ভিকলাই	১৬০
কিরাত	৪১২	কুল	১০৮, ১০৯
কিরাত তিল	৩৫৭	কুলঙ্গন	৫৩২
কিরামার	৪৫২	কুলথকলাই	১৬০

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কুলাহল	৩২৫	ক্ষিরিকা	৩১১
কুলেখাড়া	৪০৭	ক্ষীরখেজুর	৩১২
কুশ	৬২৭	ক্ষুদি ওকড়া	৪৮৫
কুষ্ঠ	২২৩	ক্ষেত কুমড়া	২৪৪
কুষ্ঠনাশিনী	১৭৭	ক্ষেত পাপড়া	২৬৭
কুম্ভাণ্ড (ছাঁচি)	২৩৭	ক্ষেত্রপর্পটী	২৬৭
কুম্ভ	১১৬, ১১৭		
কুম্ভম্বুল	২২৮	খড়ি	৬৩২
কুম্ভস্ত	২২৮	খদির	১৩৬
কুপা	২২	খরমঞ্জরী	৪৪৫
কৃষ্ণকুন্ড	৩৩৫	খরমুজা	২৪১
কৃষ্ণকেলি	৪৪৪	খজুঁর	৫৮০
কৃষ্ণ চুড়া	১২০	খস্খস	৬১৮
কৃষ্ণ জীরক	২৫২	খাগড়া	৬৩২
কৃষ্ণ তলসী	৪৩২	খামো	২০১
কৃষ্ণ মুঘলী	৫৫৪	খিরনী	৩১১
কৃষ্ণ শারিষা	৩৪২	খেজুর	৫৮০
কৃষ্ণ শিরীষ	১৪০	খেজুর (পিণ্ড)	৫৮১
কেউ	৫৪৫	খেসারী	১৬৬
কেওড়া	৫৮৪	খোরাসানী যোয়ান	৩৮৫, ৩৮৭
কেতকী	৫৮৪		
কেয়া	৫৮৪		
কেরই (ছোট)	৪৮২	গন্ধুর (বড়)	৪০৭
কেরই (বড়)	৪৮২	গজপিপ্পলী	৫২২
কেরই (শ্বেত)	৪২০	গণিকারিকা	৪২৬
কেলিকদম্ব	২৬৫	গন্ধতণ	৬২২
কেশরদাম	২২৬	গন্ধ-নকুলি	২৭০
কেশরাজ	২২১	গন্ধবিরেজা	৫২৫
কেশে	৬৩০	গন্ধবেনা	৬১২
কেশুর	৫২৮	গন্ধভাহুলিয়া	২৭১
কেশুরিয়া	২২০	গন্ধ মালতী	৩২৫
কোকনদ	২৪	গম্বাখ	৫১৩
কোকিলাক্ষ	৪০৭	গরানিয়া আলু	৫৫২
কোদো	৬৩	গরুড়চাঁপা	৩৩২
কোদ্রব	৬৩৩	গর্জন	৫২
কোবিদার	১৪৬	গর্জন (তেলিয়া)	৫২
কোবাতকী	২৩৫	গর্জন (ধুলিয়া)	৫১
কোহিবাক	৩৮৬	গাজর	২৫৫
ক্লীনতক	১৮৭	গাঁজা	৫০৭
ক্ষিরা	২৪৩		

৬৩০

ভারতীয় বনোষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গাড়ী কলাই	১৬২	ঘট্টা	৫১৬
গাফাল রন্ধন	২৬৬	ঘট্টা কৰ্ণ	৪২১
গাব	৩১২	ঘট্টা পাকুল	৩২১
গাব ভেরেণ্ডা	৪২৩	ঘট্টা পুষ্প	৩৮৩
গামার	৪৩০	ঘলঘল	৪৩৯
গাস্তারি	৪৩০	ঘি-করলা	২৪৭
গাররি	৪২৭	ঘুত কুমারী	৫৬৪
গিরি মল্লিকা	৩৮২	ঘেঁটকচু	৫২৩
গিলা	১৬২	ঘেঁটু	৪২১
গীমাশাক	২৫০	ঘোড়ানিম	২২
গুগ্গুল	২৪	ঘোড়াবচ	৫৮৭
গুজা	১৩৩, ৫১৮	ঘোষা লতা	২৩৫
গুড়কামাই (কাক্‌মাচি)	৩৭৫		
গুড়ুচী	১৫		
গুয়ারা	৪৭৫		
গুয়ে-গেঁদা	৪২৪	চক্রমর্দ	১৫৪
গুয়ে-বাবলা	১৩৭	চনক	১৫৬
গুলচিনি	২২০	চন্দন	৪৭৭
গুলাল তুলসী	৪৩৪	চন্দনবেতো	৪৫২
গেঁদা (গুয়ে)	৪২৪	চন্দন (রক্ত)	১৩৪, ১৭৮
গেঁদা (ফুল)	২২৯	চন্দ্রশূর	৩২
গোক্ষুর	৭৫, ৪০৭	চন্দ্রা	৮, ৩৩২
গোজিহ্বা	২৮৩	চন্দ্রিকা	৩৩২
গোঠ বেগুন	৩৮১	চবিকা	৪৬৫
গোথুবি (শ্বেত)	৫২৪	চম্পক	১১
গোধূম	৬৪১	চাঁদমালা	৩৫৮
গোবরা	৪৩৮	চাঁপা	১১
গোয়াল কাঁকড়ী	২৪৭	চাঁপা (ভূঁই)	৫৩৪
গোয়ালে লতা	১১৩	চাঁপানটে	৪৫০
গোরক আমলি	৬২	চাঁপা মুচকুন্দ	৬২
গোরক্ষ চাকুলে	৬৬, ১২৩	চাউলমুগরা	৪০, ৪১
গোরিয়া	২০২	চাউলমুগরা (প্রকৃত)	৪১
গোলক (পদ্ম)	১৭	চাকুন্দে	১৫৪
গোলক	১৫	চাকুলিয়া	১২২
গোলমরিচ	৪৬৩	চাকুলে (গোরক্ষ)	৬৬, ১২৩
গোল সাণ্ড	৫৮০	চামেলি	৩১৭
গোলাপ	১২৬	চায়া	৪৪৭
গোলাপ জাম	২১৫	চালতা	২
গোষ্ঠবার্তাকু	৩৮১	চিক্রাশি	১০৪
গ্রন্থিপণা	২৮৭	চিচিঙ্গে	২৩২

ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅନୁସାସୀ ସୂଚୀପତ୍ର

५७५

	বিশ্ব	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	চিচিদে (বন)	২৩৩	জটামাসী	২৭৮
১৬	চিতা	৩০১	জটালকা	৪৮৮
২১	চিতা (কুকুর)	৪৭২	জবা	৫২
২১	চিতা (লাল)	৩০৪	জম্বু	২১৪
৩৮৩	চিত্রক	৩০১	জম্বু (কাক)	২১৪
৩৯	চিনেবাদাম	১৪২	জম্বু (কুকুর)	২১৪
৪৭	চিরঞ্জি	১২৫	জম্বু (বন)	২১৪
৬৪	চিরেতা	৩৫৭	জয়ন্তী	১৮০
৯৩	চিল্লা	২২৭	জয়পাল	৪৮৪
২১	চীনা	৬৩৪	জয়া	৫৪
২২	চীনেবাস	৫২১	জয়া ডুম্বর	৫১৭
৮৭	চুক-পালঙ	৪৫৭	জল পিপুল	৬
৩৫	চূক্র	৪৫৭	জল মধুক	৩০৮
	চুক্তিকা	৭২	জল মহয়া	৩০৮
	চুপড়ি আলু	৫৫২	জাঁতি	৩১৭
৫৪	চুত	১২৩	জাতিকল	৪৬৬
৫৬	চৈ	৪৬৫	জাফরান	৫৫২
৭৭			জাম (কাল)	২৪০
৫২			জাম (গোলাপ)	২১৫
৭৮	ছাচি-কুমড়া	২৩৭	জাম (ভুঁই)	৪২৭
৩২	ছাচি-বেত	৫৮২	জায়ফল	৪৬৬
৩২	ছাগল-খুরি	৩৬৪	জারুল	২২৩
৩২	ছাগল-নাদী	২২৮	জিওল	২২৪
৬৫	ছাগল বাটা	৭	জিঙ্গীনী	২২৪
১১	ছাগল বেটে	৩৪৬	জীবনী	৫২২
৫৮	ছাগলাত্রিকা	৩৮০	জীবন্তী	৫২২
১১	ছাতিম	৩২৬	জীরক	২৫২
৩৪	ছিন্নরুহা	৫৮৪	জীরা	২৫২
৫০	ছোট এলাচ	৫৪৭	জুঁইপানা	২৫২
৬২	ছোট কল্প	৩৬২	জুম	২৫
৪১	ছোট কালকেসেন্দা	১৫৩	জুয়ার	৬৩৬
৪১	ছোট কুকসিয়া	২৮১, ৩১২	জৈত্রী	৪৬৬
৫৪	ছোটকেরই	৪২০	জোঁকা	৬৫
২২	ছোট মান্দা	৪৭৬	জোনার	৬২৬
২৩	ছোট রিঠা	১১৭, ১১৮	জোয়ান	২৫৩
১৭	ছোলঙ্গ নেবু	৮৩	জোয়ান (খোরাসানী)	৩৮৭
৪৭	ছোলা	১৫৬	জ্যোতিষতী	১১৫
২				
০৪	জগৎ মদন	৪১৭		
৩২	জঙ্গলী বাদাম	৭০	ঝাউ (বন)	৪৫

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৩৩

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫৯	বিশ্ব	৫৫৩	বুন্দুল	২৩৬
৫৫৪	বশবাহু	২১০	বুন্দুল (তিক্ত)	২৩৬
৫২৫	দাওয়া	২৬৫	বুলিকদয়	২৬৫
১০১	দাকম্	২২৪	বুলিয়াগঙ্জন	৫১
৩২৪	দাড়িষ	১৫৪		
১৬৮	দাদমর্দন	২২০		
১৮৫	দাদমারি	৫২৭	নক্তমাল	১৭৪
৩১২	দাবিদুবি	৪৬৮	নটে গোবরা	৪৫০
৪০৫	দাকচিনি	২০	নটে (ঘণ্টা)	৪৫০
১৮	দাকহরিদ্রা	২০	নটে (চাঁপা)	৪৫০
৫২	দার্কি	৪১৬	নটে (চিরু)	৪৫০
৭৩	দাসী	৯১	নটে (টুনটুনি)	৪৫০
৫৪৮	দাহন	৩৪৭	নটে (বন)	৪৫০
১০৩	দুষ্কিকা	৩৭১	নটে (বাঁশপাতা)	৪৫০
২৩৪	দুধকল্মী	৩৪৭	নটে (লাল)	৪৫০
২৫৪	দুধলতা	৬৭	নটে (সাম্রা)	৪৫০
৫৭	দুপুরে মনি	১৪১	নদীকাঙ্ক্ষা	১১১
৩৩২	দুরালভা	৪৩৩	নদীভূমুর	৫১৬
১৩৩	দুলাল তুলসী	৬২৫	নাকচিকনী	৩৪১
১৪	দুর্বা	১৪৭	নাগকেশর	৫০
৩৭	দেবকাঙ্কন	৫২৭	নাগদমনী	২৮৭
৩৩	দেবদারু	৫২৭	নাগদানা	২৭৮
৮৫	দেবজন্ম	৭৯	নাগফণা	২৪৯
০৩	দোপাটী	১১৪	নাগবলা	৬৬
৩৯	দ্রাক্ষা	৪৩৯	নাগ বল্লী	২৭০
৬৭	দ্রোণীপুষ্প		নাগ ব্রহ্ম	৮৫
৩৯			নাগর মুখা	৫২৬
৪০			নাগেশ্বর	৪৯
৬০	ধনে	২৫৪	নাঙ্গনা	১২৯
৬৯	ধনে (নেপালী)	১১০	নাটা	১৮৮
	ধত্বাক	২৫৪	নাটা করঞ্জা	১৮৮
৫১	ধাইফুল	২২২	নাম্তি	২৮৪
	ধাতকী	২২২	নারান্না (বন)	৭৮
	ধাত্রীফল	৫১১, ৫৪০	নারিকেল	৫৭৬
	ধানীলক্ষা	৩৮২	নাসভাগ	৪২০
৩৯	ধাত্ত	৬৩১	নিদিক্কা	৩৭৮
৬৬	ধারাকদম্ব	৩৮৩	নিমুখা	১৪
৫৫	ধুতুরা	৩৮৩	নিষ	২৭
২	ধুতুরা (কনক)	৩৮৪	নিষ (ঘোড়া)	২৯
৯	ধুতুরা (কাল)	৩৮৪	নিষ (মহা)	১০০
৩	ধুতুরা (খেত)	৩৮৩		

৬৩৪

ভারতীয় বন্যোষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নিগুণ্ডী	৪২৮	পরাস পিপুল	৬২
নিগুণ্ডী (কর্তুরি)	৪১৭, ৪৪৬	পর্কটী	৫১৭
নিগুণ্ডী (নীল)	৪১৭	পর্পট (ক্ষেত্র)	২৬৭
নিগুণ্ডী (বন)	৪১৭	পলকযুঁই	৪১৮
নির্কিষা	৩	পলাণ্ডু	৫৬৬
নির্কিষি	৫	পলাণ্ডু (বন)	৫৭১
নির্মলী	৩৫৫	পলাশ	১৪৩
নিশিন্দা	৪২৮	পলাশ (লতা)	১৪৫
নিশিন্দা (নীল)	৪২২	পলাশ (হস্তিকর্ণ)	১৪৫
নীপ	২৬২	প্রসারিনী	২৭১
নীল	১৬৬	প্রক্ষ	৫১৭
নীল (অপরাজিতা)	১৫৭	পাকুড়	৫১৭
নীল কলমী	৩৬৭	পাট	৭১
নীল কণ্ঠি	৪৩	পাট নালুতে	৭১
নীল বাঁটা	৪১৬	পাটলা	৪০১
নীল পদ্ম	২৩	পাটলা (পীত)	৪০১
নীল বন	৫৭২	পাটলা (শ্বেত)	৪০১
হুনবোড়া	৪৫	পাঠা	১৪
হুনিয়া ছোট	৪২	পাতি	৫৪২
হুনিয়া বড়	৪৪	পাতিনেবু	৮৪
নেপালী ধনে	২০	পাথর কুঁচি	১২২
নেবু (কমলা)	৮৪	পাথর চুর	৪৩৫
নেবু (কর্ণ)	৮৩	পান	৪৬২
নেবু (কাগজী)	৮৪	পান (লতা)	১৫৮
নেবু (টাবা)	৮৩	পানশিউলি	৫০৩
নেবু (পাতি)	৮৪	পানা	৬৫২
নেবু (বন)	৮৭	পানা (ইন্দুরকানি)	৬৫০
নেবু (বাতাবী)	৮৫	পানা (টোকা)	৬০২
নেবু (মিষ্ট)	৮৪	পানিজামা	৫৪১
নোনা	১২	পানিফল	২২৭
নোয়াড়	৪২২	পানিমালা (পেনেলা)	৩২
		পাপরা	২১
		পারাবত পদৌ	১১১
পটল	২৩১	পারিজাত	১৬৪
পটল (বন)	২৩৩	পারিভদ্র	১৬৪
পদ্ম	২৩	পারুল	৪১২
পদ্মক	১২৬	পার্কতী	২২২
পদ্মকাষ্ঠ	১২৬	পালুতে মাদার	১৬৪
পদ্ম গোলঞ্চ	১৭	পালং (চুক)	৪৫৭
পনস	৫০৬	পালং (বন)	৩০১

প

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পালংশাক	৪৫৩	ফুলকপি	২২
পাষাণ ভেদী	৪৩৫	ফেনিলা	১১৭, ১১৮
পিটুলী	৫০৪		
পিণ্ডি	৪২০		
পিণ্ডিতক	২৬৬, ২৭৬	বক	১৮১
পিপারমেন্ট	৪৩৭	বকপুষ্প	৩৯৮
পিপুল	৪৬০	বকুল	৩০২
পিপুল (গজ)	৫২১	বচ (ঘোড়া)	৫৪৩
পিপুল (জল)	৬	বচ (মহাবরী)	৫৪৩
পিপুল (পরশ)	৬২	বচ মালাবার	৫৪৩
পিপ্পলী	৪৬০	বচ শ্বেত	৫৪৩
পিয়াশাল	২৩৪	বচ হুগন্ধা	৫৪৩
পির আলু	২৭৪	বট	৫১০
পিলু	৩২৩	বড় এলাচ	৫৪৫
পীতকরবী	৩৩৬	বড় কল্ল	৩৬২
পীত পাটলা	৪০১	বড় কাহুড়	৫৫৬
পীত পাপড়া	৪১৮	বড় কালকেসেন্দা	১৫২
পীত ভূদী	৩৯১	বড় কুহুরচিতা	৪৭৩
পীত শাল	১৭৮	বড়কেরই	৪৮২
পুঁইশাক	৪১৩	বড় গন্ধুর	৪০৪
পুণ্ডরীক	২৪	বড় ঘলঘসা	৪৩২
পুতিকরঞ্জা	১৮৮	বড় বেত	৫৮২
পুত্রঞ্জীব	৪৯৫	বড় মেথি	১৮৫
পুদিনা	৪৩৬	বড় রিঠা	১১৭, ১১৮
পুনর্গবা	৪৪১	বৎসনাভ	২
পুনর্গবা (শ্বেত)	৪৪১	বদরী	১০৮
পুমাগ	৪৬	বদরী লঘু	১০৭
পুগবৃক্ষ	৫৭৫	বন আদা	৫৪৪
পুন্নিপর্ণী	১৯২	বন আদ্রক	৫৪৪
পেঁপে	২২৮	বন ওকড়া	৬১, ৭৩, ২৯৬
পেঁয়াজ	৫৬৬	বন কাপাস	৩৫১
পেটারী	৫৩	বন চাঁদ	৫৭৪
পেয়ারা	২১৮	বন চালিদা	১০২
প্রিয়ঙ্	৯৬	বন চিচিঙ্গা	২৩৩
		বন ঝাউ	৪৫
		বন চৌপরী	৩৮২
		বন তুলসী	৪৩৩
ফণিজ্জক	৪৩৩	বন নারান্ধা	৭৮
ফণিমনসা	২৪৮	বন নীল	১৮৩
ফলসা	৭২	বন নীল (শ্বেত)	১৮৩
ফুটী	২৪২		

৬৩৬

ভারতীয় বনৌষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বন নেবু	৮৭	বান্দর লাঠি	১৫০
বন পটল	২৩৩	বান্ধুলি	৬৭
বনপালঙ	৩০১, ৪৫৬	বামুনহাটি	৪২২
বন পেয়াজ	৫৭১	বারসঙ্গ	৮৮
বন মল্লিকা	৩১৮	বার্তাকু	৩৭৭
বন মেথি	৬৬, ১৬৭	বাবলা	১৩৫
বন যমানী	২৫৯	বাবলা (গুয়ে)	১৩৭
বন ষোয়ান	২৫৯	বাবুই তুলসী	৪৩৪
বন লবঙ্গ	২২৫	বালা	৬০
বন শন	১৩২	বাসক	৪০৯
বন শুলফা	২৯	বাসা	৪০৯
বন হরিদ্রা	৫৩৭	বাস্তক	৪৫২
বন্দুক	২৬৬	বাস্তীক	৪০৯
বন্ধুজীব	৬৭	বিছুতী	৪২৬
বম্বা অঞ্জন	২১৯	বিড়ঙ্গ	৩০৫
বরমাল্লা	৪২৪	বিদারী	২৩০, ৩৬৬
বরাহীকন্দ	৫৫৮	বিভীতক	২০৫
বরুণ বৃক্ষ	৩৫	বিষ	২৩৯
বর্ষর	১৩৫	বিরমী	৩৯২
বর্ষর	১৫৮	বিলাতী মেন্দী	২১৭
বলা	৭৫	বিলাতী ঝাউ	৫২২
বলিকুমড়া	২৩৭	বিলিঙ্গী	৭৬
বহনারী	৩৬০	বিল্ব	৮০
বহনারী (ছোট)	৩৬০	বিশল্যকরণী	৫
বহেড়া	২০৫	বিশালাঙ্গলী	৫৮৭
বাঁধাকপি	২৯	বিশ্বভেষজ	৫৪১
বাঁশ	৬২৩, ৬২৪	বিষতিন্দুক	৩৫৩
বাকুচী	২৮২	বিষ্ণুগন্ধি	৩৭২
বাঘ আঁকড়া	৪৪৩	বিহিদানা	১৯৮
বাঘ আঁচড়া	৪৪৩	বীজতাড়ক	৩৬৩
বাঘভেরেণ্ডা	৪৯১	বীনা	৪৩১
বাঘনখা	৪০৩	বুকানক	১৪২
বাজবারণ	৪৮৬	বুদ্ধদারক	৩৬৩
বাতল্লী	৪২৩	বৃন্তাকী	৩৭৭
বাতাবী নেবু	৮৫	বৃহতী	৩৮০
বাদাম	২০৬	বেগপুরা	৮৩
বাদাম (চীনে)	১৪২	বেগুন	৩৭৭
বাদাম (জঙ্গলি)	৭০	বেগুন গোষ্ঠ	৩৮১
বাদাম (হিজলী)	১২২	বেগুন রাম	৩৮১
বানরী	১৭০	বেড়েলা	৬৩

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৩৭

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫০	বেড়েল পীত	৬৪	ম	
৬৭	বেণা	৬১৮	মউল	৩০৭
৪২২	বেত ছাঁচী	৫৮৩	মকা	৬২৬
৮৮	বেত বড়	৫৮২	মঞ্জরিকা	৪৩২
৩৭৭	বেতস	৫৮২	মঞ্জিষ্ঠা	২৭৫
১৩৫	বেতোশাক	৪৫২	মধুকপর্ণী	২৫১
১৩৭	বেথো (চন্দন)	৫৮২	মতিয়া	৩৮১
৪৩৪	বেদানা	২২৪	মদন ফল	২৭৩
৬০	বেল	৮০	মধুক	৩০৭
৪০৯	বেল ফুল	৩১৮	মধুক জল	৩৪৮
৪০৯	বৈচ	৩৮, ৩৯	মধুদূতী	৪০২
৪৫২	ব্যাকুড়	৩৮০	মধু নিরুঁষা	৫৬৩
৪০৯	ব্রাহ্মী	৩৯২	মধুরিকা	২৫৯
৯৬			মনসাসিদ্ধ	৪৮৭
১০৫			ময়না	২৭৬
৬৬	ভদ্রবল্লী	৩৩৮	ময়ুরক	৪৪৫
০৫	ভল্লাতক	১২৬	মরিচ	৪৬৩
৩৯	ভাঁট	৪২২	মসন্দার	৪২৫
৯২	ভাঙ্গারা	১৬৫	মসুর	১৬৩
১৭	ভাগী	২৯৭	মহাকাল	২৩০
২২	ভিন্দি	৫৮	মহানিধ	৯৩, ৯৪
৭৬	ভীমরাজ	৪২৬	মহানিধ (উড়িয়া)	১০৩
০০	ভুইআমলা	৫০২	মহাবরী বচ	৫৪৩
৫	ভুই কুমড়া	২৩০, ৩৬৬	মছয়া	৩০০
৩৭	ভুই চাপা	৫৩৪	মছয়া জল	৩০৮
৪১	ভুইজাম	৪২৭	মাকড়ীশাল	৫০
৩৩	ভুর্করু দার	৩৬০	মাকাল	২২৯
৭২	ভুট্টা	৬২৬	মাখনা	২২
৮৮	ভুতভৈরবী	৪২৬	মাজুফল	৫২৩
৩৩	ভুতুলসী	৪৩৭	মাতুলুঙ্গ	৮৩
১১	ভুতুণ	৬২২	মাদার	৫০৭
২২	ভুখাত্রী	৫১৮	মাদার পাল্‌তে	১৬৪
৩৩	ভুনিধ	৩৫৭, ৪১২	মাধবী	৩১৬
৭	ভূমি চম্পক	৫৩৪	মাধবী লতা	৭৪
০	ভূমিবলা	৬	মানক	৫৮৯
৩	ভূজপত্র	৫২২	মানকচু	৫৮৯
৭	ভুঙ্গরাজ	২৯৭	মান্দা (ছোট)	৫২৯
১	ভেরেন্দা গাব	৪৯৩	মান্দা (বড়)	৫২৯
১	ভেরেন্দা লাল	৪৯২	মায়াফল	৪৪২, ৫২৩
৩	ভেলা	১২৬	মালকাঙনী	১০৫

৬৩৮

ভারতীয় বনৌষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মালা	২৩৮	মোম চীনা	৫০৫	রিষ্ঠা	৫০৫
মাষকলাই	১৭৩	মোরঙ্গ এলাচ	৫৪৬	রুদ্র	৫৪৬
মাষপর্ণী	১৮৪	মৌ আলু	৫৫২	রুদ্রা	৫৫২
মাষানী	১৮৪	মৌরী	২৫২	রৌমি	২৫২
মিঠা লেবু	৮৪	ম্যাঙ্গোষ্টিন	৪৭	রৌমি	৪৭
মিশ্রৈয়া	২৫২			রৌমি	৪৭
মুক্তবুরি	৪৭২			রৌমি	৪৭
মুক্তবরী	৪৭২	যজ্ঞদুস্বর	৫১৩	রৌমি	৪৭
মুখজালি	২০১	যব	৬৪০	রৌমি	৪৭
মুগ (কাল)	}	যবসা	১৪১	রৌমি	৪৭
মুগ (ঘোড়া)		যমানী	২৫৩	রৌমি	৪৭
মুগ (হালি)		যমানী (বন)	৩৮৫	রৌমি	৪৭
মুগানী	১৭১	যষ্টিমধু	১৮৭		
মুচকুন্দ চাপা	৬২	যুঁই স্বর্ণ	৩১২	লঘু	৩১২
মুঞ্জ	৩৩২	যুথিকাপর্ণী	৪১৮	লঘু	৪১৮
মুণ্ডী	২২৮			লঘু	৪১৮
মুখা	৫২৬			লঘু	৪১৮
মুখা নাগর	৫২৬	রক্ত কঙ্কল	২২	লক্ষ	২২
মুদগপর্ণী	৫২৬	রক্ত কাঞ্চন	১৪৬, ১৪৭	লক্ষ	১৪৬, ১৪৭
মুঘলী	৫৫৪	রক্ত চন্দন	১৩৪, ১৭৮	লক্ষ	১৩৪, ১৭৮
মুসব্বর	৫৬৪	রক্তচিতা	৩০৪	লক্ষ	৩০৪
মুস্কক	৪০২	রক্তপিট	১০৬, ১০৭	লক্ষ	১০৬, ১০৭
মুস্তক	৬১৫	রক্তালু	৫৭২	লক্ষ	৫৭২
মুর্গা	৫৫৬	রঙ্গন	২৬৬	লক্ষ	২৬৬
মুর্গা (লাল)	৪৪২	রঙ্গন বেল	২১১	লক্ষ	২১১
মুর্গা (শিখা)	৪৪২	রঙ্গনীগন্ধা	৫৭০	লক্ষ	৫৭০
মুর্গা (শ্বেত)	৪৪২	রঙ্গন	১৩৪	লক্ষ	১৩৪
মুর্কা	৫৪০	রমনা	১২১	লক্ষ	১২১
মুলক	৩১	রসাঙ্গন	২১	লক্ষ	২১
মুলা	৩১	রসুন	৫৬৭	লক্ষ	৫৬৭
মুগশৃঙ্গ	৬৮	রসুনে গাছ	৪৩৪	লক্ষ	৪৩৪
মেচেতা	৩০০	রাঁধুনি	২৪৫	লক্ষ	২৪৫
মেড়াশিঙ্গে	৩৪৮	রাখাল শশা	২৪০	লক্ষ	২৪০
মেথি (বড়)	১৮৫	রাঙ্গা আলু	৩৬৫	লক্ষ	৩৬৫
মেথি (বন)	১৬৭	রাজাদানি	৩১২	লক্ষ	৩১২
মেন্দী	২২১	রামতিল	২২৩	লক্ষ	২২৩
মেন্দী (বিলাতী)	২১৭	রামতুলসী	৪৩৩	লক্ষ	৪৩৩
মেরাড়ু	৪২	রামবেগুন	৩৭৬	লক্ষ	৩৭৬
মেঘশৃঙ্গী	৩৪৮	রান্না	৫২২	লক্ষ	৫২২
মেস্তাপাট	৬০	রিষ্ঠা (ছোট)	১১৮, ১১৯	লক্ষ	১১৮, ১১৯

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৩৯

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫০৫	রিঠা (বড়)	১১৭, ১১৮	লিচু	৫৬
৫৪৬	রুদ্রজটা	৪৫৮	লুবান	৩৩৮ক
৫৫২	রুসাধাস	৬২০	লোধ	৩১৩, ২৪
২৫২	রেড়ি	৫১১	লোত্র	৩১৩, ২৪
৪৭	রেণুকা	৬১৮		
	রোবান্দিচিনি	৪৫৪		
	রোড়া	১২১	শঙ্কর জটা	১২৩
৫১৩	রোহন	১০২	শঙ্খপুষ্পী	৩৫৬
৬৪০	রোহিতক	১০১	শটী	৫৩২
১৪১	রোহিষ	৬১২	শণ	১৩২
২৫০	রোহিষক (দীর্ঘ)	৬২০	শণ (বন)	১৩২
৩৮৫			শতমূলী	৫৬২
১৮৭	ল		শতপর্ণা	৪১১
৩১২	লঘুকর্ণী	৬	শতাবরী	৫৬২
৪১৮	লঘু পাঠা	২০	শনকেশ্বর	১১৪
	লঘু বদরী	১০৭	শমী	১৩৮, ১৭৬
	লঘু লোনিক	৪২	শর	৬৩২
২২	লঙ্কা	৪০০	শরপুঙ্খা	১৮১
১৪৭	লঙ্কাসিদ্ধ	৪৮৮	শলুফা	২৬০
১৭৮	লজ্জাবতী	১৬৮	শশা	২৪৩
৩০৪	লটকন	৩৭	শশা (রাখাল)	২৬৮
১০৭	লতাকান্তরী	২০৪	শাইকাটা	১৩৮, ১৬২
৫৭২	লতা পলাশ	১৪৫	শারিবা	৩৪২
২৬৬	লতা ফটকী	১১৫, ১১৬	শাল	৫৩
২১১	লবঙ্গ	২১৬	শাল (পীত)	১৭৮
৫৭০	লবঙ্গলতা	২২	শালগম	২২
১৩৪	লবান	৩১৫	শালপর্ণী	১৫২
১২১	লহন	৫৮৬	শালপানি	১৫২
২১	লাউ	২৩৪	শাল মাংকড়ী	৫০
৫৬৭	লাঙ্গলিকা	৩৬৮	শালুক	২৩
৪৩৪	লাঙ্গলি লতা	৩৬৮	শিউলী	৩১২
২৪৫	লাঙ্গুল	৩৭৪	শিউলী (পান)	৫০৩
২৪০	লাঙ্গক	১৬৮	শিউলী ছাপ	৩৫৮
৩৬৫	লামজ্জক	৬২১	শিগ্র	১২২
৩১২	লাল চিতা	৩০৪	শিবকুল	১১৫
২২৩	লাল ঝাউ	৬১	শিম	১৬১
৪৩৩	লালনটে	৪৫০	শিমুল	৫৫
৩৭৬	লাল ভেরেণ্ডা	৪২২	শিমুল (খেত)	৫৫
৫২২	লাল মূর্গা	৪৪২	শিষাকুল	১০৭
১১২	লাল শিমুল	১১২	শিরীষ	১৩২

৬৪০

ভারতীয় বনৌষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিশু	১৫৮	সখোটিক	৫১৯
শুঠ	৫৪১	সজ্জিনা	১২৯
শুঁষি	২৩	সপেটা	৩০৬
শুকনাশ	৪০০	সপ্তপর্ণ	৩১৬
শুপারী	৫৭৫	সমুদ্র ফল	২১২
শুল্কা বন	২৮	সর	৬৩৯
শূরণ	৫৮৬	সরল	৫২৫
শৃগাল কেলি	১০৭	সরিষা	২৯
শৃঙ্গাটিক	২২৭	সরিষা (শ্বেত)	২৯
শেওড়া	৫১৯	সর্পদংশু	৩৪৮
শেওড়া ঘটি	৫৩১	সর্পাক্ষী	২৯০
শেয়াল কাঁটা	২৮	সর্কজয়া	৫৪৭
শোনা	৪০০	সহদেবী	২৮১
শোভাঙ্গন	১২৯	সাক	৪২৫
শ্রামক	৬৩৫	সাপ্ত (গোল)	৫৮০
শ্রামদলন	২৮৩	সান্টি	৪৪৭
শ্রামা	৬৩৫	সাবুনী	৪৩, ২৪৯
শ্রামালতা	৩২৮	সালই (গুগগুল)	৯৪
শ্রোনাংক	৪০০	সালেব মিশ্রি	৫৭১
শ্রীফল	৮০	সাল্লকী	৯৪
শ্বেত আকন্দ	৩৪৫	সিংহমুখী	৪০৯
শ্বেত কলকে	২৫৮	সিঙ্ঘেরা	২২৭
শ্বেত কাঞ্চন	১৪৮	সিদ্ধি	৫০৭
শ্বেত কেরই	৪২০	সিঙ্কুবার	৪২৯
শ্বেত গোথুবি	৫৯৪	সিয়াকুল	১০৭, ১০৮
শ্বেত বাঁটি	৪১৫	সীম	১৬১
শ্বেত ধুতুরা	৬৮৩	স্বপ্নদর্শন	৫৫৭
শ্বেত পাটলা	৪০২	স্বগন্ধ বচ	৫৪৩
শ্বেত বচ	৫৮৭	স্বপারি	৫৭৫
শ্বেত বননীল	১৮৩	স্ববর্ণক	১৫০
শ্বেত বিশালা	২৫৬	স্বরসা	৪৩২
শ্বেত বেড়েলা	৬৫	স্বহুনি আলু	৫৫৯
শ্বেত মূর্গা	৪৪৮	স্বহুনি শাক	৬৫১
শ্বেত শিমূল	৫৫	সেওড়া (আস)	৮৭
শ্বেত সরিষা	২৯	সেগুন	৪২৫
শ্বেত হাজরমনি	৫০২	সেফালিকা	৩১৯
শ্বেত হুড়হুড়িয়া	৩৬	সেয়াল কাঁটা	২৭
		সৈরেষক	৪১৫
		সোনামুখী	১৫৫
		সোন্দাল	১৫০
সকরকন্দ আলু	৩৬৫		

স

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৪১

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫১২	সোমরাজ	২৮২	হস্তিশুগ্ধী	৩৬১
১২৯	সোমলতা	৩৪৯	হাকন	৪৮২
৩০৬	সোরগুজা	২৯৩	হাকুচ	১৭৭
৩১৬	সোরদ এলাচ	৫৪৬	হাজরমনি	৫০৩
২১২	সুহি	৪৮৭	হাজরমনি (শ্বেত)	৫০২
৬৩৯	স্বর্ণলতা	৩৭৩	হাড়জোড়া	১১২
৫২৫	স্বর্ণ যুঁই	৩১৯	হাতিশুঁড়া	৩৬১
২৯			হাপরমালী	৩৩৮
২৯			হালিম	৩২
৩৪৮			হিচা	২৯২
২৯০	হয়ের	১৭	হিদ্দন	৯২
৫৪৭	হরিদ্রা	৫৩৭	হিদ্দু	২৫৬
২৮১	হরিদ্রা (কাল)	৫৪০	হিজলী বাদাম	১২২
৪২৫	হরিদ্রা (দারু)	২১	হিজল	২১১
৫৮০	হরিদ্রা (বন)	৫৩৭	হিমসাগর	২০০
৪৪৭	হরীতকী	২০৬	হিলমোচিকা	২৯২
২৪৯	হলকসা	৪৩৮	হুড়হুড়িয়া	৩৫
৯৪	হলকসা (বড়)	৪৩৯	হুড়হুড়িয়া (শ্বেত)	৩৬
৫৭১	হলদে করবী	৩৩৬	হোগ্লা	৫৮৫
৯৪	হলদে বসন্ত	৩৯৬	হোঁপা	২৩২
৪০৯	হস্তিকর্ণ পলাশ	১৪৫	হ্রীবের	৬০

দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

[বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, আসামী, সামতালী
প্রভৃতি ভারতীয় নামের ও ইংরেজী নামের ইংরেজী
বর্ণমালানুযায়ী সাধারণ সূচী]

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
A		Adabi	324
Abartani	85	Adansonía digitata	77
Abhaya	242	Adapukadi	381
Abhulas	252	Adasora	445
Abidhya-karni	17	Adavi-navi	608
Abies Pindraw & Webbiana	564	Addalaya	531
Abir	216	Addru-tin-pallya	500
Abishi	215	Adenantha pavonia	161
Abroma augusta	83	Adhaki	178
Abrus precatorius	160	Adhatoda vasica	445
Abutilon Avicennae	66	Adiantum caudatum	665
„ indicum	65	„ Capillus-veneris	666
Acacia arabica	162	„ lunulatum	664
„ Catechu	163	„ venustum	667
„ Farnesiana	164	Adina cordifolia	305
„ tomentosa	166	Adrak	581
Acalypha indica	518	Aegle marmelos	101
Acanthaceae	442	Aerua lanata	486
Acanthus ilicifolius	447	Aglaia Roxburghiana	121
Ach	318	Aganosma calycina	365
Achras sapota	346	„ caryophyllata	365
Achyranthes aspera	485	Agaru	513
„ porphyristachys	485	Agati	215
„ rubrofusca	485	Agave cantula	596
Acid Hydrocarpic	47	Aglichonda	513
Aconitum ferox	2	Agnibendro-pacu	256
„ heterophyllum	1	Agni-Jiwha	608
„ Napellus	2, 3	„ mantha	464
Acorus calamus	627	„ mukh-churna	336
Ada	581	„ Sikha	343, 592

82-1754B. (1034B.)

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Aguru	513	Aloe littoralis	605
Agya-ghas	641	„ officinalis	605
Ailanthus excelsa	118	„ perfoliata	605
Ajamoda	295	„ vera	605
Ajasringi	382	„ wood	574, 513
Ajjuk	318	Alok-lata	409
Akanadi	17	Alpinia-Galanga	570
Akanda	378	Alpo-gada-pazham	230
Akashballi	409	Alstonia scholaris	366
Akashbel	409, 510	Alternanthera sessilis	487
Akhar	557	Alu-bokhara	230
Akharot	557, 519	Alui—Agnimanda	446
Akhrotu	557	Am-ada	575
Akhrotucottai	519	Amkolam-chettu	302
Akyam	514	Amkulanga	538
Al	318	Amla	538
Ala	587	Amlaki	538
Alach—bara	585	Amlaparni	141
„ chota	587	Amalkunchi	225
„ Guzrati	587	Amalok	451
„ moranga	586	Aman	294
„ Nepali	585	Amara-gandhaka	433
Alambush	430	Amarantaceae	82
Alangi	302	Amarantus atropurpureus	491
Alangium Lamarekii	302	„ lanceolatus	491
Alarka	378, 379, 416	„ lividus	491
Albizzia amara	168	„ oleraceus	491
„ Lebbek	167	„ polygamus	491
Aleurites cordata	520	„ spinosus	490
„ Fordii	520	„ tenuifolius	491
„ molluccana	519	„ tristis	491
„ Montana	520	„ viridis	491
Alhagi camelorum	169	Amarillideae	106
„ maurorum	169	Ambuli	432
Alichadu	255	Ambu-prosadan	388
Alkushi	203	Am-haidi	575
Allium Cepa	606	Amlavetas	498
„ macleanii	569	Amli	220
„ sativaum	607	Ammania baccifera	256
Alocasia indica	628	Amogha	410
Aloe, American	579	Amomum aromaticum	586
„ Indian	605	„ subulatum	585

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূষায়ী সূচী

৬৪৫

সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
605	Amoora cucullata	124	Ant-mora	85
605	„ Rohituka	125	Anuga-pippalu	631
605	Amrah	156	Apamarga	485
605	Amora-bel	409	Apang	485
513	Amorphophallus campanulatus	626	Aparajita-Nil	186
409	Ampelideae	35	Apocynaceae	66
570	Amrita-balli	18	Aquilaria Agallocha	513
230	Amrul	99	Arabari	457
366	Amrut	254	Arachis hypogaea	170
487	Anacardiaceae	37	Aragbadha	179
230	Anacardium occidentale	151	Arahar	178
446	Anacyclus pyrethrum	329, 378	Arak	501
575	Anamirta cocculus	16	Arakham	378
302	Ananas sativa	591	Aranda	530, 532
538	Ananta-mul	384	Aran-saram	235
538	Anaras	591	Arak	548
538	„ chhota	605	Arasaka	445
141	Andair-pouna	237	Ardonda	35
225	Andrographis paniculata	446	Areca Catechu	616
451	Andropogon citratus	643	Argemone mexicana	29
204	„ laniger	442	Argyrea argentea	398
483	„ Nardus	640	„ speciosa	426, 398
82	„ Schoenanthus	641	Arista	145
491	„ Sorghum	644	Aristha	324
491	„ squarrosus	639	Aristolochia bracteata	29, 500
491	Aneilema adscendens	595	„ indica	499
491	„ sarmentosum	595	Aristolochiaceae	85
491	„ scapiflorum	614	Arjuna	239
490	„ tuberosum	595	Arka	378
491	Angakora	286	Arkamula	499
491	Angira	229	Aroideae	117
106	Angur	142	Arrowroot	579
482	Anisomeles ovata	477	„ East Indian	579
388	Anjan	255	„ West Indian	579
575	Ankor	302	Arsa	430, 550
498	Ankot	302	Arsaghna	626
220	Anogeisus latifolia	244	Artemisia vulgaris	330
256	Anona reticulata	14	Artocarpus integrifolia	544
410	„ squamosa	13	„ Lakoocha	545
586	Anonaceae	4	Arun-bach	582
585	Antamul	386	Arunalli	537
	Anthocephalus Cadamba	303	Asafoetida	298

৬৪৬

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Asari	299	Babrun	332
Asasti	215	Babui-tulsi	472
Asclepiadeae	67	Bach-Dwipantara	580
Asclepias curassavica	385, 309	„ Mahabari	582
Asgand	401	„ Malabur	582
Ashon	209	„ Sugandha	582
Asitoparni	445	„ Swet	582
Asok	213	Badam	241
Asparagus adscendens	569	„ China	170
„ racemosa	604, 569	„ Hijli	151
„ sarmentosa	604	„ Jangli	88
Asphota	186	Badrik	592
As-Seora	110	Badari	134
Asthisanhar	139	Bagh-Anchra	483
Astragalus gummifer	229	„ Ankarah	302
Asunkar	213	„ bheranda	530
Aswagandha	426, 427	„ nai	35
Aswaghna	310	„ nukha	439
Aswarighna	38	Bahanari	393
Aswattha	548	Bainch	42
Atalantia monoplylla	102	Bajbaran	524
Atasi	93	Bajradanti	448
Atavi-jambir	102	Bajra-kantak	524
Ati-badayam	1	Bakam	223
Ati-bola	65, 79	Bakayan	123
Ati-visha	1	Bakerimal	225
Atkapali	437	Bakuchi	210, 311
Atmagupta	203	Balanites Roxburghii	117
Atti-chippali	631	Balchor	320
Avena sativa	662	Ballabhi-anga	261
Averrhoa Bilimbi	96	Baliospermum axillare	521
„ carambola	97	Ballai-pundu	607
Avicennia officinalis	469	Ballam-damur	562
Ayama	248	Ballari-kiri	292
Ayapan	327	Balok	74
Azima tetracantha	362	Balungu	480
Azolla pinnata	670	Bambusa arundinacea	645
		Bambusa Tulda	645
		Bammakachika	585
		Bamunhati	458
		Banga-adanta	436
		Bans	645
B			
Babbilli	469		
Babla	162		

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমানানুযায়ী সূচী

৬৪৭

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Banspata-nota	491	Basella rubra	495
Bansa-lochan	645	Basil, holy	470
Banyan tree	547	„ shrubby	471
Baobab	77	„ sweet	472
Bappaye	265	Basna	215
Bara-alach	585	Basra-gall	561
„ bathaya	492	Bassia latifolia	347, 348
„ bet	622	Bastak	492
„ holkusa	479	Bataghna	459
„ kalpa	397	Batmadakaki	459
„ kanur	597	Batsaka	368
„ kerui	527	Bauhinia purpurea	174
„ kukurchita	512	„ tomentosa	177.
„ malla	461	„ vahlia	176
„ manda	516	„ variaegata	173
„ muria	397	Baur-bans	653
„ nunia	48	Bay-berry	558
„ samadi	551	Bayu-bilamagam	345
Barangi	458	Bead tree	123
Baranjan	654	Bedam	241
Barbara	517	Beef-wood	559
Barberang	171	Beejjaturki	1
Barbhur	162	Beena	469
Barela	78	Beerlokang-arak	455
Barhanta	534	Beeron	639
Barleria cristata	449	Begpura	103
„ prionitis	448	Begun	413
„ strigosa	450	Bel	357
Barley	660	Bela-bemu	446
Barley-arishi	660	Belamcanda chinensis	593
Bar-mala	461	Beleric myrobalan	231
Barringtonia acutangula	246	Belluli-takagadda	607
„ racemosa	247	Belchittira	343
Barsonga	112	Bena	639
Bartaku	413	Bengal hemp	158
Bartangi	223	Benincasa cerifera	275
Basa	445	Benne-oil	442
Basak	445	Berberideae	6
Basakabaleha	445	Berberis asiatica	23
Basanta-gandha	536	Bespali	216
Basella cordifolia	495	Betas	622
„ lucida	495	Beta vulgaris	494

৬৪৮

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Betel-nut-palm	616	Bhumi champak	572
Betot	517	Bhurjapatra	560
Bettilli	502	Bhustrina	643
Beto-sak	492	Bhut-bhairovi	464
Betula Bhojpatra	560	„ keshi	
Bhabya	10	Bhutta	648
Bhadraballi	374	Bhutuya	275
Bhalko-bans	645	Bi	257, 402
Bhallatak	155	„ gandhadi-kuath	402
Bhallai-marud-maram	239	Bibhitak	240
Bhandaru	319	Bichhuti	534
Bhadra-sree	517	Bidi	393
Bhang	546	Big-bond	497
Bhanga-ahiri-bengu	413	Bignoniaceae	75
Bhangara	427	Bibidana	233
Bharora	427	Bijasar	111
Bhanra	325	Bij-tarak	398
Bhant	457	Bijauri	103
Bhargi	458	Bikham-mogori	358
Bhasma-roha	604	Bilaikanda	401
Bhatamagari	357	Bilari	287
Bhedi-janatet	499	Bilati-chameli	355
Bhela	155	„ Jhau	559
Bhellai-kadamba	303	Billainag	244
Bhellaroku	379	Billi-kidhangu	400
Bhendayam	219	Bilva	101
Bhengai	212	Bimba	277
Bheriyattoo	496	Bimbala	637
Bhringaraj	338	Biophytum sensitivum	98
Bhu-badari	134	Biran	639
„ dhatri	539	Biranga	345
„ kamra	267	Bird cherry	230
„ karbudar	394	Birmee	428
„ nimba	446, 390	Birthwort	500
„ Tulsi	476	„ Indian	499
Bhui-amla	539	Bisa-tinduka	387
„ champa	572	Bisala	278
„ dumur	552	„ Swet-puspi	266
„ jam	465	Bismangil	597
„ jambu	465	Bisnukrandam	408
„ kumra	401	Bisnugandhi	408
Bhumi-bola	81	Bisva-bheshaja	581

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৪৯

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Bisva-tulsi	472	Bon tulasi	471
Bisnu-taila	604	Bondhujiba	84
Bitter gourd	275	Bonduk	307
Bixa Orellana	41	Borassus flabellifer	618
Bixineae	13	Bora-tarapu	339
Black, musali	595	Borbbar	472
„ pepper	503	Bori-khatai	415
Blood flower	385	Borobanal churna	330
Blue water lily	26	Botsonabhi	2
Blumea densiflora	328	Boswellia serrata	119
„ eriantha	328	Bowstring plant	590
„ glomerata	328	Brahmadandi	29
„ lacera	328	Brahma-jastik	458
„ laciniata	328	Brahmi	428
Boerhaavia diffusa	482	Brassica alba	31
„ procumbens	482	„ Botrytis	31
„ repens	482	„ campestris	31
Bogibittulu	210	„ gongylodes	31
Boragineae	71	„ juncea	31
Bomba x malabaricum	68	„ Napus	31
Bon asheora	596	„ Oleracea	31
„ ada	583	„ Rapa	31
„ adraka	583	Bridegroom's berry	504
„ barbarika	471	Briddbadarak	398
„ chand	615	Brihati	415
„ haridra	576	Brihati—varieties	415
„ Jamani	300	Brihat-panchamul	95
„ kalai	218	Brinjal	413
„ kapas	385	Brintaki	413
„ marich	256	Brischikali	534
„ methi	83, 199	Bromeliaceae	104
„ mollika	357	Bryonia gracilis	277
„ naranga	98	„ laciniosa	276
„ nil	216	Bryophyllum calycinum	234
„ nimba	110	Buchanania latifolia	154
„ nirgundi	466	Budar	504
„ notia	491	Buddelgummadi	275
„ palang	497	Burum	562
„ peyaj	610	Butea frondosa	171
„ raj	175	„ superba	172
„ tahari	405	Butter tree Indian	347
„ tiktika	19	Byakur	415

ভারতীয় বনৌষধি

[illegible]

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূষায়ী সূচী

৬৫১

ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
294	Chambeli	356	Chhota alachi	587
295	Chameli	355	„ dudhi	529
15	Chamlani	353	„ gokshur	337
319	Chamomile	327	„ indrayan	266
264	Champaha	321	„ kalpa	396
151	Champai	214	„ kerui	528
183	Champa-noti	491	„ lasora	394
184	Chanak	185	„ manda	515
507	Chandmala	572, 573, 391	Chichinga	269
507	Chandon	517	Chicrasi	128
79	Chandon amaren	517	Chickrassia tabularis	128
507	„ betho	493	Chilla	264
81	Chandra	369	Chillajinjalu	388
81	„ mallika	319	Chiluki	594
80	Chandra sura	33	China-badam	170
82	Changeri	99	„ ghass	612
59	Chansor	33	„ pagu	601
97	Charati	40	„ rose	72
109	Chatni	366	„ tallowtree	543
109	Chaulmugra	45, 46, 47	Chiranjī	154
32	Chaya	486	Chirchita	485
27	Chebira	456	Chireta	390
35	Chebulic myrobalan	242	„ Country	446
35	Chebulapilli-tigi	399	Chirnit	270
65	Cheena	654	Chirui	350
33	Chennangi	259	Chiru-noti	491
43	Chenopodiaceae	83	Chita	343
38	Chenopodium album	492	Chitra	236
39	„ ambrosiodes	493	Chitraka	343
30	„ purpurascens	492	Chitrakadya churna	343
11	Chenuku	658	Chobica	505
24	Chepur	176	Chocramarda	182
77	Chhagal alantrika	398	Chol	431
55	„ bata	380	Chola	185
31	„ khuri	398, 399	Chompak	12
5	„ nadi	339	Chrozophora plicata	523
5	Chhanchi-bet	623	Chrysanthemum Coronarium	332
8	„ kumra	275	„ indicum	332
2	Chhinnaruba	624	Chubamabil-pori	369
7	Chhola	185	Chucra	498
7	Chholanga-nebu	103	Chuka-palang	498
7	Chhota-akanda	379	Chupri-alu	600

83-1754B. (1034B)

৬৫২

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Chutrika	99	Coix aquatica	663
Chuya	517	„ gigantea	663
Chyuta	152	„ Lachryma-Jobi	663
Cicer arietinum	185	Coleus aromaticus	473, 501
Cinchona calysaya	304	Colocasia antiquorum	629
„ columbian	304	Colosynth	273
„ cordifolia	304	Columna balsamea	433
„ country	222	Combretaceae	44
„ officinalis	304	Commelinaceae	112
„ red	304	Commelina benghalensis	613
„ succirubra	304	„ communis	613
„ wild	303	„ obliqua	613
„ yellow	304	„ salicifolia	613
Cinnabar	2	Compositae	58
Cinn amomum camphora	509	Conessi bark	368
„ iners	508	Convolvulaceae	72
„ nitidum	508	Convolvulus paniculata	267
„ Tamala	507	Coral tree, Indian	195
„ zeylanicum	508	Corchorus capsularis	89
Cissampelos pareira	22	„ olitorius	90
Citrullus Colocynthis	278	Cordia myxa	393
„ fistulosus	279	„ obliqua	394
„ vulgaris	279	Croiaander	296
Citrus acida	105	Coriandrum sativum	296
„ aurantium	107	Cornaceae	55
„ decumana	108	Costus, Indian	544
„ Limetta	106	Costus root	336
„ Limonum	104	Costus speciosa	336, 584
„ medica	103	Couch-grass	616
Cleistanthus collinus	535	Cow hage plant	203
Clematis triloba	5	Crassulaceae	41
Cleome viscosa	37	Crataeva religiosa	38
Clerodendron infortunatum	457	Crinum asiaticum	597
„ phlomoides	459	„ latifolium	598
„ serratum	465	Crocus sativa	592
„ siphonanthus	458	Cromuk	616
Clitoria ternatea	186	Crotalaria juncea	153
Cloves	250	„ verrucosa	159
Cluster fig	529	Croton tiglium	522
Cobra's saffron	58	Cruciferae	10
Cocculus villosus	20	Cryptogamia	1
Cocos nucifera	617	Cubebs	484

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৫৩

ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
603	Cucumber, bitter	278	Dandhillas	436
603	Cucumis melo	280	Dandotpala	389
3, 501	„ sativa	281	Danimma	260
629	Cucurbita maxima	282	Dankuni	389
273	„ moschata	283	Danti	521
433	„ Pepo	51, 283	„ gurastaka	521
44	Cumin, black	8	„ haritaki	521
112	„ seed	293	Darbha	649
613	Cupuliferae	98	Daruchini	508
613	Curculigo orchoides	595, 574	Daru-haridra	23
613	„		Dasamula	227
613	Curcuma amada	575	Dasbahu	593
58	„ angustifolia	579	Dasbai-chandi	593
368	„ aromatica	576, 579	Dasee	450
72	„ caesia	580	Datura alba	419
267	„ leucorhiza	579	„ fastuosa	420
195	„ longa	577, 579	Daucus carota	297
89	„ montana	579	Deba-daru	565
90	„ rubescens	579	„ daru chettu	563
393	„ zedoaria	1, 553, 578	„ drone	478
394	Cuscuta reflexa	409	„ drumma	565
296	Custard apple	14	Deb-kanchan	174
296	Cydonia vulgaris	335	Deergha rohisak	641
55	Cynodon dactylon	647	Delo	545
544	Cyperaceae	118	Delphinium denudatum	1, 4
336	Cyperus rotundus	637	„ saniculaefolium	4
584	„ scariosus	636	Denodrobium strictus	646
646	—		„ Macraei	566
203			Denga-gargar	663
41			Derris uliginosa	188
38	D		Desmodium gangeticum	189
597	Dabi-dubi	612	Devil's cotton	83
598	Dabra	228	Dhania	296
592	Dadrughna	183	Dhanilanka	418
616	Dadrumardon	183	Dhanya	652
158	Daemia extensa	380	Dhanyak	296
159	Dahu	545	Dharakosatoki	272
522	Dakam	305	Dharauli	371
10	Dalbergia sissoo	187	Dharkadamba	303
1	Dam pel	57	Dharkai	272
484	Dan nalu	296	Dhar-karola	286
	Danda-kalas	478	Dhar-karola maru	437

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Dhataki	258	Dregea volubilis	377
Dhatrighal	246	Drona-puspa	478
Dhaura	258	Drosera Burmanni	236
Dhenras	71	Droseraceae	42
Dhobis itch	453	Drumstick plant	157
Dholapata	613	Dudh-kalmi	407, 400
Dholsamudra	136	" lata	381
Dhumrapatra	500	Dudhi	527, 367
Dhuna-sal	64	Dudhi-palla	377
Dhurpi-sak	479	Dudhika	381
Dhutura	419	Dugdhika	381
Digitalis	435	Dulakhhandhi	534
Digitalis purpurea	435	Dulal-tulsi	471
Dilleniaceae	2	Dumkatki	461
Dillenia indica	10	Dupuramoni	84
Dill-seed	301	Duralava	169
Dioscorea alata	600	Durba	647
" anguina	600	Durga	398
" bulbifera	600	Dwipantara bacha	601
" fasciculata	600	Dwipika	602
" glabra	600		
" globosa	600		
" pentaplylla	600		
" purpurea	600		
" rubra	600	E	
" sativa	600	Ebenaceae	62
" speciosa	600	Ecbolium linneanum	454
Dioscoreaceae	108	Eclipta alba	333
Dipterocarpeae	20	Elaeagnaceae	90
Dipterocarpus alatus	63	Elaegmus latifolia	514
" incanus	62	Elephantopus scaber	325
" turbinatus	61	Elettaria cardamomum	587
Divi-divi	226	Eleusine coracana	651
Doba	648	Embelia ribes	345
Dobi-ghas	647	Emetic nut	314
Dohon	344	Enhydra fluctuans	334
Dolichos biflorus	190	Entada scandens	193
" uniflorus	190	Eragrostis cynosuroides	649
Dolona-phul	358	Era-mulu-goranta	490
Dopati	100	Erbaru	270
" lata	399	Ergot	113
Draksha	142	Eriodendron anfractuosum	67
		Erycibe paniculata	410

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূষায়ী সূচী

৬৫৫

সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
377	<i>Erythrina indica</i>	195	<i>Flacourtia Ramontchi</i>	42
478	<i>Etkek</i>	524	<i>Flagellariaea</i>	113
236	<i>Eugenia caryophyllifolia</i>	249	<i>Flagellaria indica</i>	615
42	„ <i>fruticosa</i>	249	<i>Flea bane</i>	323
157	„ <i>Jambolana</i>	249	„ <i>bane purple</i>	324
7, 400	„ <i>Jambos</i>	250	<i>Fleurya interrupta</i>	534
381	<i>Eulophia campestris</i>	569	<i>Foeniculum vulgare</i>	299
7, 367	„ <i>nuda</i>	569	<i>Four-o'clock-flower</i>	484
377	„ <i>virens</i>	569	<i>Fumariaceae</i>	9
381	<i>Eupatorium Ayapana</i>	327	<i>Fumeria parviflora</i>	30, 450
381	<i>Euphorbia antiquorum</i>	524	—	—
534	„ <i>microphylla</i>	528		
471	„ <i>nerifolia</i>	525		G
461	„ <i>pilulifera</i>	527	<i>Gab</i>	352
84	„ <i>thymifolia</i>	529	<i>Gab-bheranda</i>	532
169	„ <i>Tirucalli</i>	526	<i>Gabbi-jawur</i>	511
647	<i>Euphorbiaceae</i>	93	<i>Gabedhu</i>	463
398	<i>Euryale ferox</i>	25	<i>Gabu-nobu</i>	248
601	<i>Evolvulus alsinoides</i>	408	<i>Gach-chakrai</i>	222
602	—	—	„ <i>chakoya</i>	222
			„ <i>marich</i>	418
	F		<i>Gadapunna</i>	482
	<i>Fennel, Indian, sweet</i>	219	„ <i>singrik</i>	562
62	<i>Feronia elephantum</i>	109	<i>Gaja-bbaksnya</i>	548
454	<i>Ferula alliacea</i>	298	„ <i>pippali</i>	505
333	„ <i>faetida</i>	298	„ <i>pipul</i>	631
90	„ <i>Narthex</i>	298	<i>Gajjari</i>	287
514	<i>Fever nut</i>	222	<i>Galanga cardamon</i>	570
325	<i>Ficoideae</i>	53	<i>Galangal, Java</i>	573
587	<i>Ficus bengalensis</i>	547	<i>Gallic acid</i>	561
651	„ <i>cunia</i>	553	<i>Gamar</i>	468
345	„ <i>glomerata</i>	550	<i>Gambhari</i>	468
314	„ <i>heterophylla</i>	552	<i>Gamboge, Mysore</i>	57
334	„ <i>hispida</i>	551	<i>Gandanakuli</i>	567, 568
193	„ <i>infectoria</i>	554	<i>Gandha-bena</i>	640
649	„ <i>religiosa</i>	548	„ <i>bireja</i>	563, 119
490	„ <i>repens</i>	552	<i>Gandhali</i>	312
270	„ <i>Rumphii</i>	549	<i>Gandha-malati</i>	365
113	„ <i>scabrella</i>	552	<i>Gandha-trina</i>	643
67	<i>Fig tree</i>	551	<i>Gandhapu-chekka</i>	517
110	<i>Flacourtia cataphracta</i>	43, 564	<i>Gangeruki</i>	77
	„ <i>sepiaria</i>	44	<i>Ganikarika</i>	464

৬৫৬

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ganja	546	Girikarnika	169
Gaojayan	396	Gloriosa superba	608
Gappara-chettu	470	Glycosmis pentaphylla	110
Garania-alu	600	Gmelina arborea	468
Garcinia Mangostana	56	Goabean	191
„ xanthochymus	57	Goala-lata	140
Garden Daisy	332	Gobra	477
Gargar	663	Gobra nota	491
Gargunadu	276	Gobria	564
Gari-kolai	192	Godhapadi	140
Garlic	607	Godhum	661
Garuga	120	Gojihva	325
Gazdar	431	Gokshur	95, 443
Gelonium multiflorum	98	Gokshur—Bara	440
Gentianaceae	69	Golancha	18
Geraniaceae	27	Golap-jam	250
Ghanta-karna	457	Gol-himalheri	332
„ patali	361	Gol-sagu	619
„ parul	438	Gonra-nebu	105
„ pushpa	419	Gooseberry, chinese	97
Ghatiseora	552	Gorakadru	653
Ghati-peet-papra	452	Goraksha-amli	77
Ghebu-nelli	464	„ chakulia	82, 227
Ghee-karola	286	Gorbi	535
Gheli-jehoru	290	Goria	238
Ghenti-note	491	Gosampigi	358
Ghentu	457	Goshtha-bartaku	416
Ghericha	646	Gosirsha	517
Ghet-kachu	632	Gossypium herbaceum	69
Ghia-tarai	274	Gostofi-draksha	142
Ghisee	574	Goth-begun	416
Gholghosa	578	Gothubi	634
Ghora-bach	627, 582	Goya-aswatha	549
„ nimba	123	Gramineae	119
Ghorki	513	Grangea maderaspatana	326
Ghosa-lata	273	Grewia asiatica	91
Ghrita-kumari	605	Groksha-chakula	82
Gila	193	Gronthiparni	330
Gima	291	Groundnut	170
Gingeli seed	441	Guava	254
Ginger	581	Guggul	119
Ginger grass	640	Guizotia abyssinica	335

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৫৭

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Gulabbas	484	Halkosa	478
Gulal-tulsi	471	Haltita	446
Gulchini	332	Halud	577
Gulkhand	232	„ kadami	305
Gul-sabba	609	Hansapadi	666
Gumadi	468	„ raj	667
Gum, Arabic-Indian	162	Harara	242
„ Butea	171	Hargoza	447
„ gada	114	Hariali	646
„ guggul	119	Haridra	577
Gundha-ferosah	119	Harikosa	447
„ -tinga	638	Harjora	139
Gunja	160, 555	Harkunch-kanta	447
Gunuta-chettu	257	Harpoda	553
Gur-kamai	411	Harsinghar	360
„ kanta	34	Harsini	546
Guri-jenja-chettu	588	Hasak	548
Guruchi	18	Hastikarna-Polas	172
Gurugu-chettu	523	Hasti-Sundri	395
Gurulu	488	Hati-ankush	483
Gurur	668	Hatisurah	395
Gutia-sakchini	602	Hatiyan	67
Guttiferae	18	Haya-maruk	372
Guye-genda	460	Hazar-mani	540
Gymnema sylvestre	382	Hedychium spicatum	574
Gynandropsis pentaphylla	39	Helenium	568
Gynocardia odorata	46	Helicteres Isora	85
Gynocardic acid	46	Heliotropium indicum	395
		Hellebore	429
		Hemapuspi	595
		Hemidesmus indicus	384
		Hemp, Indian	546
		„ mountain	422
		Hempuspica	359
		Hena	257
		Henbane	421, 423
		Henna	113
		Herira	331
		Herpestis Monniera	428
		Hibiscus Abelmoschus	70
		„ cannabinus	73
		„ esculentus	71
H			
Habbulas	252		
Hab-el-arus	504		
Habshi	536		
Hachuti	341		
Haemodoraceae	103		
Hakuch	210		
Hakun	521		
Halda-bosanta	431		
Haldi	577		
„ korupi	373		
Halim	33		

৬৫৮

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Hibiscus Rosa-sinensis	72	Ichum-pannai	620
Hijjal	246	Idakula	366
Hijli-badam	151	Ikshu	658
Hilmochica	334	„ gandhi	658
Himsagar	235	„ rak	443
Hincha	334	Ilumik-cham-tulasi	471
Hingan	117	Illupi	347
Hingu	298	Imperata arundinacea	650
Hingu-Abu-sayeri	298	Impatiens Balsamina	100
„ Astak-churna	298	Indian, almond	241
„ kandahari	298	„ Beech	203
Hiptage Madab-lota	94	„ berry	203
Hirbacha	643	„ Laburnum	179
Hogla	625	„ Maddar	316
Hog-plum	156	„ Sarsaparilla	384
Holarrhena antidysenterica	368	„ Senna	184
Honey-bush	111	„ Sorrel	497
Honpa	269	„ Walnut	557
Hordeum vulgare	660	Indigofera linifolia	196
Horse-radish	157	„ tinctoria	197
Hriber	74	Indrabaruni	278
Humula	573	Indrajab	368. 372
Hurhuchi	334	Indrayan (Lal)	266
Hurhuria	37	Indurkani-pana	671
„ Swet	39	Ingu	298
Hydrocotyle asiatica	292	Ingudi	117
Hydrocyanic acid	231	Ionidium suffruticosum	40
Hydrolea zeylanica	392	Ipecacuanha	309
Hydrophyllaceae	70	„ Bastard	385
Hygrophila obovata	444	„ Country	309
„ salicifolia	444	Ipomaea batatas	400
„ spinosa	443	„ grandiflora	407
Hygrorrhiza aristata	682	„ muricata	402
Hymenodictyon excelsum	319	„ Nil	402
Hyoscyamus muticus	422	„ paniculata	401
„ niger	421	„ Pes-caprae	399
„ reticulatus	423	„ pestigridis	403
		„ reptans	404
		Irak	625
I		Irangun-malla	245
Ibajam-pandu	254	Irideae	105
Ichnocarpus frutescens	367	Iris nepalensis	594

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৫৯

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Isan-bedi	620	Jasminum latifolia	355
Isaphgul	481	„ montana	355
Isbandh	113	„ pubescens	358
Isolangula	392	„ Sambac	357
Itipala	562	Jastimadhu	221
Iti-puc-ka	278	Jata-lanka	526
Ittic-kollai	408	„ mansi	320
Ixora coccinea	307	Jatiphal	506
—	—	Jatiphaladya-churna	546
J		Jatropha curcas	47, 530
Jabanal	656	„ gossypifolia	531
Jadipatri	506	Java	660
Jadwar	1	Jaya	66
Jafran	592	Jayanti	214
Jagat-modon	451	Jaya-phal	506
Jai	662	Jayitri	506
Jaikea	506	Jaypal	522
Jaitri	506	Jeebonti	566
Jajna-dumbur	550	Jhampi	65
Jalanol-ras	546	Jhau-bilati	559
Jal-chaulad	262	Jhingaka	272
„ gargar	643	Jhinjhirista	92
„ kumbhi	630	Jibaniya	566
„ madhuk	348	Jingini	195
„ pippal	6	Jirak	293
„ tanduliya	491	Jiyaputa	533
„ tinduka	491	Jobsa	169
Jale	660	Jonar	697
Jamalpota	522	Jonka	81
Jamani	294, 421	Joya-dumbur	553
Jambu	249	Joypal	522
Jangli-badam	88	Juar	644
„ chichinga	270	Juglandaceae	95
„ peyaj	610	Juglans regia	557
Janum-arak	490	Jui-pona	453
Jaraghna-gutika	268	Jujuba fruit	134
Jaromaddi	239	Juncellus inundatus	635
Jasminum arborescens	355	Jussiaea repens	262, 491
„ grandiflorum	356	„ suffruticosa	261
„ Heyneana	357	Justicia diffusa	452
„ humilis	359	„ Gendarussa	451
		Juthika-parni	453

84—1754B. (1034B.)

৬৬০

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
K			
Kabab-chini	504	Kallam-ghento	546
Kabaro	549	Kallibituloo	402
Kachhantharai	291	Kalimegh	446
Kachu	629	Kalmi-sak	404
Kachur	578	Kalo-aguru	437
Kadakai	242	„ bala	322
Kadali	589	„ dana	403
Kada-met	465	„ dhutura	420
„ mara	500	„ haridra	580
Kadej-gia	624	„ karpur	433
Kadu	46	„ kasturi	70
Kadukar	242	„ kera	36
Kaempferia angustifolia	571	„ marich	503
„ galanga	573	Kaloi-paiki-jangu	608
„ rotunda	572	Kamala-dye	536
Kafur	509	Kamalagunri	536
Kaibarta-mutha	637	Kambali-chettu	555
Kaidariam	558	Kambupudalai	268
Kajupati	253	Kamo-lata	406
Kak-dachettu	285	Kampillaka	536
„ dumbur	551	Kamraj	141
„ dumburica	551	Kamsutu	233
„ Jangha	138	Kanak-champa	86
„ machi	411	„ dhutura	420
„ mari	16	Kanan eronda	530
„ nasa	444	Kanchan	115
„ tundi	385	Kanchanar	177
Kakji-nebu	105	Kanchata	613
Kakkola	116	Kanchat	491
Kakni-dona	657	Kanchhira	613
Kakoli	426	„ pani	613
Kakphal	16	Kanchipunda	411
Kala	442	Kanchot	262
Kalaka	364	Kanchra-dam	262
Kalanchoe laciniata	235	Kanda-amadam	521
Kalauji	324	„ bal	572
Kalfah	508	Kandan-kattiri	414
Kali-jhat	568, 664	Kandelial Rheedii	238
Kali-vikeya	364	Kaner	370
Kalkesenda	180	Kanguni	558
„ chhota	181	Kanja	115
		Kanjan-bura	571

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৬১

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Kankali	668	Karpur balli	473
Kanki	483	„ harida	576
Kankra-sringi	149, 150	„ kachili	574
Kankrole	284	„ kachuri	573, 574
Kanmu	597	Kartari-nirgundi	466
Kanni-elach	587	Karu-indu	483
Kanphuti	37	Karula	626
Kansari-nata	299	Karumbu	658
Kanta alu	600	Karu-noch-chi	451
„ kalika	443	„ pasupu	575
„ gurkamai	362	Karuya	508
„ Jbanti	448	Kasamar	180
„ phal	419	Kasamardda	181
Kantar	544	Kaseru	638
Kanthal	544	Kash	657
Kanti-dar	490	Kasmiraja	336
„ kari	414	Kasmirika	142, 592
Kanuga chettu	233	Kaso	237
Kanya	504	Kastha-debdaru	414
Kaoali	276	Kasus	409
Kapila-draksha	142	Katak	388
„ pedi	536	Kata-malli	296
Kapili	536	Katamulak	530
Karabir	354	Kat-champa	375
Karada	535	„ kaleja	222
Karail-bans	646	„ nimba	112
Karalu	558	Kateri	414
Karamardaka	364	Katila	229
Karanja	208	Katki	429
Karankusha	642	Kattali	605
Karava-priya	363	Kattu-mannal	583
Karebi	242	Kauri-buti	396
Karee	410	Kayuram	578
Karkatoki	284	Kedari tumba	479
Karkkat sringi	149, 150	Kedok-arak	398
Karobella	285	Keechak	644
Karobi-tarai	273	Kela	589
Karobiradya Taila	370	„ geda	400
Karonda	364	Keli-kadamba	305
Karovi	370	Kemuka	584
Karpa-karashi	210	Keora	624
Karpur	433, 509	Kesha	657

৬৬২

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Keshar-dam	262	Kohibung	422
Kesharaj	333	Kokanad	27
Keshuria	333	Kokilaksha	443
Kesur	638	Kokuina	634
Ketaki	624	Kokuva	239
Keu	584	Kolombi	404
Keya	624	Kolpa	396, 397
Khadaki	568	Komola-nebu	107
Khadir	163	Konamul	501
Khagra	659	Kondai	44
Kham-alu	600	Kongu	656
Khamo	237	Konguni	130
Khara-manjuri	485	Konkolak	504
Khas-khas	639	Konkon-dhupam	119
Khejur	620	Kopikachhu	203
Khesari	198	Kopittha	109
Khiri	351	Kop-pata	334
Khirika	350	Korai	637
Khirni	381, 350	Kork	264
Khokali	518	Korkotika	65
Khorasani-jawan	421, 423	Korkotoki	284
Khori	659	Korkot-Sringi	149
Khormuja	280	Kormaoranga	97
Khurkus	553	Korna-nebu	104
King-suk	171	Kornikar	86
Kino-Bengal	171	Koruna-nebu	104
„ Gum	212	Kosto-i-sirin	336
„ Polas	171	Kota-gandhal	306
Kiramar	500	Kotola	275
Kirambu	251	Kot-phala	558
Kirata	446	Ko-trina	642
„ tikta	390	Kotuka	429
Kis-mis	142	Kotuku-bhogani	429
Kiwarra	588	Koturohini	429
Klitanak	221	Koyet-bel	109
Kobidar	173	Kripa	116
Kodipalai	377	Krishna-chura	224
Kodo	653	„ dhutura	420
Kodoli	589	„ kamboji	541
Kodroba	653	„ keli	484
Kodu	271	„ kutaja	371
Kofekanam	186	„ -musali	595

বর্নোবধির নামের ইংরেজী বর্ণমালা অনুযায়ী সূচী

५५७

	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Krishna Sariba	384	Kur	336
" Siris	168	Kuranga	542
" tulsi	470	Kura-pasupu	583
Ksheer kakoli	426	Kurchi	368
Ksheta-papra	308	Kureli	614
Kshira	281	Kurti-kalai	190
Kshudi-okra	523	Kuruntaka	448
Kshudra-Panchamul	95	Kurupali	533
Ku-chandan	161, 517	Kuruppa	243
Kuda	414	Kusableh	657
Kuk-sima	430	Kusha	649
Kukur-alu	600	Kushta-bairi	47
" chita	512	Kuspat	560
" jiwha	137	Kustha	336
" sunga	328	Kusto-i-talasma	336
Kul	134	Kusumbha	331
Kulahol	430	Kusumbo-bittulu	331
Kulanjan	570	Kutaja	368
Kulattha-kalai	190	" leha	368
Kulekhara	443	Kutra	432
Kulinchan	627	Kutthi-rekai	413
Kulkezar	486	Kutumba	478
Kumari	605	Kylangu	404
Kumarika	603	Kyllinga monocephala	1, 634
Kumbhi	248	" triceps	633
Kumbhika	630		
Kumbhi-paki	558		
Kumkum	592		
Kumud	26	L	
Kumuli	275	Labala	636
Kunch	160	Labiatae	79
Kunchi	514	Lady's finger	71
" kanta	202	Lagenaria vulgaris	271
Kunchila	387	Lagerstroemia-flos-Reginae	259
Kunda	358	Laghu-lonika	52
" chameli	358	" Suran Modok	626
Kundali	362	Lajak	201
Kunda-sani-feddi	588	Lajjabati	201
Kungu-mapu	592	Lakshmana	98
Kupanti	425	Lakuch	545
Kuppai-chettu	518	Lal-bathosak	492
Kuppai-meni	518	" bheranda	531

৬৬৪

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Lal-chita	344	Lingadonada	270
Lallemantia Royleana	480	Linseed	93
Lal-murga	489	Linum usitatissimum	93
„ note	491	Liquorice	221
„ sak	491	Litsaea glabraria	511
Lamajjak	642	„ polyantha	512
Langalika	403, 608	„ sebifera	511
Langli	608	„ tomentosa	511
Langlilata	403	Loban	354
Langul	392	Lobonga-lata	116
Lanka-sij	526	Lodh	353
Lantana camara	460	Lodhra	353
Lasora	393	Loganiaceae	68
Lasun	607	Logwood	223
Lata-Polas	172	Long pepper	501
Lathyrus sativus	198	Lonika	51
Launga	251	Loranthaceae	91
Laurel, Alexandrian	55	Loranthus globosus	515
Laurineae	88	„ longiflorus	516
Lavanga	251	Lotkan	41
„ Bon	261	Luban	354
Lawsonia alba	257	Luffa acutangula	272
Leea aequata	138	„ aegyptiaca	274
„ crispa	135	„ amara	273
„ macrophylla	136	Luleng-kaiya	508
„ sambucina	137	Lundhu-kodami	205
Leguminoseae	39	Luvunga scandens	116
Lemon-grass	640, 643	Lythraceae	47
Lens esculenta	194		
Lepidium sativum	33		
Lettsomia-bona-nox	407		
Leucas cephalotes	479		
„ linifolia	478		
„ zeylanica	478		
Lilac, Persian	123		
Liliaceae	109		
Limnanthemum cristatum	391		
Limnophila gratioloides	433		
„ gratissima	432		
„ Roxburghii	433		
Linaceae	24		
Lindenbergia urticaefolia	431		

M

Machipatri	330
Madalai-cheddi	260
Madanananda-modok	546
Madan-phal	314
Madar	378
Maddi	243
Madhabi	355
„ lata	94
Madhu-duti	436
Madhuk	347
Madhuka	347

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৬৫

ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
	Madhukaray	314	Manjistha	316
276	Madhu-karkkatika	106	Manjit	316
93	„ nirbisa	571	Manjoi	577
93	Madhurika	299	Mankachu	628
221	Magadam	349	Man-kanda	628
511	Magling-amaram	361	Manna-takali-sullum	411
512	Magnolia pterocarpa	11	Marandi	447
511	Magnoliaceae	3	Maranta arundinacea	579
511	Magra-Elach	587	Margosa tree	122
354	Mahabari-bach	582, 627	Mari	619
116	Mahakal	266	Marich	503
333	Mahalib	574	Maris	490
353	„ nimba	118, 127	Marking-nut	155
68	„ satabari	604	Marsh-mint	475
223	„ ticta	446	Marsileaceae	122
501	Mahua	347	Marsilea quadrifolia	672
51	Majuphal	561	Martynia diandra	439
91	Maka†	266	Marubak	471
515	Makhuna	175	Maru-dampa-tai	558
516	Makoi	411	Masandari	462
41	Malabar-bach	570	Masani	218
354	„ nut	445	Masaparni	218
272	Malakulli	235	Maskolai	206
274	Malkagni	130	Mastaru	326
273	Mallotus philippinensis	536	Mat-kolai	170
508	Maloti	365	Matta-pal-tiga	401
205	Malpighiaceae	25	Matulunga	103
116	Malvaceae	21	Mau-alu	600
47	Manak	628	Maya-phal†	561
	Manakka	142	Mayurak	485
	Manda	567	Mayur-sikha	665
	Mandar	195	Meda	511, 512
330	Mandaramu	378	Meda-lacti	511
260	Manditta	316	„ singi	382
546	Mando	314	Meera-pakai	418
314	Mandua	650	Meezhanla	514
378	Manduka-brahmi	292	Melaleuca leucadendron	253
243	Manduka-parni	292	Melastomaceae	46
355	Mangifera indica	152	Melia azadirachta	122
94	Mango-ginger	575	„ azedarach	123
436	Manjapu	360	Meliaceae	31
347	Manjarika	470	Melilotus alba	199

৬৬৬

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Melilotus indica	199	Monkey-face tree	536
„ parviflora	199	Monks-hood	2
Melon	280	Monochoria vaginalis	611
„ (water)	279	Monsa-sij	525
Memecylon edule	255	Moon-flower	407
Mendi	257	Moranga-alach	588
Menispermaceae	5	Morinda bracteata	318
Menphal	314	„ citrifolia	318
Mentha arvensis	474	Moringa pterygosperma	157
„ incana	474	Moringaceae	38
„ oleum	475	Morus alba	555
„ piperita	475	„ indica	555
„ sylvistris	474	Mosei	264
„ viridis	474	Mosina	98
Mentula	219	Mosur	194
Mera-chitramulam	344	Motia	357, 619
Merua	651	Motisadori	323
Mesa-sringi	382	Mountain hemp	422
Mesta-pat	73	Moyana	317
Mesua ferrea	58	Mridvika	142
Methi	219	Mriga-sringa	85
Michelia Champaca	12	Muchkunda-champa	87
Milagu	503	Mucuna pruriens	203
Mimosa pudica	201	Mudar	378
„ rubicaulis	202	Mug	205
Mimusops Elengi	349	Mugani	204
„ hexandra	351	Mugra	596
„ kauki	350	Mukadi	361
Mirabilis Jalapa	484	Mukia scabrela	287
Mirialu	504	Mukta-barshi	518
Misreya	299	„ jhuri	518
Mitha-indrajau	371, 372	„ pulagum	384
„ jahor	2	Mula	32
„ til	441	Mulberry, Indian	318
Mollugo hirta	291	„ white	555
„ spergula	291	Muli-gorant	448
Molsari	349	Mulkash	644
Momchina	543	Mullak-kirai	490
Momordica Charantia	285	Mulla-ppai	418
„ cochinchinensis	284	Muncha kanda	626
„ dioica	286	Mundi	339
„ muricata	285	Munja	659

বনোষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৬৭

সংখ্যা	বনোষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনোষধি	ক্রমিক সংখ্যা
536	Munni	464	Naga-ranga	107
2	Murbba	590	Nagar-mukutakai	407
611	Murga	596	„ mustaka	636
525	„ Sikha	489	Nagar-mutha	636
407	Murraya exotica	111	Nagdali	289
586	„ koenigii	112	Nagdamani	330, 597
318	Musabbar	605	Nageswar	58, 59
318	Musadi-Nag	21	Nagfali	289
157	Musaka-dana	70	Nagfani	289
38	Musali	21, 595	Najna	157
555	„ sweet	569, 595	Najuribi	485
555	„ krishna	569, 595	Nak-chikni	341, 377
284	Musa sapientum	589	Nak-churuppan	386
93	Muskak	438	Nalla-babbili	451
194	Muskmallow	70	Namuti	326
619	Musk root	320	Nannari	384
323	Mussaenda frondosa	311	Nappamara	469
422	Mustaka	637	Naramamudi	512
317	Musti-bittuloo	387	Narangi	107
142	Musu	555	Naravelia Zeylanica	7
85	Mutha	637	Narayani-taila	604
87	Myricaceae	96	Narchalam	522
203	Myrica Nagi	558	Nardostachys Jatamansi	320
378	Myristica fragrans	506	Naregamia alala	309
205	Myristiceae	87	Nar-kachur	580, 582
204	Myrobalan, Beleric	240	Narikel	617
596	„ chebulic	242	Nariyel	617
361	„ Embelic	538	Nasbhaga	456
287	Myrsinaceae	60	Natba-dum	241
518	Myrtaceae	45	Nat reva-chini	496
518	Myrtus Communis	252	Navi-anguri	417
384			Neepea	303
32			Neerbrahmi	428
318			Nelausirika	539
555			Nellatari	595
448	Nachchi	466	Nelumbium speciosum	27
644	Nadyu-dumbur	552	Nepala-bitana	522
490	Naga-bola	82	Nepali-alach	585
418	„ donti	521	„ dhania	114
626	„ malli	453	Nephelium litchi	147
339	„ mugatei	407	„ longana	148
659	„ musadi	21	Nerium odorum	370

85—1754B. (1034B.)

৬৬৮

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Nerkirambu	251	Nymphaeaceae	7
Nibar	652	Nymphaea cyanea	26
Nicotiana Tabacum	424	„ Lotus	26
Nidigdhika	414	„ rubra	26
Nigella sativa	8	„ stellata	26
Niger seed	335		
Night, Jsamine	360		
Nikumbha	531		
Nil	197		
Nila-bamboo	390, 446	Oak-gall	561
Nilbem	590	Ochrocarpus longifolius	59
„ beppa	390	Ocimum and malaria	471
„ jhanti	450	„ Basilicum	472
„ kalmi	402	„ caryophyllatum	471
„ Nirgundi	451	„ fly-preventive	471
„ Nisinda	466, 467	„ gratissimum	471
„ padma	27	„ magnus	469
Nilobish	4	„ parvum	469
Nimba	122	„ sanctum	470
Nimbak	105	Odina Wodier	153
Nimpa-gandhi	643	Okanu-kattu	223
Nimukha	17	Ol	626
Niranuki	467	Olacinae	32
Nirbisha	1, 4, 634, 643	Olat-chandal	608
Nirgundi	666	„ kambal	83
Nirguri teru	443	Olax scandens	129
Nirmmali	388, 443	Oldenlandia corymbosa	74, 308
Niruli	606	Oleaceae	64
Nirumel	256	Oleander	373
Nisinda	466	Oleum nigram	130
Nittu-ribal-chinni	496	Olibanum, Indian	119
Noar	537	„ Java	354
Nolaniredu	465	Oman	294
Noltiga	367	Omatai	419
Nukha	611	Omoti-oman	295
Nulibard	274	Onion, Wild	610
Nut-grass	637	Operculina Turpethum	405
„ meg	506	Ophiorrhiza Mungos	310
„ „ Malabar	365	Opium	28
Nyagrodha	547	Opuntia Dillenii	289
Nyctagineae	81	Orchideae	101
Nyctanthes Arbor-tristis	360	Orchis mascula	569
		Oroxylum indicum	436

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণনালানুযায়ী সূচী

৬৩৯

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Orris root	336, 594	Panicum miliaceum	654
Oryza sativa	652	Panijama	562
Osog	584	Paniri	500
Ougeinia dalbergioides	200	Panjhuli	541
Oxalis corniculata	99	Panos	544
Oxystelma esculentum	381	Pansewli	541
Oyadugu	535	Panupakhel-kalunga	286
<hr/>		Papa-Am	265
P		Papari	554
Pachchai	472	Papaveraceae	8
Padari	437	Papaver somniferum	28
Padma	25	Papaw	265
Padma-golancha	19	Pappani	265
„ gomru	468	Papputtoo-boyru	313
„ kastha	231	Papra	24
Padmak	231	Parabata-padi	138
Padri	437	Paras-pipul	76
Paederia foetida	312	Parbbati	258
Paeonia Emodi	9	Paribhadra	195
Paeony Rose	9	Parigadda	263
Pagada-manu	349	Parijat	195
Paiyel	154	Paripat	308
Pakki	556	Parkoti	554
Pakur	554	Parpadagam	308
Palak-Juin	453	Parpot	308
Palam	618	Parsik-Jomani	171
Palandu	606	Parul	438
Palas	171	Pasan-bhedi	473
Palla	351	Paspalum scrobiculatum	653
Palla-ramalli	415	Passifloreae	50
Palmeae	114	Pasupu	577
Palong-sak	498	Patala-gandhi	369
Palpirai	556	Patal-gorure	19
Palta-madar	195	Patar-rambona	625
Palyoka	353	Patha	17
Pana	670	Pathar-chur	473
Pancha-baikal	547, 554	„ kunchi	234
Pandanaceae	115	Pati	635
Pangonari	523	„ nebu	105
Paniala	43	Patra-banga	500
Panicum frumentaceum	655	Pavetta indica	313
		Pavonia odorata	74

৬৭০

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Payo-komati	278	Phyllanthus reticulatus	541
Pedagi	212	„ urinaria	540
Pedalineae	76	Physalis minima	425
Pedaliium Murex	440	Pica-pullam	279
Pedda-palleru	440	Picrorhiza kurrooa	429
Peet-berela	80	Pikunkai	272
Peet-bhringi	427	Pilu	363
„ Papra	452	Pindalu	315
„ patala	437	Pindi	455, 315
Peganum Harmala	113	Pindi-kanda	486
Pellitory root	278, 316	„ khejur	621
Pengba	584	„ kundu	455
Pengu alakulu	585	Pinditak	306
Pennywort, Indian	428	Pineapple	591
Pentapetes phoenicea	84	Piniru	426
Peppermint	475	Pinus longifolia	563
Pepri	554	Pipal	548
Periploca aphylla	383	Piper Betle	502
Peristrophe bicalyculata	456	„ chaba	505
Persimon, Indian	352	„ cubeba	504
Peru-marindu	499	„ longum	501
Perunarashadi	440	„ nigrum	503
Perungayam	298	Piperaceae	86
Peucedanum Sowa	301	piplakhan	554
Phala-kantaka	380	Pippali	501
Pharagi	258	Pipperment	475
Phalkohala	401	Pipul	501
Phanijjak	471	„ paras	76
Phaseolus aurea	205	„ jala	6
„ grandis	205	Pisonia aculeata	483
„ Mungo	205	Pistacia integerrima	150
„ radiatus	205	Pistia stratiotes	630
„ Roxburghii	206	Pisum sativum	207
„ sublobatus	205	Pitaban	227
„ trilobus	204	Pita kanda	297
Phenila	145	Pitakaravi	356
Phoenix dactylifera	621	„ kari	386
„ sylvestris	620	„ malati	359
Phola-punna	227	„ papra	308
Phyllanthus distichus	537	Pit-chandan	517
„ Emblica	538	Pito hari	405
„ Niruri	539	Pittala-bhanrah	388

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৭১

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Pituli	542	Psoralea corylifolia	210
piyaj	606	Psychotria ipecacuanha	309
Plaksha	554	Pterocarpus marsupium	212
Plantaginaceae	80	„ santalinus	211, 261
Plantago ovata	481	Pterospermum acerifolium	86
Plumbaginaceae	59	„ suberifolium	87
Plumbago rosea	344	Puama-tosi	478
„ zeylanica	343	Pudel	270
Plumeria acutifolia	375	Pudina	475
Podabala	269	Pudma	27
Podophyllum Emodi	24	Pudmak	231
Poduka-sak	495	Puga-briksha	616
Pogaku	424	Puin-sak	495
Polianthes tuberosa	609	Pukai-elai	424
Polyalthia longifolia	15	Puli	220
Polygalaceae	14	Punarnava	482
Polygala chinensis	48	Pundarik	27
„ crotalarioides	49	Punganmaram	208
Polygonaceae	84	Punica granatum	260
Polypodiaceae	120	Punnag	55
Polypodium quercifolium	668	Purgative croton	522
Pomegranate	260	Purus	91
Pomelo	108	Putranjiva Roxburghii	533
Pongamia glabra	208	—	—
Pontederiaceae	110	Q	—
Popli (colour)	131	Quamoclit pinnata	406
Poppy, Mexican	29	Quercus infectoria	561
Porkoti	554	Quince	233
Portulacaceae	16	Quince, Bengal	101
Portulaca oleracea	51	Quinine	304
„ quadrifida	52	Quisqualis indica	245
Potassium-permanganate	28	—	—
Premna herbacea	465	R	—
„ integrifolia	464	Raiga	550
Prisni-parni	227, 228	Raisins	142
Prome-ha-mihir-taila	604	Raizade cobra	499
Prosarini	312	Raja-briksha	179
„ Leha	11	Rajadan	351
Prosopis specigera	209		
Prunus communis	230		
Prunus puddum	231		
Psidium guyava	254		

৬৭২

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Rajadani	351	Rheum acuminatum	496
Rajanigandha	609	„ Emodi	496, 242
Rajarka	378	„ officinale	496
Rajbaka	370	„ palmatum	496
Rakhal-kolai	204	„ speciforme	496
„ sasa	278	„ Webbianum	496
Rakshimatalu	596	Rhinacanthus communis	453
Rakta-alu	600	Rhizophoraceae	43
„ bach	582	Rhizophora mucronata	237
„ bindu-chand	529	Rhubarb—Indian	233
„ chandan	161, 211	Rhus ghas	641
„ chitrak	344	„ succedanea	149
„ kambal	26	Ricinus communis	532
„ kanchan	173	Ringworm, shrub	183
„ Padma	27	Risabhak	401
Rambegun	412	Rohis	640
Ramsar	374	„ gabat	640
Ramtarai	273	„ trina	642
Ramtulasi	471	Rohitaka	125
Ranamba	512	Rohon	126
Randhuni	295	Rosa alba	232
Randia dumetorum	314	„ damascena	232
„ uliginosa	315	„ grass	641, 640
Ranga-alu	400	„ indica	232
Rangan-malli-chettu	245	Rose-bay, Indian	127
Rang-holdi	576	„ berry spurge	370
Ranjal	349	„ coloured, leadwood	344
Ranjan	161, 517	„ wood	147
Ranunculaceae	1	Rosunia gachh	238, 454
Ranunculus sceleratus	6	Rosut	23
Raphanus sativus	32	Royna	125
Rasna	567	Rubiaceae	56
Rasun	607	Rubia cordifolia	316
Ratalu	600	Rudra-jata	499
Ratanhia	137	Rumex maritimus	497
Ratnapuras	40	Rumex vesicarius	498
Rauwolfia serpentina	369	Rungia parviflora	455
Reband-chini	496	Rush	636
Redwood, Indian	126	Rutaceae	28
Rerhi	532		
Revanda bhindi	496		
Rhamnaceae	34		

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৭৬

সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
	S			
496	Sabja	472	Samydaceae	49
242	Sabuku-pattai	559	Sanalifu	508
496	Sabuni	290	Sanballi	523
496	Saccharum arundinaceum	659	Sankarjata	228
496	„ fuscum	659	Sankhabuli	389
496	„ officinarum	658	Sansevieria Roxburghiana	590
453	„ sara	659	„ zeylanica	590
43	„ spontaneum	657, 650	Santalaceae	92
237	Saccolabium papillosum	568	Santalum album	517
233	„ praemorsum	568	Santonine, butea	171
641	„ Wightianum	568	„ polas	171
149	Sacred fig	548	„ Sonamukhi	184
532	Sadanga Paniya	74	Sapindaceae	36
183	Sada nota	491	Sapindus Mukorossi	146
401	Safed chandan	517	„ trifoliatu	145
640	Safflower	331	Sapium sebiferum	543
640	Saffron	592	Saponaria Vaccaria	50
642	Sahadevi	323	Sapason	499
125	Sain kanta	165, 202	Sapota	346
126	Sak	463	Sapotaceae	61
232	Sakarkanda alu	400	Sappan wood	223
232	Sakhotak	556	Sapta-parni	366
640	Saknaru-pilli	640	Sar	659
232	Sal	64	Saraca indica	213
127	Salaya-dhup	119	Sarala	563
370	Salibmisri	569	„ debdaru	563
344	Salicineae	99	„ lodhra	353
47	Salix tetrasperma	562	Saranga-paniya	637
154	Sallaki	119	Sarapunkha	216
23	Salparni	189	Sarbbajaya	583
25	Salvadoraceae	65	Sarcostemma brevistigma	383
56	Salvadora persica	363	Sariba	367
16	Salvia plebeia	476	Sarma	384
99	Salviniaceae	121	Sarpa-gandha	369
97	Salvinia cucullata	671	Sarpakshi	310
98	Samandar-ka-pat	398	Sarpashi-chell	310
55	Samantippu	332	Sarpasi chettu	310
36	Sambani-chettu	428	Sarsaparilla, Indian	384
28	Samudra-pela	398	„ Rasna	568
	„ phal	246	Sarunnai	290
	„ sok	398	Sasung	525
			Satabari	604

৬৭৪

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Satabari Meda, Mahameda	604	Sheduri	574
Satamul	604	Shofed-kumira	283
Sata-oyer	604	Shorea camphora	509
Sata-padi	604	„ robusta	64
Sati	578	Shrubby Basil	471
Satiyam	366	Shyamaghas	655
Saussurea Lappa	336	Shyama lota	367
Savina	113	Shyam-dalan	325
Schima Wallichii	60	Sia-jira	293
Schleichera trijuga	144	Siakul	133
Schrebera chelonoides	361	Sia-musali	614
„ pubescens	361	Sibappu-baslakiri	495
„ swietenoides	361	Sibjhul	143
Scindapsus officinalis	631	Sida cordifolia	78
Scirpus grossus	638	„ rhombifolia	79
Scitamineae	102	„ rhomboidea	80
Screwpine, fragrant	624	„ spinosa	82
„ tree, Indian	87	„ veronicaefolia	81
Scrophularineae	74	Sidhi	540
Sebamu	505	Sigru	157
Sebantika	332	Sij	525
Segapu	254	Sikta-karanja	382
Segobani	380	Silver fir, Himalayan	564
Segun	463	Sim	6, 191
Semicarpus Anacardium	155	Simai-aluppai	346
Semmuli	448	„ madala-birai	233
Senari	214	Simajilakar	293
Sendurphul	331	Simappa	346
Senna Indian	171, 181, 184	Simarubeae	29
„ Purpuria	181	Sindhubaram	466
„ Sophora	181	Sindubar	467
Sensitive plant	201	Singhara	263
Seora	156	Singha mukhi	218, 445
Sephalika	360	„ hasya	218
Sesamum indicum	441	Sipand	113
Sesbania aegyptica	214	Sasirasangalanir	323
„ grandiflora	215	Siris	167
Seseli indicum	300	Sisu	187
Setaria italica	656	Sita-ki-kesh	406
Sewli	461	Sital-chini	504
„ chhop	391, 604	Siuli-chop	391
Shara-bhuja	280	Sivappu-chittrira	344

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুসারী সূচী

৬৭৫

সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
574	Smilaxglabra	601	Spaeranthus indicus	339, 173
283	Smilaxglabra lanceæfolia	602	Spear-mint	474
509	„ macrophylla	603	Spinacia oleracea	494
64	Snigdha-debdaru	565	Spirunarubili	394
471	Snuhi	525	Spogel seed	481
655	Socotrin	605	Spondias mangifera	156
367	Sohodevi-bori	47	Spongar	481
325	Solanaceae	342	Sreem	860
293	Solanum esculentum	73	Srigaber	581
133	„ ferox	413	Srigala-keli	133
614	„ indicum	412	Sringataka	263
495	„ insana	415	Sri-garnika	558
143	„ Melongenum	413	Stephania hernandifolia	17
78	„ nigrum	413	Sterculiaceae	22
79	„ torvum	411	Sterculia foetida	88
80	„ trilobatum	416	Sterospermum Chelonoides	437
82	„ xanthocarpum	417	„ suaveolens	438, 361
81	Soluka	414	Sthulgranthi	582
546	Soma-lata	301	Sthulgranthi laila	585
157	Somanti	383	Streblus asper	556
525	Somaras	214	Strychnos colubrina	21
382	Somi	383	„ nox-vomica	387
564	Somraj	209, 165	Styraceae	63
191	Sona	324	Sugandha-bach	570, 573, 582, 627
346	Sona-balli	436	„ ras	640
233	Sonamukhi	523	Sukaka kuraku	498
298	Sonchus arvensis	184	Sukan-kirai	498
346	Sondal	342	Sukha-darsan	597, 598
29	Son-kesher	179	Sukkar	517
466	Sonyak	141	Suknas	436
467	Sora alu	436	Sukshma-ila	587
263	Sorakaya	600	Sul-horon	387
445	Sorguja	271	Sultan-champa	55
218	Sorrel, Indian	335	Sunam-jore	549
113	„ red	497	Suni-sannak	471
323	„ country	73	Sundew	236
167	Sosan	498	Sundhi	26
187	Sovanjan	594	Sunti	581
406	Soya bean	157	Sunwar	427
504	Soymida febrifuga	192	Superb lily	403
391	Spaeranthus africanus	126	Suran	626
344		339	„ batak	626

86-1754B. (1034B.)

৬৭৬

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Surasa	470	Tallow tree	543
Surjabarta	39	Talmakhana	443
Susuni-alu	600	Talmuli	595
„ Sak	672	Tamak	424
Sweet-flog	627	Tamal	57
Swertia chirata	390	„ paku	502
Swertia decussata	390	Tamarindus indica	220
„ elegans	390	Tamarisciaë	17
Sweta bach	627, 582	Tamarix dioica	54
„ brihati	415	„ gallica	53
„ chamoni	428	Tambul	502
„ dhutura	419	Tamburu	216
„ gothubi	633	Tamrakut	424
„ hazarmani	539	Tamrai	218
„ jhanti	449	Tandi	240
„ kanda	378	Tandikodebaha	408
„ keroi	529	Tanko	492
„ mandarak	378	Tapasa-drum	117
„ morogphul	488	Tarali	288
„ murga	488	Taranjobin	169
„ padma	27	Tarter emetic	561
„ patala	438	Taru-lata	406
„ sariba	367	Tauri	226
T		Teak wood	463
		Tectona grandis	463
		Tejpatra	507
		Tekata-sij	524
		Tekkutek	463
		Tela-chitra	343
		Tela-ketilak	459
		Telakuncha	277
		Tellai	657
		Tellategada	405
Taba-nebu	103	Tellamulaka	415
Tacca integrifolia	599	Tephrosia purpurea	216
Tagada	437	Tera	302
Tagar	376	Teramnus labialis	218
Tambar	311	Terminalia Arjuna	239
Tagar-paduka	391, 604	„ balerica	240
Tahuri	405	„ catappa	241
Tail-chitra	343	„ chebula	242
Tala	618	„ laurinoïdes	240
Talisadya-churna	564		
Talispatra	564		
Talispatri	507		
„ (Cinnamomum Tamala)	507		
„ (Flacourtia cataphracta)	43		
Tal-jata	618		

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৭৭

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Terminalia tomentosa	243	Trewia nudiflora	542
Ternstroemiaceae	19	Tribrit	405
Teuri	405	Tricosanthes anguina	269
Thaikal	498	„ bracteata	266
Thespesia populnea	76	„ cordata	267
Thorn-apple	419	„ cucumerina	268, 270
Thulkuri	292	„ dioica	268
Thvetia nerifolia	373	„ palmata	266
Thymelaeaceae	89	Tridhara	524
Tictashak	38	„ hatu	581
Tidanga	288	„ phala	240
Tiktaraaj	125	Trigonella foenum-graecum	219
Tikta dhundul	273	Trukanta-ganti	362
Tikur	579	Trina-panchamul	650
Til	441	Trisira-mansa	524
Tiliaceae	23	Triticum vulgare	661
Tiliacora racemosa	21	Triumfetta rhomboidea	92
Timmar	469	Tukakunga	46
Tinduk	352	Tukh-malanga	480
Tinis	200	Tulasi	470
Tinospora cordifolia	18	Tulati-pattee	425
„ Tomentosa	19	Tulkmini	402
Tipili	501	Tumbari	478
Tippa-tigo	18	Tumbi	271
Tirukalli	526	Tumburuk	296
Tisi	93	Tuntuni nota	491
Tobacco	424	Turitananda	546
Toddalia aculeata	115	Turmeric, wild	576
Toka-pana	630	Turpeth root	405
Tok-mari	480	Tutikora	404
Tolda-bans	645	Tylophora asthmatica	386
Toon	127	Typha elephantina	625
Topchina	602	Typhaceae	116
Topchini	601	Typhonium trilobatum	632
Topmari	480		
Torai	272		
Tormuja	279		
Totmila	551		
Tragacanth	229		
Tragia involucrata	534		
Trapa bispinosa	263		
„ incisa	263		
		U	
		Udicham	74
		Udsalem	9
		Udujati	454
		Udumber	550
		Ughai-pottai	363

৬৭৮

ভারতীয় বনৌষধি

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ulu	650	Water clove	261
Umbelliferae	54	„ Lily	26
Unna-maram	208	White leadwort	343
Upodoki	495	„ mulberry	555
Uraria lagopoides	227	Wild egg plant	414
„ picta	228	„ lime	102
Urena lobata	75	Winter cherry	426, 427
Urginea indica	610	Withania somnifera	426
Urticaceae	94	Wood apple	109
Usiriki	538	Wood oil	61
---		Woodfordia floribunda	258
V		Woolf's bane	3
Valerian	321, 322	Wrightia tinctoria	368, 372
Valeriana Hardwickii	321	„ tomentosa	371
Valeriana officinalis	322	---	
Valerianeae	57	X	
Vallaris Heynei	374	Xanthium strumarium	337
Vanda Roxburghii	567	Xyris pauciflora	612
Vandellia pyxidaria	434	Xytideae	111
Vangueria mollis	317	---	
„ spinosa	317	Z	
Ventilago madaraspata	131, 132	Zanthoxylon alatum	114
Verbenaceae	78	Zea Mays	648
Vernonia cinerea	323	Zedoarea	578
Violaceae	12	Zehneria umbellata	288
Vitex Negundo	466	Zingiber casumunar	583
„ trifolia	467	„ officinale	581
Vitis pedata	140	„ zerumbet	329, 582
Vitis quadrangularis	139	Ziriki-bilai	402
„ trifolia	141	Zizyphus Jujuba	134
„ vinifera	142	„ oenoplia	133
---		Zygophyllaceae	26
W		---	
Walnut	519		
„ Indian	557		

তৃতীয় নির্ঘণ্ট

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী *

- অ -

অগ্নিদগ্ধে—আত্ম ১২৩; হিঙ্গন ৯২; বিহিদানা ১৯৮; বনমেথি ১৬৭; কুঁচিকাঁটা ১৬৯;
ইন্দুদি ৯২; কুমড়া ২৪৩।

অগ্নিবুদ্ধিকরণে—আদা ৫৪১; আম আদা ৫৩৬; কাবাবচিনি ৪৬৪; গাঁজা ৫০৭;
তোপচিনি ৫৬০; হিঙ্গু ২৫৬; চিতা ৩০১।

অগ্নিমান্দের্য—কালমেঘ ৪১২; শালুক ২৩; মহানিষ ৯৩; হরীতকী ২০৬।

অঙ্গুলির কড়ায়—জাঁতি ৩১৭।

অজীর্ণে—আমলকী ৫০০; কুড় ২২৩; চিতা ৩০১; গাঁজা ৫০৭; ছাতিম ৩২৬; ছোলা ১৫৬;
জোয়ান ২৫৩; দাড়িষ ২২৪; ধুতুরা ৩৮৩; নারিকেল ৫৭৬; পাথরচূর ৪৩৫;
বাগভেরেন্দা ৪৯১; শতমূলী ৫৬২; শ্বেতবচ ৫৮৭; লবঙ্গ ২১৬; হিঙ্গু ২৫৬;
হরিতকী ২০৬।

অণুকোষ-বেদনায়—একশিরা দ্রষ্টব্য।

অতিক্ষুধানিবারণে—ডুমুর ৫১৩।

অতিনিদ্রায়—মরিচ ৪৬৩।

অতিরজে—কাঞ্চন ১৪৬; বনগকড়া ২২৬; ভৃঙ্গরাজ ২২৭; কাঁটানটে ৪৪২।

অতিসারে—কুল ১০৮; কুরচি ৩২৮; ধাতকী ২২২; নিম্বা ১৪; পুঁইশাক ৪৫৩;
বহেড়া ২০৫; মহাবরীবচ ৫৪৩; মহুয়া ৩০৭।

অনিদ্রায়—নিদ্রানাগে দ্রষ্টব্য।

অন্তর্দাহে—ধনে ২৫৪।

অপস্মারে (ভূগী)—অগস্তি ১৮১; পাথরচূর ৪৩৫; ছাঁচিকুমড়া ২৩৭; জটামাংসী ২৭৮;
রহন ৫৬৭; শ্বেতবচ ৫৮৭; শতমূলী ৫৬২; মুখা ৫৯৬; রিঠা ১১৭; আকরকরা
২৮৬; বিরমী ৩৯২।

অবসাদ-করণে—খোয়াসানী জোয়ান ৩৮৭।

* পৃষ্ঠার সংখ্যা উল্লিখিত হইল।

৬৮০

ভারতীয় বনৌষধি

অভিঘ্রাণ্ডে (চক্ষুশ্রাব)—রেড়ি ৪২৩; কটিকারী ৩৭৮।

অগ্নিপিত্তে—পারুল ৪০২; ঘণ্টাপারুল ৩২১; জাম ২১১; ডং করঞ্জা ১৭৪।

অগ্নিরোগে—আমরুল ৭২; সরিষা ২২; রক্তপিট ১০৭; আমড়া ১২৮; কালমেঘ ৪১২; মরিচ ৪৬৩; কটকী ৩২৪; লবঙ্গ ২১৬; ইশেরমূল ৪৫৮।

অরুচিতে—সোন্দাল ১৫০; টাবানেবু ৮৩; তেঁতুল ১৮৫; দারিদ্ৰ ২২৪।

অর্দ্ধশিরশুলে—জগৎমানদন ৪১৭; বিড়ঙ্গ ৩০৫; বনশুকড়া ২২৬; গোলঞ্চ ১৫; অপরাজিতা ১৫৭; জাফরন ৫৫২।

অৰ্কুদ রোগে—বট ৫১০; পুঁইশাক ৪৫৩; ওল ৫৮৬; কাকনাসা ৪০২।

অর্শ রোগে—নিম্বা ১৪; কামরান্দা ৭৭; মূলা ৩১; নাগেশ্বর ৪২; শিমূল ৫৫; পদ্ম ২৩; দারু হরিদ্রা ২০; কাঞ্চন ১৪৬; কুলথ কলাই ১৬০; ডহর করঞ্জা ১৭৪; কুঁচিকাঁটা ১৬২; দস্তী ৪৮২; বেতো ৪৫২; পিপূল ৪৬০; পুঁইশাক ৪৫৩; বেগুন ৩৭৭; আকন্দ ৩৪১; তরুলতা ৩৭০; টহরী ৩৬২; কুচিলা ৩৫৩; পেঁপে ২২৮; চিল্লা ২২৭; ধাতকী ২২২; চিতা ৩০১; কুকুরচূড়া ২৭২; তালমূলী ৫৫৪; দেবদারু ৫২৭; ওল ৫৮৬; রস্তন ৫৬৭; মাজুফল ৫২৩; কচু ৫২০; মনসা ৪৮৭; শতমূলী ৫৬২; টোকা পানা ৫২১; ওল ৫৮৬।

অর্শের রক্তশ্রাব নিবারণে—দূর্ধা ৬০৫।

অশ্মরীভেদকরণে—গোক্ষুর ৭৫।

অশ্মরী রোগে (পাথরী)—গাব ভেরেন্দা ৪২৩; কাবাবচিনি ৪৬৪; বৃহতী ৩৮০; পদ্মক ১২৬; করবী ৩৩৩; বড় বেত ৫৮২; কটিকারী ৩৭৮; হরিতকী ২০৬; কুম্ভফল ২৮২; পেঁয়াজ ৫৬৬; জয়পাল ৪৮৪; কমলাগুঁড়ি ৪২৭; আঙ্গুর ১১৪; মূলা ৩১; অশোক ১৭২।

অস্থিভঞ্জে—হাড়ঘোড়া ১১২; অর্জুন ২০৩; অঞ্জন ২১২; তেঁতুল ১৮৫; মেহেন্দী ২২১; মূর্গা ৫৫৬।

অহিফেন বিষে—জিঙল ১২৪; কাঁঠাল ৫০৬; এরণ্ড ৪২৫; কলমী ৩৬৮; খদির ১২৬; কদলী ৫৪৮।

অহিফেন সেবন-নিবারণে—মালকাউনী ১০৫।

আ

আক্ষেপে—চন্দন বেতো ৪৫২; শ্বেত ছড়ছড়িয়া ৩৬; ধুতুরা ৩৮৩; কালবালা ২৮০; নাগদমনী ২৮৭; গন্ধ ভাঙ্গলিয়া ২৭১; হিঙ্গু ২৫৬; জাফরন ৫৫২; শতমূলী ৫৬২; শ্বেত বচ ৫৮৭; খোয়াসানী জোয়ান ৩৮৫।

আগাছা-নাশে (জমির)—বাসক ৪০২।

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী

৬৮১

আঘাত-জনিত বেদনায়—তৈতুল ১৮৫; আম্রলাতমী ১০১; বন চালিদা ১০২;
হাড়ঘোড়া ১১২।

আঙ্গুল-হাড়ায়—কানুর ৫৫৬; গামার ৪৩০।

আবিরে—শট ৫৩২।

আমাশয়—পদ্ম ২৩; কাকমাচি ৩৭৫; কালজাম ২১৪; রঙ্গন ২৬৬; শেওড়া ৫১২;
আদা ৫৪১।

আগবাতে—পুনর্গবা ৪৪১; আদা ৫৪১; শ্বেতবচ ৫৮৭; সোন্দাল ১৫০; শেওড়া ৫১২।

আয়ুর্দ্ধিতে—হরিতকী ২০৬; নাগবলা ৬৬; বিরমী ৩২২; অশ্বগন্ধা ৩২০; ভেলা ১২৬;
খুলকুড়ি ২৫১।

আর্তব নাভে (ঋতু)—জবা ৫২; জ্যোতিষতী ১১৫; অশোক ১৭২; খুলকুড়ি ২৫১;
মদন ২৭৩; কুঁচিলা ৩৫৩; গন্ধুর ৪০৭; দুর্কা ৬০৫।

আলজিভ-বর্দ্ধনে—খদির ১৩৬।

আসেনিক বিষে—চায়া ৪৪৭; কলমী ৩৬৮; কদলী ৫৪৮; নীল ১৬৬।

ই

ইক্ষুমেহে—গণিয়ারী ৪২৬।

ইন্দুর বিষে—পুনর্গবা ৪৪১; শ্বেতকাঁটা ৪১৫; চাপানটে ৪৫০।

ইন্দ্রলুপ্তে (টাক)—কুঁচ ১৩৩; বৃহতী ৩৮০; চিচিঙ্গে ২৩২; কেশরাজ ২২১; তিল ৪০৫;
হংসপদী ৬১২; অগাঘাস ৬০১; লাদলিকা ৩৬৮, ৫৬৮; নারিকেল ৫৭৬; বিছুটা ৪২৬।

ইন্দ্রিয়-উত্তেজনায়—কাম উদ্দীপনে দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যে—ধ্বজভঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ইরিসেপলাসে—বড়হুনিয়া ৪৪; কালিবাঁট ৬১৮।

উ

উই-নাশে—সেগুণ ৪২৫।

উৎকাশে—ঘুঁড়ীকাশী দ্রষ্টব্য।

উত্তাপ-নিবারণে—বিহিনানা ১২৮; মুখা ৫২৬।

উত্তেজকে—ভেলা ১২৬।

উদরাময়ে—কাঞ্চন ১৪৭; হিমসাগর ২০০; বকম ১২০; চিরঞ্জি ১২৫; তুন ১০৩;
গোলঞ্চ ১৫; পদ্ম ২৩; বেল ৮০; পেটারী ৫৩; বোড়ানিষ ২২; চীনাবাদাম ১৪২;
পীতসাল ১৭৮; তিনিশ ১৬৮; খেসারী ১৬৬; বাবলা ১৩৫; শ্বেতমূর্গা ৪৪৮;
ইশপগুল ৪৪০; কাকতুলী ৩৫১; বিষ্ণুগন্ধি ৩৭২; নিখলী ৩৫৫; থিরনী ৩১১;

বন চিচিঙ্গে ২৩৩; কালজাম ২১৪; হিজল ২১১; হরিতকী ২০৬; পানিকল ২২৭;
ইন্দ্রায়ণ ২৩০; অর্জুন ২০৩; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭; পিরআলু ২৭৪; গন্ধভাঙ্কলিয়া ২৭১;
বট ৫১০; কাঞ্চন ১৪৭; আম আদা ৫৩৬; দূর্কা ৬০৫; গাঁজা ৫০৭; বাগভেরেন্দা
৪২১; শতমূলী ৫৬২; সালই ২৪।

উদররোগে—আকন্দ ৩৪১; পুনর্নবা ৪৪১; ভূই কুমড়া ২৩০; থুলকুড়ি ২৫১; সনলা ৫০৪;
করকুশ ৬২১; নটে ৪৫০।

উদ্ভেদ-নাশে—অপরাজিতা ১৫৭।

উন্মাদে—অপরাজিতা ১৫৭; ধারমাক ৪১৮; ধুতুরা ৩৮৩; বকুল ৩০২; তাল ৪৭৮; বলা
৭৫; বিরমী ৬২২; শঙ্খপুষ্পী ৬৫৬; বচ ৫৪৩; ইন্দ্রবারুণী ২৪০।

উপদংশে—নির্ঝিষা ৬, লঘুকর্ণী ৬; গুড়কামাই ৩৭৫; ভেলা ১২৬; কালকেসেন্দা ১৫২;
মজিনা ১২২; কালমেঘ ৪১২; কাঁটাকাঁটা ৪১৪; বাতগ্রী ৪২৩; কিরামার ৪৫২;
কাবাবচিনি ৪৬৪; অনন্তমূল ৩৪২; অঞ্জন ২১২; আকোড় ২৬১; কেশুরিয়া ২২০;
দূর্কা ৬০৫; রাস্না ৫২২; তাল ৫৮০; মূর্গা ৫৫৬; তোপচিনি ৫৬০; জটালঙ্কা ৪৮৮;
রক্তচিটা ৩০৪; সালই ২৪; নিষ ২৭; পালতে মাদার ১৬৪; থুলকুড়ি ২৫১।

উরুস্তম্ভে—সোন্দাল ১৫০; ডহর করঞ্জা ১৭৪; ছাঁচিবেত ৫৮২; সূতুনী ৬৫১; আকন্দ
৩৪১; কাকমাচী ৩৭৫; শুঁট ৫৪১; সরিষা ২২; বেতোশাক ৪৫২; পিপুল ৪৬০;
পটোল ২৩১।

ঋ

ঋতুকরণে—জবা ৫২; পলাশ ১৪৩; পালতে মাদার ১৬৪; খসখস ৬১৮; তিল ৪০৫;
মরিচ ৪৬৩; বড়গন্ধুর ৪০৪; ইশের মূল ৪৫৮; পেঁয়াজ ৫৬৬; কুচিলা ৩৫৩;
জটামাংসী ২৭৮; নামুতি ২৮৪; কালা ৪০৭; ইন্দ্রায়ণ ২৩০; জাফরন ৫৫২;
তোপচিনি ৫৬০; ইশবাঁধ ৮২; শলুফা ২৬০; কুটজ ৩২৮; থুলকুড়ি ২৫১;
দূর্কা ৬০৫।

ঋতুনাশে—পলাশ ১৪৩; রিঠা ১১৮; জ্যোতিষ্মতী ১১৫; তুলা ৫৭; ভাদ্রা ১৬৫;
নীলনিম্বা ৪২২; পিপারমেন্ট ৪৩৭; কটিকারী ৩৭৮; ছাগলবাটা ৩৪৬;
কুরচি ৩২৮; মঞ্জিষ্ঠা ৩৭৫; গাবভেরেন্দা ৫১১; পালতে মাদার ১৬৪; অশোক ১৭২;
নাগদমনী ৩১৭।

ঋতুরোগে—লোধ ৩১৩; অশোক ১৭২; কুশ ৬২৭; লালমূর্গা ৪৪২; শিমূল ৫৫; হাড়ঘোড়া
১১২; থুলকুড়ি ২৫১; জাঁতি ৩১৭; অঞ্জন ২৪৫; গড়গড় ৬৪৩; ঘৃতকুমারী ৬৪৪;
চন্দন ৪৭৭।

ঋতুস্বভায়ে—হলকসা ৪৩৮; হংসরাজ ৬১২; হাড়ঘোড়া ১১২; আলকুনী ১৭০;
থুলকুড়ি ২৫১; কাঠাল ৫০৬; শেওড়া ৫১২; কাকমাচি ৩৭৫; দূর্কা ৬০৫।

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী

৬৮৩

এ

একশিরায়—জ্বরন্তি ১৮০; শেওড়া ৫১২; চালতা ২; কাকমাচী ৩৭৫; তামাক ৩৮৭;
কাঁঠাল ৫০৬।

ক

কটবেদনায়—কটীকারী ৩৭৮; পিপুল ৪৬০; হরিতকী ২০৬; বট ৫১০; গাবভেরেণ্ডা
৪২৩; সজিনা ১২২; শুপারী ৫৭৫।

কড়ায় (পদের)—জ্বাঁতি ৩১৭;

কণ্ঠরোগে—দশবাহ ৫৫৩; হরিতকী ২০৬।

কর্ণরোগে—মাকাল ২২২; বেগুন ৩৭৭; অশ্বথ ৫১৩; গাবভেরেন্দা ৪২৩; পৈয়াজ
৫৬৬; শ্বেতবচ ৫৪৩; গিমা ২৫০; মোরী ২৫২; সজিনা ১২২; ভূজপত্র ৫২২;
সুখদর্শন ৫৫৭; কেয়া ৫৮৪; কটকল ৫২০; অপরাঞ্জিতা ১৫৭; কদলী ৫৪৮; লতা-
ফটকী ১১৫; ধুতুরা ৩৮৩; নিশিন্দা ৪২৮; শতাবরী ৫৬২।

কর্তন-জনিত রক্তস্রাবে—রক্তস্রাব নিবারণে দ্রষ্টব্য।

কনেরায়—পিয়ারা ২৪৪; কুচিলা ৩৫৩; লঙ্কা ৪০০; পিপারমেন্ট ৪৩৭; ইশের মূল ৪৫৮;
অপামার্গ ৪৪৫; ভূত্বণ ৬২২; গাঁজা ৫০৭; বড়এলাচ ৫৪৫; আয়াপান ২৮৫;
কুড় ২২৩; করলা ২৪৫; আলকুশী ১৭০; রিঠা ১১৮; অহিফেন ২৪; বেল ৮০;
গুড়কামাই ৩৭৫; হিঙ্গু ২৫৬; কুকসিম ২৮৫; অমোঘা ৩৭৪; আদা ৫৪১।

কণ্ঠরজে—পাণলতা ১৫৮; জ্বাঁতি ৩৪০; দুর্ধা ১২৫; কুশ ৬২৭।

কাউর ঘায়ে—রজনীগন্ধা ৫৭০; বচ ৫৪৩।

কাকমারণে—মাকাল ২২২।

কাণবেদনায়—অর্জুন ২০৩; বকুল ৩০২; মাকাল ২২২; কৃষ্ণ-তুলসী ৪৩২; আকন্দ
৩৪১; শোনা ৪০০; অপামার্গ ৪৪৫; নিশিন্দা ৪২৮; মনসা ৪৮৭; শতমূলী ৫৬২;
হাড়ভাঙ্গা ১১২; হুড়হুড়িয়া ৩৫; আদা ৫৪১; লয়াকটকী ১১৫; পালতে মাদার
১৬৪; অশ্বথ ৫১৩।

কাণের পোকায়—বেগুন ৩৭৭।

কান্তি-বন্ধনে—তালমূলী ৫৫৪; কুড় ২২৩; মুড়মুড়িয়া ২২৮।

কাম-উদ্বীপনে—কৃষ্ণ ধুতুরা ৩৮৪; কৃষ্ণ তুলসী ৪৩২; কুলেখাড়া ৪০৭; ভূতুলসী ৪৩৭;
কাবাবচিনি ৪৬৪; কর্পূর ৪৭০; পলক জুই ৪১৮; শ্বেত কেরই ৪২০; পৈয়াজ ৫৬৬;
গাঁজা ৫০৭; স্বতকুমারী ৫৬৪; রোহন ১০২; গন্ধুর ৭৫; পেটারী ৩৩; শিমূল ৫৫;
কেসুরিয়া ২২০; হাকুচ ১৭৭; কুঁচ ১৩৩; পলাশ ১৪৩; চেহর ১৭২; কেয়া ৫৮৪;
কদলী ৫৪৮; কেউ ৫৪৫; সীম ১৬১; কর্কট ফদী ১২০; ১২১; লবঙ্গ ২১৬;
কুড় ২২৩; পালতেমাদার ১৬৪।

কামলায়—আমলকী ৫০০; ভূ-আমলকী ৫০২; অড়হর ১৪৯; ইক্ষু ৬১২; কেশুরিয়া ২৯০; গোলঞ্চ ১৫; স্বতকুমারী ৫৬৪; ঘোষালতা ২৩৫; জটামাংসী ২৭৮; তালমূলী ৫৫৪; ছুধলতা ৩৪৭; লাউ ২৩৪; নাগবল্লী ২৭০; পালংশাক ৪৫৩; দণ্ডী ৫০০; ভুঁই আমলা ৫০২; মঞ্জিষ্ঠা ২৭৫; শতমূলী ৫৬২; রেবান্দচিনি ৪৫৪; লটকন ৩৭; বৈচ ৩৯; সমুদ্র ২১২; সাবুনী ৪৩; হলকসা ৪৩৮; হাজার মনি ৫০৩।

কাশে—বিষ্ণুগন্ধি ৩৭২; কুচিলা ৩৫৩; কণ্টিকারী ৩৭৮; মরিচ ৪৬৩; পিপুল ৪৬০; নীল নিশিন্দা ৪২৯; বামুন হাটী ৪২২; আমলকী ৫০০; যষ্টিমধু ১৮৭; কটফল ৫২০; অর্জুন ২০৩; তুলসী ৪৩২; অশ্বথ ৫১১; আদা ৫৪১; এরণ্ড ৫১১; সোন্দাল ১৫০; ধনে ২৫৪; মুখা ৫২৬; মূল্য ৩১; বৃহতী ৩৮০।

কীটনাশে (ক্ষতের)—আতা ১১; কাকমারি ১৩; টোকাপানা ৫৯১; টোলসমুদ্র ১১০; শ্বেত বচ ৫৮৭; কুড় ২৯৩; ডঃ করঞ্জা ১৭৪; নিশিন্দা ৪২৮; কিরামার ৪৫৯; রসুন ৫৬৭।

কুকুরবিষে (পাগল)—হাতিগুঁড়া ৩৬১; লাদলিকা ৩৬৮; আকন্দ ৩৪১; অপামার্গ ৪৪৫; গন্ধনাকুলি ২৭০; যজ্ঞডুম্বর ৫১৩; বাঁশ ৬২৩; বারসদ ৮৮; সজিনা ১২৯; ছাঁচি বেত ৫৮৩; হংসপদী ৬৪৬; সর্পাক্ষী ২৯০; কাকমাটী ৩৭৫।

কুরণ্ডে—বামুন হাটী ৪২২; লজ্জাবতী ১৬৮; আকন্দ ৩৪১।

কুষ্ঠে—রক্তচিতা ৩০৪; অসন ২০৯; বিড়ে ২৩৪; পটোল ২৩১; ভুইকুমড়া ২৩০; নীল কলমী ৩৬৭; পুনর্নবা ৪৪১; আকন্দ ৩৪১; মেহেদী ২২১; পিপুল ৪৬০; অণ্ডক ৪৭৩; দন্তী ৪৮২; বাসক ৪০৯; দেবদারু ৫২৭; ক্ষুদিওকড়া ৪৮৫; বিছুতী ৪৯৬; থুলকুড়ি ২৫১; সোমরাজ ২৮২; বাদাম ২৩২; কুরচি ৩২৮; আঁকোর ২৬১; কুড় ২৯৩; ডহর করঞ্জা ১৭৪; হরকুচ ৪১৪; চিতা ৩০১; কুঁচ ১৩৩; নাটী ১৮৮; ভেলা ১২৬; জয়াডুম্বর ৫১৭; বনপেয়াজ ৫৭১; মুর্কা ৫৪০; মহাবরী বচ ৫৪৩; শিশু ১৫৮; বিলাতী বাউ ৫২২; নিম্ব ৯৭; শেয়াল কাঁটা ২৮; চাউল মুগরা ৪০, ৪১; পুরাগ ৪৬; গর্জন ৫২৪; প্রিয়ঙ্গু ৯৬; হিজলী বাদাম ১২২; করবী ৩৩৩; ছাতিম ৩২৬; লোধ ৩১৩; খদির ১৩৬; চাকুন্দে ১৫৪; ইক্ষুদি ৯২; রোহিতক ১০১; বাকুচি ২৮২; হরিদ্রা ৫৩৭।

কুমিনাষে—অতিবিষা ১; আকন্দ ৩৪১; আকোর ২৬১; আতমোরা ৬৮; আনারস ৫৫১; আত্র ১২৩; আলকুশী ১৭০; আঁশফল ১১৯; ইল্রায়ন ২৩০; করলা ২৪৫; কাকতুণ্ডী ৩৫১; কালকেন্দা ১৫২; কালজাম ২১৪; কালমেঘ ৪১২; কিরামার ৪৫৯; কুকসিম ৩৮৫; কেশুরিয়া ২৯০; খোরাসানী যোয়ান ৩৮৫; গন্ধবিরেজা ৫২৫; গামার ৪৩০; ঘেঁটু ৪২১; চিরেতা ৩৫৭; ছাঁচিকুমড়া ২৩৭; ছাতিম ৩২৬; জয়পাল ৪৮৪; খেতকেরই ৪৯০; জৈত্রী ৪৬৬; যোয়ান ২৫৩; তিস্তরাজ ১০১; তুত ৫৪৮; তেঁতুল ১৮৫; কমলাগুঁড়ি ৪৯৭; তেকাটাসিজ ৫০৩; দাড়িম্ব ২২৪; নারিকেল ৫৭৬;

বাধি অনুযায়ী সূচী

৬৮৫

নাটা ১৮৮ ; নিশিন্দা ৪২৮ ; নীলকলমী ৩৬৭ ; পলকজুই ৪১৮ ; পলাস ১৪৩ ;
পালতে মাদার ১৬৪ ; পেঁপে ২২৮ ; চিচিঙ্গে ২৩২ ; বন জোয়ান ২৫২ ; বড়লুনিয়া
৪৪ ; বাবুই জুলসী ৪৩৪ ; বিড়দ ৩০৫ ; ভেলা ১২৬ ; মাকড়শাল ৫০ ; মুক্তাবুরী
৪৭২ ; রহন ৫৬৭ ; রহন বেল ২১১ ; লাদলিকা ৫৬৮ ; শুপারী ৫৭৫ ; সোন্দাল ১৫০ ;
সজিনা ১২২ ; সোমরাজ ২৮২ ; শেফালিকা ৩১২ ; সেগুন ৪২৫ ; হলকসা ৪৩৮ ;
হরিদ্রা ৫৩৭ ; হিঙ্গু ২৫৬ ; হিঙ্গন ২২ ; হুড়হুড়িয়া ৩৫ ; হাকুচ ১৭৭ ; ছাতিম ৩২৬ ।
কেশ-কৃষ্ণকরণে—জটামাংসী ২৭৮ ; রহন ৫৬৭ ; তিল ৪০৫ ; সোনামুখী ১৫৫ ; কেশুরিয়া
৩২০ ; ভূদরাজ ২২৭ ; রাখাল শশা ২৪০ ।

কেশ-নাশে—কুহুম ফুল ২২৮ ; আকন্দ ৩৪১ ।

কেশ-বর্দ্ধনে—কেশরাজ ২২১ : কাকরোল ২৪৪ ; বিয়ুগন্ধী ৩৭২ ; আকাশ বেল ৪৭১ ;
কুড় ২২৩ ; হংসপদী ৬৪৬ ; কেশুরিয়া ২২০ ; মুড় মুড়িয়া ৩২৬ ; জবা ৫২ ; জয়ন্তী
১৮০ ; তিল ৪০৫ ।

কেশের পোকা-নাশে (উকুন)—ইশবান ৮২ ; কুড় ২২৩ ।

কোষ্ঠ-বন্ধে—বকুল ৩০২ ; বিরমী ৩২২ ; পান ৪৬২ ; জয়পাল ৪৮৪ ; মানক ৫৮২ ;
ইন্দ্রায়ণ ২৩০ ; ফণিগণনা ২৪৮ ; কাকন ১৪৬ ; ভেলা ১২৬ ; সোণামুখি ১৫৫ ; ছোলা
১৫৬ ; বেল ৮০ ; ঘৃতকুমারী ৫৬৪ ; সরিষা ২২ ।

ফতে—হুড়হুড়িয়া ৩৫ ; তুলা ৫৭ ; পুন্নাগ ৪৬ ; কনকচাঁপা ৬২ ; সেয়াকুল ১০৭ ; আঁতমোরা
৬৮ ; আসসেগড়া (পারাজনিত) ৮৭ ; জিঙল ২২৪ ; কুঁচ ১৩৩ ; পাথর কুঁচি ১২২ ;
হিমসাগর ২০০ ; কৃষ্ণশিরীষ ১৪০ ; পালতেমাদার ১৬৪ ; বাবলা ১৩৫ ; লাল ভেরেন্দা
৪২২ ; পুত্রজীব ৪২৫ ; কেতকী ৫৮৪ ; সজিনা ১২২ ; পেঁয়াজ (গলার) ৫৬৬ ; মুখা
৫২৬ ; কচু ৫২০ ; ধারকরলা (সর্পাঘাত জনিত) ২৬৬ ; বনপালং (পোড়া) ৪৫৬ ;
ইন্দুদি ২৩ , পীতশাল ১৭৮ ; হরিতকী ২০৬ ; নিশিন্দা ৪২৮ ; কমলাগুঁড়ী ৪২৭ ।

ফতে (বিষাক্ত)—কুম্ভী ২১৩ ; টগর ৩৪০ ; ঈশলাঙ্গুল ৩৫২ ; আকন্দ ৩৪১ ; নিশিন্দা
৪২৮ ; তামাক ৩৮৭ ; অগুরু ৪৭৩ ; গামার ৪৩০ ; কাঁটারকাঁটা ৪১৪ ; হরিতকী ২০৬ ;
কুমারী (ভেলবিষে) ২৪৮ ; কুহুম ফুল ২২৮ ; আচ ২৭৭ ; মঞ্জিষ্ঠ ২৭৫ ; করবী
৩৩৩ ; কুল ১০২ ; জিঙল ২২৪ ।

ফয় কাশে—ছাঁচি কুমড়া ২৩৭ ; অশ্বগন্ধা ৩৪১ ; মান্দা ৪৭৬ ; বাসক ৪০২ ; অসন ২০২ ;
অজ্জুন ২০৩ ; আকোর ২৬১ ; কুরচি ৩২৮ ; ত্রিকাটা গাঁতি ৩২২ ; আমলকুচি ১১৪ ;
নাটা ১৮৮ ; গোলাপ ১২৬ ; বাঁশ ৬২৩ ; নারিকেল ৫৭৬ ; তালিশ পত্র ৫২৫ ;
কাকজঙ্ঘা ১১১ ; সালেব মিসরী ৫৩১ ; আঙ্গুর ১১৪ ; কাকড়াহন্দী ১২০ ;
নাগবলা ৬৬ ।

মুধানাশে—অগ্নি বৃদ্ধি করণে দ্রষ্টব্য ।

মুধা-বর্দ্ধনে—অগ্নি বৃদ্ধি করণে দ্রষ্টব্য ।

গা

গনোরিয়া রোগে—কাবাবচিনি ৪৬৪ ; গোলঞ্চ ১৫ ; ওলোটকম্বল ৬৬ ; শিয়ালকাঁটা ২৮ ;
টেঁড়স ৫৮ ; চাউলমুগরা ৪০ ; গর্জন ৫২ ; বড়লুনিয়া ৪৪ ; লটকন ৩৭ ; পুমাগ ৪৬ ;
কালকসেন্দা ১৫৩ ; গুয়েবাবলা ১৩৭ ; বননীল ১৮৩ ; ডঃ করঞ্জা ১৭৪ ; খদির
১৩৬ ; গামার ৪৩০ ; মরিচ ৪৬৩ ; দারুচিনি ৪৬৮ ; পুঁই ৪৫৩ ; ভূ-তুলসী ৪৩৭ ;
বাবুই তুলসী ৪৩৪ ; চন্দন ৪৭৭ ; কাকমাচি ৩৭৫ ; কটিকারী ৩৭৮ ; কাকতুলী ৩৫১ ;
বনটেপারী ৩৮২ ; মাকাল ২৩০ ; বাদাম ২০৬ ; অঞ্জন ২১২ ; রজন ২৬৬ ; গুলচিনি
২২০ ; শ্বেত কেরই ৪২০ ; তেকাটা সিঙ্গ ৫০৩ ; গাবভেরেন্দা ৪২৩ ; শটি ৫৩২ ;
হোগলা ৫৮৫ ; তালমূলী ৫৫৪ ; বড় এলাচ ৫৪৫ ; ইক্ষু ৬১২ ; লাদ্ধলিকা ৫৬৮ ;
গন্ধবিরেজা ৫২৫ ; গাঁজা ৫০৭ ; বড় কেরই ৪৮২ ; অশ্বথ ৫১১ ; হিচা ২২২ ;
বনগুড় ২২৬ ; গন্ধুর ৪০৭ ।

গরুর গলাফুলায়—কেশুরিয়া ২২০ ।

গরুর পেটফুলায়—সর্বজয়া ৫৪৭ ।

গরুর প্রসব-করণে—বাঁশ ৬২৪ ।

গরুর ক্ষন্দক্ষতে—আমলতা ১১৩ ।

গর্ভকরণে—অশ্বগন্ধা ৩৪১ ; তোপচিনি ৫৬০ ; পুত্রঞ্জীব ৪২৫ ।

গর্ভকালীন বমনে—চিরেতা ৩৫৭ ।

গর্ভ-নিবারণে—জয়ন্তি ১৮০ ; কুঁচ ১৩৩ ; ধোঁরাসানী জোয়ান ৩৮৫ ; লবঙ্গ ২১৬ ;
পান ৪৬২ ।

গর্ভপাত নিবারণে—নাটা ১৮৮ ; চাকুলিয়া ১২২ ; পদ্মক ১২৬ ; কেতকী ৫৮৪ ; লোধ
৩১৩ ; হিঙ্গু ২৫৬ ; দাড়িম্ব ২২৪ ; আমলকী ৫০০ ।

গর্ভপ্রাবে—গরুরচাপা ৩৩২ ; কালজীরা ৮ ; তুলা ৫৭ ; খদির ১৩৬ ; ভেলা ১২৬ ; কুঁচ
১৩৩ ; সজিনা ১২২ ; ইশের মূল ৪৫৮ ; হাপরমালি ৩৩৮ ; শিরশী ৩১১ ; করবী
৩৩৩ ; পেপে ২৮৮ ; মদন ২৭৩ ; চিতা ৩০১ ; আনারস ৫৫১ ; কুমারী ৫৬১ ;
রিঠা ১১৭ ; গাব ৩১২ ; ইশবাঁধ ৮২ ।

গলগণ্ডে—অপরাজিতা ১৫৭ ; থুলকুড়ি ২৫১ ।

গলা ফুলায় (ডিপ্‌থিরিয়া)—আসসেওড়া ৮৭ ; চিরঞ্জি ১২৫ ; লাল ভেরান্দা ৪২২ ।

গলা বেদনায়—আম্র ১২৩ ; বামুনহাটা (গণ্ডমালায়) ৪২২ ; পান ৪৬২ ; পিপারমেন্ট
(গণ্ডমালায়) ৪৩৭ ; লাল ভেরেন্দা ৪২২ ; কাঁঠাল ৫০৬ ; রজন ২৬৬ ; পলাশ
১৪৩ ; কাঞ্চন ১৪৬ ; লবঙ্গ ২১৬ ।

গাত্র-বেদনায়—জর বেদনা দ্রষ্টব্য ।

গুন্ডা রোগে—তিক্তরাজ ১০১ ; তেঁতুল ১৮৫ ; কেশ ৫৮৪ ; আমলকী ৫০০ ; শুঠ ৫৪১ ;
ত্রিবৃৎ ৩৬২ ; কমলাগুড়ী ৪২৭ ; জোয়ান ২৫৩ ।

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী

৬৮৭

গেটেবাত্তে—দোপাটি ৭২; সজিনা ১২২; রঞ্জন ১৩৪; বেগুন (গৃধসী) ৩৭৭; করলা ২৪৫; শেফালিকা ৩১২; গন্ধভাধুলিয়া ২৭১; জয়পাল ৪৮৪; করকুশ ৬০১; পিটুলী ৫০৪।

গৃধসীতে (কটিবাত)—নিম্ব ২৭; কুঁচ ১৩৩; পিপুল ৪৬০; শিউলী ৩১২; শিমুল ৫৫।
 গ্রহণী রোগে—চাঁপানটে ৪৫০; কটকী ৩২৪; মহুয়া ৩০০; কেসরদাম ২২৬; কেলিকদম্ব ২৬৫; সিদ্ধি ৫০৭; তালিসপত্র ৫২৫; মান ৫৮২; অসন ২০২; চিতা ৩০১; আদা ৫৪১।

ঘ

ঘর্ম-করণে—কাকমাচি ৩৭৫; কুকসিম ২৮৫; কাজুপট ২১৮।

ঘর্ম-নিবারণে—কুঠিকলাই ১৬০।

ঘুঁড়িকাশি (উৎকাশি)—ডঃ করঞ্জা ১৭৪; সজিনা ১২২; হালিম ৩২; কাঁটানটে ৪৪২; পিপারমেন্ট ৪৩৭; পাকল ৪১২; অনন্তমূল ৩৬২; ফনিমনসা ২৪৮; হিন্দু ২৫৬; তাল ৪৭৮; লবঙ্গ ২১৬।

চ

চক্ষু উঠায়—আকন্দ ৩৪১; দারুহরিদ্রা ২০; মস্তুর ১৬৩; শিরীষ ১৩২; হাতিশুঁড়া ৩৬১; মনসা ৪৮৭; মূর্গা ৫৫৬; বহেড়া ২০৫; হিজল ২১১; বেল ৮০; ভুঁই আমলা ৫০২; সজিনা ১২২; কুঠিকলাই ১৬০; পাল্তেমাদার ১৬৪।

চক্ষু-প্রদাহে—কদম্ব ২৬২; আমলকী ৫০০; ভুঁই আমলা ৫০২; সজিনা ১২২; বহেড়া ২০৫; নিম্বলী ৩৫৫।

চক্ষু-রোগে—আকন্দ ৩৪১; লঘুকর্ণী ৫; পলাস ১৪৩; সজিনা ১২২; বক ১৮১; পালতে মাদার ১৬৪; মূর্গানী ১৭১; কৃষ্ণশিরীষ ১৪০; পীতপাপড়া ৪১৮; পান ৪৬২; খোরাসানী-জোয়ান ৩৮৫; বড় গোস্কুর ৪০৪; কাকমাচী ৩৭৫; হাতিশুঁড়া ৩৬১; নিম্বলী ৩৫৫; কটিকারী ৩৭৮; অনন্তমূল ৩৪২; টগর ৩৪০; লোধ ৩১৩; দাদমারি ২২০; গান্ধা ২২২; নাগবল্লী ২৭০; হরিদ্রা ৫৩৭; ঘৃতকুমারী ৫৬৪; কেয়া ৫৮৪; মান কচু ৫৮২; গোলাপ জাম ২১৫।

চর্ম আরক্তকরণে—কাকড়াশুঙ্গী ১২০; পলাস ১৪৩; দাদমারি ২২০।

চর্মরোগে—জল্লী বাদাম ৭০; রক্তপীট ১০৭; খদির ১৬৬; ভেলা ১২৬; বকম ১২০; কালকেসেন্দা ১৫২; রক্তচন্দন ১৩৪; কাকমারি ১৩; পীতশাল ১৭৮; গিলা ১৬২; ডঃ করঞ্জা ১৭৪; আকন্দ ৩৪১; জাঁতি ৩১৭; অনন্তমূল ৩৪২; মেহেদী ২২১; দাদমারি ২২০; জল মহুয়া ৩০৮; সোমরাজ ২৮২; কেশুরিয়া ২২০; মঞ্জিষ্ঠা ২৭৫; হাতিম ৩২৬; তাল ৫৭২; হাজরমনি ৫০৩; চাকুন্দে ১৫৪।

ছ

ছুলী-রোগে—নীলকাঁটা ৪১৬ ; মূলা ৩১ ; কদলী ৫৪৮ ।

জ

জননযন্ত্রের রোগে—গাবভেরেন্দা ৪২৩ ; কুমারিকা ৫৬১ ; তোপচিনি ৫৬০ ; টেঁড়স ৫৮ ;

ইশবাঁধ ৮২ ; সাবুনী ৪৩ ; ভেলা ১২৬ ; সজিনা ১২২ ; কাবাবচিনি ৪৬৪ ।

জীবাণু নাশে—বাসক ৪১২ ।

জোলাপে—আলোকলতা ৩৭৩ ; জটালদা ৪৮৮ ; কৃষ্ণচূড়া ১২০ ; অন্তমূল ৩৫২ ; নীলকলমী ৩৬৭ ; তহরী ৩৬২ ; হরিতকী ২০৬ ; হাজরমনি ৫০৩ ; পিলু ৩২৩ ; পলাস ১৪৩ ; সোন্দাল ১৫০ ।

জোঁকধরায়—হরিদ্রা ৫৩৭ ।

জ্বর-নাশে—বিছুটা ৪২৬ ; তালমূলী ৫৫৪ ; খয়ের ১৩৬ ; রোহন ১০২ ; নিম্ব ৯৭ ; বারসম ৮৮ ; ইশবাঁধ ৮২ ; গোরক্ষচাকুলে ৬৬ ; নাগবলা ৬৬ ; শালপানি ১৫২ ; কালকেসন্দা ১৫২ ; পলাস ১৪৩ ; টৌরী ১২২ ; জয়ন্তি ১৮০ ; তিনিশ ১৬৮ ; সোন ৪০০ ; বিষ্ণুগন্ধী ৩৭২ ; পটোল ২৩১ ; চিরতা ৩৫৭ ; সমুদ্র ২১২ ; করবী ৩৩৩ ; অর্জুন ২০৩ ; জারুল ২২৩ ; হিজল ২১১ ; কুইনাইন ২৬৩ ; কলকেফল ৩৩৬ ; কদম্ব ২৬২ ; কুকুর কট ২৭৮ ।

জ্বরে অবিরাম—বৈচ ৩২ ; গোরক্ষ আমলি ৬২ ; লক্ষা ৩৮৩ ; মনসা ৪৮৭ ; রোহণ ১০২ ; বিষ্ণুগন্ধী ৩৭২ ; কাল বালা ২৮০ ; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭ ; নিম্ব ৯৭ ; টৌরী ১২২ ; শেফালিকা ৩১২ ।

,, উত্তাপনিবারণে—উত্তাপনিবারণে দ্রষ্টব্য ।

,, কম্প—বন শুলফা ২২ ; ঈশের মূল ৪৫৮ ।

,, জীর্ণ—পীতবেড়েলা ৬৪ ।

,, পালা—করবি ৩৩৩ ; কুকসিম ২৮৫ ; শিরীষ ১৩২ ; বক ১৮১ ; চাকুলিয়া ১২২ ।

,, পিত্তজনিত—যষ্টিমধু ১৮৭ ; ধাতকী ২২২ ; শেফালিকা ৩১২ ; অতিবিষা ১ ; বন নারাদা ৭৮ ; সুপেটা ৩৩৩ ।

,, বিষম—শেফালিকা ৩১২ ; দন্তী ৪৮২ ; ভূমিকুমড়া ২৩০ ; আঁদা ৫৪১ ; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭ ; চিরতা ৩৫৭ ; চন্দন ৪৭৭ ; কটকী ৩২৪ ; বাসক ৪০২ ; নারিকেল ৫৭৬ ; পটোল ২৩১ ।

,, বেদনায়ুক্ত—বিছুটা ৪২৬ ; রক্তপিঠ ১০৬ ; মদন ২৭৩ ; আয়্যাপান ২৮৫ ; ভাড়া ১৬৫ ; রেবান্দচিনি ৪৫৪ ।

,, ম্যালেরিয়া—শালপানি ১৫২ ; দারুহরিদ্রা ২০ ; অতিবিষা ১ ; নাটা ১৮৮ ; নিম্ব ৯৭ ;

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী

৬৮৯

কাঞ্চন ১৪৬; কালমেঘ ৪১২; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২; শেতবচ ৫৮৭; রামতুলসী ৪৩৩;
যষ্টিমধু ১৮৭; কুইনাইন ২৬৩; ইপিকাক ২২৭ক; কটকী ৩২৪।

জ্বরে সাধারণ—অগ্যধাস ৬০১; পানশিউলী ৫০৩; মুখা ৫২৬; দেবদারু ৫২৭; গোলক
১৫; চিক্রাশি ১০৪; গোস্কুর ৭৫; বেড়েলা ৬৩; জয়ন্তি ১৮০; বালী ৬০;
অপরাজিতা ১৫৭; পারুল ৪১২; বৃহতী ৩৮০; অন্তমূল ৩৫২; কটিকারী ৩৭৮;
তহরী ৩৬২; শেফালিকা ৩৪৪; চন্দ্রা ৩৩২; বনচিচিঙ্গে ২৩৩; বনলবঙ্গ ২২৫;
তরমুজ ২৪১; থুলকুড়ি ২৫১; ধনে ২৫৪।

” সান্নিপাতিক—কুলথ ১৬০; লক্ষা ৪০০; হরিতকী ২০৬; গোরক্ষচাকুলে ৬৬;
গনিয়ারি; ৪২৬; আমলকী ৫০০; ভৃঙ্গ ৬২২; কেউ ৫৪৫; ঘেঁটু ৪২১; কুহুরকট
২৭৮।

” সূতিকার—শালপানি ১৫২; মরিচ ৪৬৩; পেটারী ৫৩; পুনর্বা ৪৪১।

৩

—ঠুনকায়—স্তন ঠুনকা দ্রষ্টব্য।

ড

ডাইনী-নিবারণে (শিশুর)—গুয়েবাবলা ১৩৭; বামুনহাটী ৪২২।

ত

তড়কায়—গাঁজা ৫০৭; চন্দ্রা ৮; বাতরী ৪২৩; নাগদমনী ২৮৭; জটামাংসী ২৭৮;
কালকেসেন্দা ১৫২; উদ্-সালেম ৮।

তিমির দোষে—জুম ২৫; লালভেরেন্দা ৪২২; তিল ৪০৫।

তীর বিষাক্ত-করণে—কাঠবিষ ৩।

তুষায়—তিল ৪০৫; ধনে ২৫৪; নিষ ২৭; চাকুলিয়া ১২২; লবঙ্গ ২১৬; কদম্ব ২৬২;
মুখা ৫২৬।

ত্রিদোষ-নাশে—হরিতকী ২০৬; ভৃঙ্গপত্র ৫২২।

দ

দক্ষ রোগে—দাদমর্দন ১৫৪; চাকুলে ১৫৪; সজিনা ১২২; পেঁপে ২২৮; দাবিহুবি ৫৭২;
নারিকেল ৫৭৬; সৌদাল ১৫০।

দন্ত-কৃমিতে—নাগকেশর ৫০; লাউ ২৩৪; ছাতিম ৩২৬; আকন্দ ৩৪১; মনসা ৪৮৭;
নৌলবাটী ৪১৬; কাকজজ্বা ১১১।

দন্ত-বেদনায়—জয়ন্তী ১৮০; নিরুঁষি ৫; খদির ১৩৬; জিওল ১২৪; সজিনা ১২২;
পীতসাল ১৭৮; বাবলা ১৩৫; পুদিনা ৪৩৬; ধুতুরা ৩৮৩; আকন্দ ৩৪১;
কটিকারী ৩৭৮; টগর ৩৪০; পেয়ারা ২১৮; বকুল ৩০২; হিন্দু ২৫৬; ইন্দ্রযব ৩৩৫;

৬৯০

ভারতীয় বনৌষধি

আগমুখী ২৪৭; দুধকরবী ৩৩৫; কুরচী ৩২৮; মেছেতা ৩০০; বট ৫১০;
কটফল ৫২০; খেজুর ৫৮০; শুপারী ৫৭৫; মূর্গা ৫৫৬; পানশিউলি ৫০৩;
নেপালী ধনে ১১০; পালতে মাদার ১৬৪।

দাহে—বালা ৬০; খসখস ৬১৮।

দীর্ঘজীবন লাভে—চিতা ৩০১; থলকুড়ি ২৫১; অশ্বগন্ধা ৩২০; হরিতকী ২০৬;
ব্রাহ্মী ৩২২।

দুগ্ধ জমাট করণে—অশ্বগন্ধা ৩২০; চাঁদমালা ৩৫৮; মুখজালি ২০১; কুমুমফুল ২২৮;
টেপারী ৩৮২।

দৌর্বল্যে—মহানিষ ২৪; নিষ ২৭।

ঋ

ধবল কুষ্ঠে—বালা ৬০; রক্তচিতা ৩০৬।

ধুতুরা বিষে—আমরুল ৭২।

ধ্বজভঙ্গ-করণে—রঞ্জন ১৩৪; খদির ১৩৬।

ধ্বজভঙ্গে—শিমূল ৫৫; রঞ্জন ১৩৪; আলুবোথরা ১২৫; খদির ১৩৬; কুচিলা ৩৫৩;
রামতুলসী ৪৩৩; তুলসী ৪৩২; কুলঙ্গন ৫৩২; গাঁজা ৫০৭; হরিতকী ২০৬;
আকরকরা ২৮৬; তালমূলী ৫৫৪; শতাবরী ৫৬২।

ন

নখকুনীতে—ছাগল বটা ৭; চাঁপা নটে ৪৫০; হাপরমালি ৩৩৮; হরিতকী ২০৬;
ভুআমলকী ৫০২।

নাভি শূলে—মদন ৩০৭।

নাসা রোগে—তুলসী ৪৩২; বকুল ৩০২।

নাসিকার রক্তস্রাবে—দাড়িষ ২২৪; হর্ষা ৬২৫; ছুরালভা ১৪১; সীম ১৬১;
আত্র ১২৩; আমলকী ৫০০।

নিদ্রাকরণে—কাকজজ্বা ১১১; মরিচ ৪৬৩; স্নগ্ননী শাক ৬৫১; কুলেখাড়া ৪০৭।

নিদ্রা-নাশে—আতা ১১; কুলেখাড়া ৪০৭; অপামার্গ ৪৪৫; অশ্বগন্ধা ৩২০;
কাকজজ্বা ১১১; পুনর্ণবা ৪৪১; পিপুল ৪৬০; মরিচ ৪৬৩; বৃহতী ৩৮০।

প

পক্ষাঘাতে—আকরকরা ২৮৬; অগুরু ৪৭৩; রামতুলসী ৪৩৩; ডানকুনী ৩৫৬;
অনন্তমূল ৩৪২; মঞ্জিষ্ঠা ২৭৫; হরকুচ কাঁটা ৪১৪; জায়ীর ৮৫; সজ্জিনা ১২২;
তেলা ২৩২; তোপচিনি ৫৬০; কুমুম ১১৬; মেছেতা ৩০০; লালভেরেন্দা ৪২২।

রক্তন ৫৬৭; লাদলিকা ৫৬৮; পোন্দাল ১৫০; মাঘকলাই ১৭৩; কুঁচ ১৩৩;
পানলতা ১৫৮; নাটা ১৮৮।

পতিত স্তনে—স্তন পতনে দেখ।

পরিপাক-শক্তি-বৃদ্ধিতে—অঙ্গীর্ণ দ্রষ্টব্য।

পশুর কুমি-নাশে—বাতলী ৪২৩।

পশুর গায়ের কীট-নাশে—কাকসারি ১৩।

পশুর পাদদ্বিতে (এঁ সেরোগে)—দেবদারু ৫২৭।

পশুর বক্ষঃপ্রদাহে—মাকাল ২২২।

পশুর বলাধানে—চন্দ্রা ৮; গাড়ীকলাই ১৬২।

পশুর বসন্ত-নিবারণে—যজ্ঞদুগ্ধ ৫১৩।

পশুর বিষ-নাশে—দশবাহ ৫৫৩।

পশুর রক্ত আমাশয়ে—চালতা ২।

পশুর ক্ষক্কতে—শোনা ৪০০; আমললতা ১১৩; কুসুম ১১৬।

পাগলে—ডানকুনি ৩৫৬।

পাণ্ডুরোগে—তালিশপত্র ৫২৫; শতমূলী ৫৬২; মান ৫২২; যষ্টিমধু ১৮৭; দহী ৪৮২।

পায়ের কড়ায়—কড়ায় দ্রষ্টব্য।

পায়ের পাঁকুই রোগে—কটিকারী ৩৭৮; কাঁটারকাঁটা ৪১৪।

পালাজরে—জ্বর দ্রষ্টব্য।

পাঁচড়ায়—আলোকলতা ৩৭৩; বড়মাল্লা ৪৬১; জগৎ মদন ৪১৭; কুসুম ১১৬; টাপা

১১; পরস পিপুল ৬২; শেয়ালকাঁটা ২৮; চাউলমুগরা ৪০, ৪১; মাজুল ৫২৩;

করবী ৩৩৩; করমচা ৩২৪; কুসুমফুল ২২৮; হাপর মালি ৩৩৮; অশ্বথ ৫১১;

বাগ ভেরেন্দা ৪২১; বিছুতী ৪২৬; বনশণ ১৩২; বন নারাদা ৭৮।

পিত্তনাশে—হিংচা ২২২; তাল ৫৭২।

পিত্তশূলে—বেতো ৪৫২; ভূইকুমড়া (শূলে) ২৩০; মসন্দরী ৪২৫; তমাল ৪৮; গাব-

ভেরেন্দা ৪২৩; কালকেসেন্দা ১৫২; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭; মূর্গা (বমনে) ৫৫৬;

শতাবরী ৫৬২।

পিপাসা-নিবারণে—তৃণায় দেখ।

পিপাসা-নিবারণে—বিলিখি ৭৬; আমলকী ৫০০; মুখা ৫২৬; গরুর চাপা ৩৩২; ধনে

২৫৪; কদম্ব ২৬২; তুঁত ৫৪৮; চিরঞ্জি ১২৫; বড়হুনিয়া ৪৪।

পীনস রোগে—মরিচ ৪৬৩।

পুতনা রোগে—পেচো পাওয়া দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠত্রণে—তরুলতা ৩৭০; ছাগলবটা ৩৪৬; তাল ৪৭৮।

পৃষ্ঠ-বেদনায়—কুসুম ১১৬।

৪৪-1754B (1034B.)

৬৯২

ভারতীয় বনৌষধি

পেঁচোপাওয়ায়—খেতবচ ৫৮৭; শ্যামালতা ৩২৮; পালতেমাদার ১৬৪; শোনা ৪০০;
কুঁচ ১৩৩; বরুণ ৩৫; বৃহতী ৩৮০।

পেট-ফাঁপায়—জৈত্রী ৪৬৬; পিপারমেন্ট ৪৩৭; চৈ ৪৬৫; অশ্বগন্ধা ৩৯০; আলোকলতা
৩৭৩; চিতা ৩০১; বাতল্লী ৪২৩; চাপা ১১; কাঞ্চন ১৪৬; পলাশ ১৪৩;
মহাবরী বচ ৫৪৩; পিটুলী ৫০৪; কুলঞ্জন ৫৩২; করাহুশ ৬২১; দেবদারু ৫২৭;
বিড়ঙ্গ ৩০৫; ধনে ২৫৪; আগমুখী ২৪৭; শ্যামদলন ২৮৩; শলুকা ২৬০; বন জোয়ান
২৫২; তালমূলী ৫৫৪; ছোট এলাচ ৫৪৭; সজিনা ১২২; লবঙ্গ ২১৬; হিঙ্গু ২৫৬।

পেটবেদনায়—অপাগার ৪৪৫; পিটুলী ৫০৪; মুক্তাবুরি ৪৭৯; চিরেতা ৩৫৭; ষেঁটু ৪২১;
হাড় জোড়া ১১২; নাটা ১৮১; জটালকা ৪৮৮; পেঁয়াজ ৫৬৬; রঙ্গনবেল ২১১;
হিঙ্গু ২৫৬; বন ওকড়া ৩২৪; জটামাংসী ২৭৮; চন্দ্রা ৩৩২; আদা ৫৪১; লবঙ্গ
২১৬; আমলকী ৫০০।

পুত্রলাভার্থে—পলাশ ১৪৩; শতাবরী ৫৬২।

পুলটিসে—কাঁটানটে ৪৪২; বড়কল্ল ৩৬২; আমকল ৭৯; মসিনা ৭৯; গুড়কামাই ৩২;
সরিষা ২২; পলাশ ১৪৩; ভূঁইচাপা ৫৩৪; কাঞ্চন ১৪৬; তেঁতুল ১৮৫; আতা ১১।

পৃষ্ঠব্রণে—তাল ৪৭৮; লাঙ্গলিকা ৩৬৮; কুসুম ১১৬।

প্রদরে—কাবাবচিনি ৪৬৪; আত্র ১২৩; কয়েতবেল ৮৬; বেড়েলা ৬৩; পেটারী ৫৩;
খদির ১৩৬; শটা ৫৪৯; বট ৫১০; পাকুড় ৫১৭; যজ্ঞ ডুমুর ৫১৩; অসন
২০২; রঙ্গন ২৬৬; লোধ ৩১৩; কুষ্ঠিকলাই ১৬০; সোমরাজ (খেত প্রদর)
২৮২; গাব ৩১২; ভূমি আমলকী ৫০২; আলকুশী ১৭০; অশোক ১৭৯; কাঁটানটে
৪৪২।

প্রদাহিক কুলায়—অশ্বথ ৫১১; হিমসাগর ২০০।

প্রলাপ-নিবারণে—লক্ষা ৪০০।

প্রসব-করণে—বাসক ৪০২; জাফরন ৫৫২; তাল ৪৭৮; আকনাদি ১৪; সোন্দাল ১৫০;
গাজর ২৫৫; কুলেখাড়া ৪০৭।

প্রসব-বেদনা-বর্জনে—কিরামার ৪৫৯; গুয়েরগাঁদা ৪২৪; বাসক ৪০২; ঝিঠা ১১৮;
নিমুখা ১৪; সোন্দাল ১৫০; জাফরন ৫৫২; তাল ৪৭৮; সজিনা ১২২;
বাবুই তুলসী ৪৩৪; অহিফেন ২৪; বনওকড়া ৬১; চন্দ্রা ৩৩২; বননীল ১৮৩;
লাঙ্গলিকা ৫৮৭; গিলা ১৬২; কুলেখাড়া ৪০৭; গাজর ২৫৫।

প্রসবান্তিক শ্রাবে—বড় গোক্ষুর ৪০৪; গিমা ২৫০; ত্রিকাটাগাঁতি ৩২২; কুষ্ঠিকলাই
১৬০; হিঙ্গু ২৫৬; গিলা ১৬২; মঞ্জিষ্ঠা ৩০৪।

প্রসূতির পুত্র সন্তান লাভার্থে—দূর্কা ৬০৫।

প্রসূতির বলাধানে—জিওল ২২৪; হরীতকী ২০৬; অর্জুন ২০৩; তালিশ পত্র ৫২৫;
বার্লি ৬৪০।

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী

৬৯৩

প্রসূতির মাথা বেদনায়—নাশটিকনী ৩৪১।

গ্নীহা রোগে—দন্তী ৪৮২; কটিকারী ৩৭৮; মেঘশৃঙ্গী ৩৪৮; আবন্দ ৩৪১; ইন্দ্রবাক্ষী
২৪০; তিত্তরাজ ১০১; কুল ১০৮; কাকজজ্বা ১১১; দারুহরিদ্রা ২০; ভেলা ১২৬;
তালিশপত্র ৫২৫; গাবভেরেন্দা ৪৯৩; ভুঁই আমলা ৫০২; হিজল ২১১; ভুঁইকুমড়া
২৩০; ঘোষালতা ২৩৫; পিলু ৩২৩; বটমধু ১৮৭; তাল ৫৭২; পিপুল (নাশে)
৪৬০।

ফ

ফলপাত-নিবারণে (বৃক্ষের)—নাটা ১৮৮।

ফুল-পাতনে (প্রসূতির)—লাঙ্গলিকা ৫৬৮; পিপুল ৪৬০।

কুমফুস-প্রদাহে—ডহর করঞ্জা ১৭৪; কাঁকড়াশৃঙ্গী ১২০।

ফোড়ায়—তেঁতুল ১৮৫; বীজতাড়ক ৩৬৩; ভুঁইকুমড়া ৩৬৬; কাঁটানটে ৪৪২;
বিছুটা ৪৯৬; বন-নারাঙ্গা ৭৮; আতা ১১; হয়ের ১৭; চাঁপা ১১; সজিনা ১২৯;
পীতশাল ১৭৮; ভুঁইচাঁপা ৫৩৪; তোকমারি ৪৪০; শলুফা ২৬০; মুড়মুড়িয়া ২২৮;
পিলু ৩২৩; গন্ধবিরেজা ৫২৫; লোধ ৩১৩; দন্তী ৪৮২; অপামার্গ ৪৪৫;
মদন ২৭৩; চিতা ৩০১; শেওড়া ৫১৯; সুখদর্শন ৫৫৭; কেশুর ৫৯৮; গাব ৩১২;
নিম্বা ১৪; আমরুল ৭২; নিম্ব ৯৭; ডহর করঞ্জা ১৭৪।

ফোস্কা করণে—রক্তচিতা ৩০৪; পিলু ৩২৩; দাদমারি ২২০; মুখজালি ২০১;
সজিনা ১২৯; হিজলী বাদাম ১২২।

ব

বক্ষঃপ্রদাহে—অর্জুন ২০৩; মাসকলাই ১৭৩; ডিস্কিটেলিস ৩৯৯; পেঁয়াজ ৫৬৬;
বাঁশ ৬০৪; কদলী ৫৪৮; ঘটীশেওড়া ৫১৬।

বধিরতা রোগে—কর্ণরোগ দেখ।

বক্ষ্যাকরণে—গর্ভনিবারণে দ্রষ্টব্য।

বক্ষ্যাত্ত্বনাশে—কটিকারী ৩৭৮; অশ্বথ ৫১১; অশ্বগন্ধা ৩৯০; তোপচিনি ৫৬০; পুত্রশ্রীব
৪৯৫।

বমন-করণে—ধুন্দুল ২৩৬; ঘোষালতা ২৩৫; কলকেফুল ৩৩৬; রাঁধুনী ২৫৪; আঁকোড়
২৬১; কদম্ব ২৬২; গন্ধভাছলিয়া ২৭১; মদন ২৭৩; ইপিকাক (মত্তপান জনিত)
২৬৮; কুকসিম ২৮৫; নিশিন্দা ৪২৮; ছাগলবেটে ৩৪৬; মেঘশৃঙ্গী ৩৪৮; ছোট এলাচ
৫৪৭; আদা ৫৪১; কাকডুম্বুর ৫১৫; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭।

বমন-নিবারণে—খসখস (কলেরায়) ৫৯২; কমলানব ৮৫; বালা ৬০; নারিকেল ৫৭৬;
খেজুর ৫৮০; আদা ৫৪১; বট ৫১০; অশ্বথ ৫১১; আয়্যাপান ২৮৫; ভূত্বণ ৬০২
(কলেরায়)।

৬৯৪

ভারতীয় বনৌষধি

বলাধানে—অর্জুন ২০৩; কৃষ্ণকলি ৪৪৪; কুন্তী ২১৩; লবঙ্গ ২১৬; রোহিতক ১০১;
জিঙল ২২৪; পুনর্নবা ৪৪১।

বসন্ত রোগে—কুদারী ২৪৮; মেহেদী ২২১; ধনে ২৫৪; হিংচা ২৯২; বনগুড় ২৯৬;
ময়ূর ১৬৩; বক ১৮১; জয়ন্তী ১৮০; পিণ্ডি ৪২০; শতমূলী ৫৬২; বিরমী ৩৯২;
গাবভেরেন্দা ৪২৩; মুচকুন্দ ৬৯; নিম্ব ৯৭; বনহরিদ্রা ৫৩৭; যজ্ঞদুন্দু ৫১৩;
করলা ২৪৫; কেতকী ৫৮৪।

বস্ত্রে পোকা-নিবারণে—অণুর ৪৭৩; কুড় ২২৩।

বহুগুত্রে—তেলাকুঁচা ২৩৯; ছাঁচিকুমড়া ২৩৭; কালজাম ২১৪; খামো ২০১; আয় ১২৩;
ডহর করঞ্জা ১৭৪; গোথুবি ২৯৪; কুকসিম ২৮৫; নিশ্ফলী ৩৫৫; কালকেসেন্দা ১৫০;
যই ৬৪২; ময়ূরশিখা ৬৪৫।

বাগীতে—সালই ৯৪; পালতে মাদার ১৬৪।

বাগী বসাইতে—পালতে মাদার ১৬৪; লুবানধূপ ৯৪; কাঁটানটে ৪৪৯।

বাজীকরণে—বীৰ্য্যস্তুনে দ্রষ্টব্য।

বাত রোগে—ডহর করঞ্জা ১৭৪; কুড় ২২৩; গরুরচাঁপা ৩৩৯; গন্ধভাছলিয়া ২৭১;
জগৎ মদন ৪১৭; সজিনা ১২২; চিতা ৩০১; জয়ন্তী ১৮০; ভেলা ১২৬;
ত্রিকাঁটাগতি ৩২২; নীলনিশিন্দা ৪২২; মৌরী ২৫৯; রাস্না ৫২৯; শমী ১৭৬;
হর কুচ কাঁটা ৪১৪; বড় গন্ধুর ৪০৭; রেবান্দ চিনি ৪৫৪; দারুচিনি ৪৬৬;
কুকুরচিতে ৪৭২; কাবাবচিনি ৪৬৪; স্তম্ভনিশাক ৬৫১; তোকামারি ৪৪০;
বিরমী ৩৯২; নিশিন্দা ৪২৮; কুলেখাড়া ৪০৭; আকন্দ ৩৪১; অশ্বগন্ধা ৩৯০;
বীজতাড়ক ৩৬৩; শেফালিকা ৩১৯; কাজুপটি ২১৮; বাগভেরেন্দা ৪২১;
দুর্ভালভা ১৪১; জিঙল ২২৪; রাস্না ৫২৯; জ্যোতিষ্মতী ১১৫; বড়কাঠুর ৫৫৬;
ওল ৫৮৬; অহিফেন ২৪; বরুণ ৩৫; কাঞ্চন ১৪৬; আদা ৫৪১; হাড়যোড়া ১১২;
তেকাটা সিঁজ ৫০৩; গাবভেরেন্দা ৪২৩; পানলতা ১৫৮।

বাধকে—অশোক ১৮৯; উদুর্গাতি ৪১৯; তিল ৪০৫; ওলটকম্বল ৬৬; ছোলা ১৫৬;
পানলতা ১৫৮; তালমূলী ৫৫৪; কালজীরা ৮; শ্বেত কেরই ৪২০; ভুতুলদী ৪৩৭।

বার্দ্ধক্য-নিবারণে—নাগবলা ৬৬; বিরমী ৩৯২; শতাবরী ৫৬২; শঙ্খপুষ্পী ৩৫৬;
বীজতাড়ক ৩৬৩; সালেবমিশ্রি ৫৩১; অহিফেন ২৪; তালমূলী ৫৫৪।

বিছা, ভীমরুল, বোলতা কামড়ে—করবী ৩৩৩; পানিফল ২২৭; জীরা ২৫২; জয়ন্তী
১৮০; পাথরচুর ৪৩৫; কচু ৫২০; বাঘনখা ৪০৩; রামতুলসী ৪৩৩; হাতীতড়া
৩৬১; কুল ১০৮; লবঙ্গলতা ৯২; হুড়হুড়িয়া ৩৫; শেয়ালকাঁটা ২৮; একলেজা ১৯;
লাঙ্গলিকা ৫৬৮; পলাশ ১৪৩; অপামার্গ ৪৪৫; রসুন ৫৬৭।

বিরেচনে—চিচিঙ্গে ২৩২; বহেড়া ২০৫; চিল্লা ২২৭; মনসা ৪৮৭; কটকী ৩৯৪;
ছাগলখুরী ৩৬৪; ডেলো ৫০৭; জটালকা ৪৮৮; নোয়াড় ৪৯৯; সোন্দাল

বাধি অনুযায়ী সূচী

৬৯৫

১৫০; কাঞ্চন ১৪৬; ছুরালভা ১৪১; ছোট এলাচ ৫৪৭; বাগভেরেন্দা ৪২১;
আমলকী ৫০০।

বিষপে—ফোড়া দ্রষ্টব্য।

বিষনাশে—ঘোষালতা ২৩৫; কুমড়া ২৭৩; গিমা ২৫০; চাপানটে ৪৫০; স্ববুদী ৬৫১;
হিজলী বাদাম ১২২; কমলাগুঁড়ি ৪২৭; যজ্ঞদুধুর (বিড়াল) ৫১৩; নিষ ২৭;
খদির ১৩৬।

বীৰ্য্যস্তুভনে (বাজীকরণে)—শিরীষ ১৩২; অশ্বথ ৫১১; কুলেখাড়া ৪০৭; কুঁচ ১৩৩;
বিদারী ২৩০, ৩৬৬; মাষানী ১৮৪; আলকুশী ১৭০; লবঙ্গ ২১৬; কঁকড়াশৃঙ্গী ১২০।

বুক ধড়ফড়ানিতে—আদা ৫৪১; হাড়ঘোড়া ১১২; বেল ৮০; শালুক ২৩।

বেরি বেরি রোগে—নীল নিশিন্দা ৪২২; পিপুল ৪৬০; থিরনী ৩১১; ভেলা ১২৬;
মাল কাঙনী; ১০৫।

বেলেস্তারায়—ফুদি ওকড়া ৪৮৫; জলপিপুল ৬; কঁকড়াশৃঙ্গী ১২০।

বোলতা কামড়ে—বিছা দ্রষ্টব্য।

ব্রণ প্রলেপে—অশ্বথ ৫১১; কদম্ব ২৬২; পাটলা ৪০১; আকন্দ ৩৪১; অর্জুন ২০৩।

ব্রণে—কদম্ব ২৬২; অনন্ত মূল ৩৪২; কমলাগুঁড়ি ৪২৭; হরিদ্রা ৫৩৭; অশ্বথ ৫১১;
কমলা-নেবু ৮৫; তিস্তুরাজ ১০১; যজ্ঞদুধুর ৫১৩; বট ৫১০।

ভ

ভগন্দরে—লজ্জাবতী ১৬৮; আকন্দ ৩৪১; অশ্বথ ৫১১; গুল ৫৮৬; মনসা ৪৮৭।

ভগ্ন স্থানের বেদনা আরামে—পাথরকুঁচি ১২২; পলাশ ১৪৩; ভুঁই আমলা ৫০২;
কুফুরিতে ৪৭১; জটালকা ৪৮৮।

ভীমরুল কামড়ে—বিছা দ্রষ্টব্য।

ভূত-বিতাড়নে—বামুনহাটী ৪২২।

ভেক-নাশে—বাসক ৪০২।

ম

মৎস্ত-মারণে—কাকমারি ১৩; নেপালী-ধনে ২০; হিঙ্গন ৮২; কটকী ৩২৪;
পানলতা ১৫৮; চিল্লা ২২৭; মদন ২৭৩; সমুদ্র ২১২; গারবি ৪২৭; হিজল ২১১;
জটালকা ৪৮৮।

মত্ততা-নিবারণে—মুখা ৫২৬; ফলসা ৭২; কুল ১০৮; বলা ৭৫; পুনর্গবা ৪৪১;
বাসক ৪০২।

মধুমেহে—জয়ন্তি ১৮০; বন ওকড়া ২২৬; আমাদা ৫৫৪; খেজুর ৫৮০।

মশক-দংশনে—টাবানেবু ৮৩; কয়েত বেল ৮৬; বড় কাহুর ৫৫৬; নিশিন্দা ৪২৮;
বনহরিদ্রা ৫৩৭।

৬৯৬

ভারতীয় বনৌষধি

মশক-নিবারণে—তুলসী ৪৩২, ৪৩৩; বড় কাছুর ৫৫৬

মাথা ধরায়—বড়হুনিয়া ৪৪; কুকুর জিহ্বা ১১০; আমরুল ৭২; নাগেশ্বর ৪২; চাঁপা ১১;
ছোট এলাচ ৫৪৭; মল্লয়া ৩০৭; কাঞ্চন ১৪৬; হরিদ্রা ৫৩৭; কানছিড়ে ৫৭৩;
কেলিকদম্ব ২৬৫; কেশুরিয়া ২২০; গারবি ৪২৭; মুচকুন্দ ৬২; মেহেন্দী ২২১;
কুড় ২২৩; হিন্দু ২৫৬; বনগুড় ৩২৪।

মাথার উকুনে—আকন্দ ৩৪১।

মাথার ক্ষতে—কুড় ২২৩; মুচকুন্দ ৬২।

মুখের ক্ষতে—অড়হর ১৪২; কাকমাচি ৩৭৫; মহাবরীবচ ৫৪৩; বকুল ৩০২;
জাঁতি ৩১৭; অশ্বথ ৫১১।

মুখের মেছেতায়—জিঙল ২২৪; আকন্দ ৩৪১; থিরনী ৩১১; ক্ষীর-খেজুর ৩১২;
তালমূলী ৫৫৪; কুড় ২২৩; মঞ্জিষ্ঠা ২৭৫; বট ৫১০; গাব ৩১২; চিরঞ্জি ১২৫।

মূর্ছারোগে—রিঠা ১১৮; জটামাংসী ২৭৮; সজিনা ১২২।

মূত্রকরণে—বনমেথি ১৬৭; বননীল ১৮৩; কুলেখাড়া ৪০৭; মসন্দরী ৪২৫; কাঁটানটে
৪৪২; পুদিনা ৪৩৬; অশ্বগন্ধা ৩৪১; সজিনা ১২২; পান ৬৫২; ছাগলখুরী ৩৬৪;
মুড়মুড়িয়া ২২৮; সপেটা ৩০৬; লাউ ২৩৪; দুর্কা ৬২৫; কাঁকুড় ২৪২; শশা ২৪৩;
বেত ৫৮২; তাল ৪৭৮; ত্রিকাটাগাঁতি ৩২২; পুন্ড্রজিব ৪২৫; আমলকী ৫০০;
পানশিউলী ৫০৩; মুখা ৫২৬; উলু ৬০৮; মানকচু ৫৮২; দোপাটী ৭২; অনন্তমূল
৩৪২; বড়হুনিয়া ৪৪; পুনর্গবা ৪৪১।

মূত্রকৃচ্ছে—শশা ২৪৩; তোকমারি ৪৪০; আমলকী ৫০০; ইক্ষু ৬১২; স্তম্বনী ৬৫১;
রহন ৫৬৭; কুকসিম ২৮৫; শামদলন ২৮৩; বন নারাদা ৭৮; গোয়ালেলতা ১১৩;
কাঁকুড় ২৪২।

মূত্রযন্ত্রেরোগে—নারিকেল ৫৭৬; বকুল (ক্ষতে) ৩০২; রহন ৫৬৭; নিম্বা ১৪;
আমলকী ৫০০; আঙ্গুর ১১৪; গঙ্গুর ৭৫; ইশেরমূল ৪৫৮; অপরাজিতা ১৫৭;
ডিজিটেলিস ৩২২; পলাস ১৪৩; তোকমারি ৪৪০; জয়াডুহুর ৫১৭; পাকুড়
৫১৭; আলকুনী ১৭০; বরুণ ৩৫; পালংশাক ৪৫৩; প্রিয়ঙ্গু ২৬; আভমোরা ৬৮;
চীনাবাদাম ১৪২; কুলেখাড়া ৪০৭; মাজুফল ৫২৩; পুনর্গবা ৪৪১; বহনরী ৩৬০;
মহানিষ ১০০।

মূত্ররোগে—শ্বেতবচ ৫৮৭; দুর্কা ৬২৫; শশা ২৪৩; কাঁকুড় ২৪২; ছাটিকুমড়া ২৩৭;
জাফরাণ ৫৫২; তিল ৪০৫; কটিকারী ৩৭৮; ছুরালভা ১৪১; গোয়ালেলতা ১১৩;
মহাবরীবচ ৫৪৩; কুকসিম ২৮৫; অনন্তমূল ৩৪২।

মূষিকবিষে—ঘোঁড়ানিষ ২২; শ্যামালতা ৩২৮; ইক্ষুদি ২২; কাকমাচি ৩৭৫; পুনর্গবা
৪৪১; মাষপর্ণী ১৮৪; কাঁটা ৪১৪; মুগানী ১৭১।

মৃগীরোগে—অপস্মার দ্রষ্টব্য।

ব্যাপি অনুযায়ী সূচী

৬৯৭

মেট্রপাকৈ—আকন্দ ৩৪১ ; জয়া ৫৪ ।

মেধাবর্দ্ধনে—বিরমী ৩২২ ; বীজতারক ৩৬৩ ; বিষ্ণুগন্ধী ৩৭২ ; মালকাণ্ডনী ১০৫ ; ডানকুনি ৩৫৬ ; খুলকুড়ি ২৫১ ; হরিতকী ২০৬ ; চিতা ৩০১ ; বিড়ঙ্গ ৩০৫ ।

মেহরোগে—আলুবাথরা ১২৫ ; মাখনা ২২ ; তিল্তরাজ ১০১ ; মসিনা ৭৯ ; কাবাবচিনি ৪৬৪ ; ছুনবোরা ৪৫ ; জয়ন্তী ১৮০ ; পুন্নাগ ৪৬ ; কর্পূর ৪৭০ ; সোনামুখী ১১৫ ; খেজুর ৫৮০ ; অর্জুন ২০৩ ; মেহেন্দী ২২১ ; দ্রিশপণ্ডল ৪৪০ ; ইক্ষু ৬১২ ।

মৌচাকভঞ্জে—নাগদমনী ২৮৭ ; ছলালতুলসী ৪৩৩ ।

অ

যকুৎদোষে—নিম্ব ৯৭ ; অড়হর ১৪২ ; সজিনা ১২৯ ; কাঞ্চন ১৪৬ ; কাকমাচি ৩৭৫ ; পেঁপে ২২৮ ; হরিতকী ২০৬ ; হিংচা ২২২ ; ভুঁই আমলা ৫০২ ; জাফরণ ৫৫২ ; শতমূলী ৫৬২ ; বড়এলাচ ৫৪৫ ; কটকী ৩৯৪ ; যষ্টিমধু ১৮৭ ।

যক্ষ্মারোগে—ক্ষয়কাশ দেখ ।

যোনী কন্ডে—কোষাতকী ২৩৫ ।

যোনী-ক্ষতে—লাউ ২৩৪ ; লোধ ৩১৩ ।

যোনী-দূতকরণে—যজ্ঞভূম্বর ৫১৩ ; ছাঁচিবেত ৫৮৩ ; পলাশ ১৪৩ ।

যোনী-শুলে—মোরী ২৫২ ।

যোনী সংকীর্ণকরণে—আলকুশী ১৭০ ।

যোনী আবে—পাকুড় ৫১৭ ; আমলকী ৫০০ ; শতমূলী (শুলে) ৫৬২ ।

র

রক্ত অর্শে—তেঁতুল ১৮৫ ; অর্জুন ২০৩ ।

রক্ত আমাশয়ে—শালপানি ১৫২ ; কাঞ্চন ১৪৬ ; আমড়া ১২৮ ; বিহিদানা ১২৮ ; অশোক ১৭৯ ; বনমেথি ১৬৭ ; রক্তচন্দন ১৭৮ ; অর্জুন ২০৩ ; কুকসিম ২৮৫ ; ফুল ১০৮ ; রোহন ১০২ ; আতা ১১ ; কয়েতবেল ৮৬ ; বেল ৮০ ; শেয়ালকাঁটা ২৮ ; শাল ৫৩ ; চন্দন ৪৭৭ ; চূকপালং ৪৫৭ ; অন্তমূল ৩৫২ ; কুচিলা ৩৫৩ ; আকন্দ ৩৪১ ; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২ ; হরিতকী ২০৬ ; কুরচি ৩২৮ ; খুলকুড়ি ২৫১ ; আমলকী ৫০০ ; বিলাতীবাউ ৫২২ ; কদলী ৫৪৮ ; বড়কেরই ৪৮২ ; পুন্নাগ ৪২৫ ; মুখা ৫৯৬ ; শ্বেতবচ ৫৪৩ ; আম্র ১২৩ ; তুন ১০৩ ।

রক্ত কাশে—ছাঁচিকুমড়া ২৩৭ ; বড়ছুনিয়া ৪৪ ; অর্জুন ২০৩ ; বট ৫১০ ।

রক্ত দুষ্টিতে—লজ্জাবতী ১৬৮ ; বেত ৫৮২ ; আলোকলতা ৩৭৩ ; গন্ধমালতী ৩২৫ ।

রক্ত পিণ্ডে—ছুরালভা ১৪১ ; বাসক ৪০২ ; কাঁটানটে ৪৪২ ; চিরেতা ৩৫৭ ; শেওড়া ৫১২ ; যজ্ঞভূম্বর ৫১৩ ; বট ৫১০ ; পিণ্ডখেজুর ৫৮১ ; শুপারী ৫৭৫ ; সালেমমিছরী ৩০১ ;

৬৯৮

ভারতীয় বন্যোষধি

তালিশপত্র ৫২০ ; ভূর্জপত্র ৫২২ ; স্কস্বনীশাক ৬৫১ ; কচু ৫২০ ; কেশে ৬৩০ ;
শতমূলী ৫৬২ ; চীনা ৬৩৪ ; ইক্ষু ৬১২ ।

রক্ত প্রদরে—অশোক ১৭২ ; ধাতকী ২২২ ; আত্র ১২৩ ; ভূমি আমলকী ৫০২ ; লোধ
৩১৩ ; বট ৫১০ ।

রক্ত প্রস্রাবে—বালা ৬০ ; গোয়ালেলতা ১১৩ ; রন্ধন ২৬৬ ; বাবলা ১৩৫ ; তিনিশ ১৬৮ ।

রক্ত বমনে—আশে ২২৮ ; বনরাজ ২৫১ ; বড়লুনিয়া ৪৪ ; যষ্টিমধু ১৮৭ ; বনলবঙ্গ ২২৫ ।

রক্ত শোষণে—অপামার্গ ৪৪৫ ।

রক্তপ্রাব-নিবারণে—(কর্তনজনিত) দন্তী ৪৮২ ; গান্ধা ২২২ ; কচু ৫২০ ; দুর্কা ৬০৫ ;
আত্র ১২৩ ; ঢোলসমুদ্র ১১০ ; অপামার্গ ৪৬৫ ; বট ৫১০ ।

রক্ত-প্রাবে—শিশু ১৫৮ ; ভেলা ১২৬ ; মুগানী ১৭১ ; আত্র ১২৩ ; শিমুল ৫৫ ; দাড়ি
২২৪ ; ভীমরাজ ৪২৬ ; আকোড় ২৬১ ; দুধকরবী ৩৩৫ ; আদা ৫৪১ ; ইক্ষু ৬১২ ;
কেশে ৬৩০ ; আমলকী ৫০০ ; গাবভেরেন্দা ৪২৩ ; আমলকী ৫০০ ; কদলী ৫৪৮ ;
শতাবরী ৫৬২ ।

রক্তহীনতায়—কাকোআর ১০৪ ; পেঁয়াজ ৫৬৬ ।

রতিবর্ধনে—কষ্টরজ দেখ । অশ্বগন্ধা ৩২০ ; কঁকড়াশূদী ১২০ ; পুনর্নবা ৪৪১ ; বিড়ঙ্গ ৩০৫ ;
বৃদ্ধদারক ৩৬৩ ; ভেলা ১২৬ ; যষ্টিমধু ১৮৭ ; শতাবরী ৫৬২ ; গোলঞ্চ ১৫ ; মণ্ডুকপণী
২৫১ ; নাগবলা ৬৬ ।

রসায়নে—তালমূলী ৫৫৪ ; সোনা মুখী ১৫৫ ; ভেলা ১২৬ ; যষ্টিমধু ১৮৭ ; হাকুচ ১৭৭ ;
পালতেমাদার ১৬৪ ; আলকুশী ১৭০ ; অতিবিষা ১ ; পলাস ১৪৩ ; কঁকড়াশূদী ১২০ ;
গোলঞ্চ ১৫ ; ইয়ের ১৭ ; অহিফেন ২৪ ; ইক্ষু ৬১২ ; শ্বেতমূর্গা ৪৪৮ ; পিপুল ৪৬০ ;
বীজতাড়ক ৩৬৩ ; অশ্বগন্ধা ৩২০ ; ভূমিকুমড়া ৩৮৪ ; অনন্তমূল ৩৪২ ; বিড়ঙ্গ ৩০৫ ;
মহুয়া ৩০০ ; কুরচি ৩২৮ ; শ্রামালতা ৩২৮ ; মুড়মুড়িয়া ২২৮ ; কাকডুগুর ৫৩০ ;
কুরেলী ৫৭৪ ; জাফরগ ৫৫২ ; সালেবমিসরী ৫৩১ ; কেউ ৫৪৫ ; নাগবলা ৬৬ ; সিদ্ধি
৫০৭ ; শতাবরী ৫৬২ ।

রাজযক্ষ্মায়—ক্ষয়রোগ দেখ ।

রাত্রাক্ত নিবারণে—শিরীষ ১৩২ ; বক ১৮১ ; মরিচ ৪৬৩ ; কেশুরিয়া ২২০ ; জীবন্তি
৫২২ ; গাবভেরেন্দা ৪২৩ ; পেঁয়াজ ৫৬৬ ; পান ৪৬২ ।

ল

লোমনাশে—কেশনাশে দেখ ।

শ

শরীরের দুর্গন্ধনাশে—হিংচা ২২২ ।

শর্করা রোগে—কাঠবিষ ২ ; জয়ন্তি ১৮০ ।

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী

৬৯৯

শিশুর দন্ত উদ্ভেদে—তালিপত্র ৫২৫।

শিশুর নভিগকে—চন্দন ৪৭৭।

শিশুর পেঁচোরোগী—বৃহতী ৩৮০।

শিশুর সর্দিতে—কেসুরিয়া ২২০; তুলসী ৪৩২; কুঁদ ৩১৬; ইশেরমূল ৪৫৮।

শীতপিত্তে—গণিয়ারী ৪২৬।

শুক্লক্ষয়ে—আকরকরা ২৮৬; ছধকলমী ৩৭১; কর্পূর ৪৭০; ইশপগুল ৪৪০; বেড়েলা ৬৩;
গোলক ১৫; বেল ৮০; ভেলা ১২৬।

শুক্লবৃদ্ধিকরণে—মাবানী ১৮৪; শিমূল ৫৫; শতাবরী ৫৬২।

শুক্লমেহ—মেহ ঔষধ্য।

শুয়ালাগায়—কানছিড়ে ৫৭৩।

শূলরোগে—ছাঁচিকুমড়া ২৩৭; নারিকেল ৫৭৬; কমলাগুঁড়ি ৪২৭; ওল ৫৮৬; তোপচিনি
৫৬০; চীনাবাদাম ১৪২; অপরাঞ্জিতা ১৫৭; জোয়ান ২৫৩; চীনা ৬৩৪।শোথে—ধুতুরা ৩৮৩; গন্ধবিরেজা ৫২৫; ভূতুণ ৬২২; কাঁটারকাঁটা ৪১৪; অপরাঞ্জিতা ১৫৭;
অড়হর ১৪২; আলকুশী ১৭০; হুড়হুড়িয়া ৩৫; মূলা ৩১; পরাশপিপূল ৬২; অহিফেন
২৪; দারুহরিদ্রা ২০; কাঁকড়াশুঙ্গী ১২০; অপামার্গ ৪৪৫; দস্তী ৪৮২; বটকী ৩২৪;
ডিজিটেলিস ৩৯২; লক্ষা ৪০০; কুলেখাড়া ৪০৭; আকন্দ ৩৪১; পুনর্নবা ৪৪১;
কাকমাচি ৩৭৫; ছাগলখুরী ৩৬৪; সোমরাজ ২৮২; দেবদারু ৫২৭; আদা ৫৪১;
ভুঁইচাপা ৫৩৪; সর্ষপ ৫৪৭; বনপেয়াজ ৫৭১; শেওড়া ৫১২; বিলাতীবাউ ৫২২;
ছুরী ৬২৫; গাঁজা ৫০৭; পেঁয়াজ ৫৬৬; মনসা ৪৮৭; মুখা ৫২৬; মানকচু ৫৮২;
বেল ৮০; ভেলা ১২৬; তেঁতুল ১৮৫।শ্লীপদে—পুঁইশাক ৪৫৩; অপরাঞ্জিতা ১৫৭; ডহরকরঞ্জা ১৭৪; গোয়ালেলতা ১১৩; আকন্দ
৩৪১; বীজতাড়ক ৩৬৩; অনন্তমূল ৩৪২; কেসুরিয়া ৩২০; শেওড়া ৫৩৫; ওল ৫৮৬;
আলকুশী ১৭০; ধুতুরা ৩৮৩; দেবদারু ৫২৭।শ্লেষ্মানাশে—হাড়ঘোড়া ১১২; রেবান্দচিনি ৪৫৪; হলকসা ৪৩৮; বিরমী ৩৯২; ইন্দ্রায়ণ
২৩০; আমআদা ৫৩৬; কেয়া ৫৮৪; বনগুলফা ২২।শ্বাস রোগে—শিরীষ ১৩৯; ছুরালতা ১৪১; মালই ২৪; মুক্তবুরী ৪৭২; ধুতুরা ৩৮৩;
পুনর্নবা ৪৪১; আকন্দ ৩৪১; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২; জটালংকা ৪৮৮; মেন্দী ২২১;
তেলাকুঁচা ২০৯।

শ্বেতকুষ্ঠে—শিরীষ ১৩৯; নাগবল্লী ২৭০; রক্তচিতা ৩০৪।

শ্বেতশ্রদরে—হরকুঁচ কাঁটা ৪২৭; ভুঁইআমলা ৫০২; আমলকী ৫০০; রোহিকত ১০১;
সোমরাজ ২৮২; লোধ ৩১৩।

স

সংক্রামকব্যাধি নিবারণে—ঘোড়ানিম ২২।

৪৯—1754B. (1034B.)

৭০০

ভারতীয় বনৌষধি

সংজ্ঞানাশকরণে—হাইওসেসল ৪০৪; কোহিবাদ ৩৮৬; আকরকরা ২৮৬।

সংজ্ঞাহীনতা নিবারণে—বৃহতী ৩৮০; কোহিবাদ ৩৮৬; হাইওসেসল ৪০৪; আকরকরা ২৮৬।

সন্ধ্যাসরোগে—অপস্মার জটব্য।

সন্দিরোগে—ভেলা ১২৬; বাসক ৪০২; কুকসিম ২৮৫; ইশেরমূল ৪৫৮; জৈত্রী ৪৬৬; নাভিঅঙ্গুরী ৩৮২; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২; কুঁদ ৩১৬; তেলাকুঁচা ২৩২; সাবুনী ২৪২; ধারকরলা ২৬৬; কুড় ২২৩; আঁচ ২৭৭; অগ্যঘাস ৬২০; লবঙ্গ ২১৬।

সর্পবিতাড়নে—পেয়াজ ৫৬৬; রসুন ৫৬৭; শ্বেতবচ ৫৮৭।

সর্পবিষে—আকন্দ ৩৪১; নাগেশ্বর ৪২; রিঠা ১১৭; একলেজা ১২; তিলিয়াকরা ১৮; কাঠবিষ ২; আঁতমোরা ৬৮; কালকস্তুরী ৫৮; বেল ৮০; আসমেওড়া ৮৭; নীলকণ্ঠি ৪৩; অপরাঞ্জিতা ১৫৭; দাদমর্দন ১৫৪; পলাস ১৪৩; শিরীষ ১৩২; শঙ্করজটা ১২৩; হরকুচকাঁটা ৪১৪; শ্বেতবাঁটা ৪১৫; পলকজুই ৪১৮; নাঁসভাগ ৪২০; অপামার্গ ৪৪৫; হলকসা ৪৩৮; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২; দুধকলমী ৩৭১; ছোট কল্ল ৩৬২; মেঘশূদ্রী ৩৪৮; বেগুন ৩৭৭; কুন্দ ৩১৬; করবী ৩৩৩; কুন্তী ২১৩; সোমরাজ ২৮২; আশ্বপান ২৮৫; দুধকরবী ৩৩৫; চন্দা ৩৩২; সেওড়া ৫১২; বনহলুদ ৫৩৭; কানছিড়ে ৫৭৩; দশবাহ ৫৫৩; রসুন ৫৬৭; গোথুবি ৫২৪; কাঁঠাল ৫০৬; শ্বেতকেরই ৪২০; আমলকী ৫০০; মনসা ৪৮৭; ঘেঁটকচু ৫২৩; শ্বেতবচ ৫৮৭; পিলু ৩২৩; বাসক ৪০২; জীবন্তি ৫২২; বনহরিদ্রা ৫৩৭ কুরেল ৫৭৪।

সূতিকাদোষনাশে—নিম্ব ২৭।

স্বরভঙ্গে—কুল ১০৮; যষ্টিমধু ১৮৭; কুঁচ ১৩৩; চৈ ৪৬৫; কাবাবচিনি ৪৬৪; বিরমী ৩২২; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২; তুঁত ৫৪৮; কটফল ৫২০; তালিশপত্র ৫২৫; বহেড়া ২০৫; পিপুল ৪৬০; কুলঙ্গন ৫৩২।

স্বল্পরজে—ঋতুতুল্লতায় দেখ।

স্তনঠুনকায়—ইন্দ্রায়ণ ২৩০; গাবভেরেন্দা ৪২৩; বেল ৩১৮; ধুতুরা ৩৮৩; মাকাল ২২২।

স্তন্যনাশে—অড়হর ১৪২; মস্তুর ১৬৩; পান ৪৬২; কর্পূর ৩২৭।

স্তনপতনে—গাস্তারী ৪৩০; অনন্তমূল ৩৪২; বনটেপারী ৩৮২।

স্তন্যবর্দ্ধনে—কালজীরা ৮; ইশবাঁধ ৮২; চীনাবাদাম ১৪২; খদির ১৩৬; পালতেমাদার ১৬৪; গোলঞ্চ ১৫; পিপুল ৪৬০; সান্টি ৪৪৭; ভূমিকুমড়া ৩৬৬; ছাতিম ৩২৬; কাকডুম্বর ৫১৫; বড়কেরই ৪৮২ এরণ্ড ৪২৪; কুমারী ৬৬১; মুখা ৫২৬।

স্তন্যশোধনে—কটকী ৩২৪।

স্নায়ুবিক রোগে—ঘোড়ানিম ২২; চীনাবাদাম ১৪২; ভেলা ১২৬; সজিনা ১২২; কুঁচ ১৩৩; ডানকুনি ৩৫৬; বীজতাড়ক ৩৬৩; কুঁচিলা ৩৫৩; ছাচিকুমড়া ২৩৭; শুপারী ৫৭৫; বড়এলাচ ৫৪৫; তেকাটাসিজ ৫০৩।

ব্যাপ্তি অনুবায়ী সূচী

৭০১

ফোটকে—ফোড়া দেখ ।

স্মরণশক্তিনাশে—মেধাবর্ধনে দেখ ।

হ

হস্তপদ জ্বালা নিবারণে—বড়ছনিয়া ৪৪; লাউ ২৩৪; করলা ২৪৫ ।

হস্তপদ জ্বালা ক্ষীণতায়—কুড় ২২৩ ।

হস্তপদ ফাটায়—কদলী ৫৪৮ ।

হাজায় (পায়ের)—পায়ের পাকুই দ্রষ্টব্য ।

হাড়ভাঙ্গায়—ভগ্নস্থানের বেদনা দ্রষ্টব্য ।

হাঁপানিতে—টোকা পানা ৫২১; গাঁজা ৫০৭; তালিশ পত্র ৫২৫; রসুন ৫৬৭;
 বনপেয়াজ ৫৭১; গয়াখথ ৫১৩; কটকল ৫২০; কুরেলী ৫৭৪; সজিনা ১২২;
 ভেলা ১২৬; ছুরালভা ১৪১; শালপনি ১৩২; আশ্র ১২৩ কাঠবিষ ৫; মাধবীলতা ৭৪;
 বারসঙ্গ ৮৮; জুম ৯৫; বাসক ৪০২; হরকুচকাঁটা ৪১৪; অপামার্গ ৪৪৫; মান্দা ৪২২;
 পাথরচুর ৪৩৫; ধুতুরা ৩৮০; অস্তমূল ৩৫২; আকন্দ ৩৪১; হরিতকী ২০৬;
 ফণিমনসা ২৪৮; হিন্দু ২৫৬; কুড় ৩২৩; বড়কেরই ৪৮২; বামুনহাটী ৪২২; মনসা
 ৪৮৭; অশ্বথ ৫১১ ।

হামে—(মচুরিশয়) নাটা ১৮৮; কয়েতবেল ৮৬; কাঁকন ১৪৭; জয়ন্তী ১৮০; চন্দন ৪৭৭;
 তেঁতুল ১৮৫; পটোল ২৩৩; বিরমী ৩২২; কুল ১০৮; ডহর করঞ্জা ১৭৪; করলা ২৪৫;
 বাসক ৪০২ ।

হিকায়—ইক্ষু ৬১২; পেয়াজ ৫৬৬; আশা ৫৪১; পিণ্ডখেজুর ৫৮১; দেবদারু ৫২৭;
 পদ্মক ১২৬; কয়েতবেল ১৮৬; বামুনহাটী ৪২২; পারুল ৪১২; হরিতকী ২০৬;
 ঘণ্টাপারুল ৩২১; সজিনা ১২২; মল্লয়া ৩০০; ভূ আমলকী ৫০২ ।

হিষ্টিরিয়ায়—পেয়াজ ৫৬৬; কদলী ৫৪৮; হরিদ্রা ৫৩৭; নাটা ১৮৮; কালকেসেন্দা ১৫২;
 সজিনা ১২২; রিঠা ১১৭; চন্দ্রা ৮; আতা ১১; ঘোড়ানিষ ২২; অপামার্গ ৪৪৫;
 কালবালা ২৮০; জটায়াংলী ২৭৮; হিন্দু ২৫৬; নামুতি ২৮৪; নাগদমনী ২৮৭ ।

হুদ্রোগে—গম ৬৪১; রসুন ৫৬৭; মূর্কী ৫৪০; আশা ৫৪১; কুলঙ্গন ৫৩২; যষ্টিমধু ১৮৭;
 বিহিমানা ১২৮; দস্তী ৪৮২; চন্দন ৪৭৭; কাকমাটি ৩৭৫; বহনায়ী ৩৬০;
 অর্জুন ২০৩; এলাচ ৫৪৬; নাগবলা ৬৬; কটকী ৩২৪; নিষ ২৭; বচ ৫৪৩ ।

হেচাল বেদনায়—মহানিষ ১০০; কাঁকরোল ২৪৪ ।

ভারতীয় বনৌষধি



453. *Rhinacanthus communis* Nees (পলকজুই)



454. *Echolium Linneanum* Kurz. (উদ্ভুজাত)

ভারতীয় বনৌষধি



455. *Rungia parviflora* Nees (পিণ্ডি)

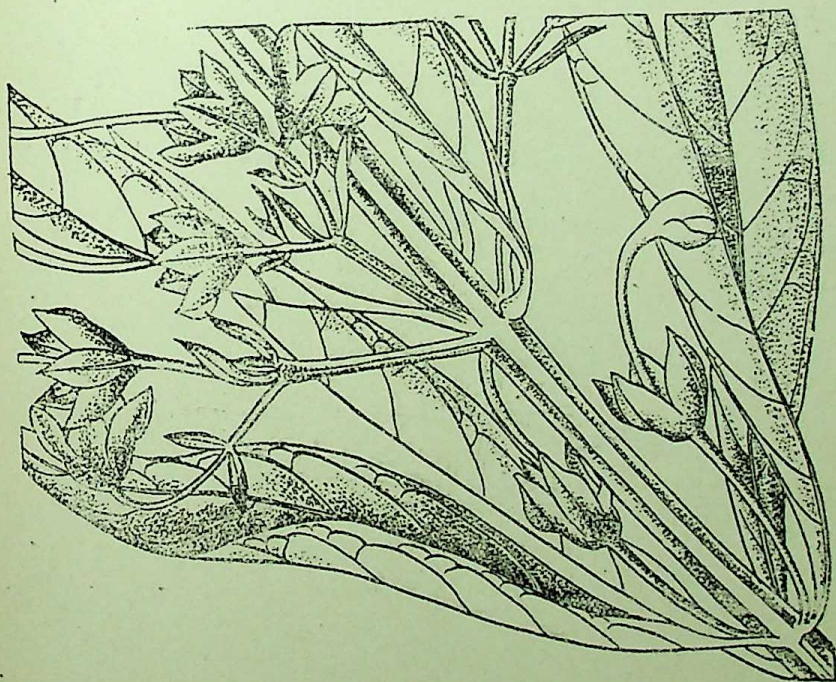


456. *Peristrophe bicalyculata* Nees. (নাসভাগ)

ভারতীয় বনৌষধি

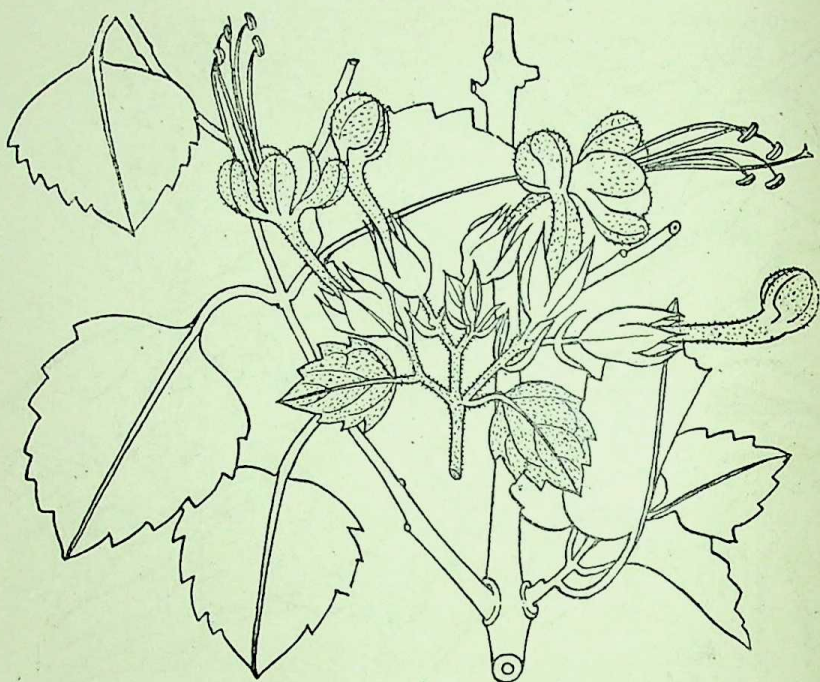


457. *Clerodendron infortunatum* Gaertn. (যেটু)



458. *Clerodendron Siphonanthus* R. Br. (বায়ুনহাটী)

ভারতীয় বনৌষধি

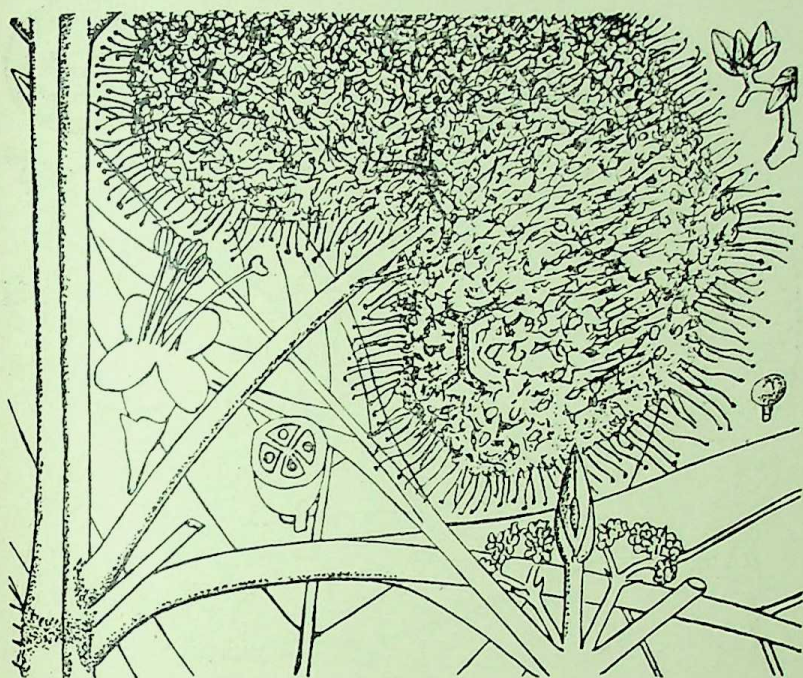


459. *Clerodendron phlomoides* Linn. f. (বাতশ্রী)

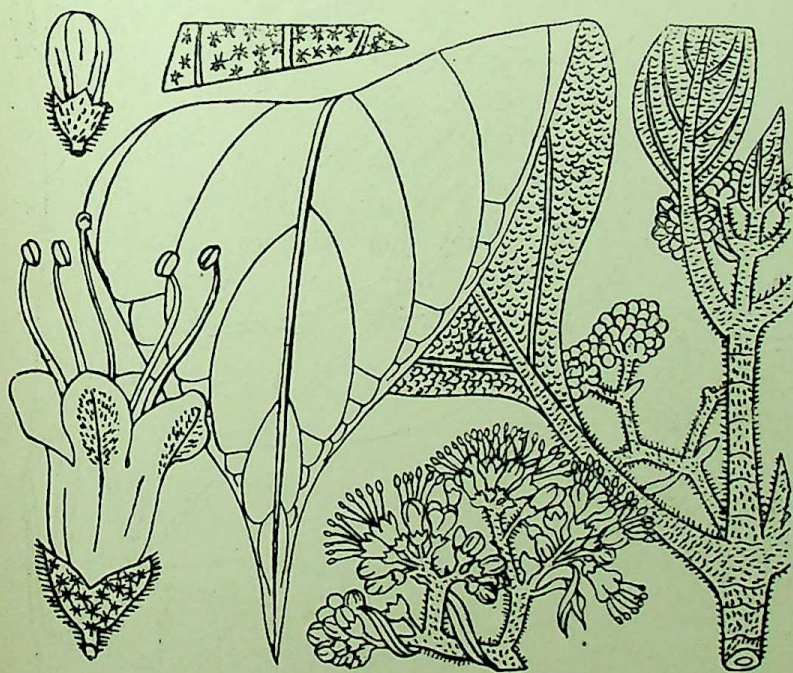


460. *Lantana Camara* Linn. (শুয়ে গঁদা)

ভারতীয় বনৌষধি



461. *Callicarpa arborea* Roxb. (বরমাল্লা)



462. *Callicarpa lanata* Linn. (মসন্দার)

ভারতীয় বনৌষধি

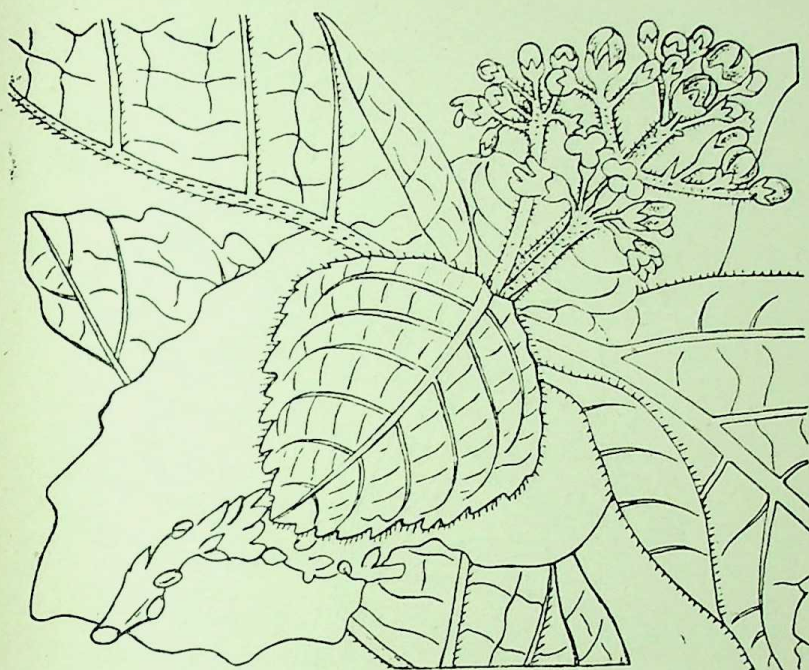


463. *Tectona grandis* Linn. f. (সেগুন)



464. *Premna integrifolia* Linn. (ভূতভৈরবী)

ভারতীয় বনৌষধি



465. *Premna herbacea* Roxb. (ভুঁইজাগ)



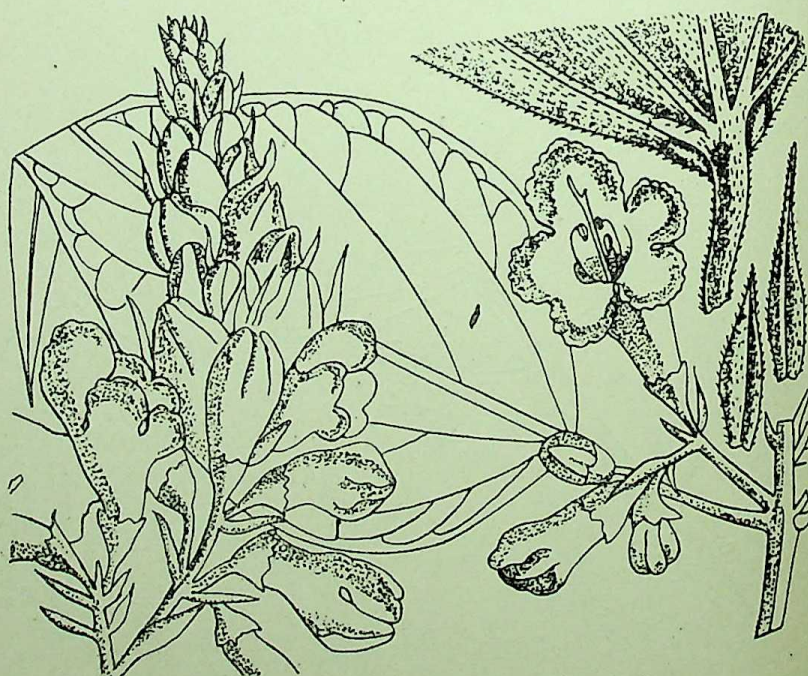
466. *Vitex Negundo* Linn. (নিশিন্দা)

30-1754B

ভারতীয় বনৌষধি

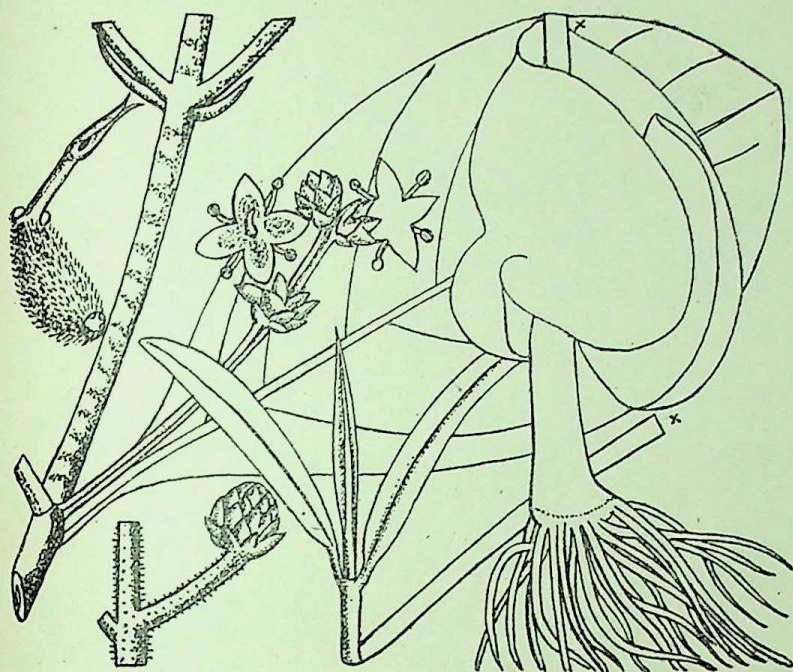


467. *Vitex trifolia* Linn. f. (নীলনিশিন্দা)



468. *Gmelina arborea* Roxb. (গামার)

ভারতীয় বন্যোষধি

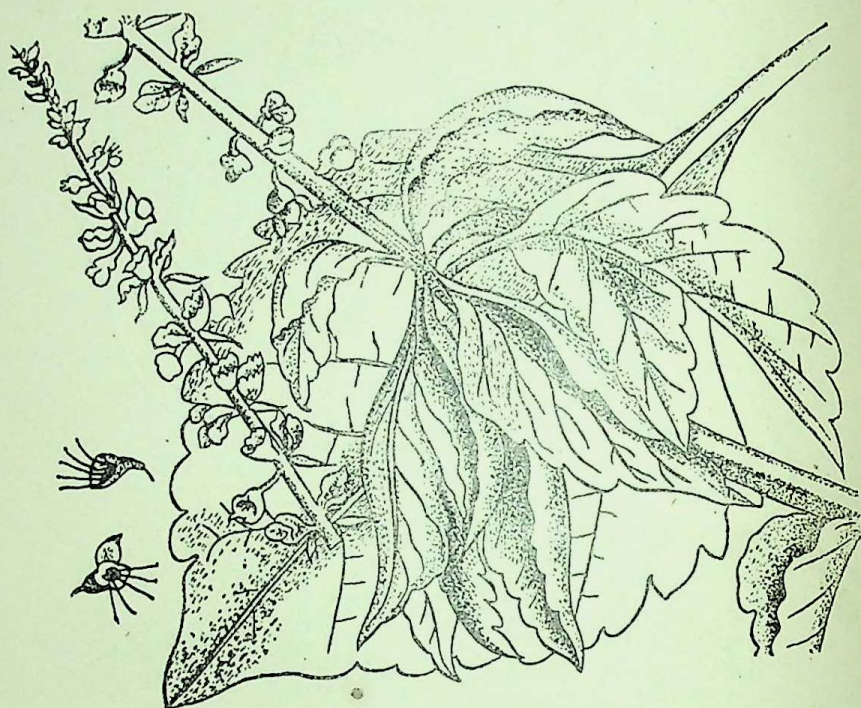


469. *Avicennia officinalis* Linn. (বীনা)



470. *Ocimum sanctum* Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

ভারতীয় বনৌষধি

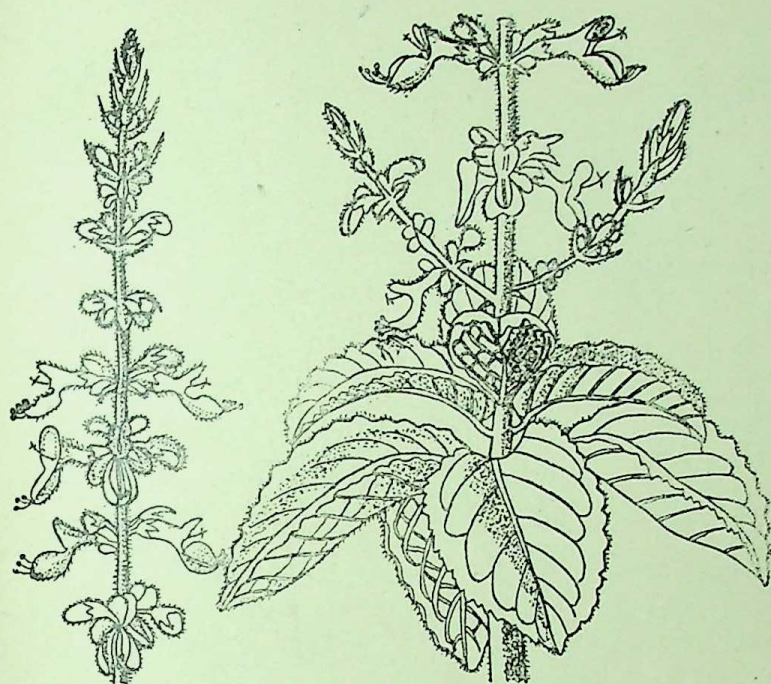


471. *Ocimum gratissimum* Linn. (রামতুলসী)



472. *Ocimum Basilicum* Linn. (বাবুইতুলসী)

ভারতীয় বনৌষধি

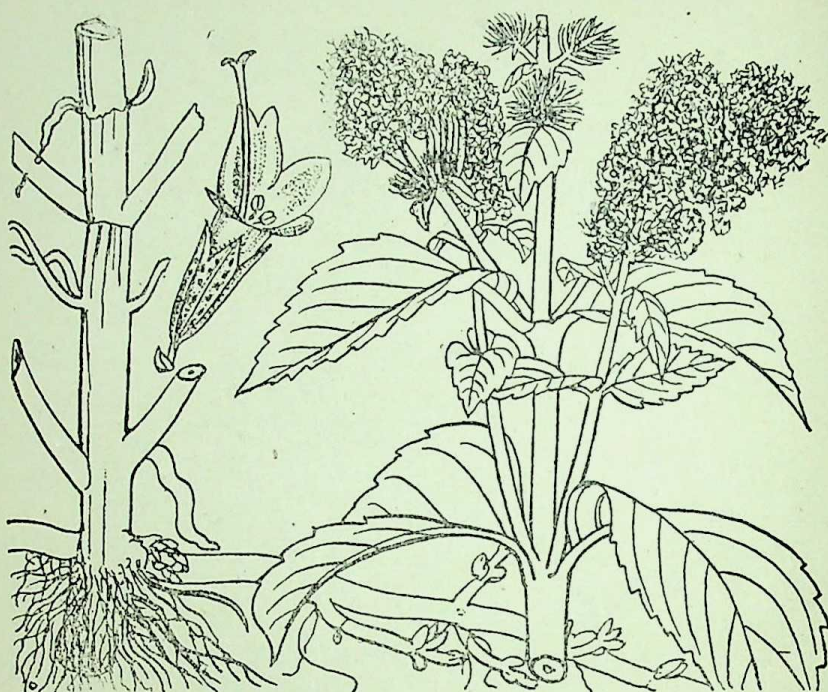


473. *Coleus aromaticus* Benth. (পাথরচূর)



474. *Mentha viridis* Linn. (পুদিনা)

ভারতীয় বনৌষধি



475. *Mentha piperita* Linn. (পিপারমেন্ট)

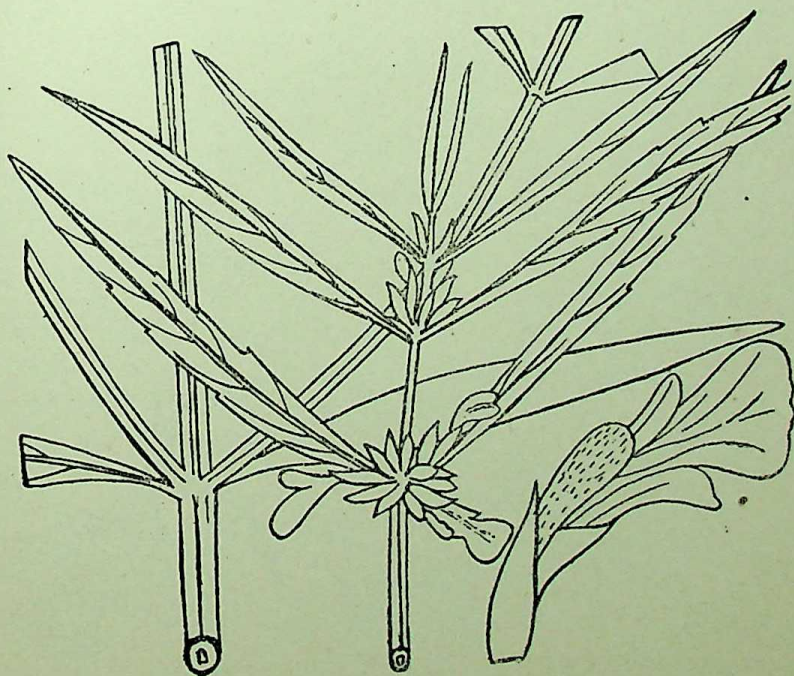


476. *Salvia plebeia* R. Br. (ভুতুলসী)

ভারতীয় বনৌষধি



477. *Anisomeles ovata* R. Br. (গোবরা)

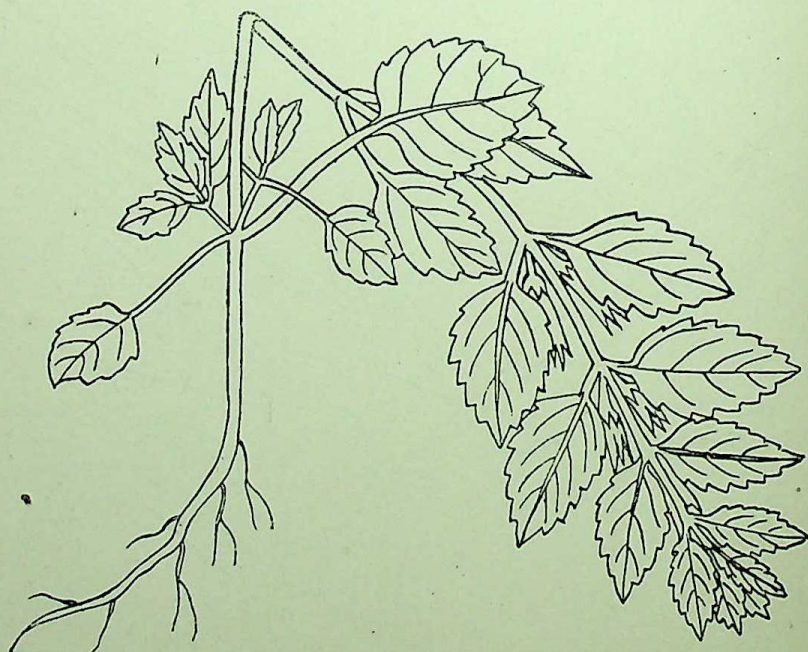


478. *Leucas linifolia* Spreng. (হলকসা বা ঘলঘসে)

ভারতীয় বনৌষধি

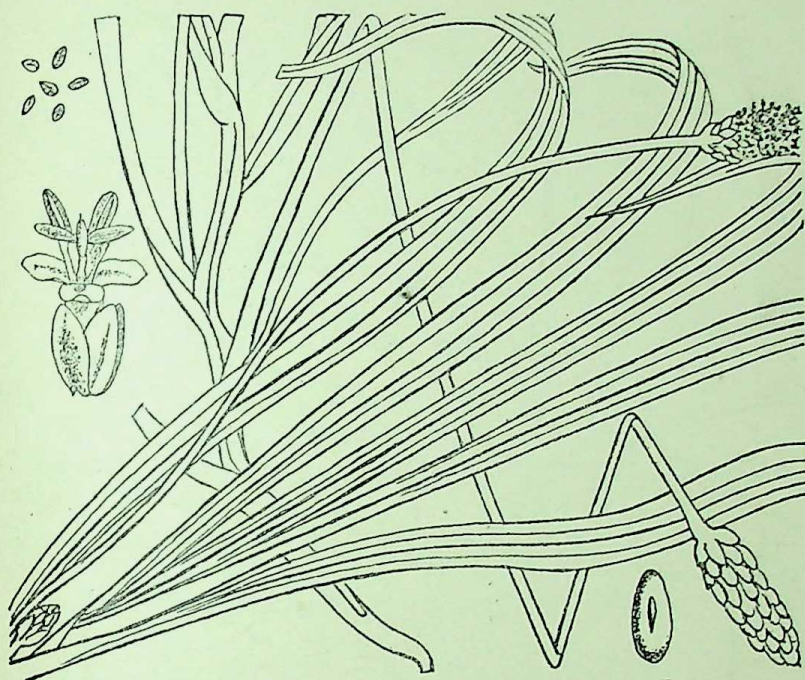


479. *Leucas cephalotes* Spreng. (বড় ঘনঘসা)



480. *Lallemantia Royleana* Benth. (তোকমারি)

ভারতীয় বনৌষধি



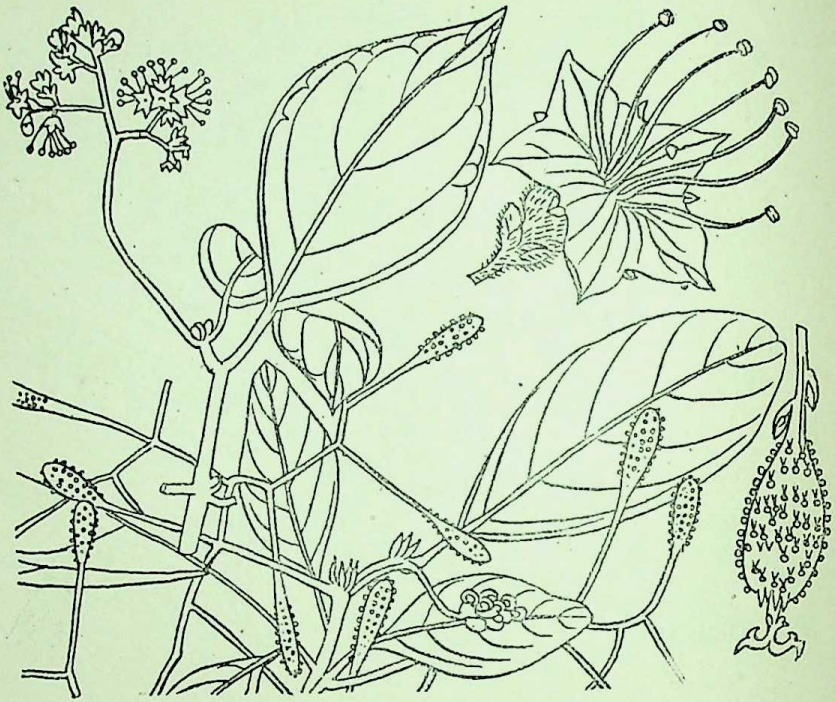
481. *Plantago ovata* Forsk. (ইসপগুল)



482. *Boerhaavia repens* Linn. (পুনর্নবা)

31-1754B.

ভারতীয় বনৌষধি



483. *Pisonia aculeata* Linn. (বাঘ আঁচড়া)

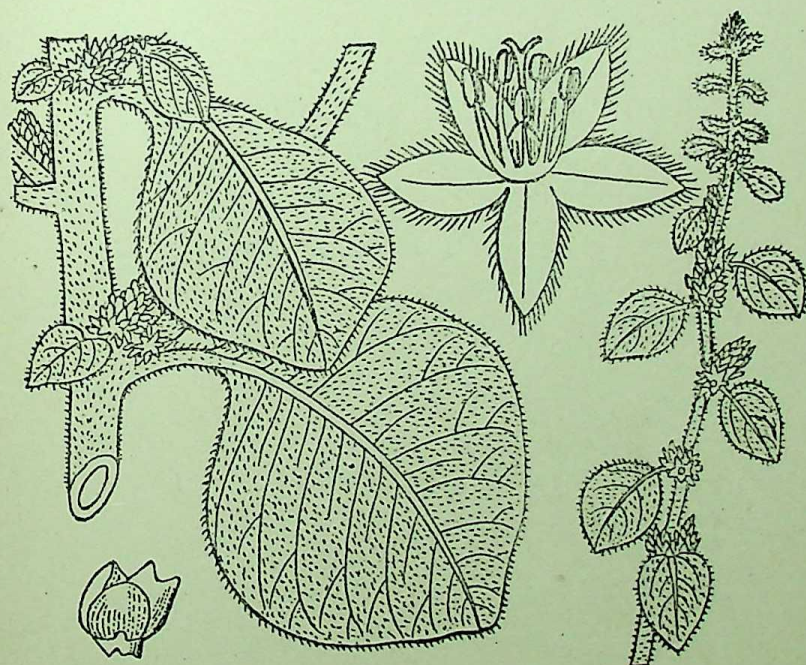


484. *Mirabilis Jalapa* Linn. (কুম্ভকেলি)

ভারতীয় বনৌষধি



485. *Achyranthes aspera* Linn. (আপাঙ)

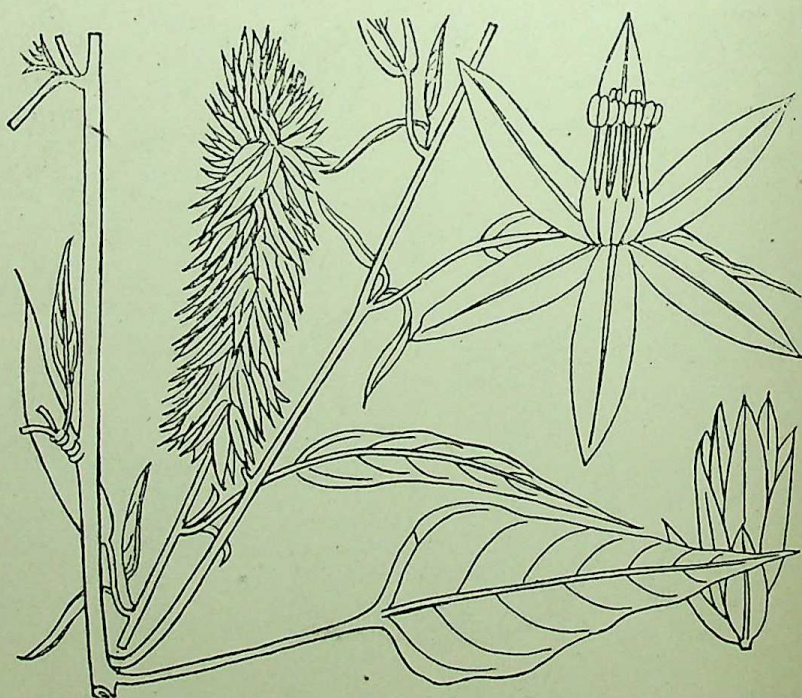


486. *Aerva lanata* Juss. (চার্না)

ভারতীয় বনৌষধি

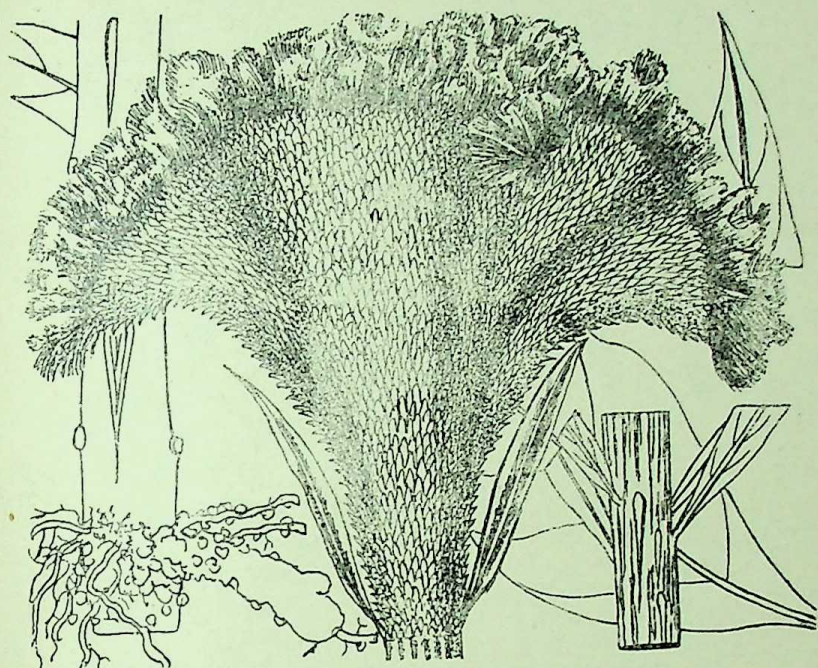


487. *Alternanthera Sessilis* R. Br. (সান্টি)



488. *Celosia argentea* Linn. (শেতনুর্গী)

ভারতীয় বনৌষধি



489. *Celosia cristata* Linn. (লালগূর্গা)



490. *Amarantus spinosus* Linn. (কাঁটানটে)

ভারতীয় বনৌষধি

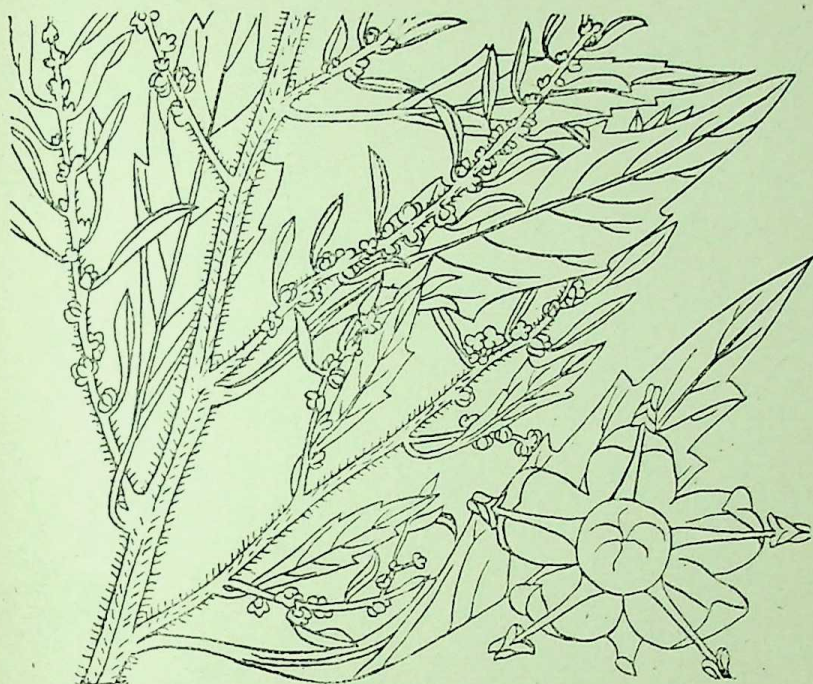


491. *Amarantus tristis* Linn. (চাঁপানটে)



492. *Chenopodium album* Linn. (বেতোশাক)

ভারতীয় বনৌষধি



493. *Chenopodium ambrosioides* Linn. (চন্দন বেতো)

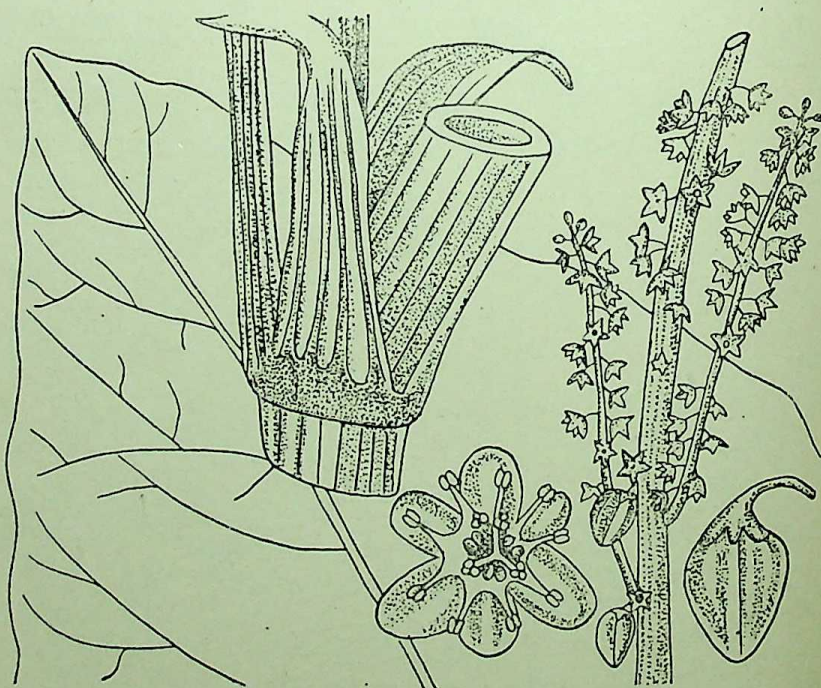


494. *Spinacia oleracea* Linn. (পালং শাক)

ভারতীয় বনৌষধি

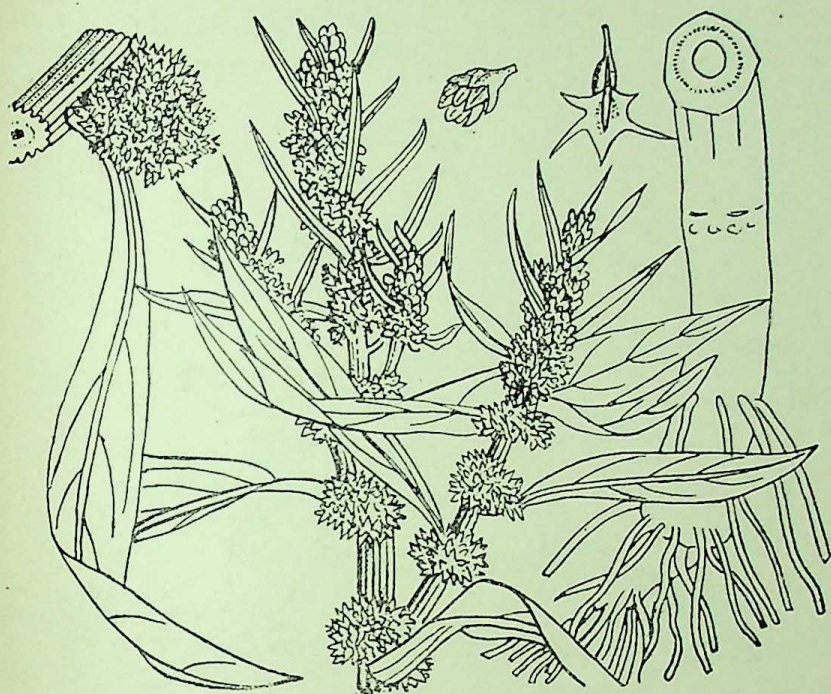


495. *Basella rubra* Linn. (পুই শাক)

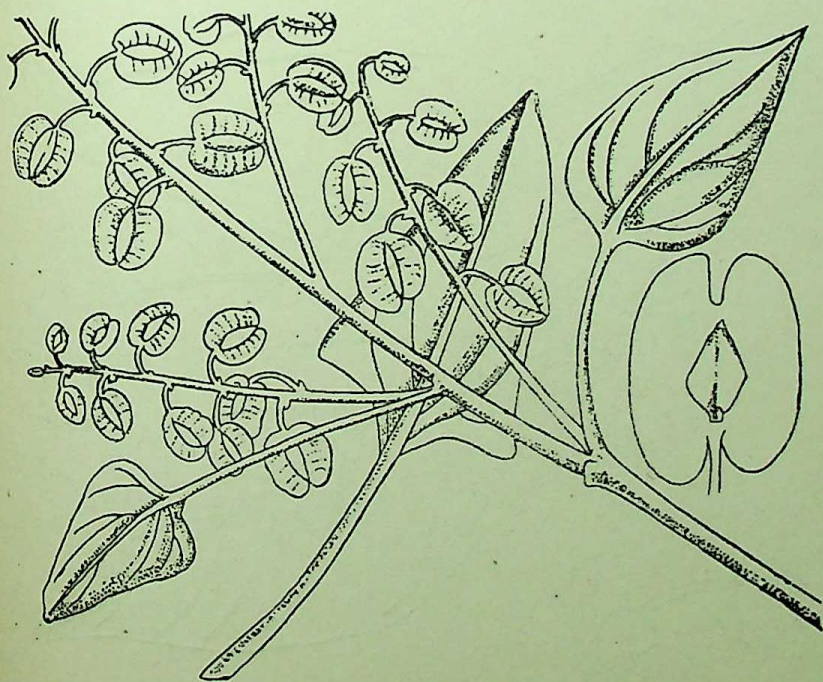


496. *Rheum emodi* Wall. (রেবান্দিচিনি)

ভারতীয় বন্যোষধি



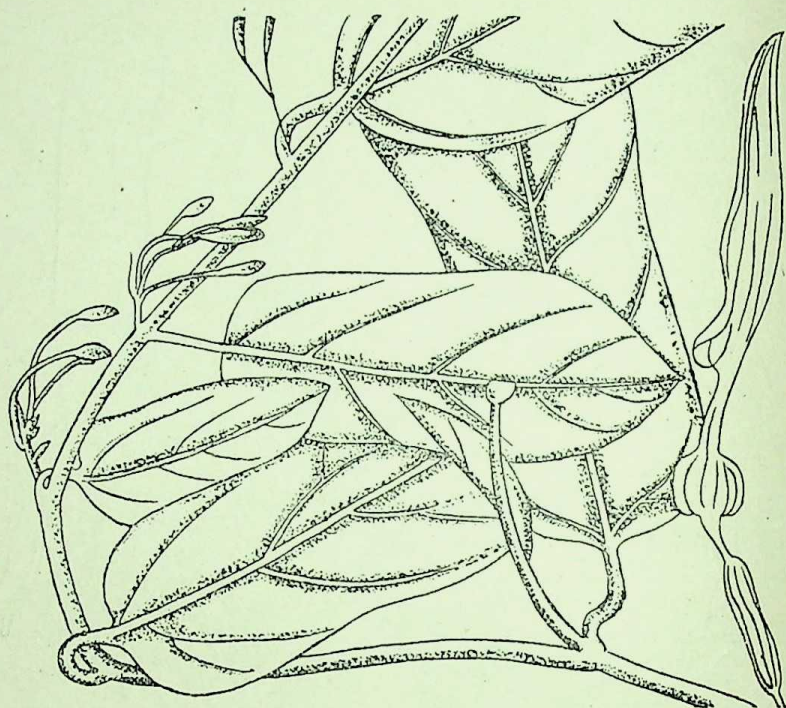
497. *Rumex maritimus* Linn. (বনপালং)



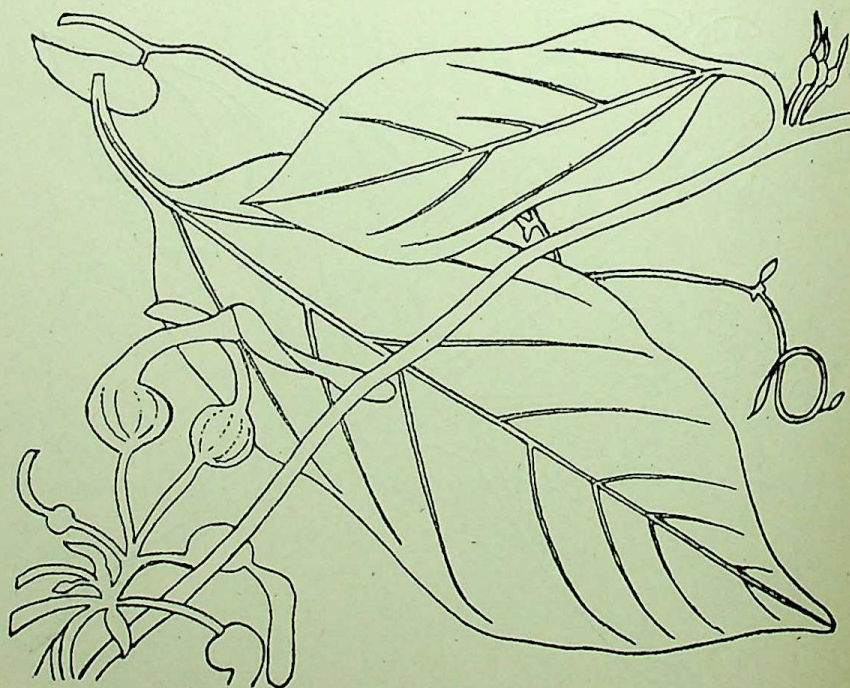
498. *Rumex vesicarius* Linn. (চুকপালং)

32-1754B.

ভারতীয় বনৌষধি

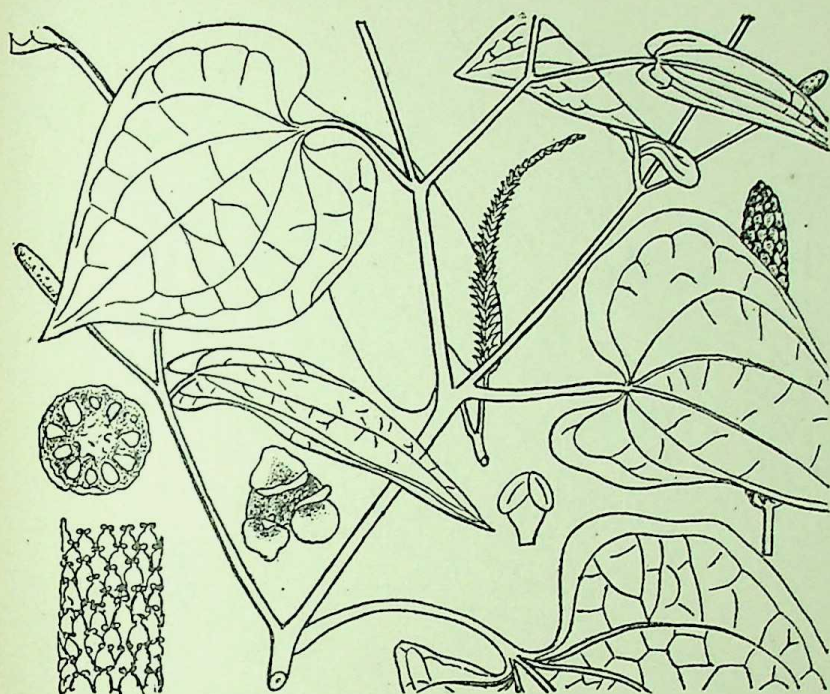


499. *Aristolochia indica* Linn. (ইশের মূল)

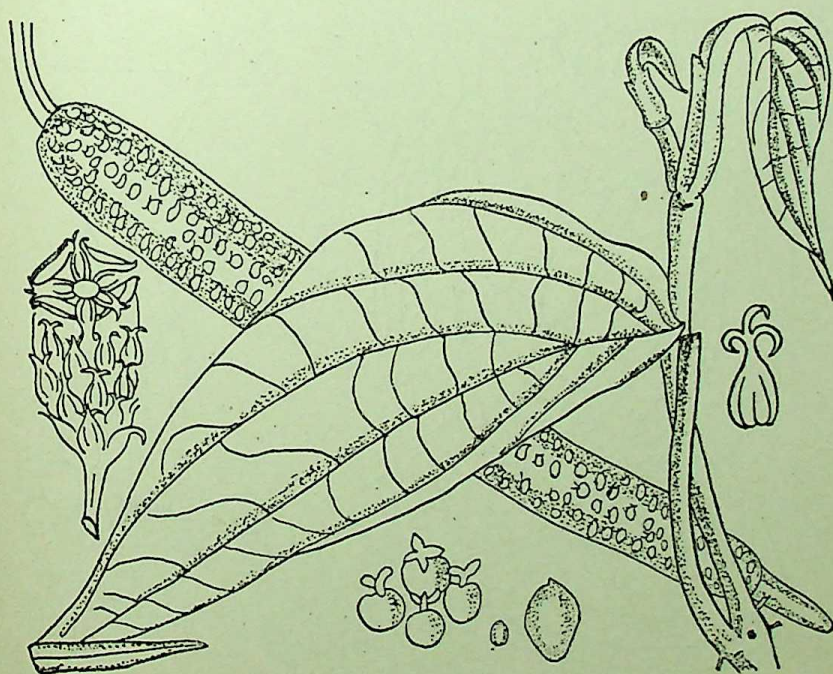


500. *Aristolochia bracteata* Retz. (কিরামার)

ভারতীয় বনৌষধি

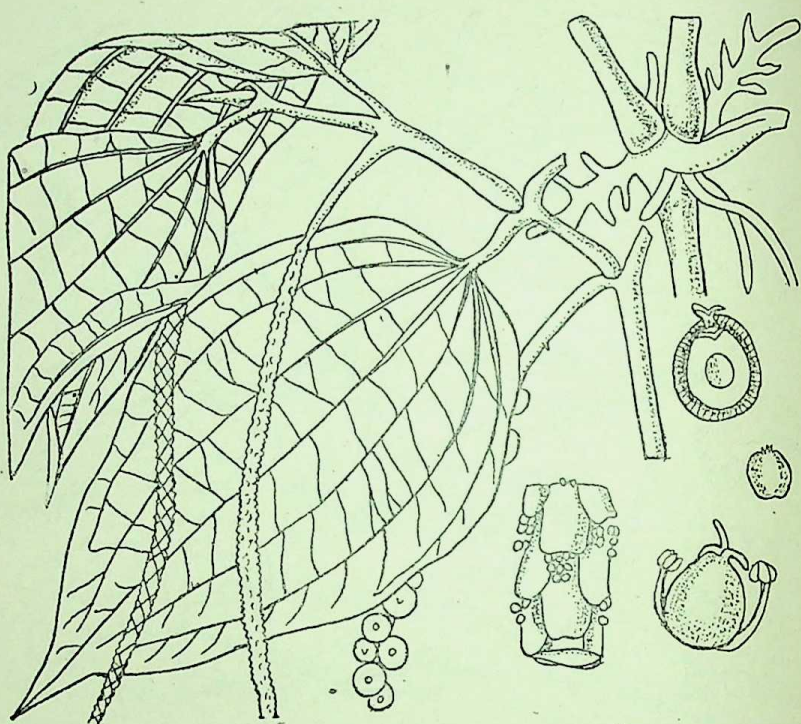


501. *Piper longum* Linn. (পিপুল)

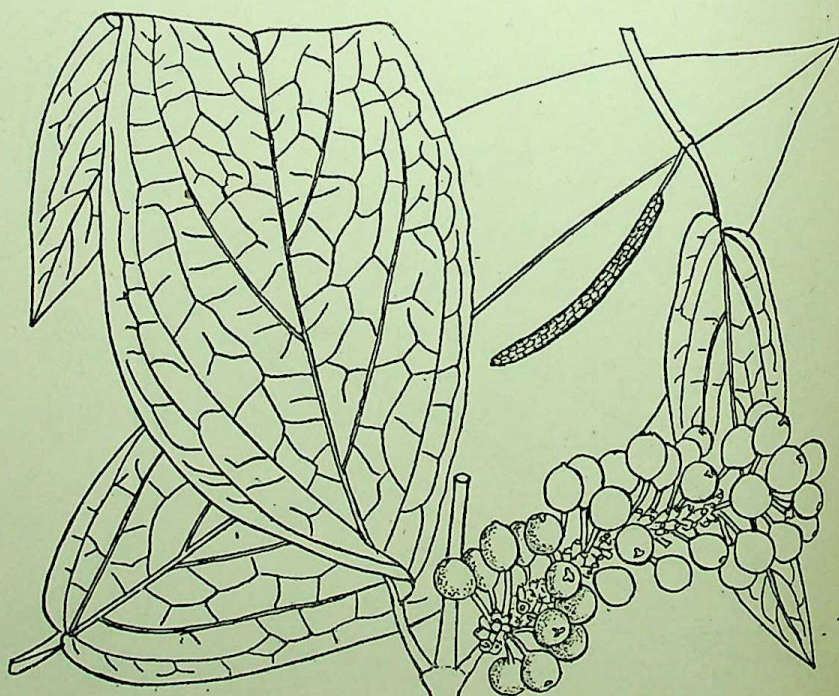


502. *Piper Betle* Linn. (পান)

ভারতীয় বন্যোষধি



503. *Piper nigrum* Linn. (গোলাবরিচ)



504. *Piper Cubeba* Linn. (কাবাবচিনি)

ভারতীয় বনৌষধি

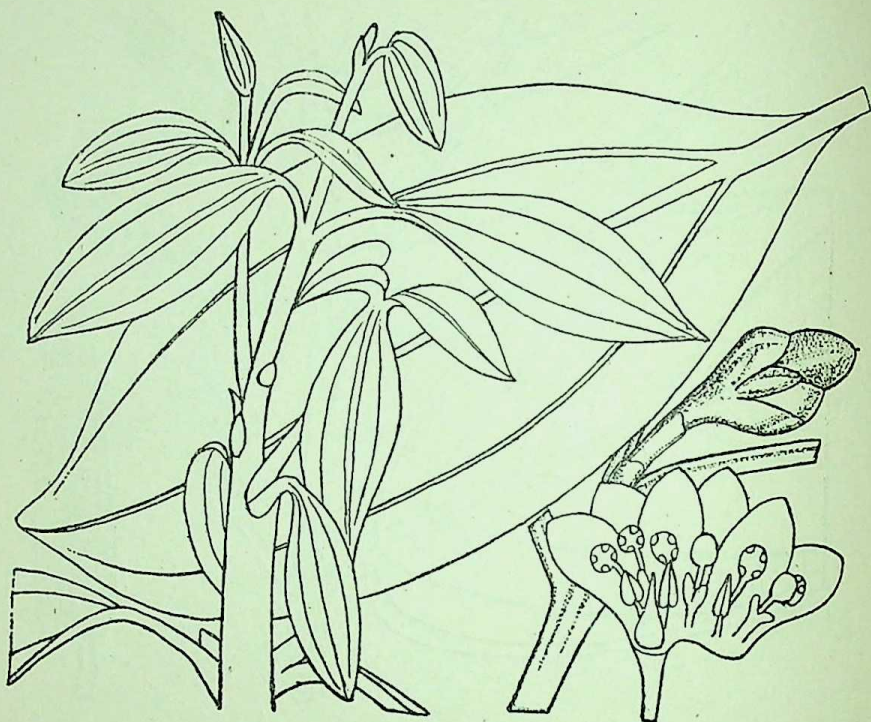


505. *Piper chaba* Hunter. (চৈ)



506. *Myristica fragrans* Houtt. (জৈত্রী)

ভারতীয়ানোষধি



507. *Cinnamomum tamala* Fr. Nees. (তেজপাতা)

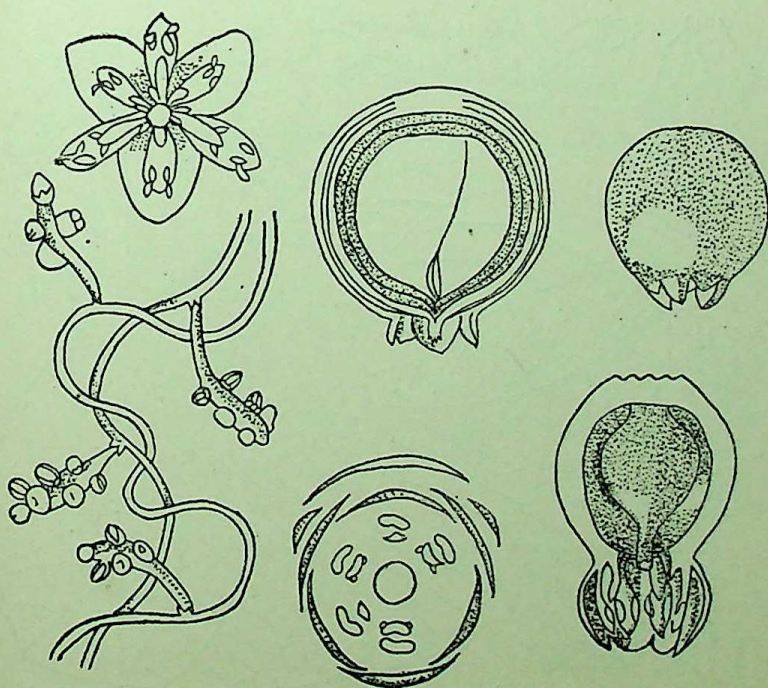


508. *Cinnamomum Zeylanicum* Bl. (দারুচিনি)

ভারতীয় বনৌষধি

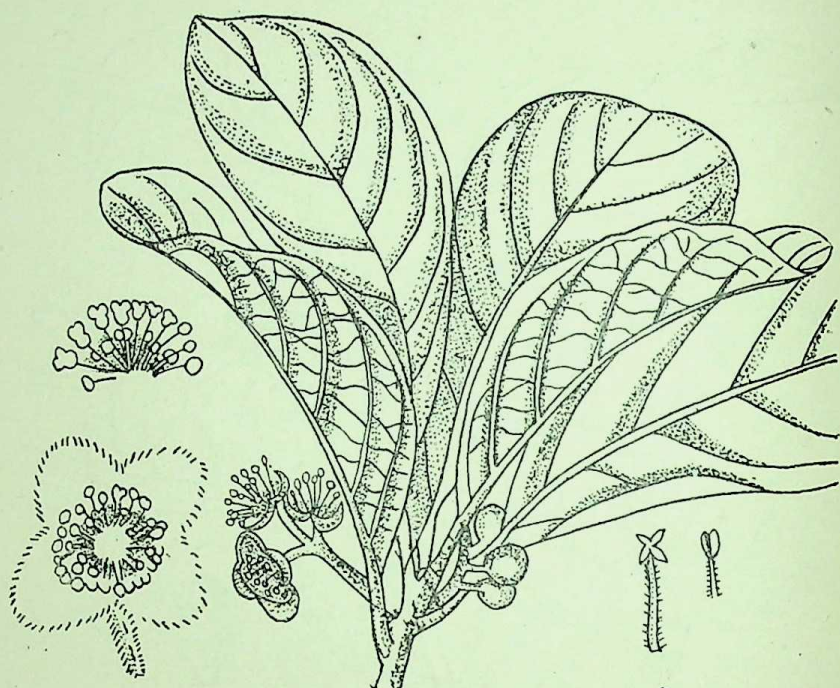


509. *Cinnamomum Camphora* Nees. (কপূর)

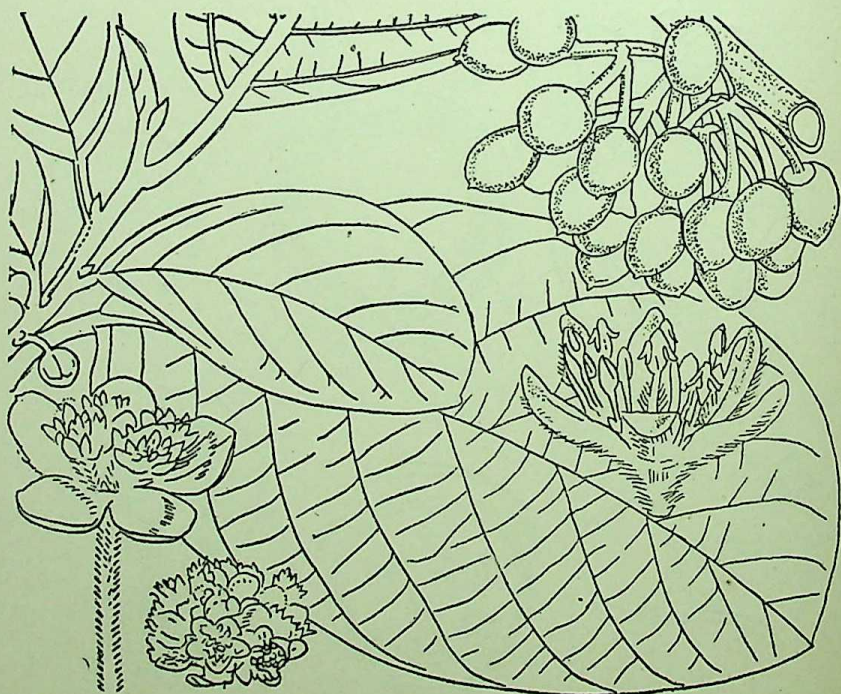


510. *Cassytha filiformis* Linn. (আকাশবেল)

ভারতীয় বনৌষধি



511. *Litsaea sebifera* Pers. (কুকুরচিতে)



512. *Litsaea polyantha* Juss. (বড় কুকুরচিতে)

ভারতীয় বন্যোষধি



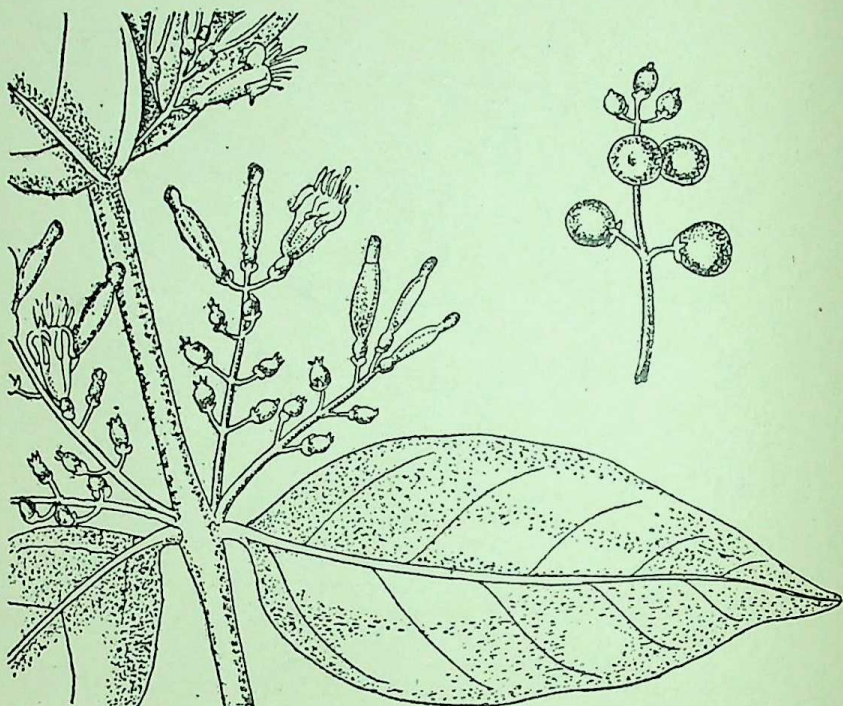
513. *Aquilaria Agallocha* Roxb. (অগুরু)



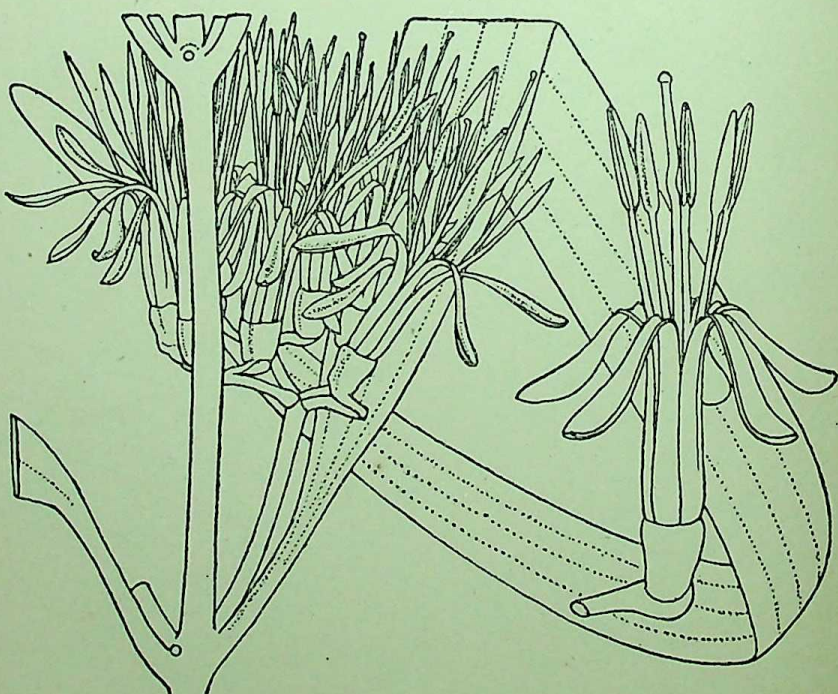
514. *Elaeagnus latifolia* Linn. (গুয়ারা)

33-1754B.

ভারতীয় বনৌষধি



515. *Loranthus globus* Roxb. (ছোট মান্দা)



516. *Loranthus longiflorus* Desv. (বড় মান্দা)

ভারতীয় বনৌষধি

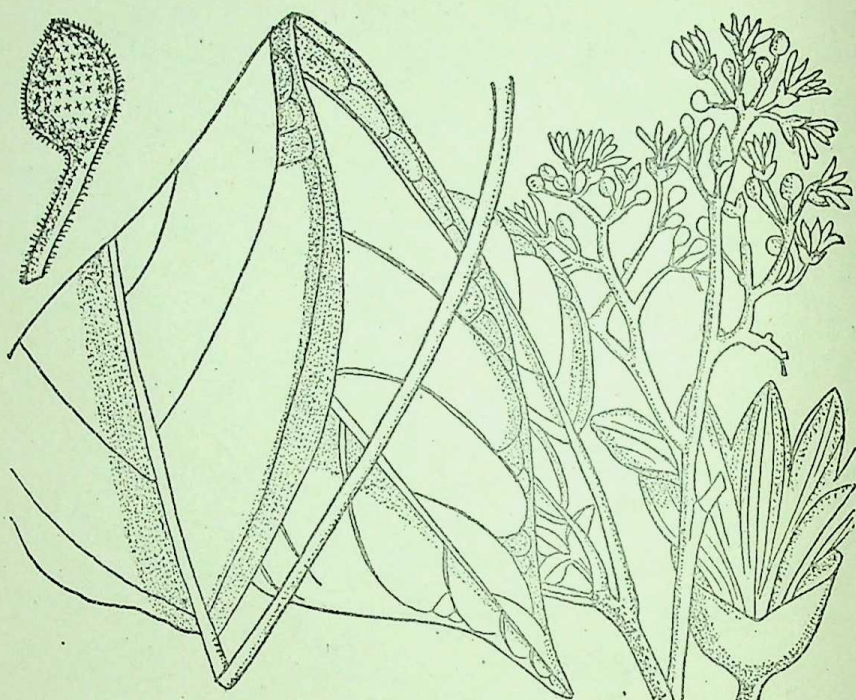


517. *Santalum album* Linn. (চন্দন)



518. *Acalypha indica* Linn. (মুক্তবুরি)

ভারতীয় বনৌষধি

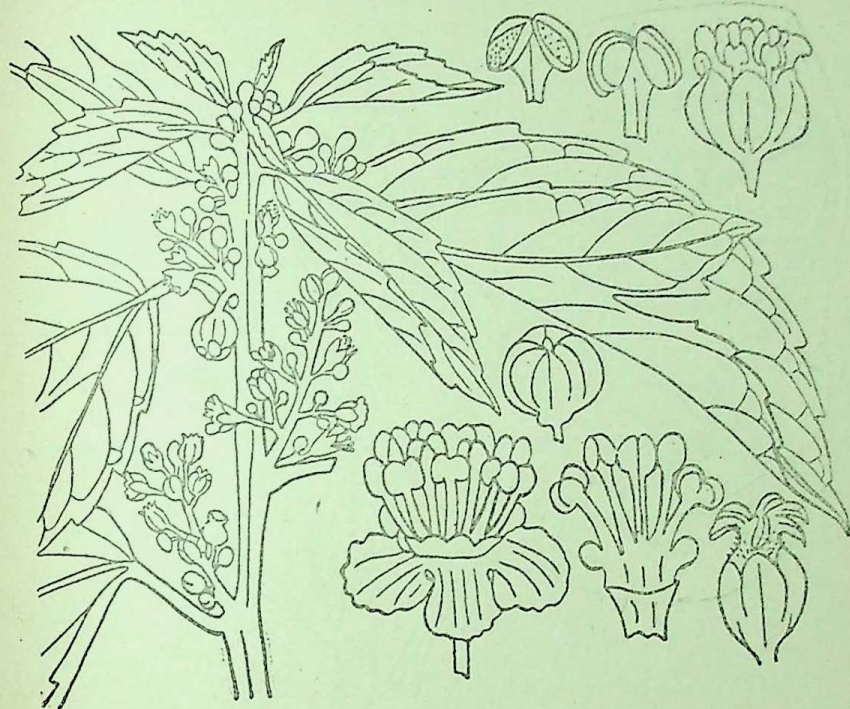


519. *Aleurites moluccana* Willd. (আখরোট)



520. *Aleurites Fordii* Hemsl. (টাজ অইল বা টাজ তৈল)

ভারতীয় বনৌষধি

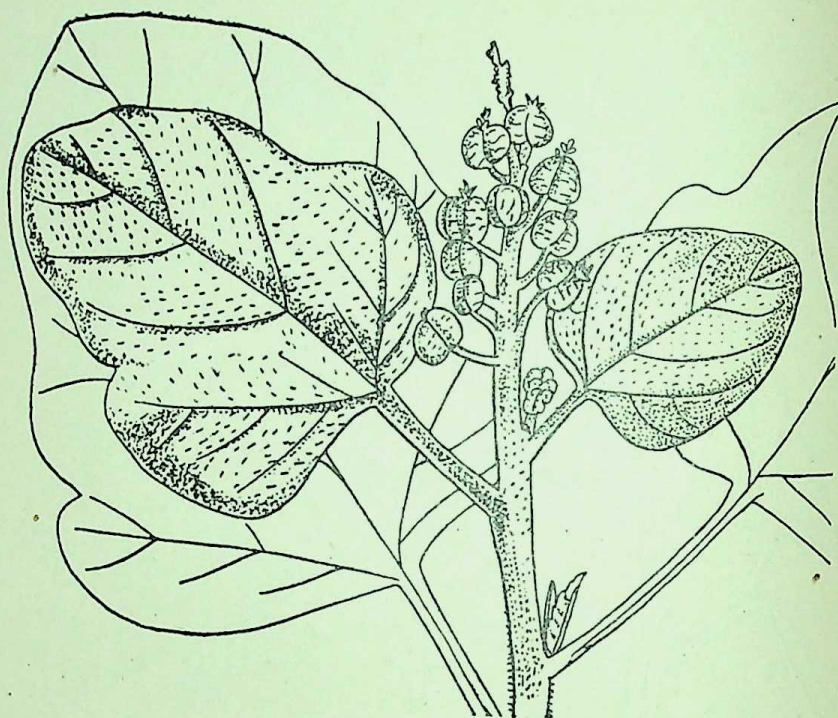


521. *Baliospermum axillare* Blume. (হাফুন)



522. *Croton tiglium* Linn. (জয়পাল)

ভারতীয় বনৌষধি



523. *Chrozophora plicata* A. Juss. (স্কুদিওকরা)

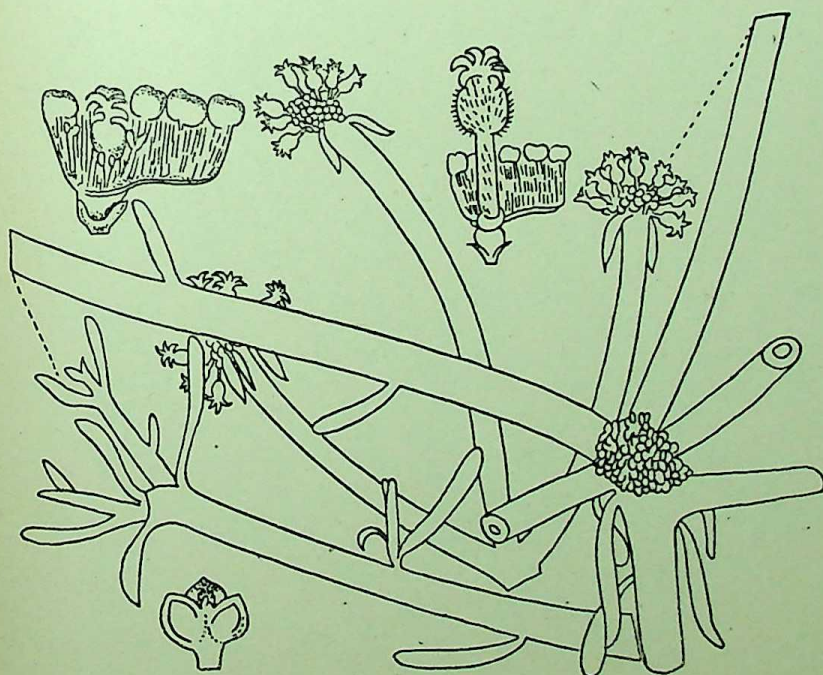


524. *Euphorbia antiquorum* Linn. (বাজবারণ)

ভারতীয় বনৌষধি



525. *Euphorbia neriifolia* Linn. (মনসাজি)

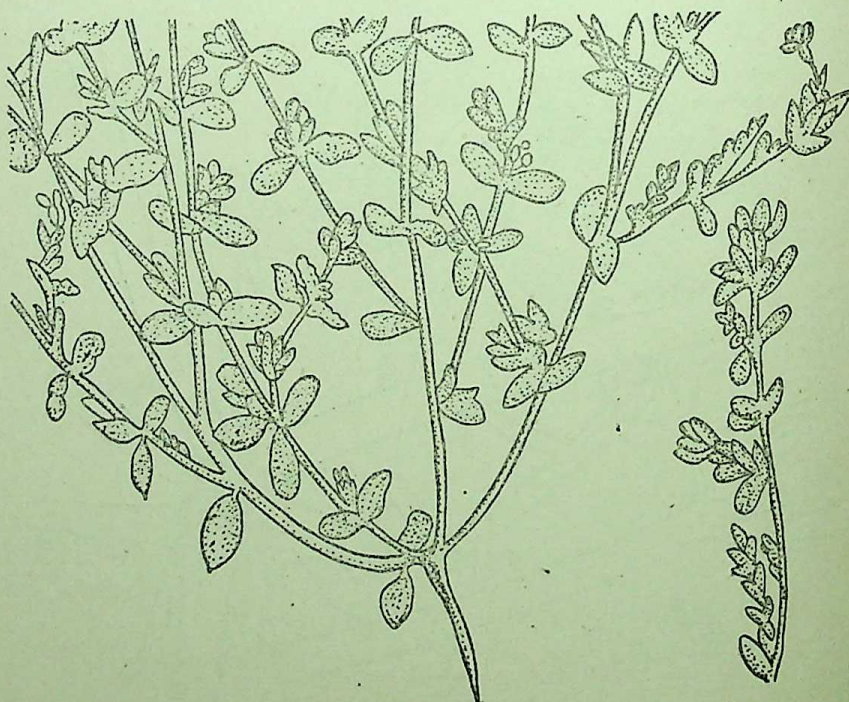


526. *Euphorbia Tirucalli* Linn. (জটানকা)

ভারতীয় বনৌষধি

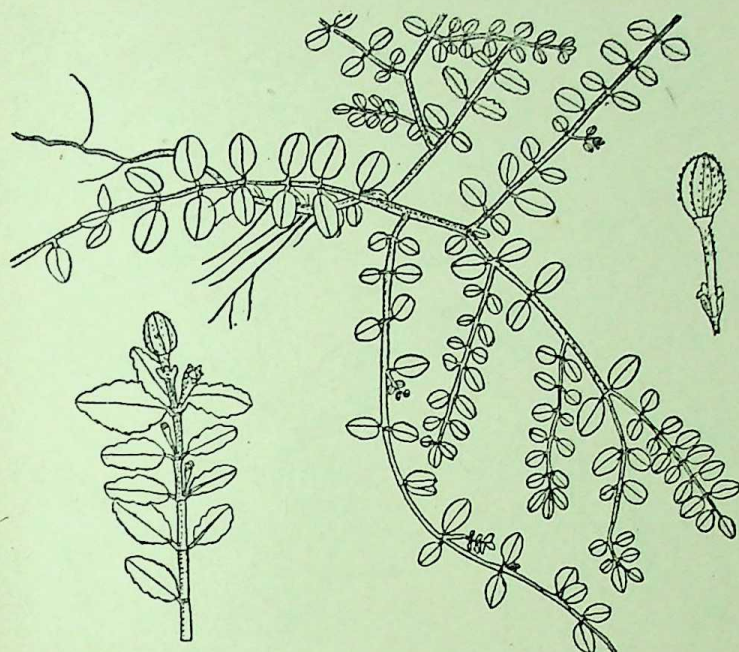


527. *Euphorbia pilulifera* Linn. (বড় কেরই)

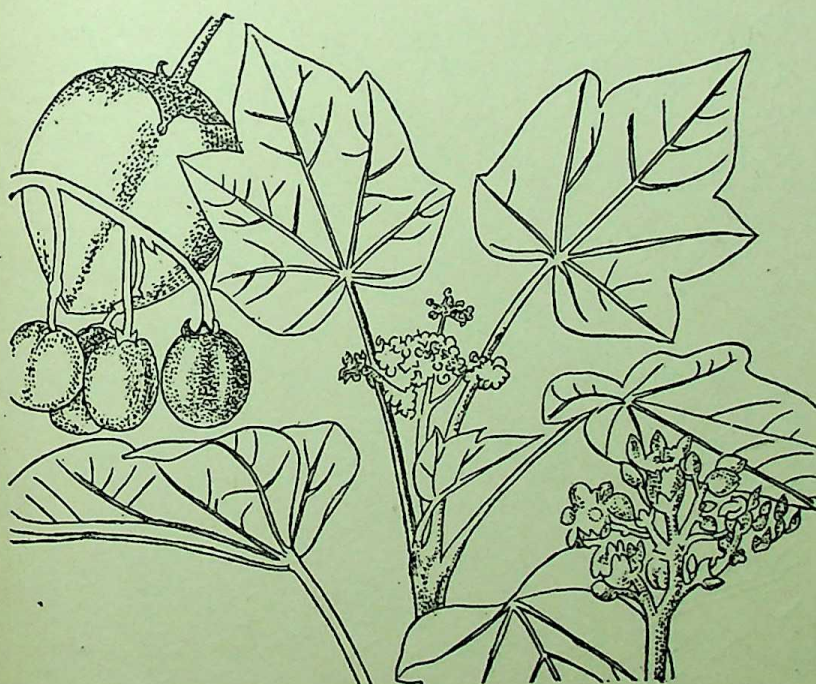


528. *Euphorbia microphylla* Heyne. (ছোট কেরই)

ভারতীয় বন্যোষধি



529. *Euphorbia thymifolia* Burm. (খৈত কেরাই)



530. *Jatropha Curcas* Linn. (বাগী ভেরেণ্ডা)

34-1754B.

ভারতীয় বনৌষধি



531. *Jatropha gossypifolia* Linn. (লাল ভেরেণ্ডা)



532. *Ricinus communis* Linn. (গাৰ ভেরেণ্ডা)

ভারতীয় বনৌষধি

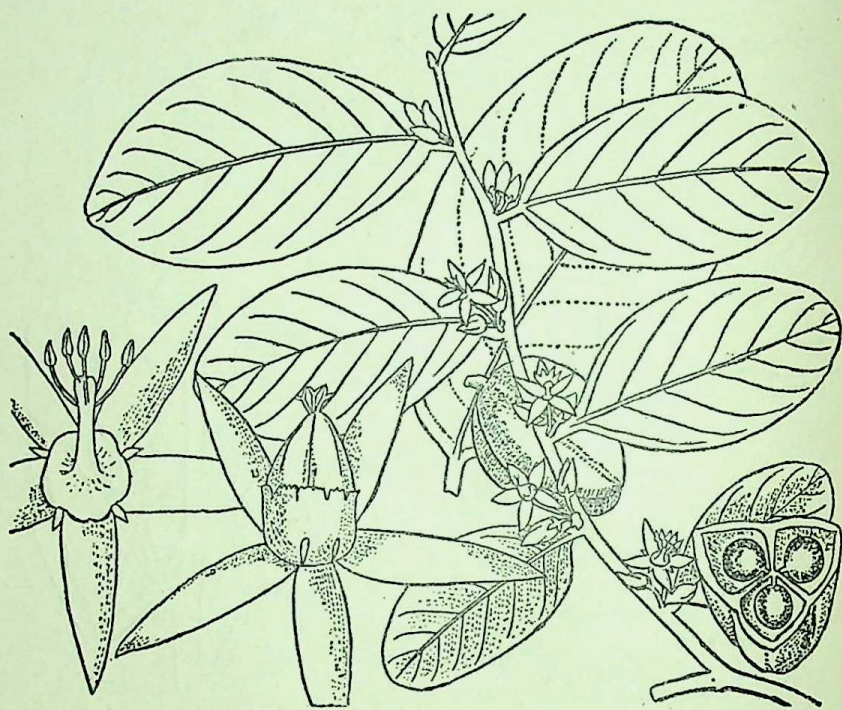


533. *Putranjiva Roxburghii* Wall. (পুত্রজীব)

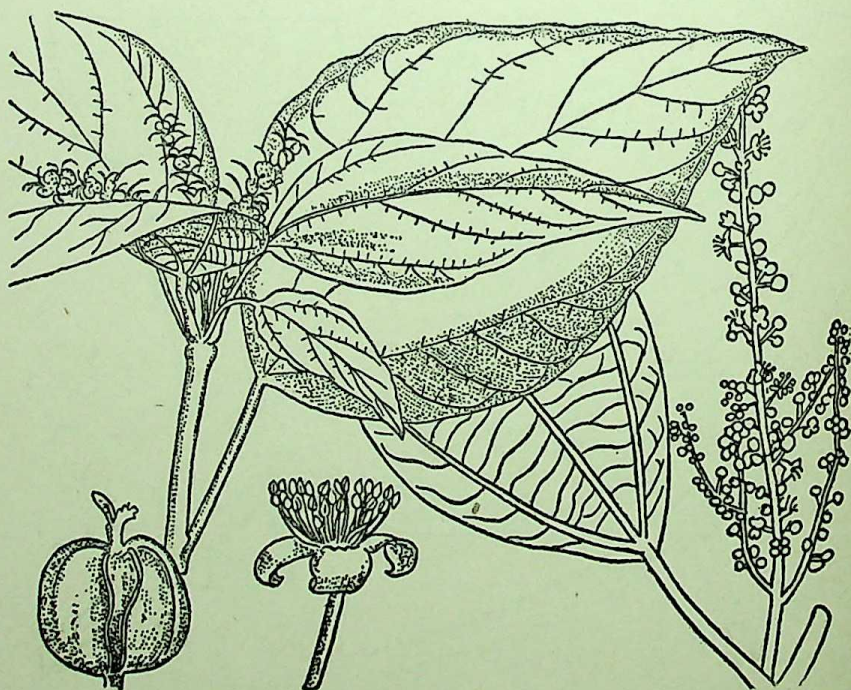


534. *Tragia involucrata* Linn. (বিছুটী)

ভারতীয় বনৌষধি

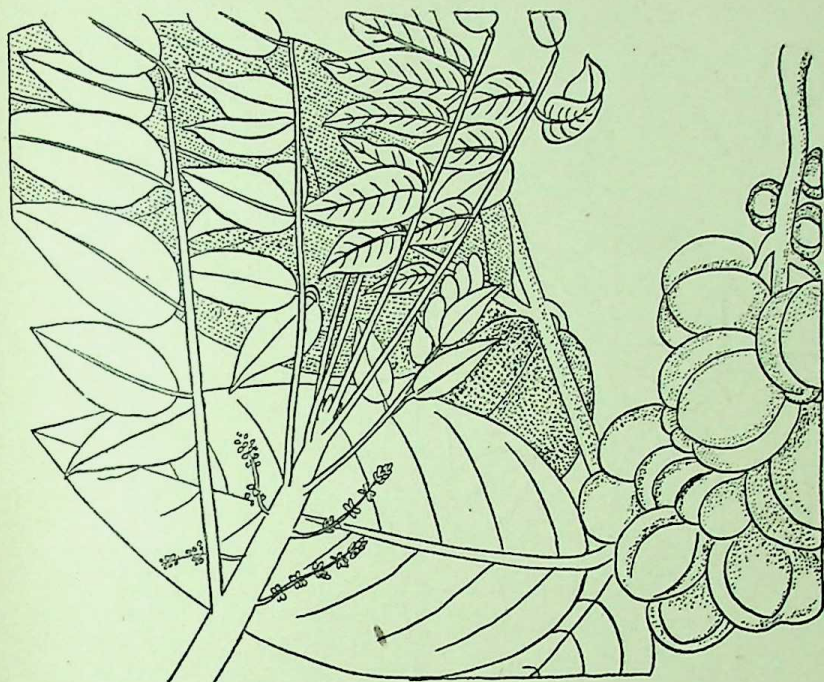


535. *Cleistanthus collinus* Benth. (গাররি)



536. *Mallotus philippinensis* Muell. (কমলাগুঁড়ি)

ভারতীয় বন্যোষধি

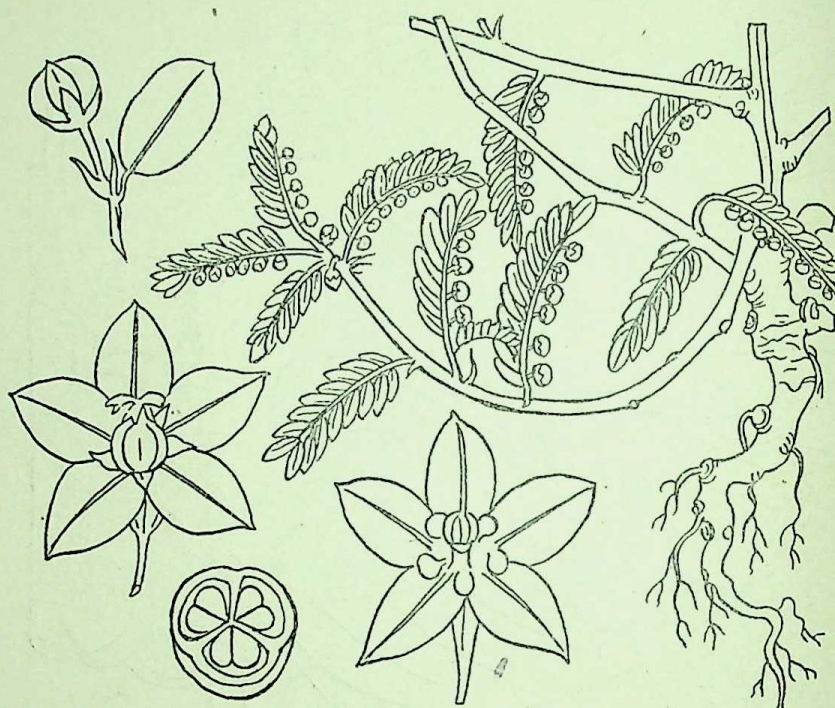


537. *Phyllanthus distichus* Muell. (নোয়াড়)



538. *Phyllanthus Emblica* Linn. (আমলকী)

ভারতীয় বনৌষধি



539. *Phyllanthus Niruri* Linn: (ভুঁইআমলা)

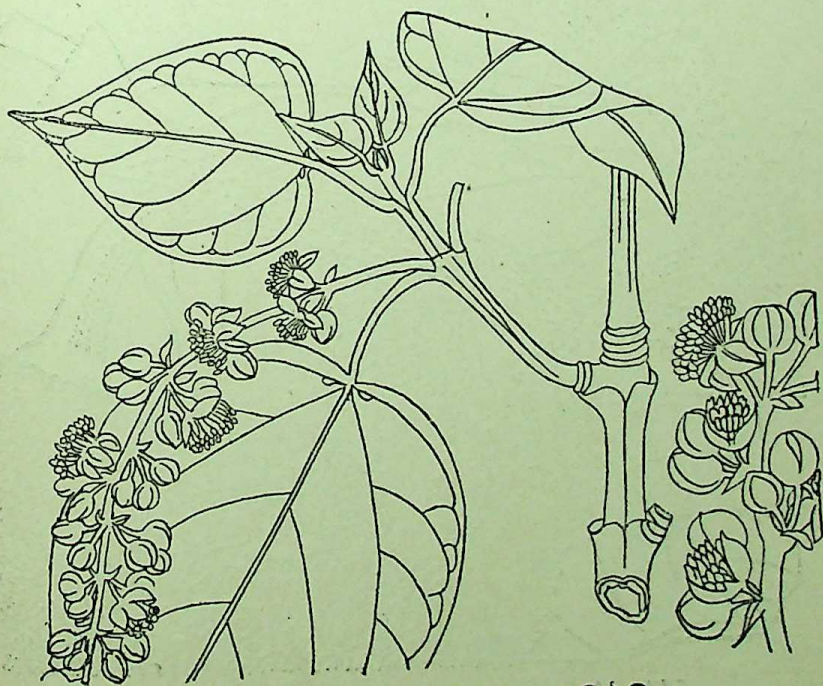


540. *Phyllanthus urinaria* Linn. (হাজরমণি)

ভারতীয় বনৌষধি

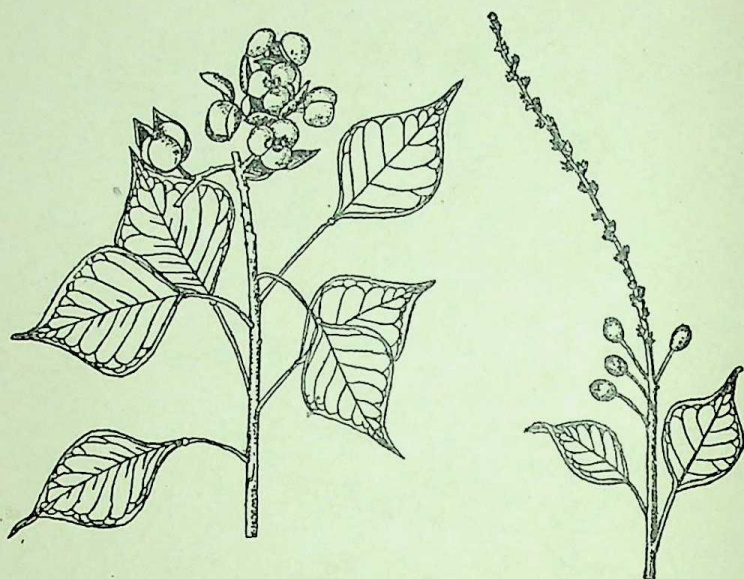


541. *Phyllanthus reticulatus* Poir. (পানশিউলি)

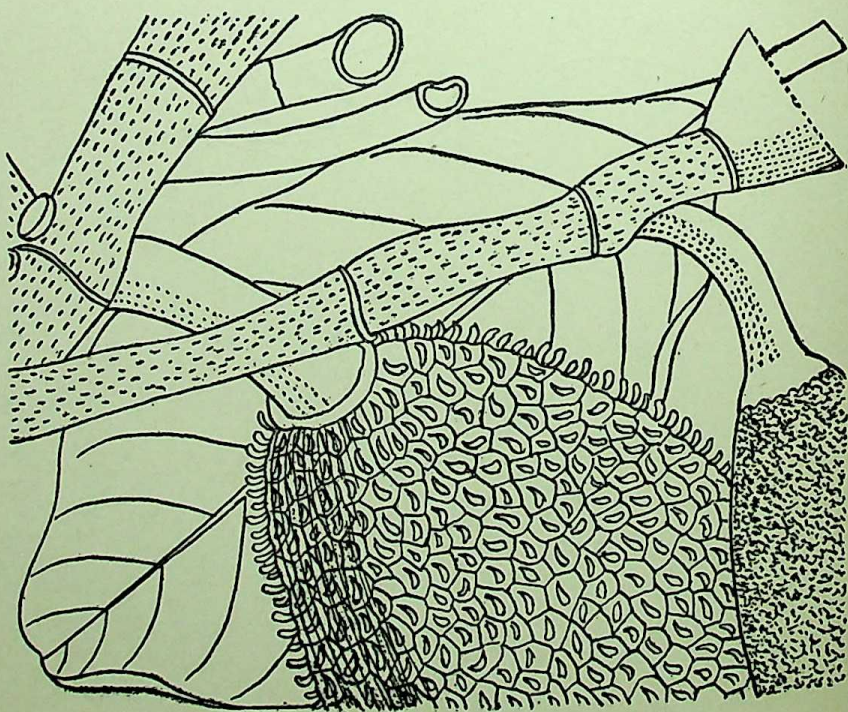


542. *Trewia nudiflora* Linn. (পিটুলি)

ভারতীয় বনৌষধি

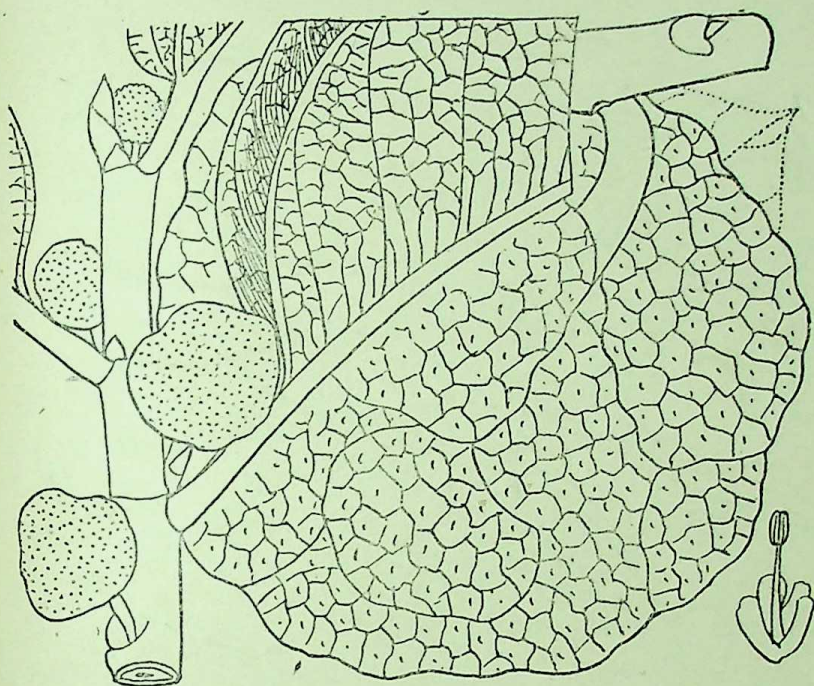


543. *Sapium sebiferum* Roxb. (মোমচীনা)

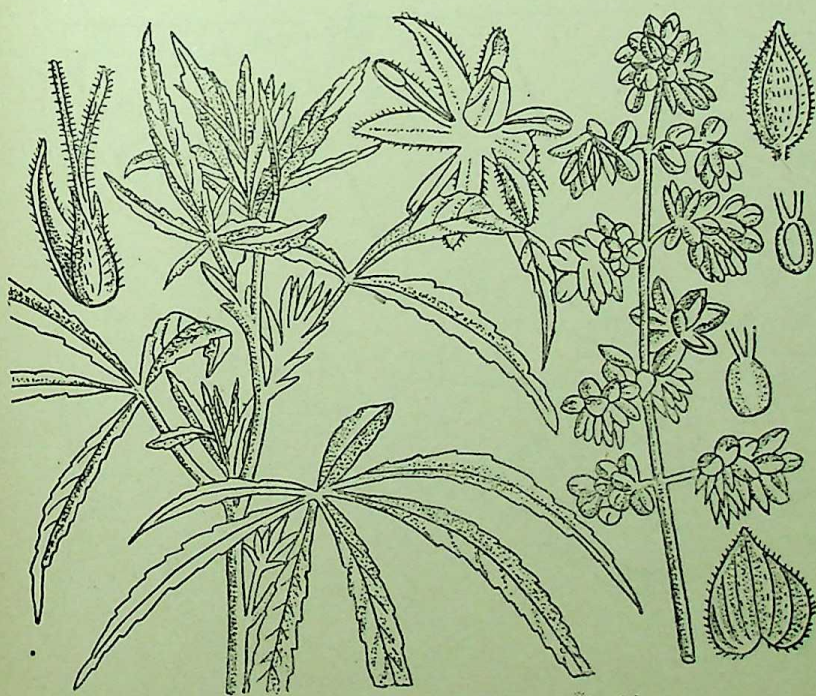


544. *Artocarpus integrifolia* Linn. (কাঁটাল)

ভারতীয় বনৌষধি



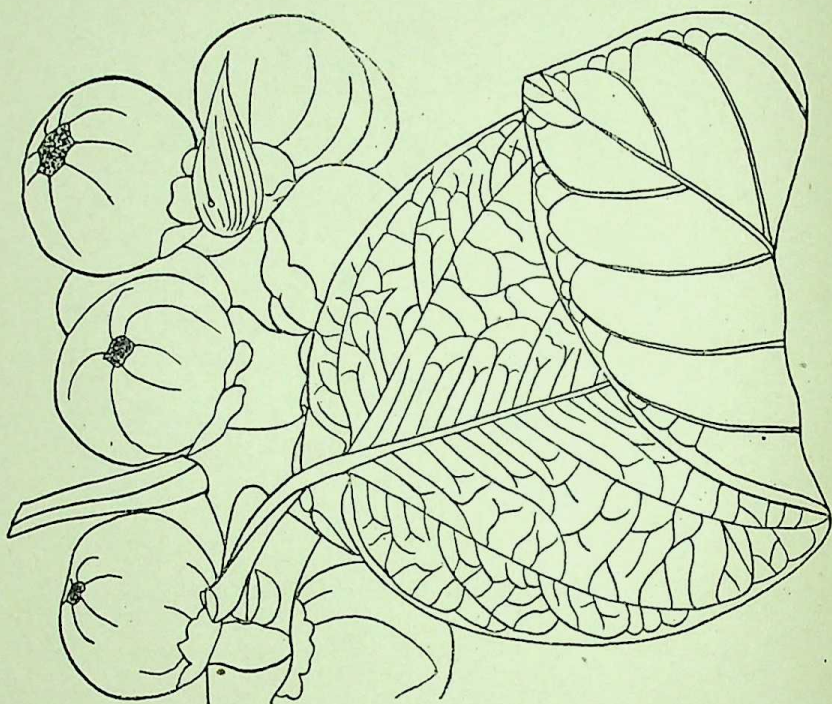
545. *Artocarpus Lakoocha* Roxb. (ডেলো, মাদার)



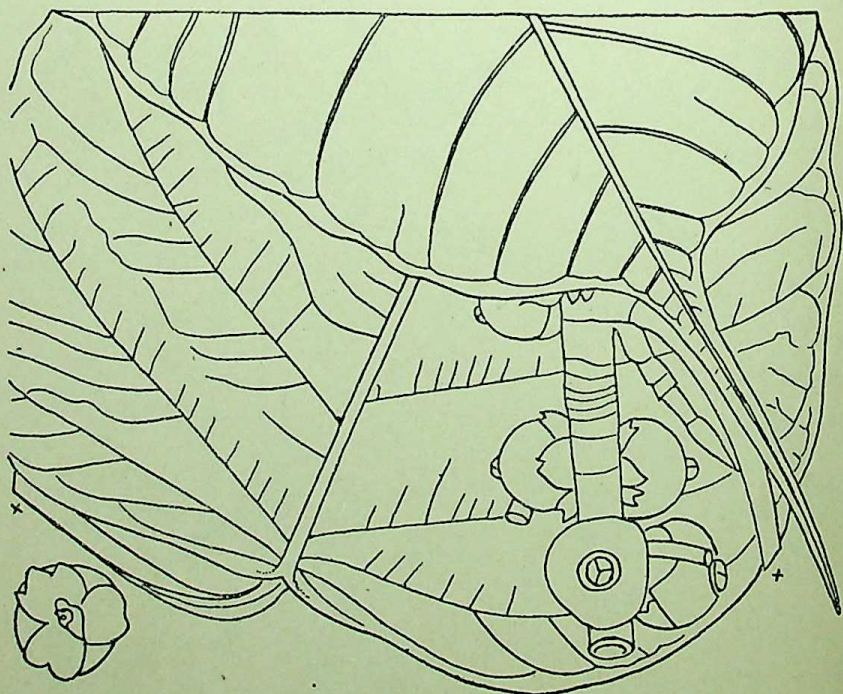
546. *Cannabis sativa* Linn. (গাঁজা)

35-1754B.

ভারতীয় বনোষধি

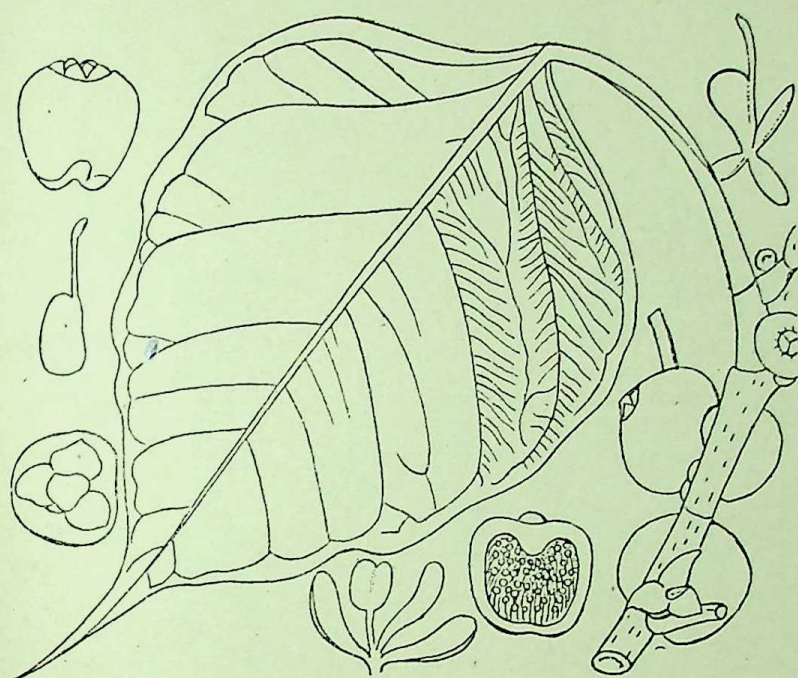


547. *Ficus bengalensis* Linn. (বট)

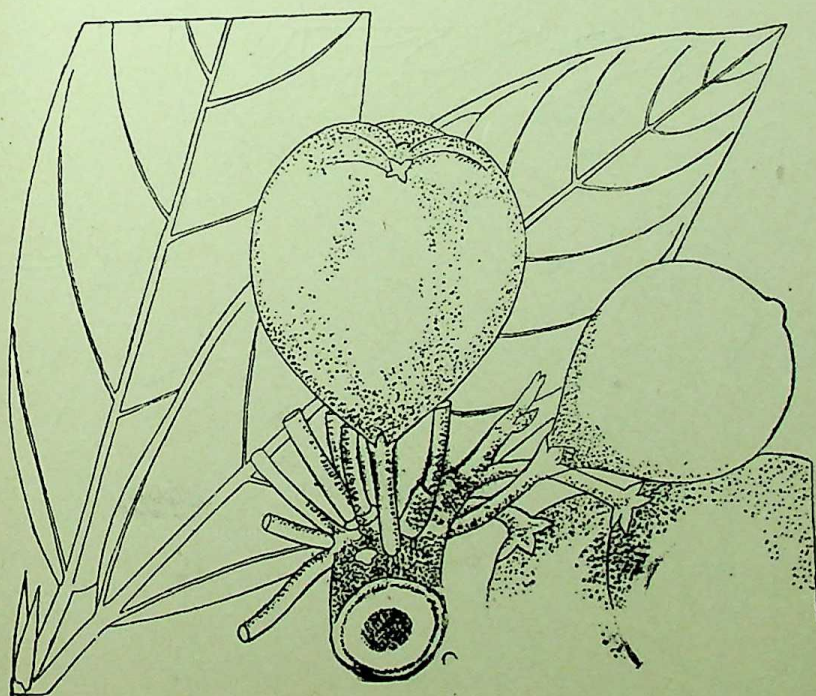


548. *Ficus religiosa* Linn. (অশ্বথ)

ভারতীয় বনোষধি

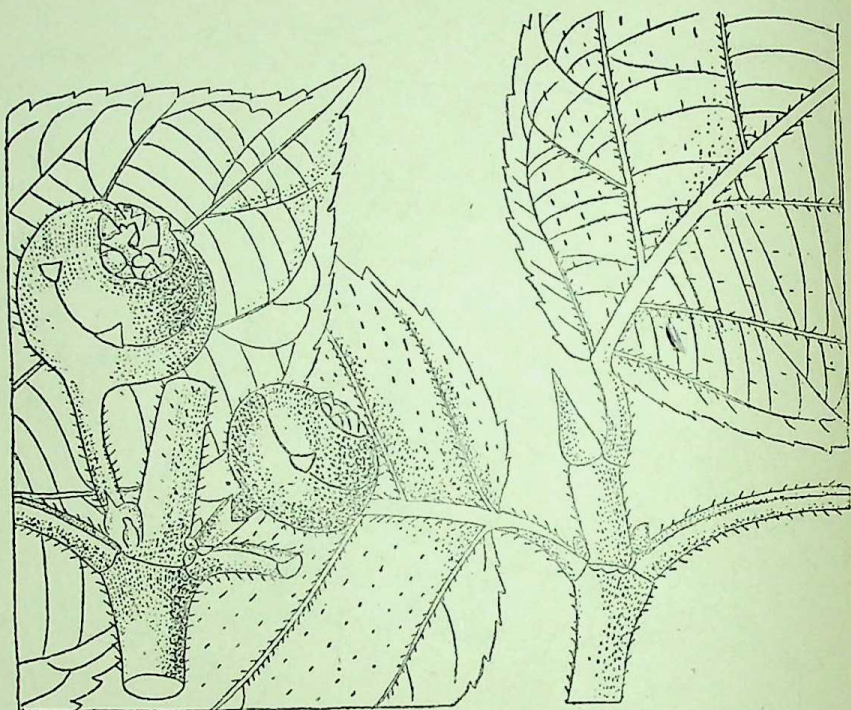


549. *Ficus Rumphii* Blume. (গয়াশ্বখ)



550. *Ficus glomerata* Roxb. (যজ্ঞভূষুর)

ভারতীয় বনৌষধি

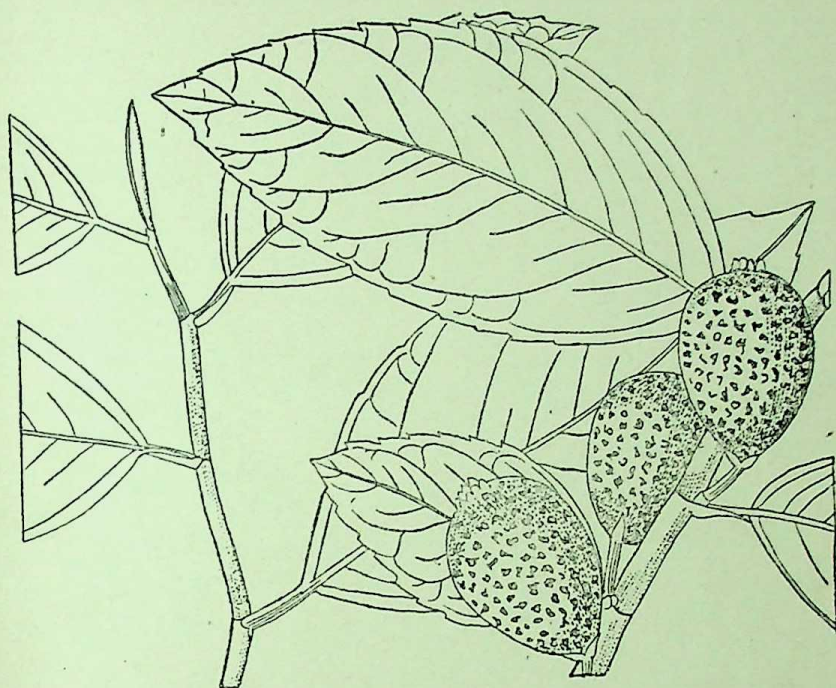


551. *Ficus hispida* Linn. (কাকডুন্দুর)



552. *Ficus heterophylla* Linn. (ঘটা শেওড়া)

ভারতীয় বনৌষধি

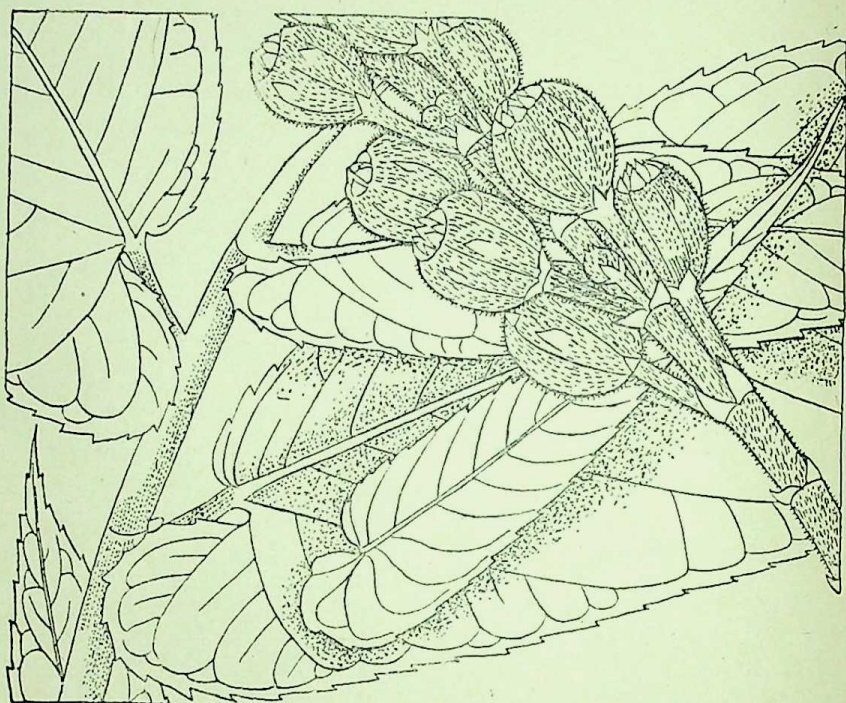


552 A. *Ficus heterophylla* Linn Var. *F. scabrella* King. (বল্লম ডুমুর)



552 B. *Ficus heterophylla* Linn. Var. *repens* King. (ভুঁই ডুমুর)

ভারতীয় বনৌষধি



553. *Ficus Cunia* Ham. (জয়া ডুম্বুর)

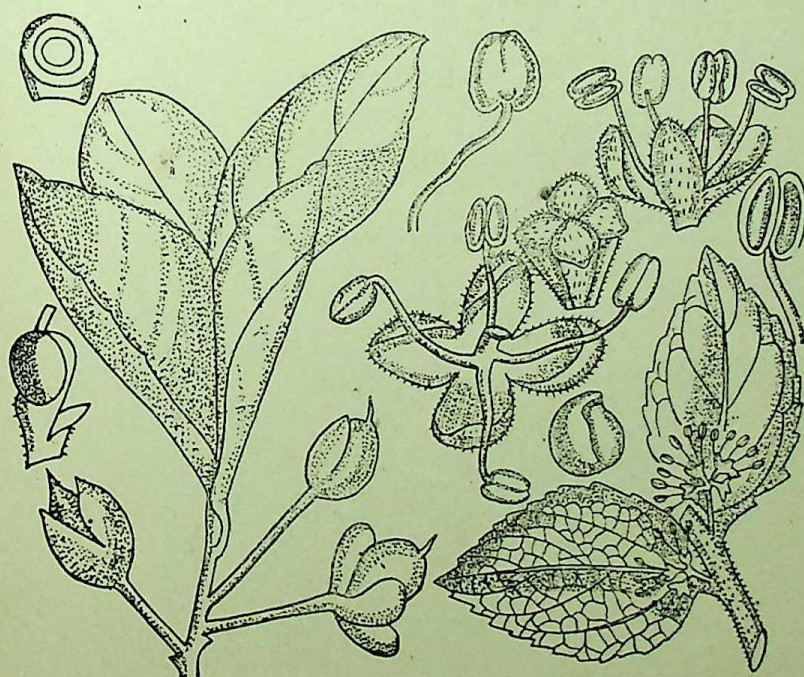


554. *Ficus infectoria* Roxb. (পাকুড়)

ভারতীয় বনোষধি

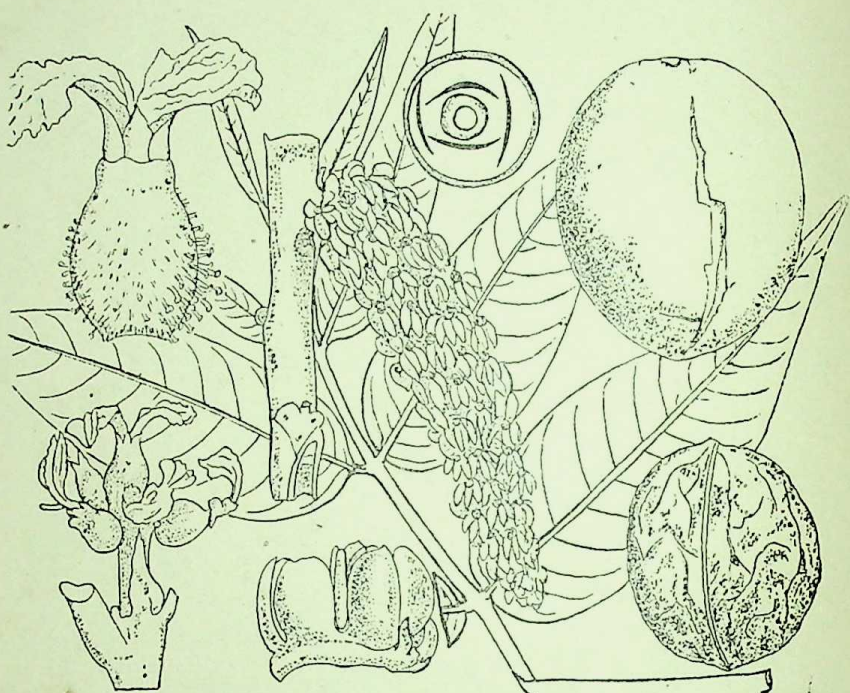


555. *Morus indica* Linn. (ভুত)

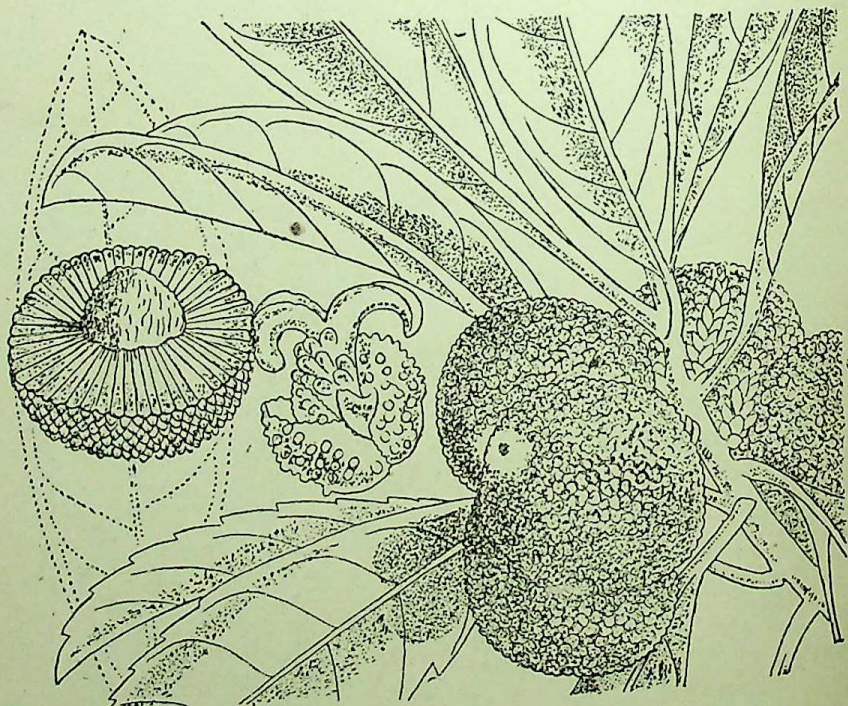


556. *Streblus asper* Lour. (শেওড়া)

ভারতীয় বনৌষধি

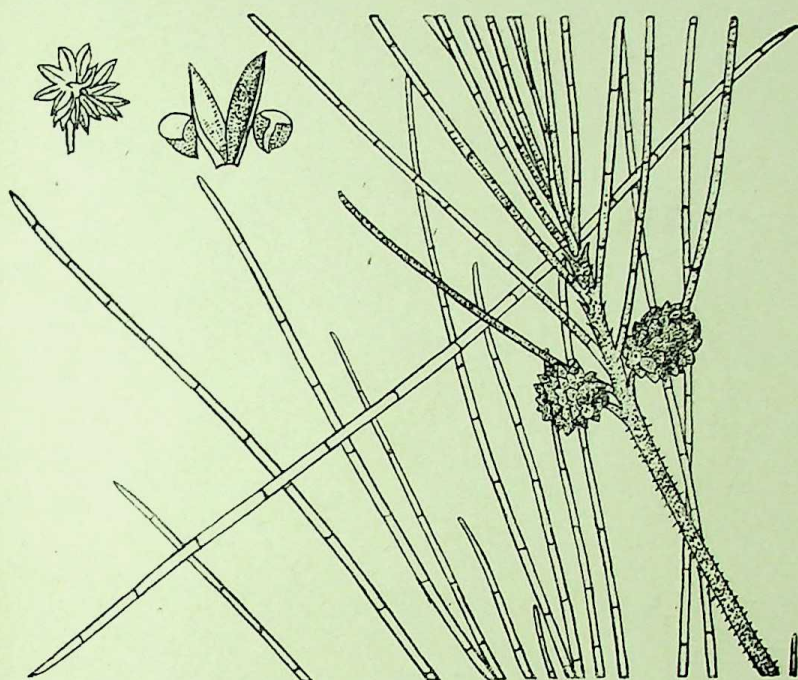


557. *Juglans regia* Linn. (আখরোটি)

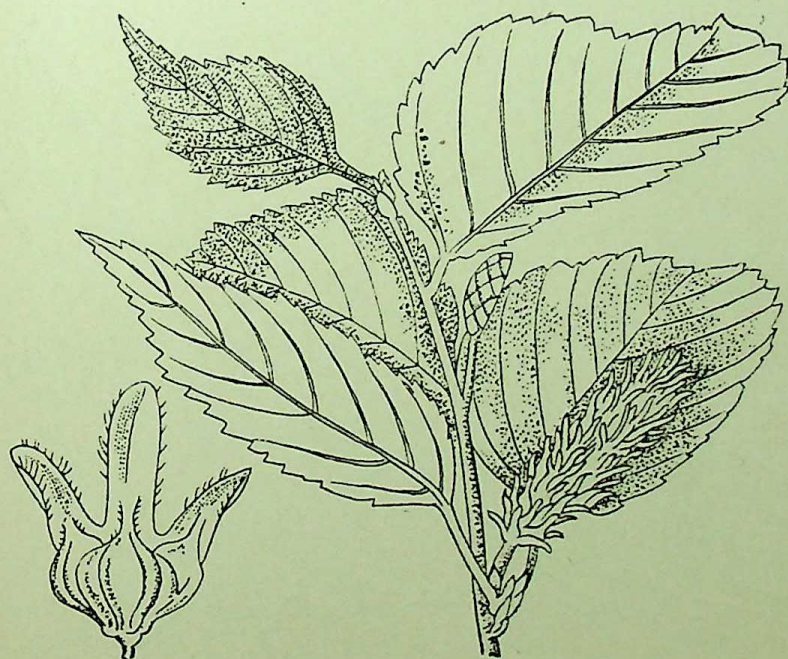


558. *Myrica nagi* Thunb. (কটফল)

ভারতীয় বনৌষধি

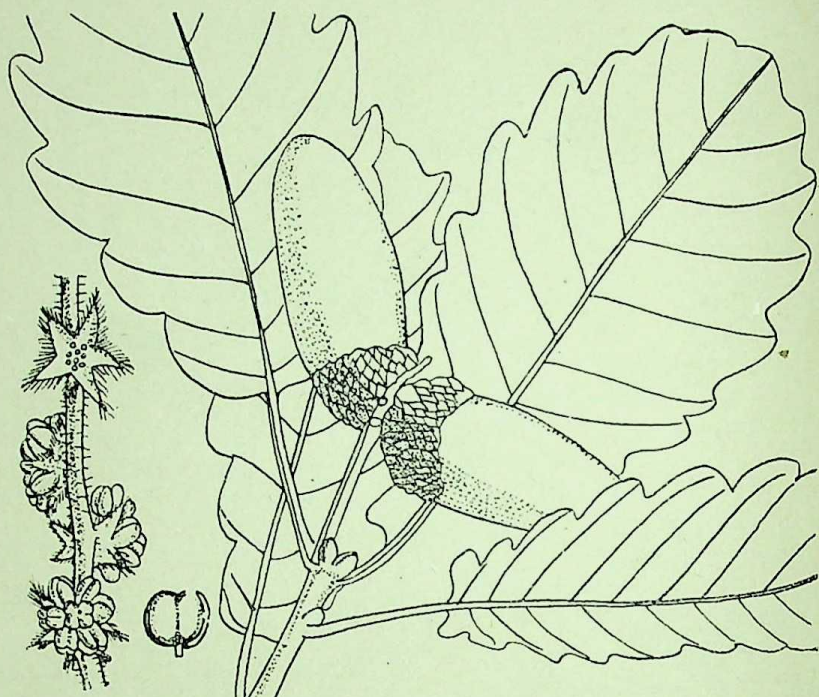


559. *Casuarina equisetifolia* Forst. (বিনাতি ঝাউ)

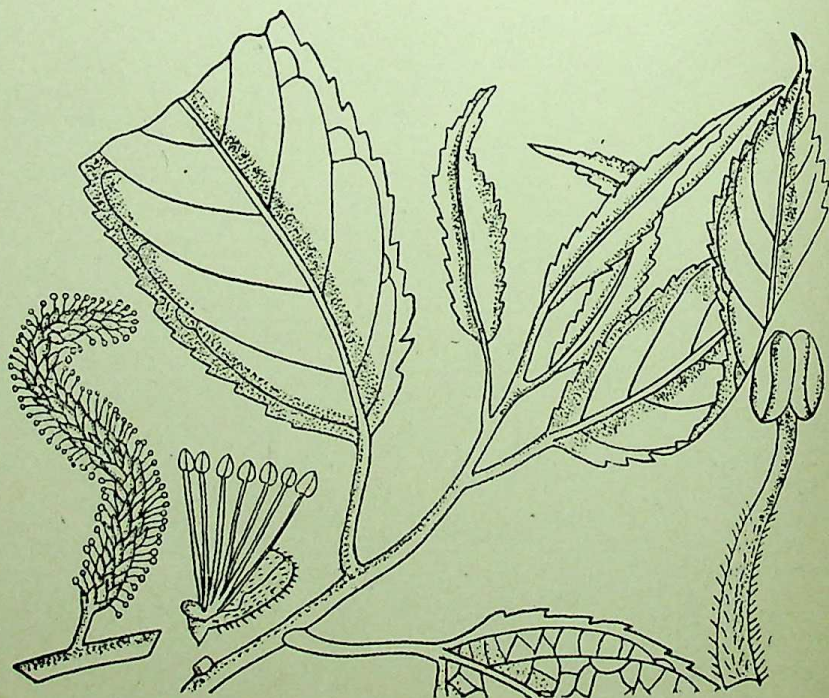


560. *Betula utilis* Don. (ভুজপত্র)

ভারতীয় বনৌষধি

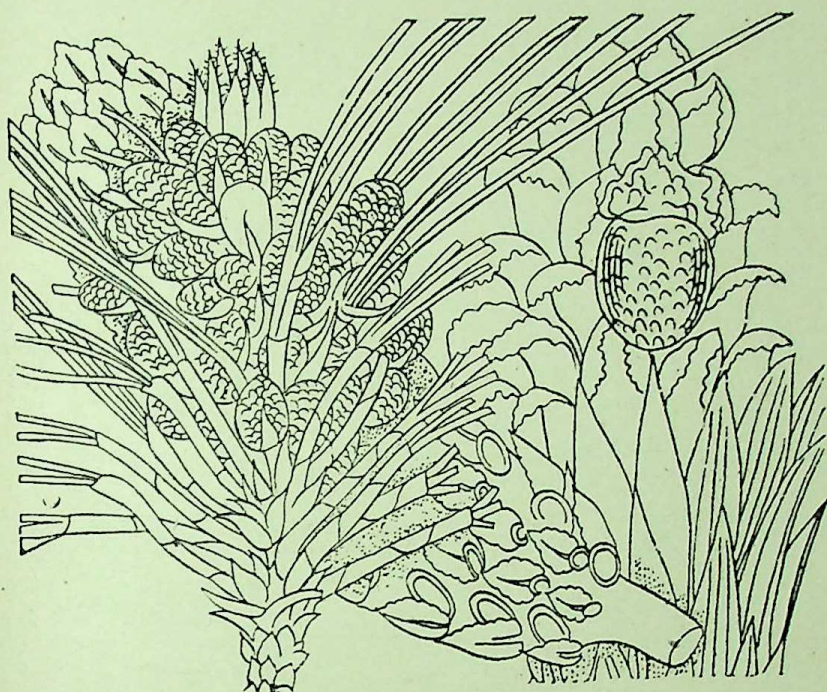


561. *Quercus infectoria* Oliver. (মাজুফল)

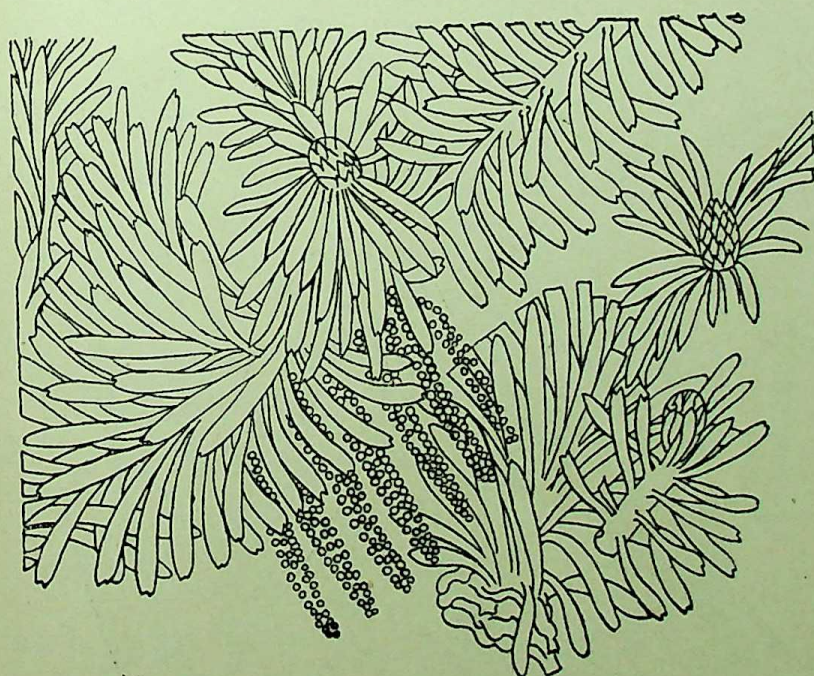


562. *Salix tetrasperma* Roxb. (পানিজামা)

ভারতীয় বনৌষধি

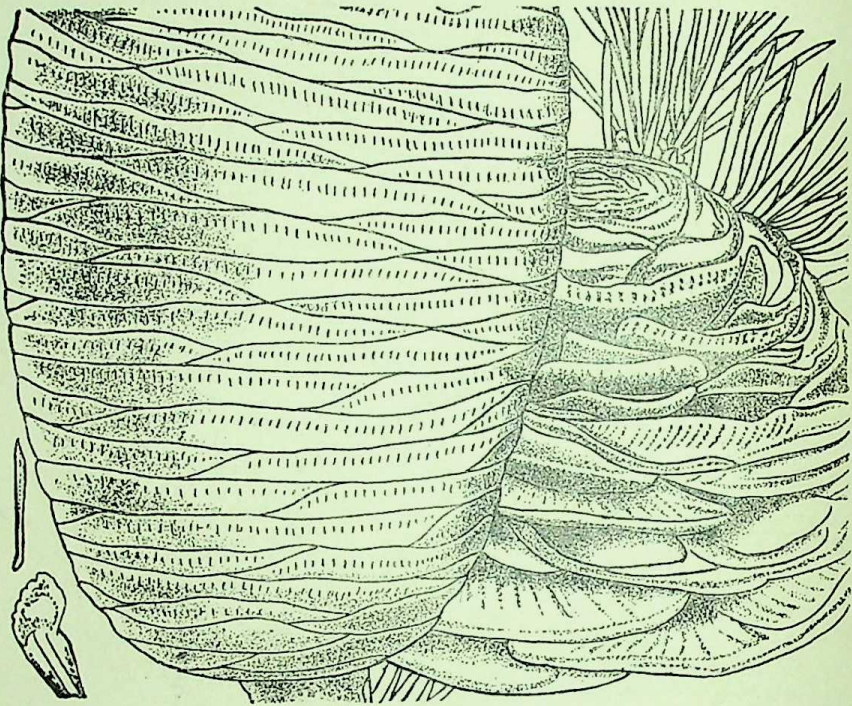


563. *Pinus longifolia* Roxb. (গন্ধবিরেজা)

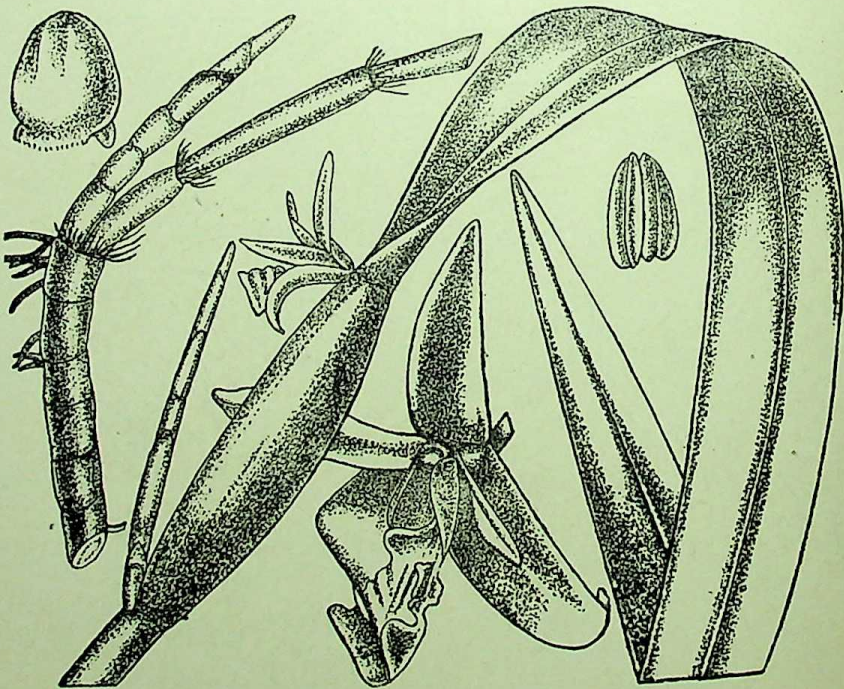


564. *Abies Webbiana* Lindl. (তালিশপত্র)

ভারতীয় বনৌষধি



565. *Cedrus Libani* Barrl. (দেবদারু)

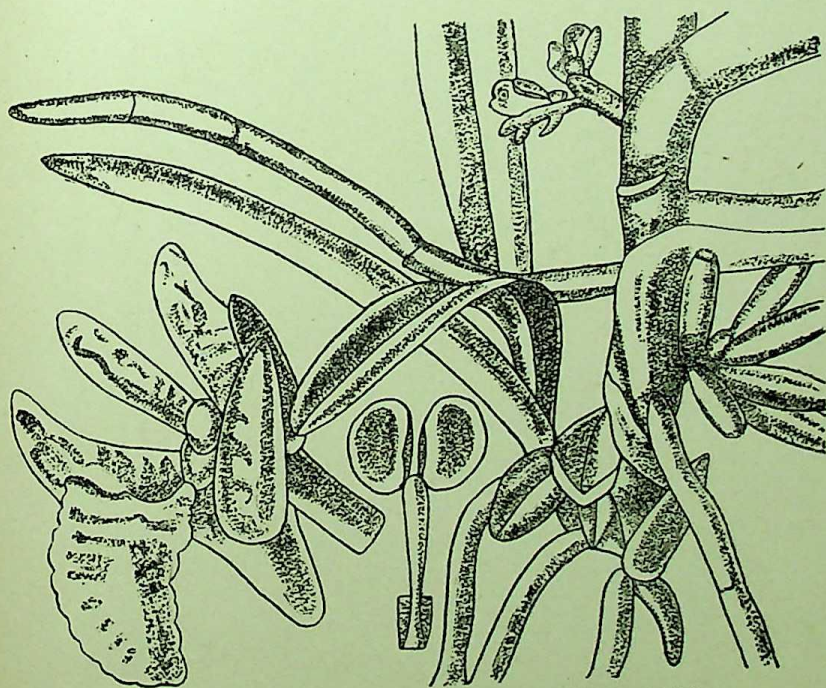


566. *Dendrobium Macraei* Lindl. (জীবন্তী)

ভারতীয় বনৌষধি

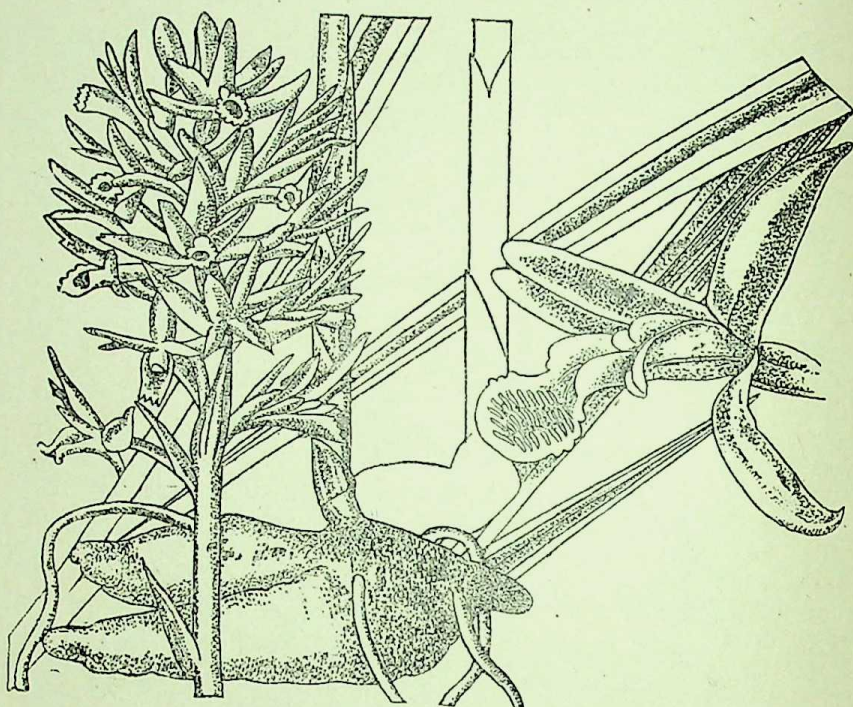


567. *Vanda Roxburghii* R. Br. (রাস্মা)

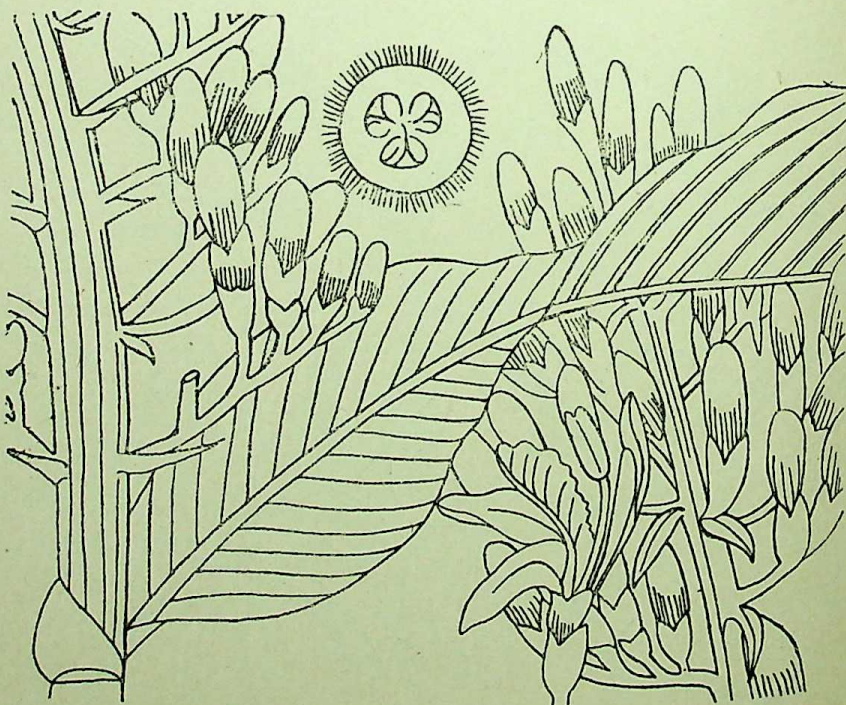


568. *Saccolabium papillosum* Lindl. (রাস্মা)

ভারতীয় বনৌষধি



569. *Eulophia campestris* Roxb. (সালেগমিগ্রি)

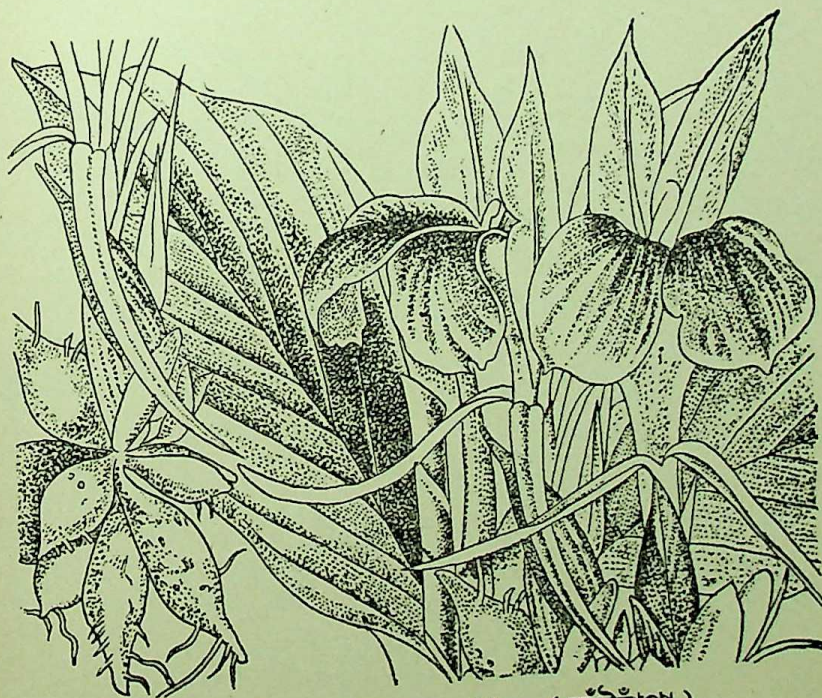


570. *Alpinia galanga* Sw. (কুলঙ্গন)

ভারতীয় বনৌষধি



571. *Kaempferia angustifolia* Rose. (মধুনির্বিষা)



572. *Kaempferia rotunda* Linn. (ভুঁইচাঁপা)

ভারতীয় বনৌষধি

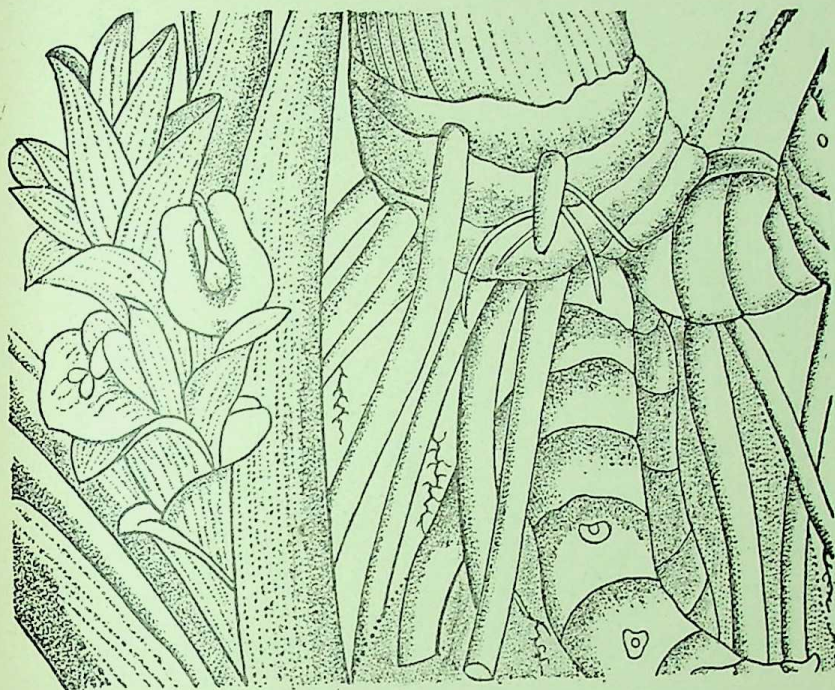


573. *Kaempferia galanga* Linn. (চন্দ্রমূল)



574. *Hedychium spicatum* Ham. (কপূর-কচুরি)

ভারতীয় বনৌষধি



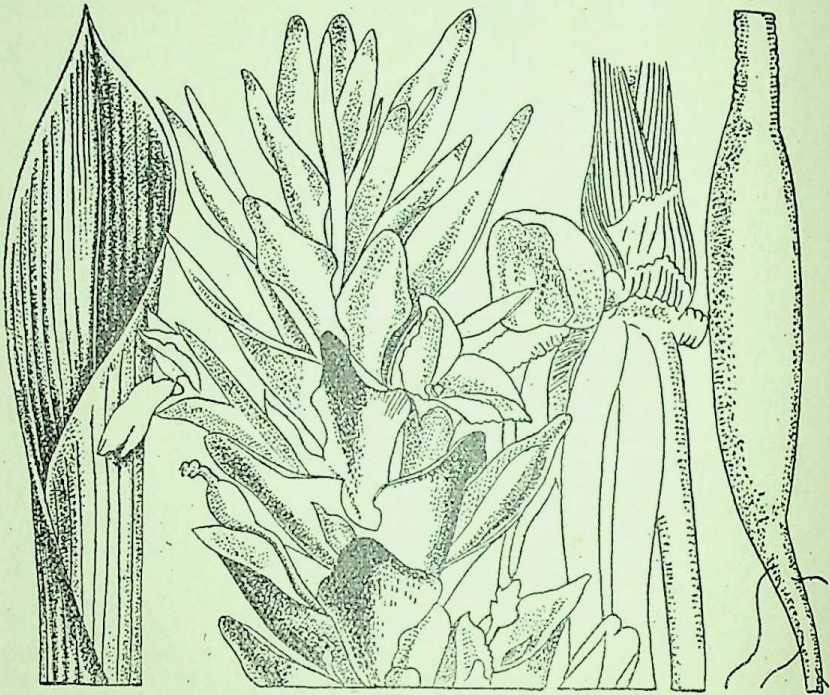
575. *Curcuma Amada* Roxb. (আমাদা)



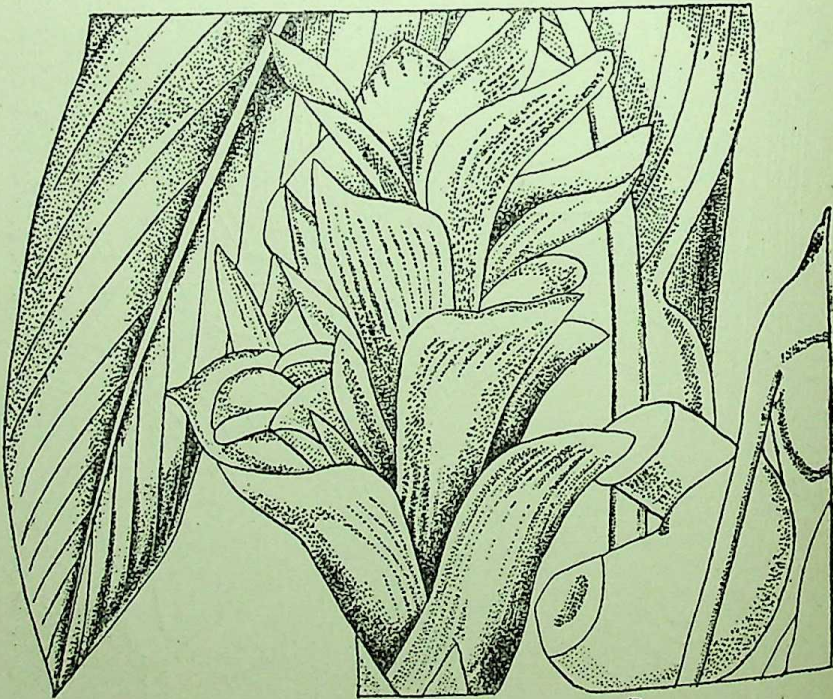
576. *Curcuma aromatica* Salisb. (বন-হলুদ)

37-1754B.

ভারতীয় বনৌষধি

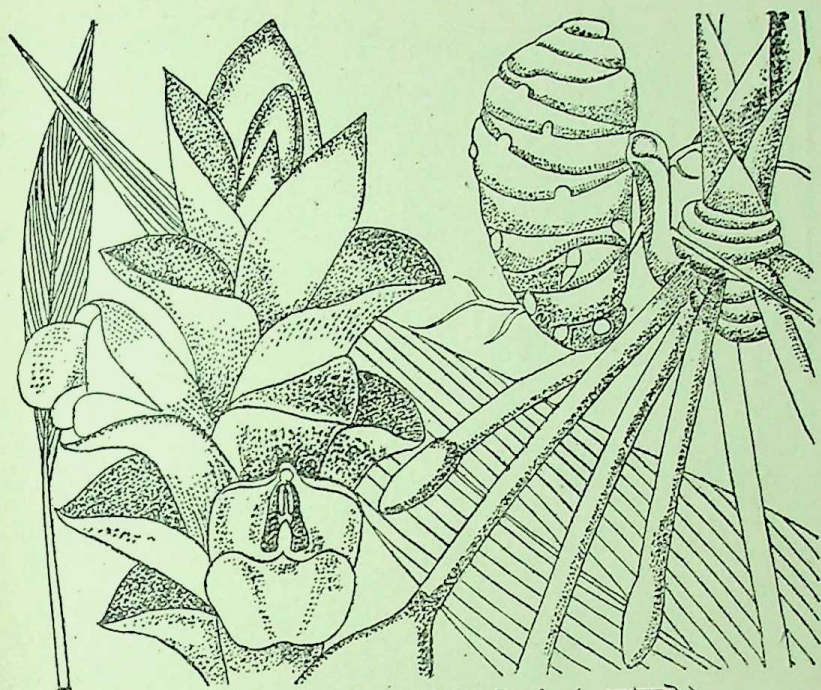


577. *Curcuma longa* Linn. (হরিদ্রা)

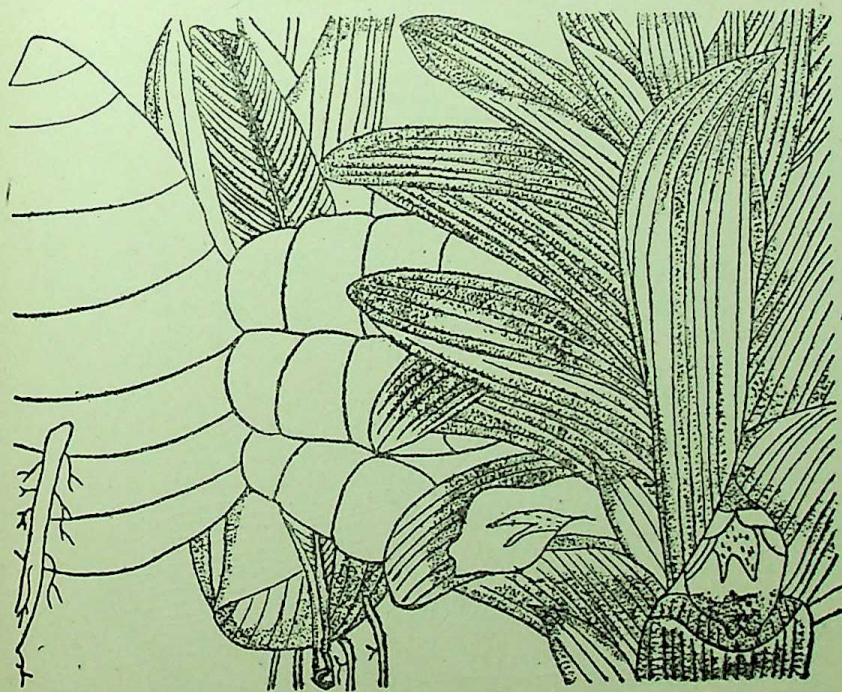


578. *Curcuma Zedoaria* Rose. (শর্টী)

ভারতীয় বনৌষধি

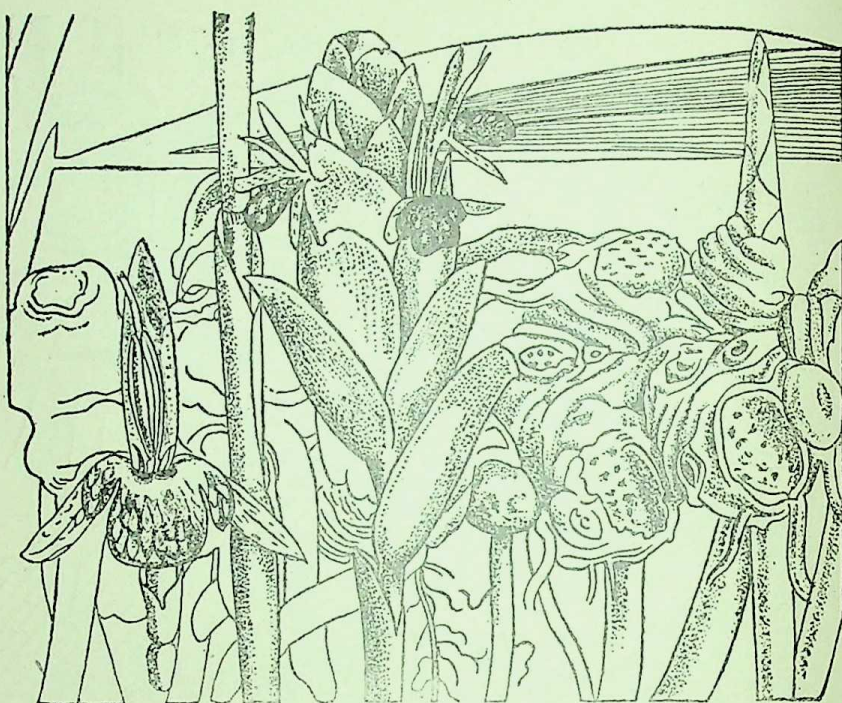


579. *Curcuma angustifolia* Roxb. (এরকট)

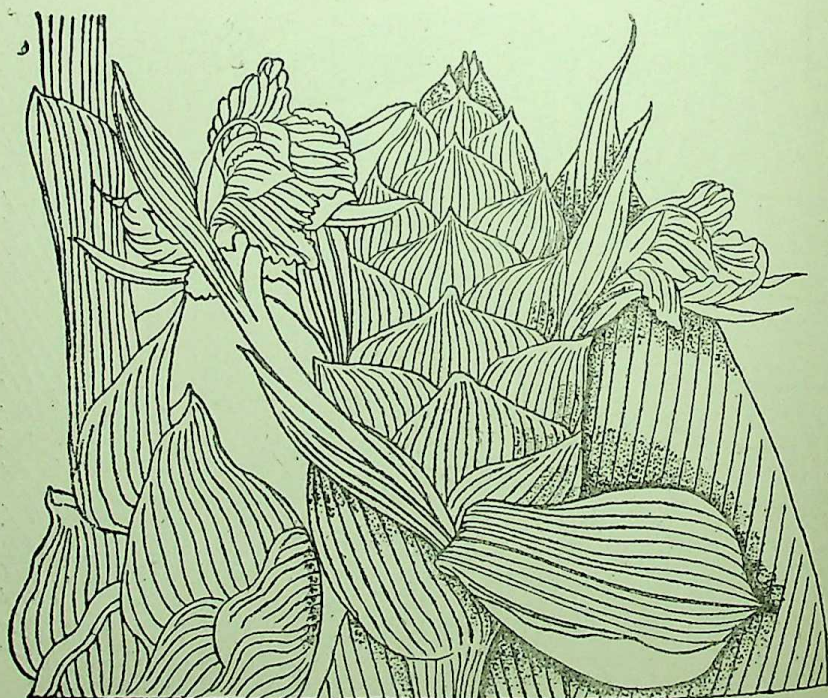


580. *Curcuma caesia* Roxb. (কানহরিজা)

ভারতীয় বনৌষধি

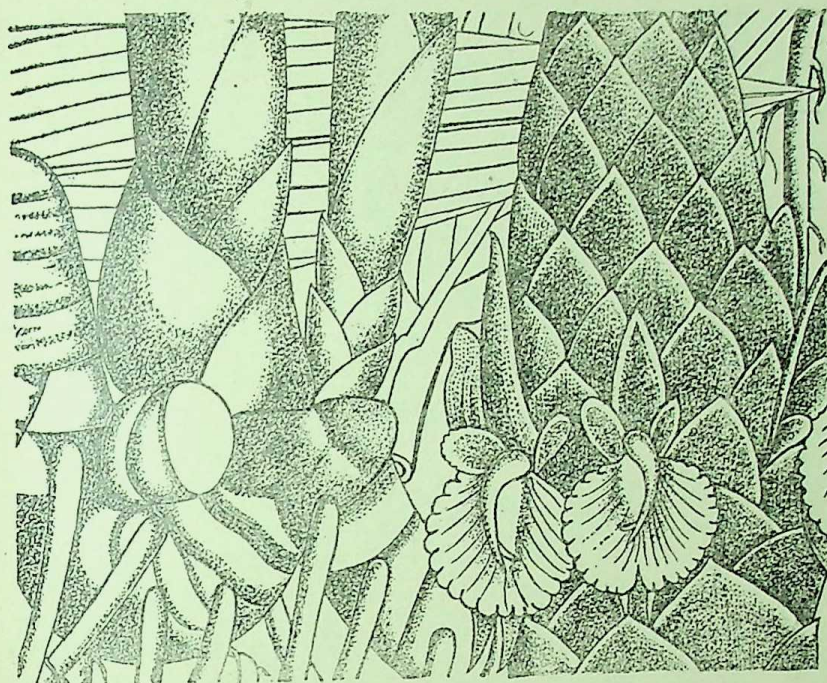


581. *Zingiber officinale* Rose. (আদা)



582. *Zingiber Zerumbet* Smith. (মহাবরী বচ)

ভারতীয় বনৌষধি

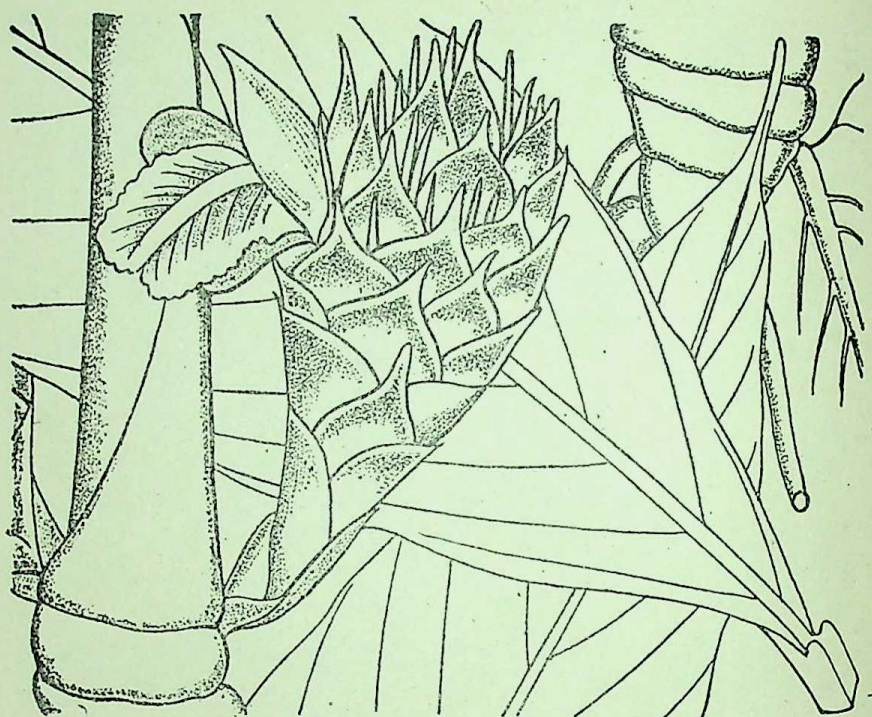


583. *Zingiber Casumunar* Roxb. (বন-আদা)



584. *Costus speciosa* Smith. (কেউ)

ভারতীয় বনৌষধি

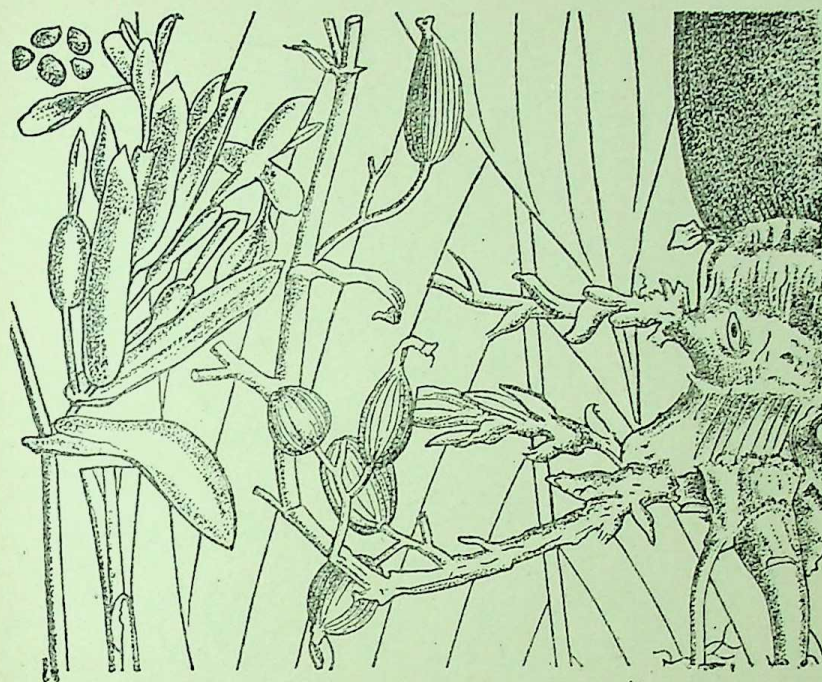


585. *Amomum subulatum* Roxb. (বড় এলাচ)



586. *Amomum aromaticum* Roxb. (সৌরঙ্গ এলাচ)

ভারতীয় বনৌষধি

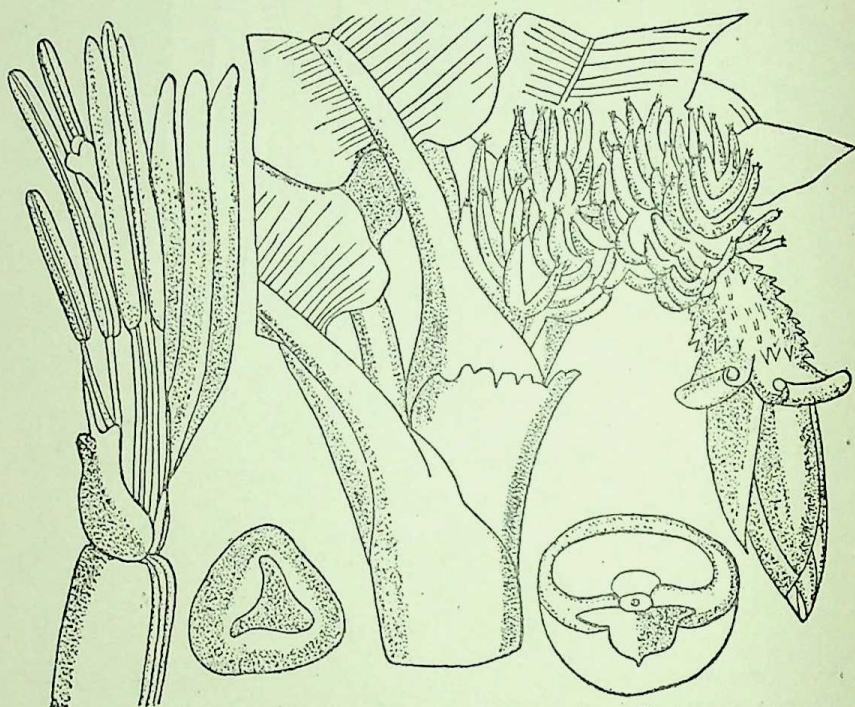


587. *Elettaria Cardamomum* Maton. (ছোট এলাচ)

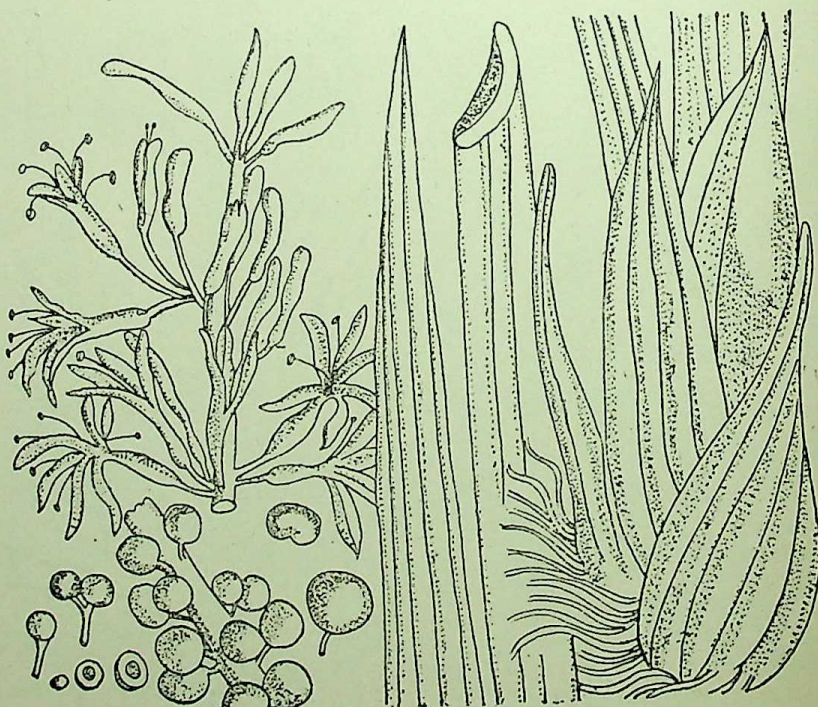


588. *Canna indica* Linn. (সর্বজয়া)

ভারতীয় বনৌষধি

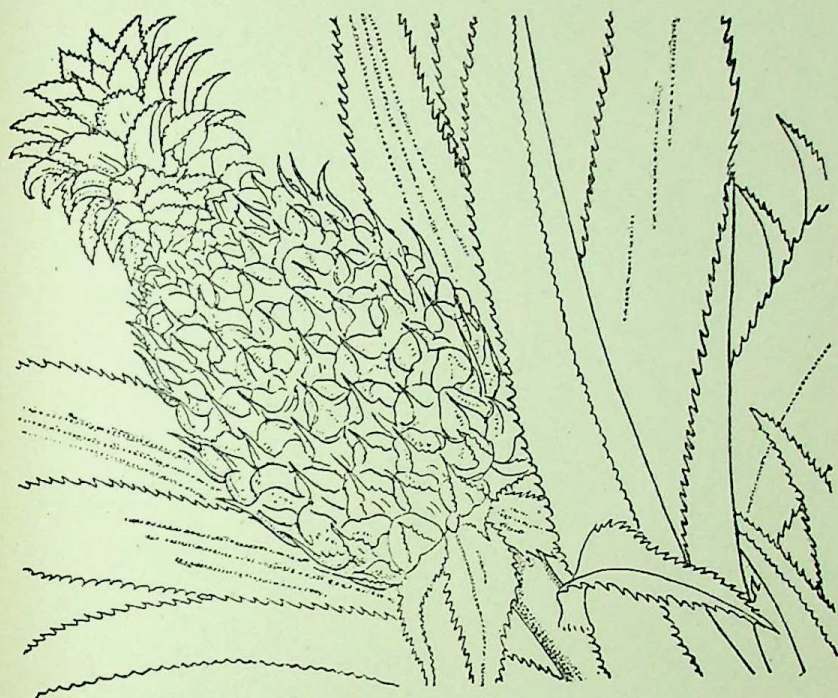


589. *Musa sapientum* Linn. (কদলী)

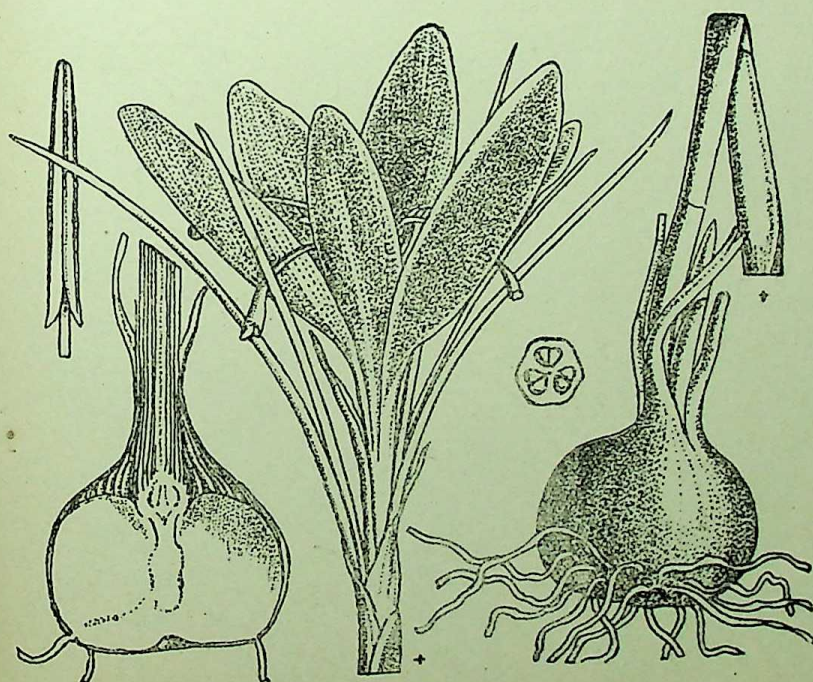


590. *Sansevieria roxburghiana* Schult. (মুরবী)

ভারতীয় বন্যোষধি



591. *Ananas sativus* Schult. (আনারস)



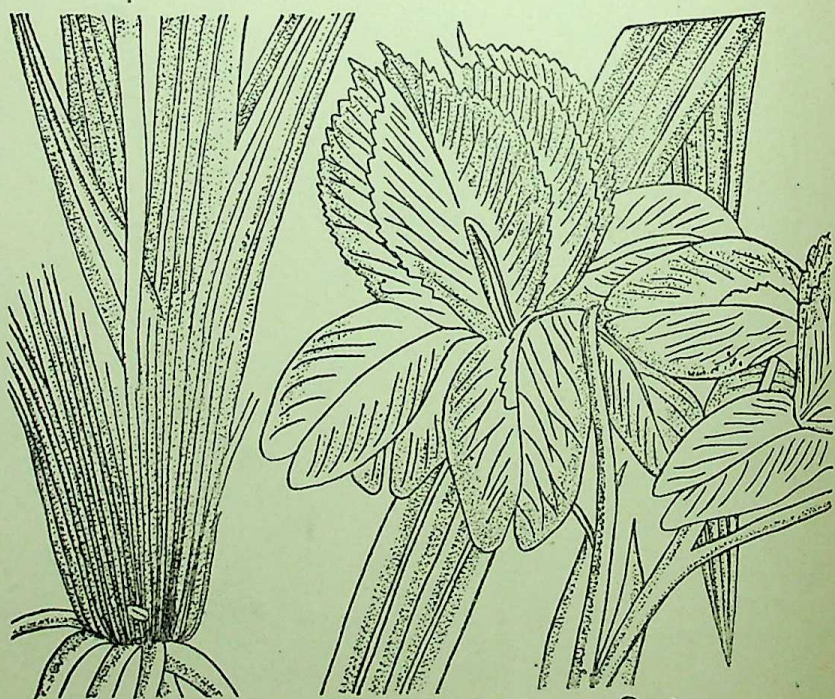
592. *Crocus sativus* Linn. (জাফরন)

38-1754B

ভারতীয় বর্নোষধি

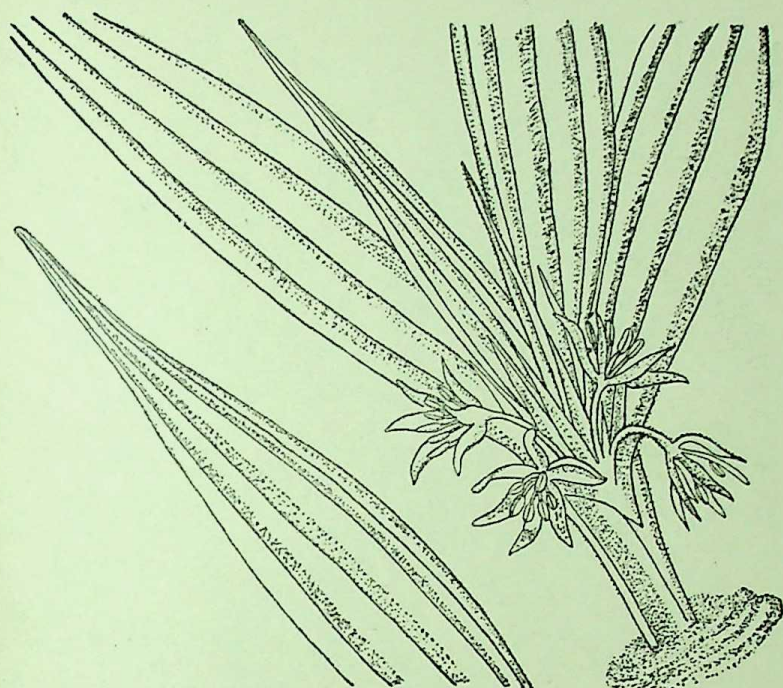


593. *Belamcanda chinensis* Leman. (দশবাহ চণ্ডী)

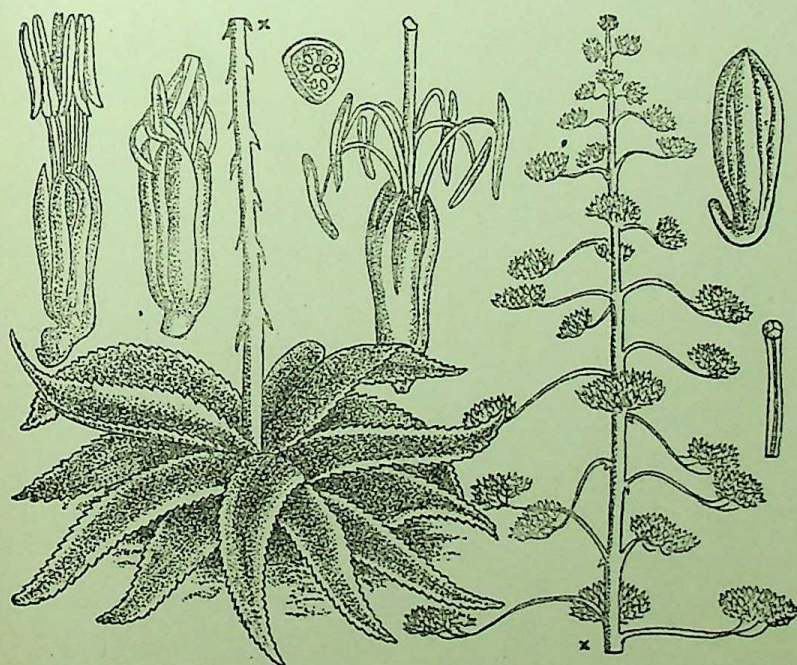


594. *Iris nepalensis* Don. (কুড়জাতীয়)

ভারতীয় বন্যোষধি

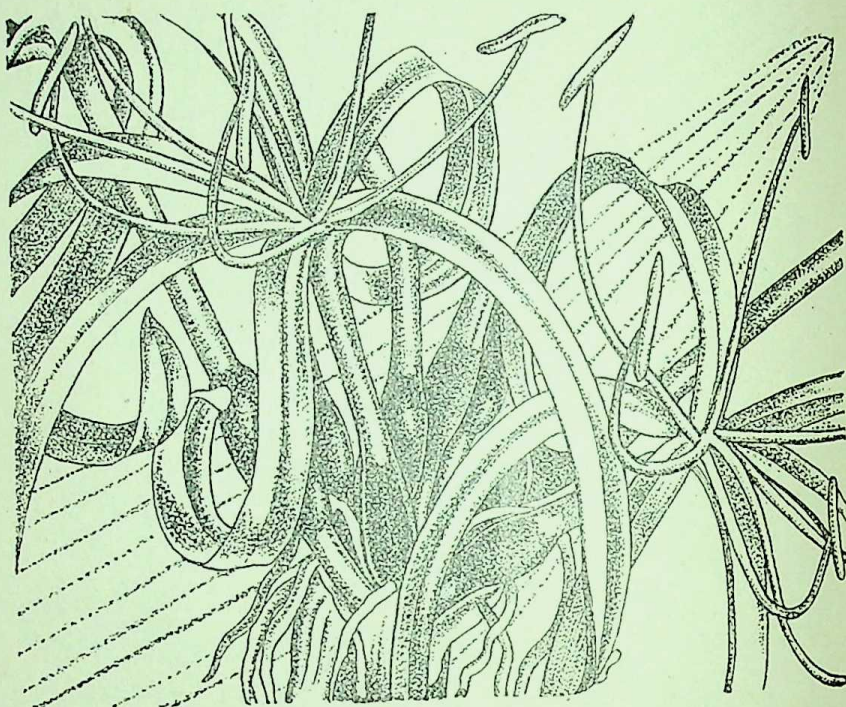


595. *Curculigo orchioides* Gaertn. (তালমূলী)

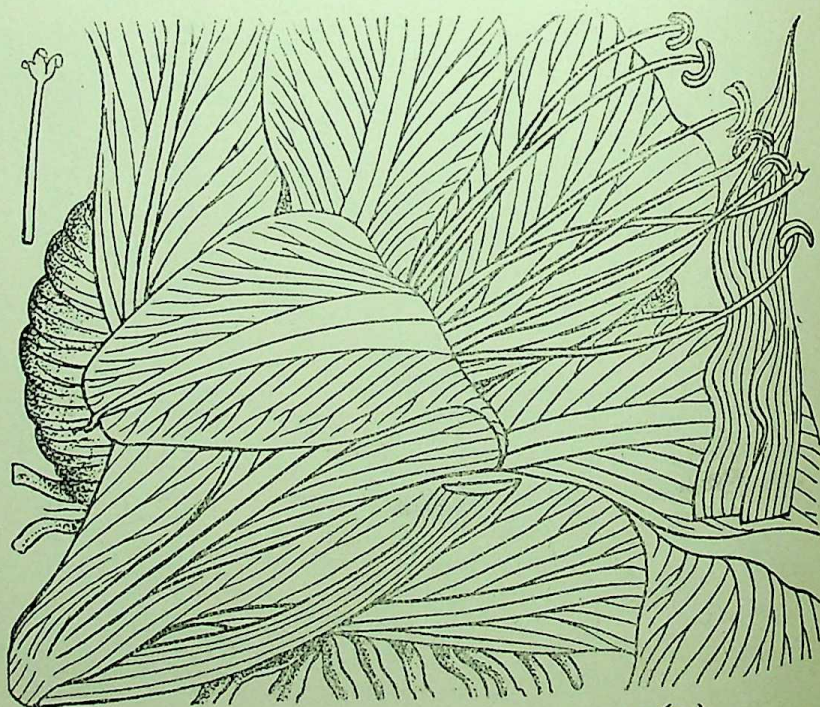


596. *Agave Cantala* Roxb. (মুর্গা)

ভারতীয় বনৌষধি



597. *Crinum asiaticum* Linn. (বড় কান্নুর)

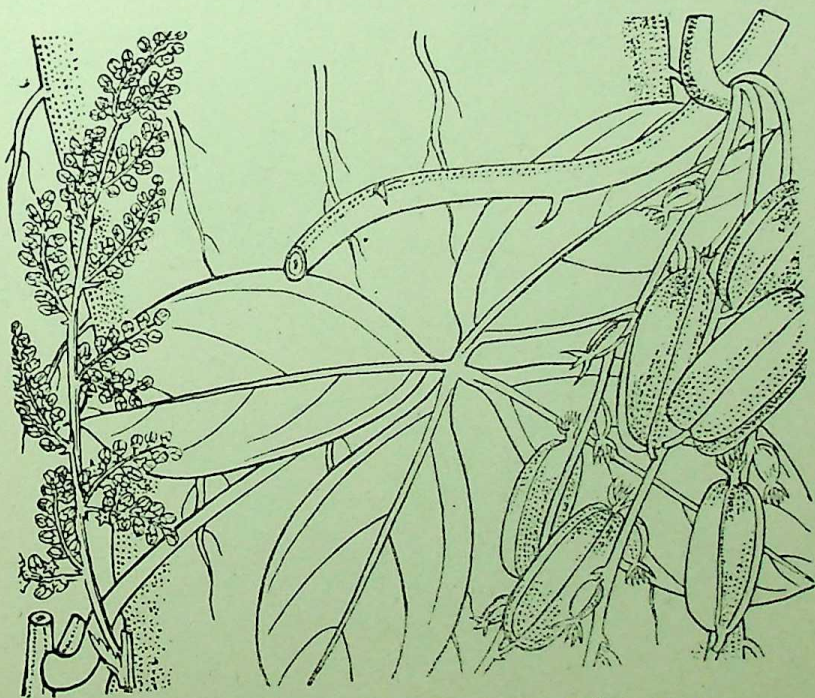


598. *Crinum zeylanicum* Linn. (সুখদর্শন)

ভারতীয় বনৌষধি

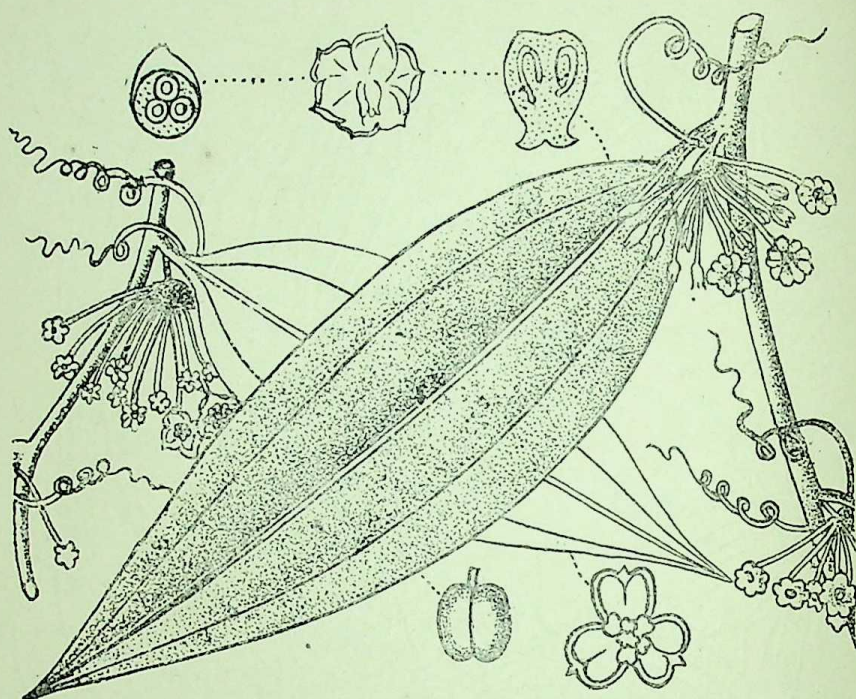


599. *Tacca integrifolia* Ker. (বরাহীকন্দ)



600. *Dioscorea pentaphylla* Linn. (কাঁটা আনু)

ভারতীয় বনৌষধি



601. *Smilax glabra* Roxb. (ভোপচিনি)



602. *Smilax lanceaefolia* Roxb. (গুটিয়া-সাকচিনী)

ভারতীয় বনৌষধি

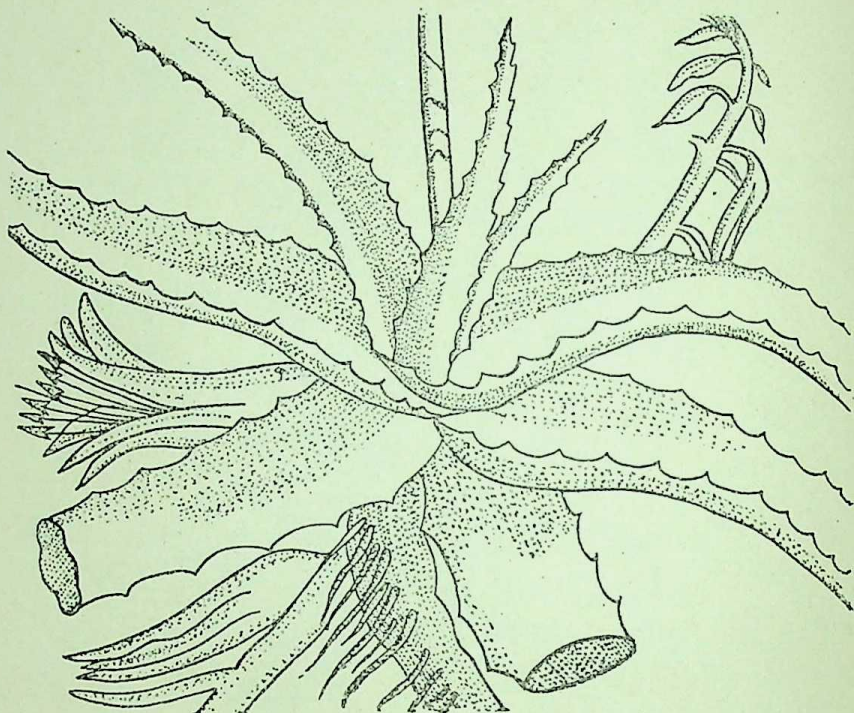


603. *Smilax macrophylla* Roxb. (কুমারিকা)

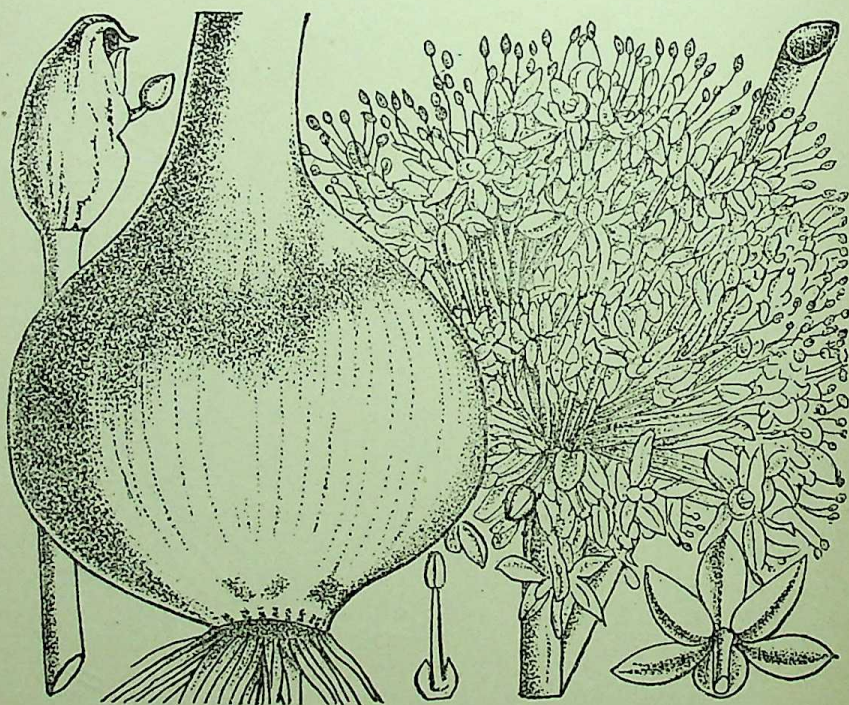


604. *Asparagus racemosus* Willd. (শতমূলী)

ভারতীয় বনৌষধি

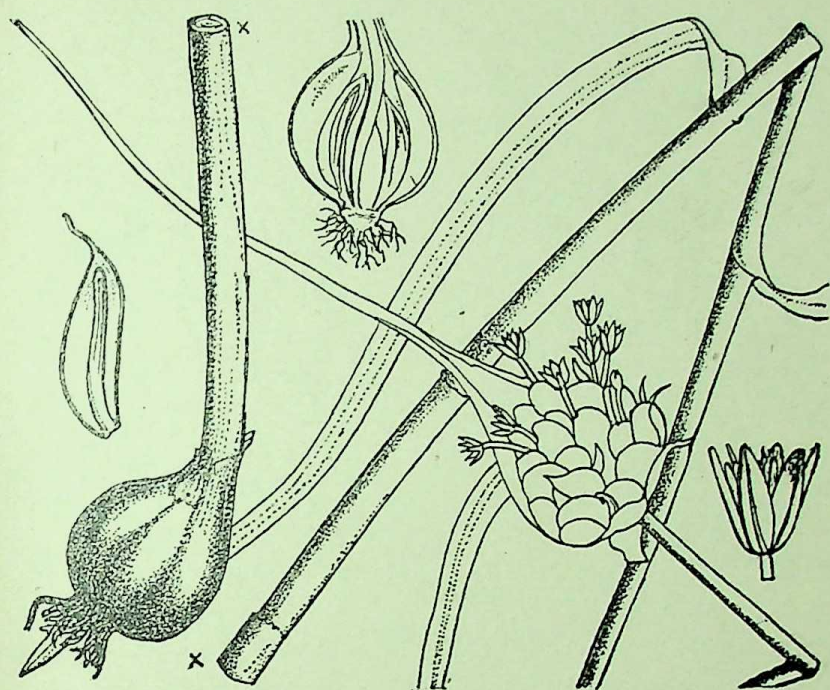


605. *Aloe Vera* Linn. (স্বতকুমারী)



606. *Allium cepa* Linn. (পেঁয়াজ)

ভারতীয় বনোষধি

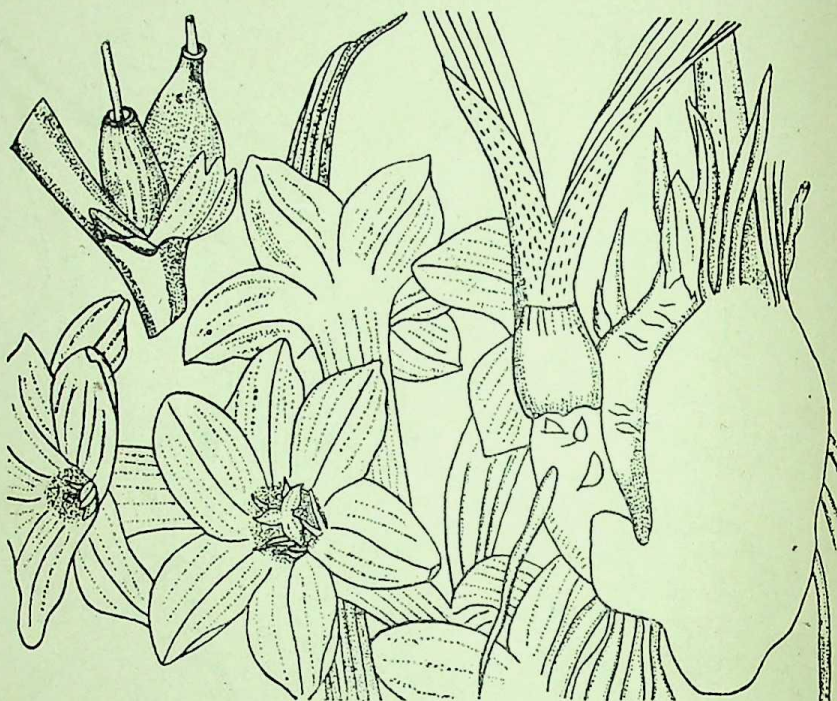


607. *Allium sativum* Linn. (রসুন)



608. *Gloriosa superba* Linn. (নাজনিকা)

ভারতীয় বনৌষধি



609. *Polianthes tuberosa* Linn. (রজনীগন্ধা)



610. *Urginea indica* Kunth. (বনপেঁয়াজ)

ভারতীয় বনৌষধি



611. *Monochoria vaginalis* Presl. (মুখা)



612. *Xyris pauciflora* Willd. (দাবিছুবি)

ভারতীয় বনৌষধি

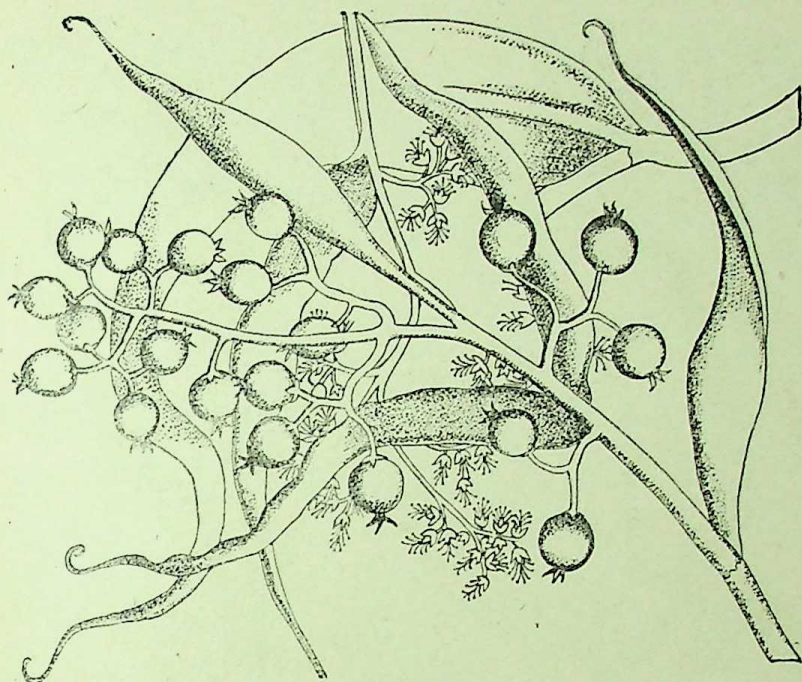


613. *Commelina benghalensis* Linn. (কানছিড়ে)

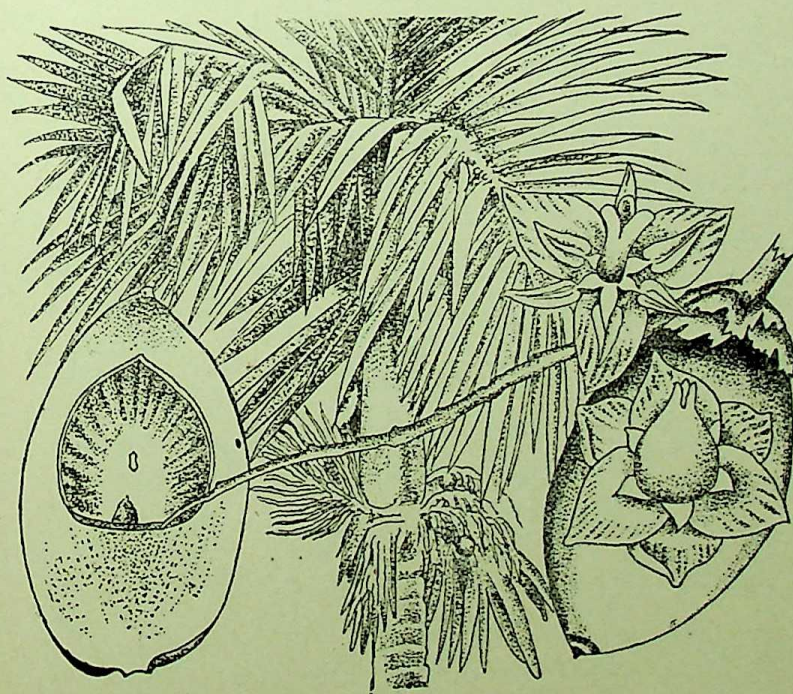


614. *Aneilema scapiflorum* Wight. (কুরেলী)

ভারতীয় বনৌষধি

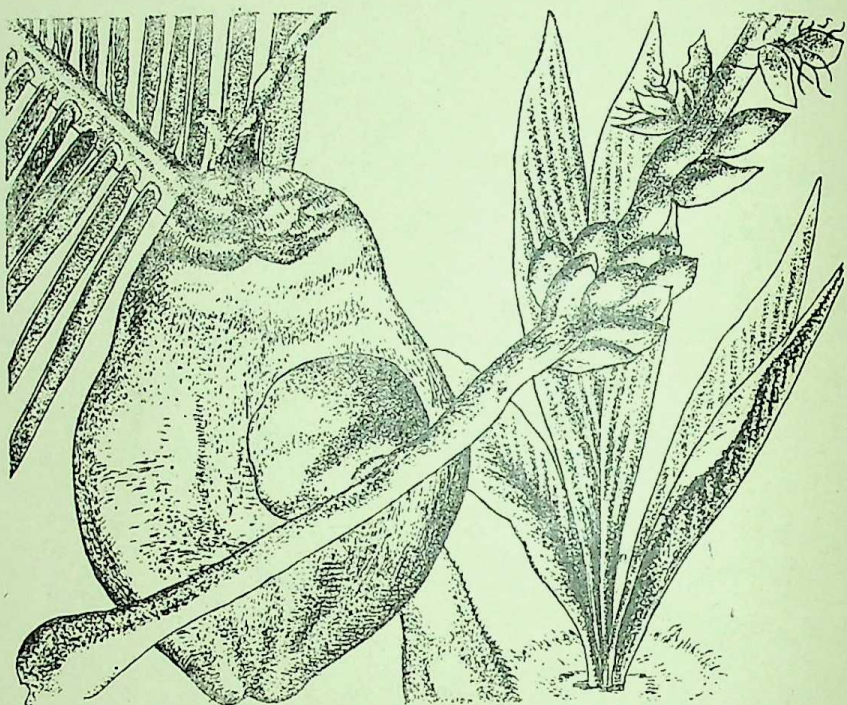


615. *Flagellaria indica* Linn. (বনচাঁদ)

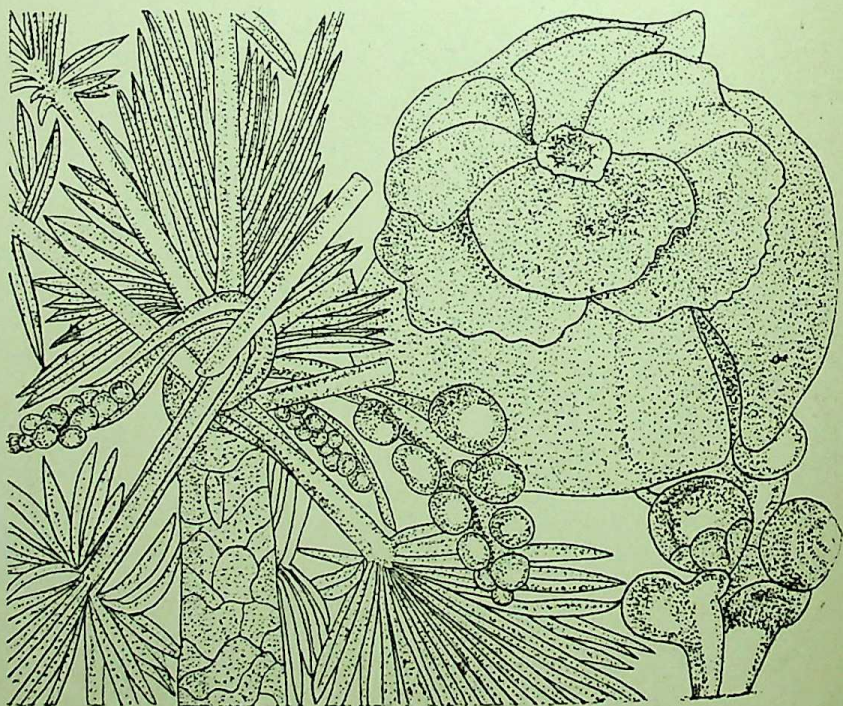


616. *Areca Catechu* Linn. (সুপারি)

ভারতীয় বনৌষধি

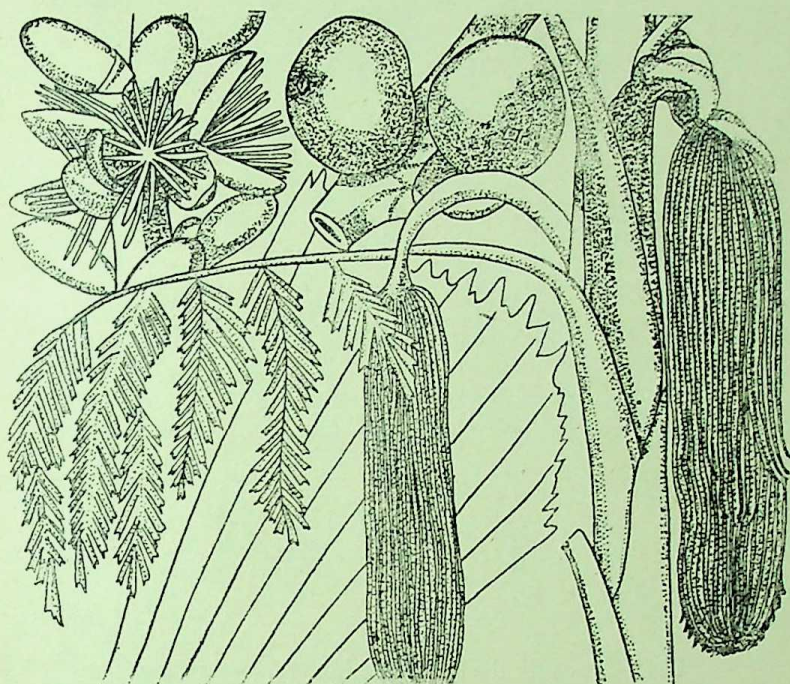


617. *Cocos nucifera* Linn. (নারিকেল)

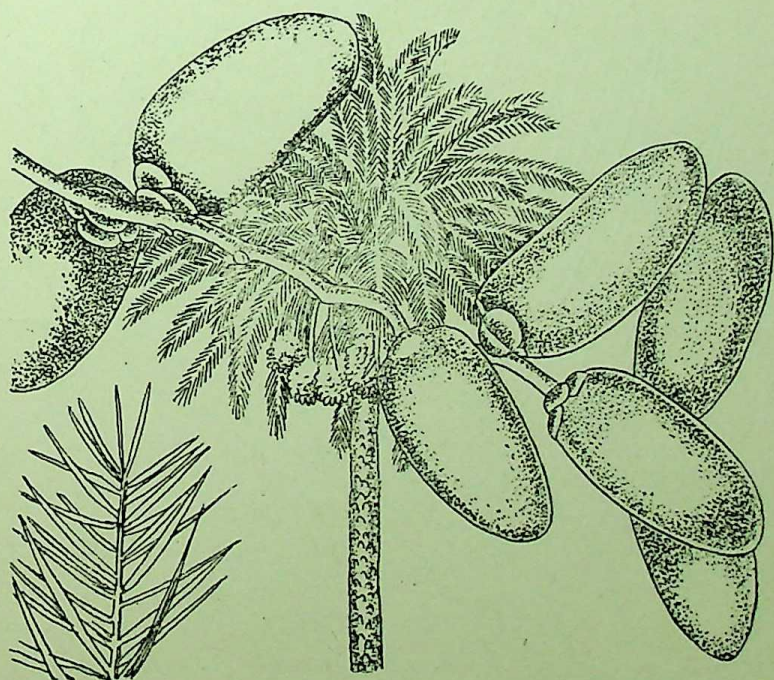


618. *Borassus flabellifer* Linn. (তাল)

ভারতীয় বনৌষধি

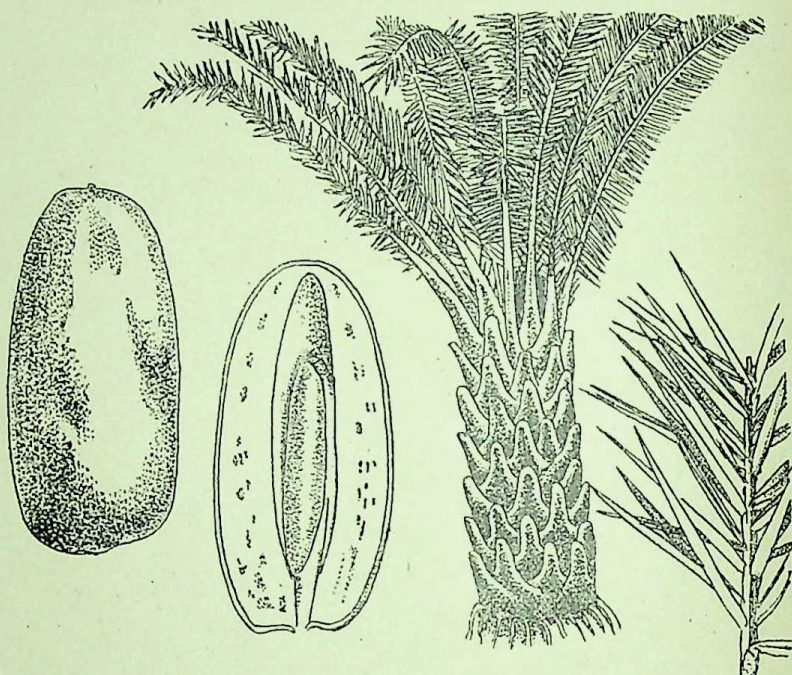


619. *Caryota urens* Linn. (গোলসাত্ত)

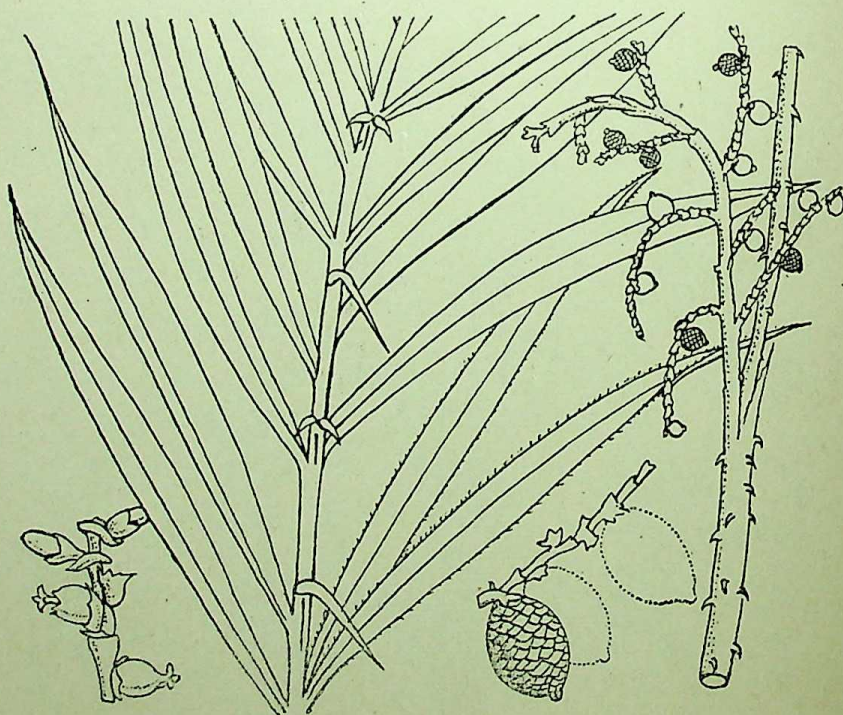


620. *Phoenix sylvestris* Roxb. (খেজুর)

ভারতীয় বনৌষধি

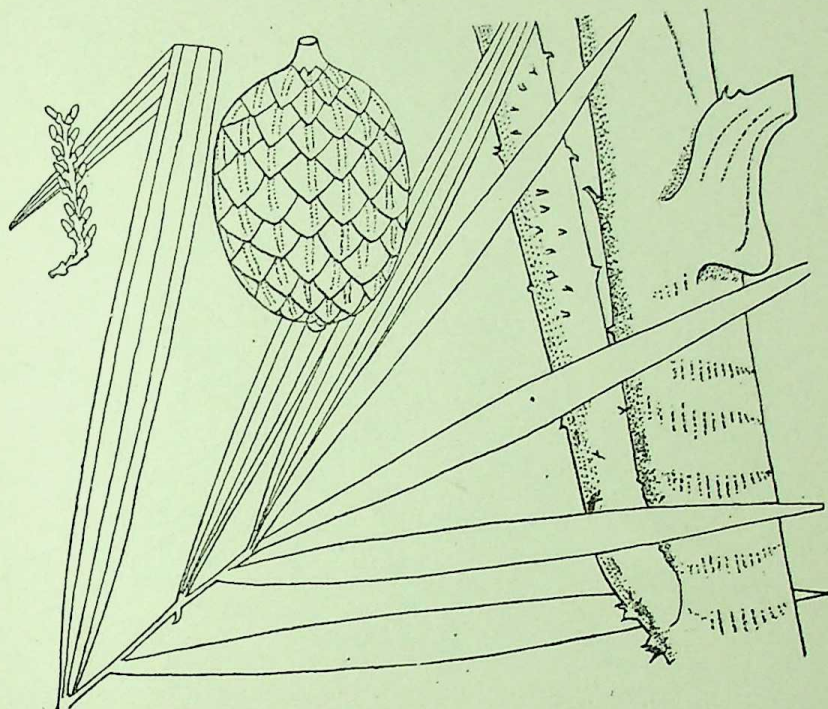


621. *Phoenix dactylifera* Linn. (পিণ্ড খেজুর)

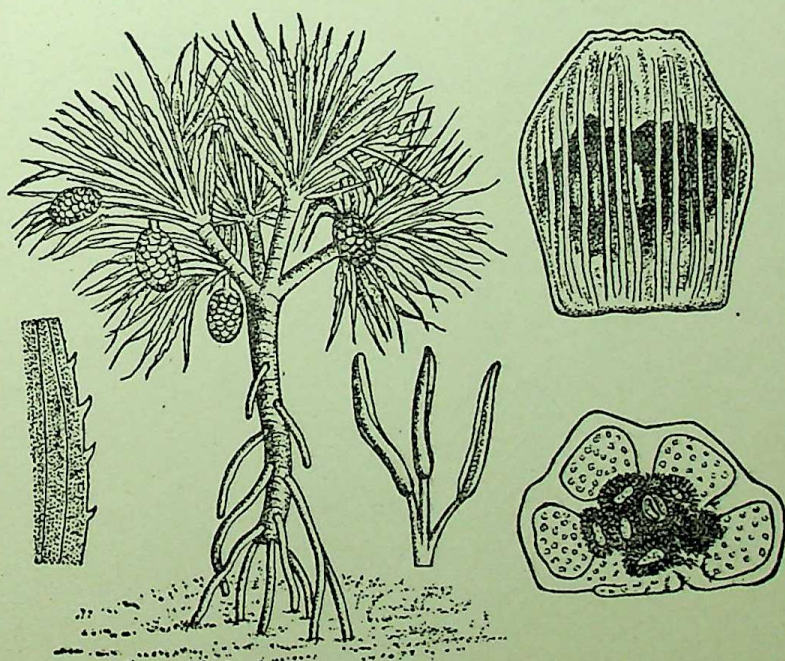


622. *Calamus viminalis* Willd. (বড়বেত)

ভারতীয় বনৌষধি



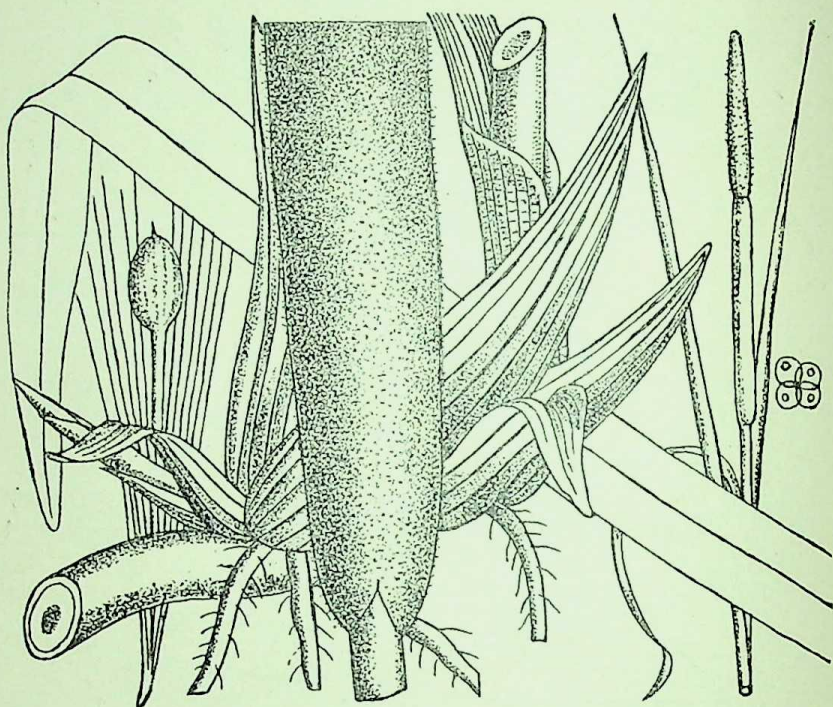
623. *Calamus tenuis* Roxb. (ছাঁচিবেত)



624. *Pandanus fascicularis* Lam. (কেয়া)

40—1754B.

ভারতীয় বনৌষধি

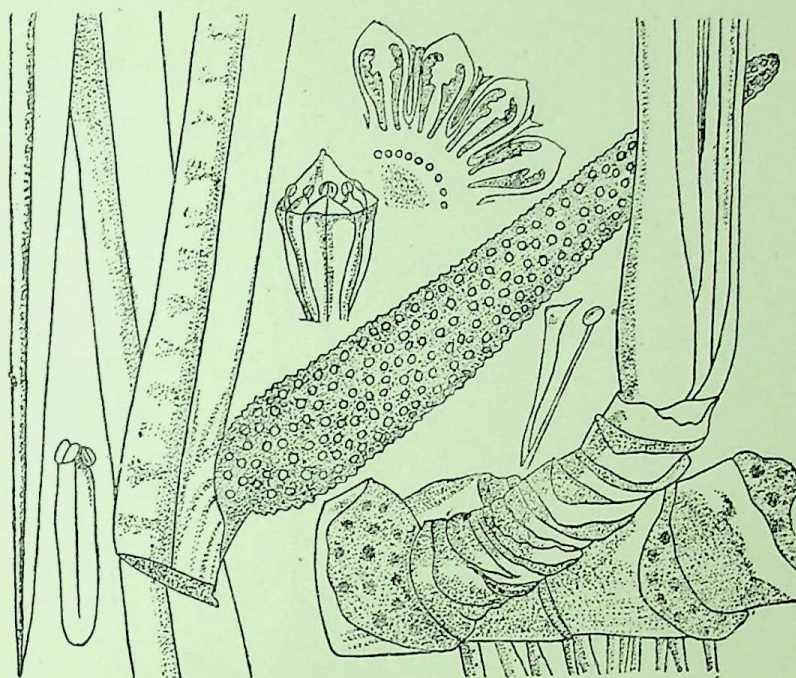


625. *Typha elephantina* Roxb. (হোগলা)

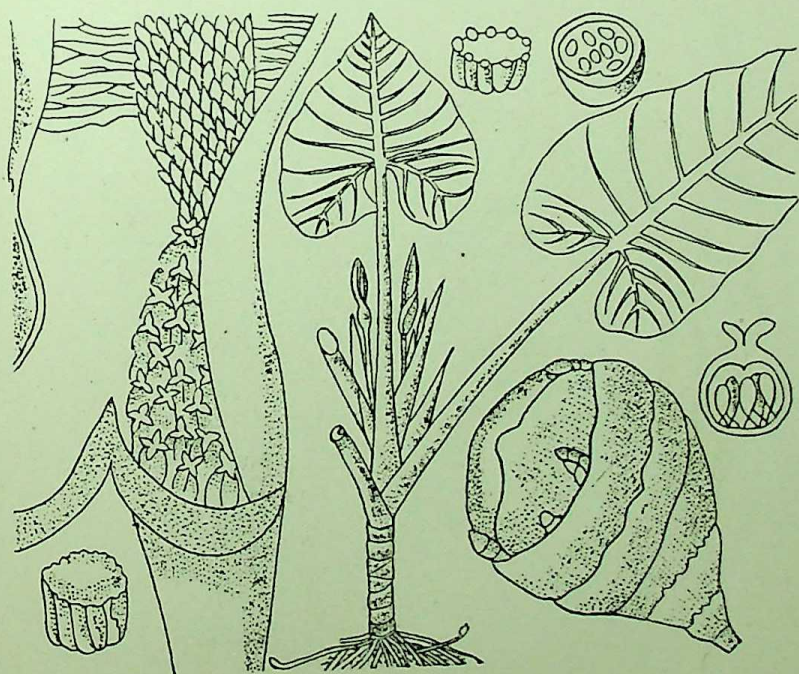


626. *Amorphophalus campanulatus* Bl. (ওল)

ভারতীয় বনৌষধি

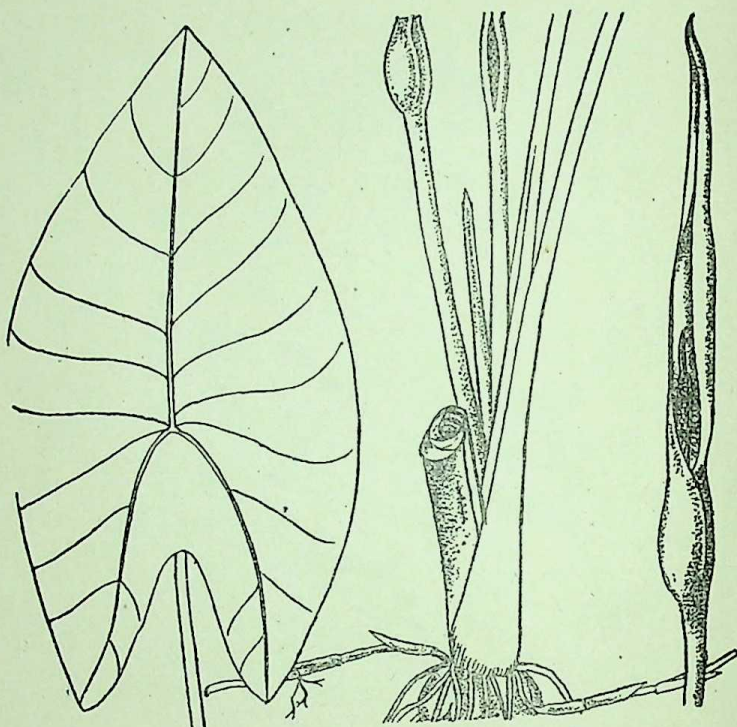


627. *Acorus calamus* Linn. (ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ)

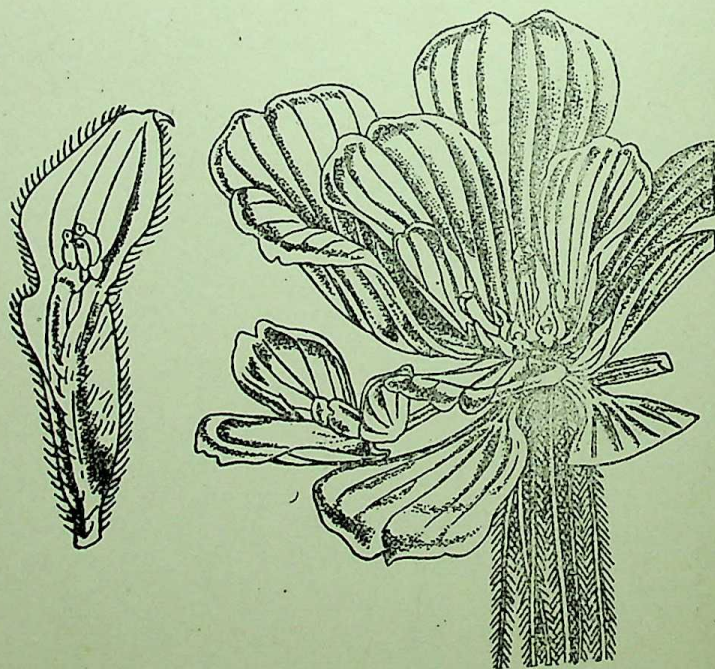


628. *Alocasia indica* Schott. (মানকচু)

ভারতীয় বনৌষধি

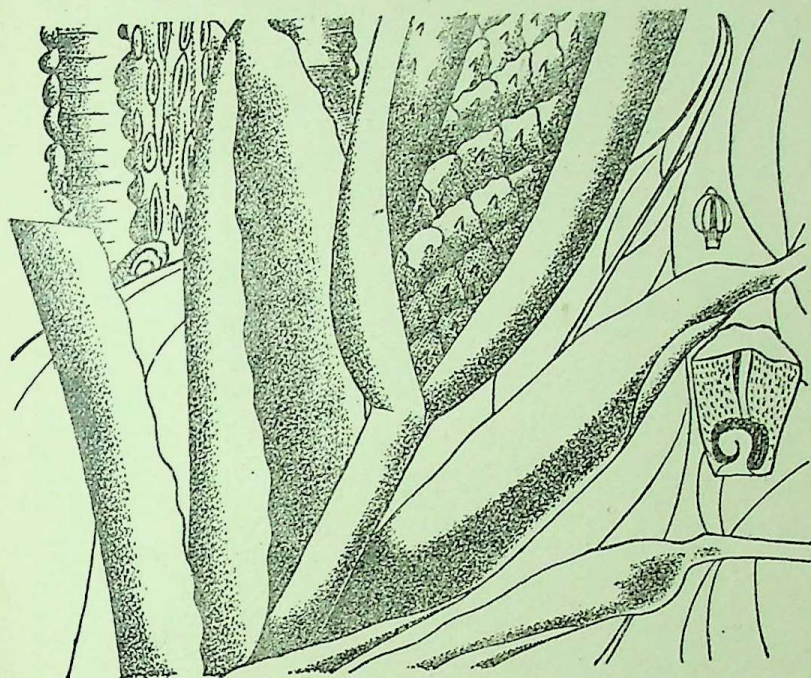


629. *Colocasia antiquorum* Schott. (কচু)

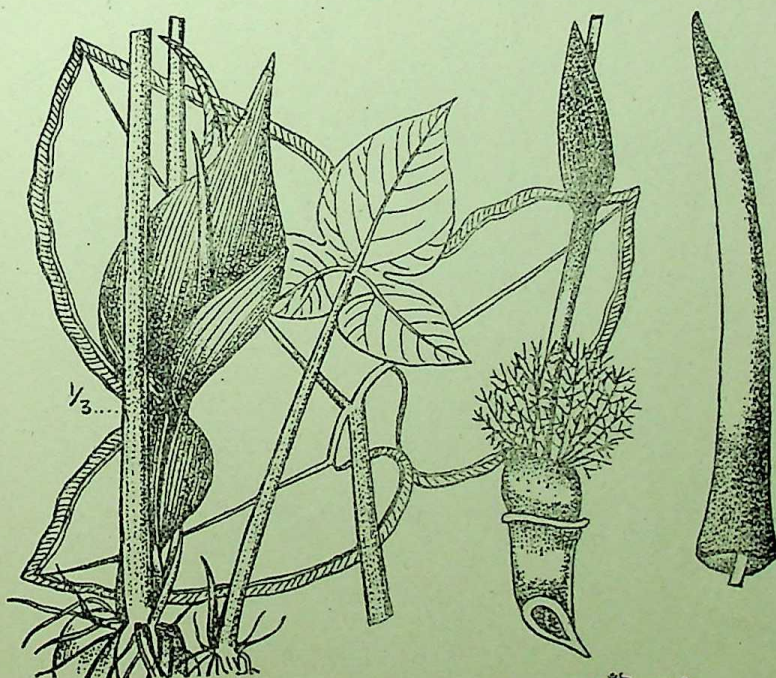


630. *Pistia stratiotes* Linn. (টোকাপানা)

ভারতীয় বনৌষধি

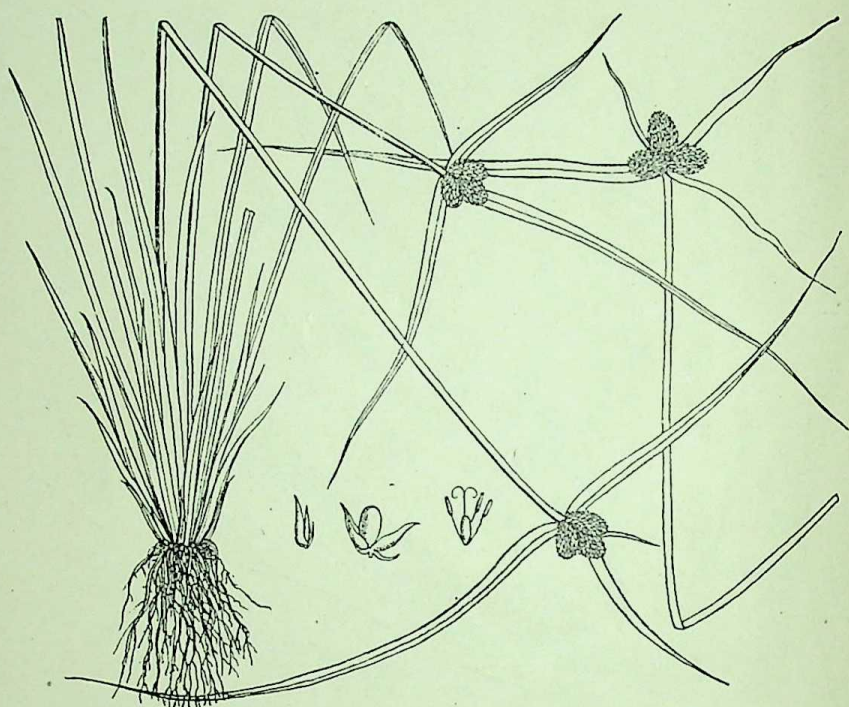


631. *Scindapsus officinalis* Schott. (গজপিপুল)

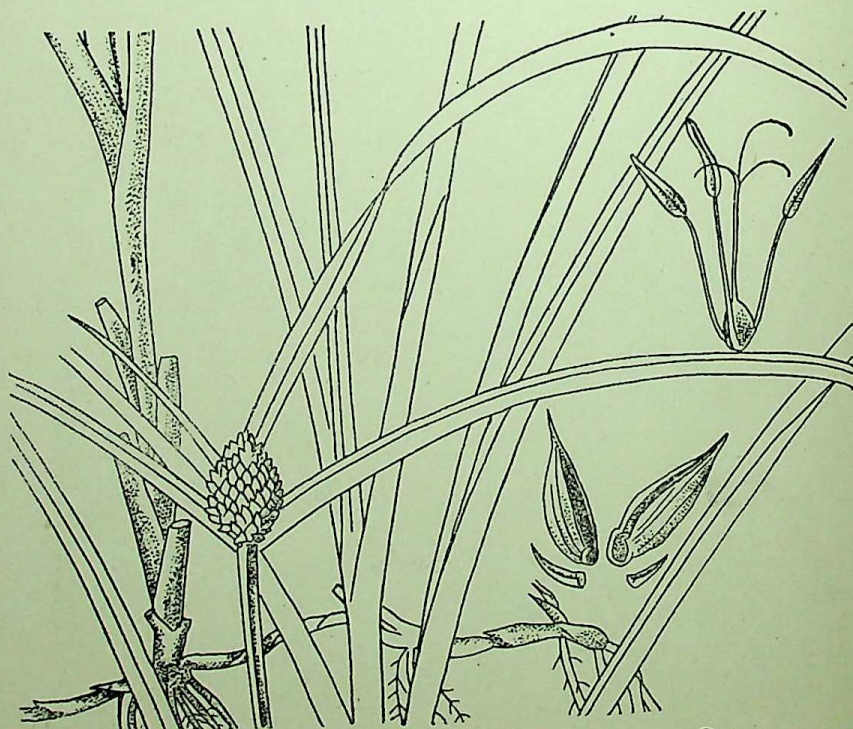


632. *Typhonium trilobatum* Schott. (যেঁটকচু)

ভারতীয় বনৌষধি

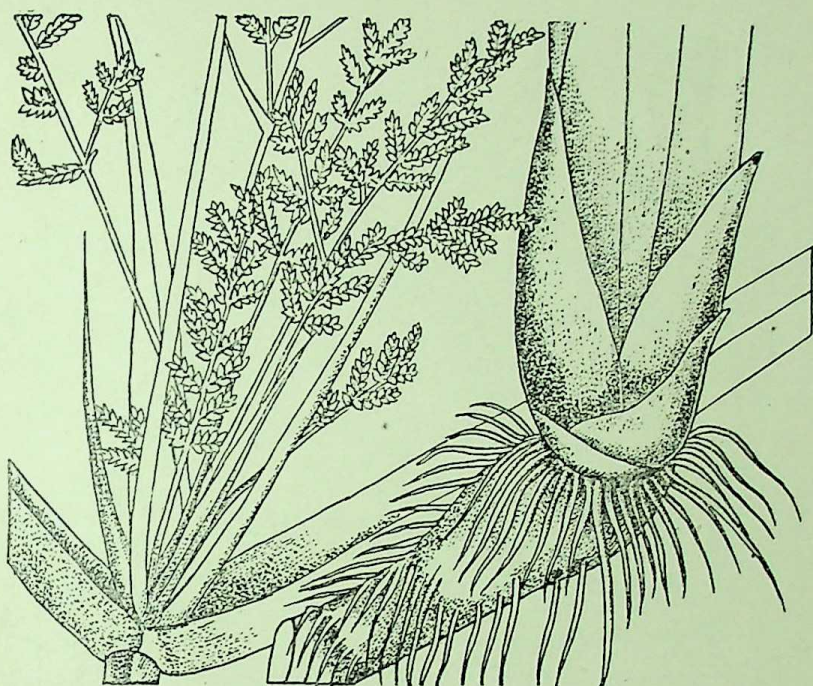


633. *Kyllinga triceps* Rottb. (খৈতগোথুবি)



634. *Kyllinga monocephala* Rottb. (গোথুবি)

ভারতীয় বনৌষধি

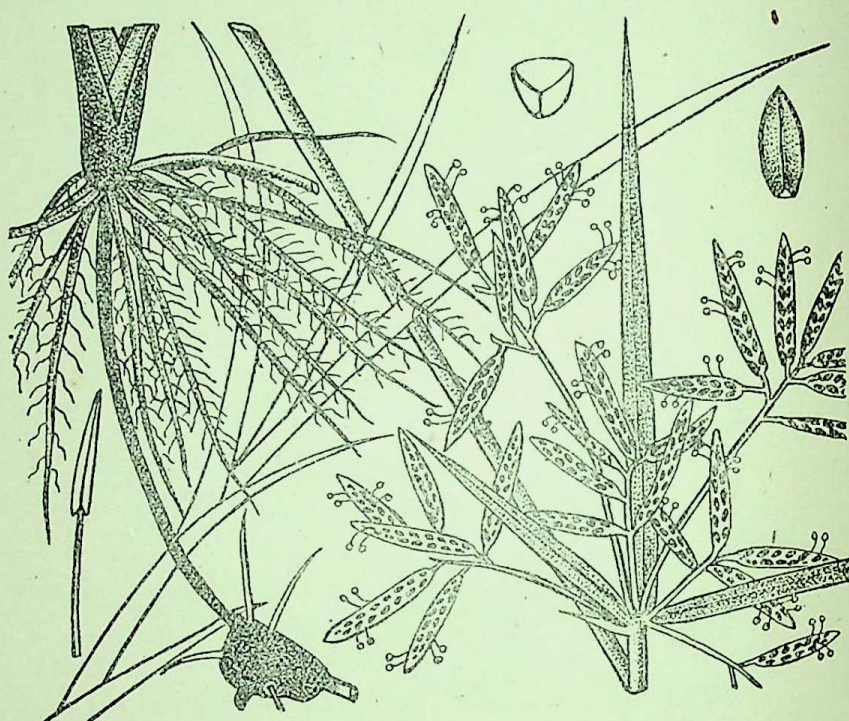


635. *Juncellus inundatus* Clarke. (পাতি)

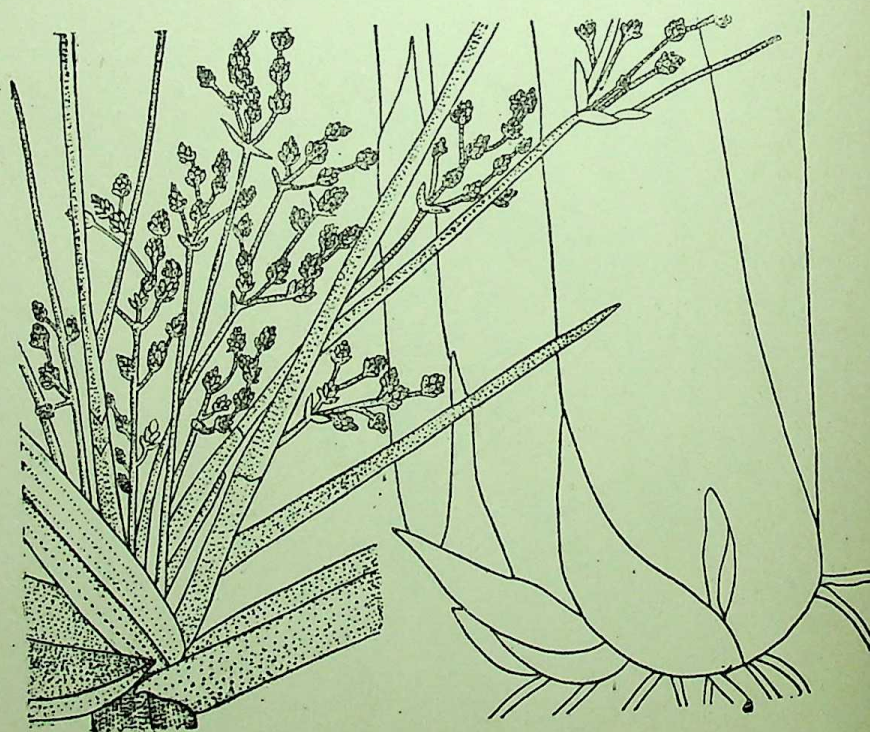


636. *Cyperus scariosus* R. Br. (নাগরমুখা)

ভারতীয় বনৌষধি

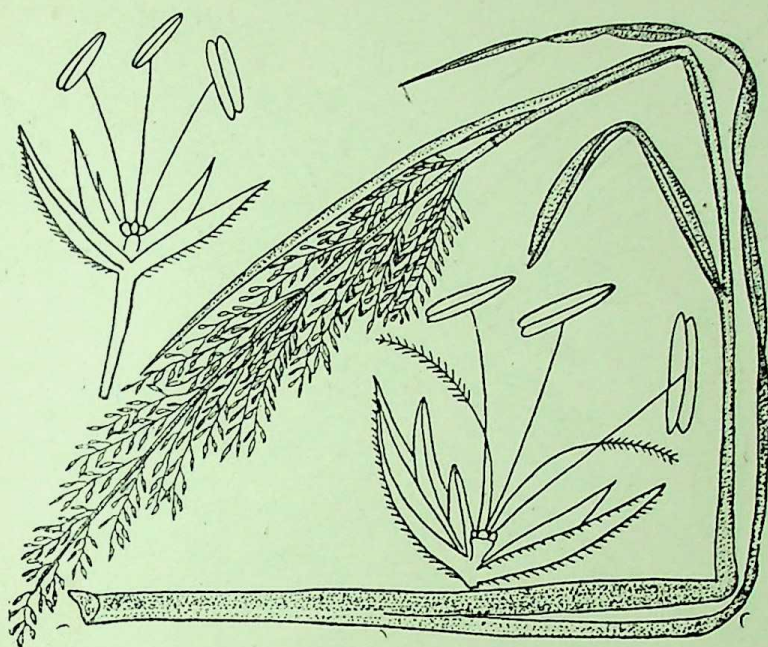


637. *Cyperus rotundus* Linn. (মুখা)

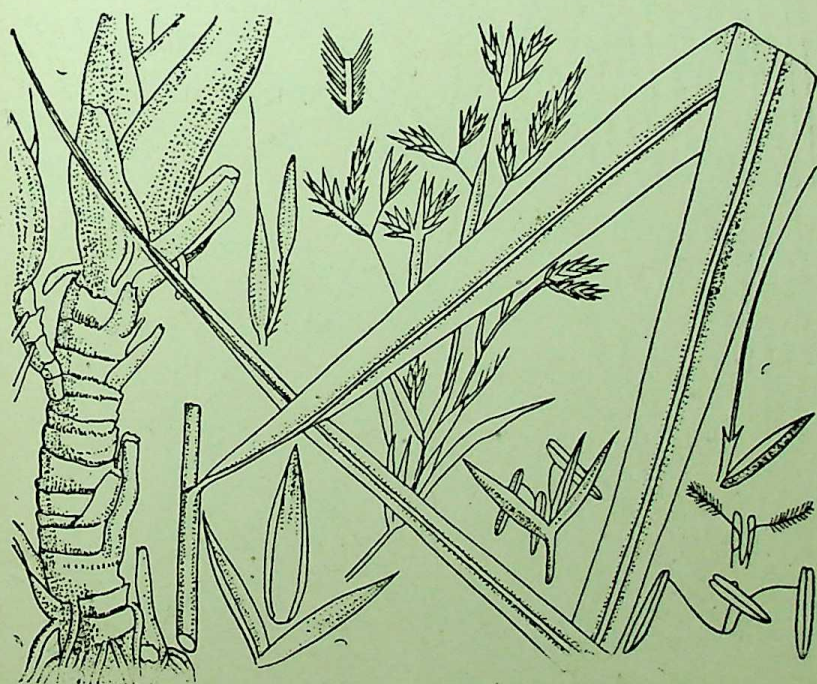


638. *Scirpus grossus* Linn. (কেশুর)

ভারতীয় বনৌষধি



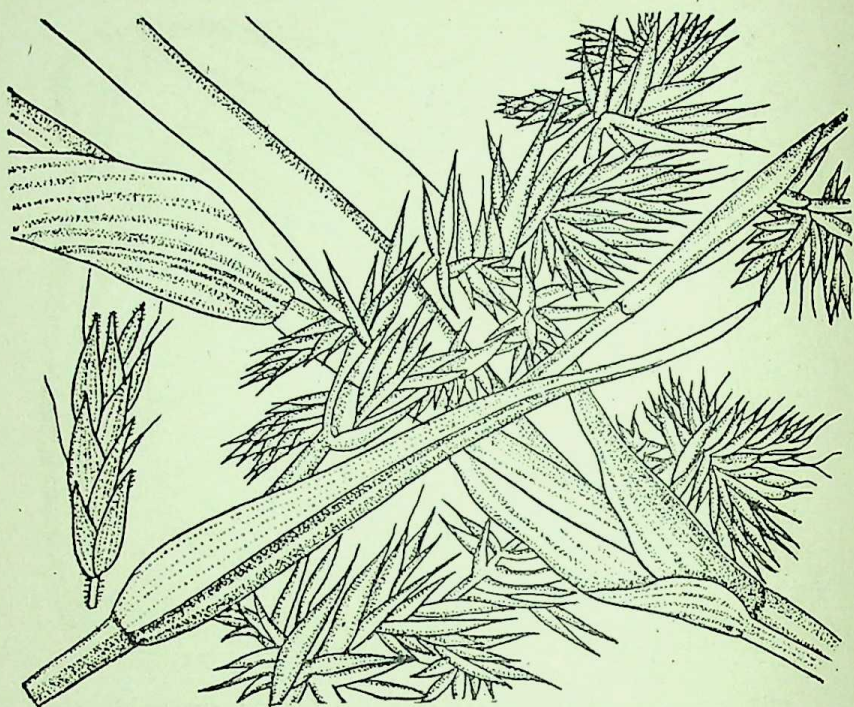
639. *Andropogon squarrosus* Linn. (বেনা, খসখস)



640. *Andropogon nardus* Linn. (গন্ধবেনা)

41-1754B,

ভারতীয় বনৌষধি

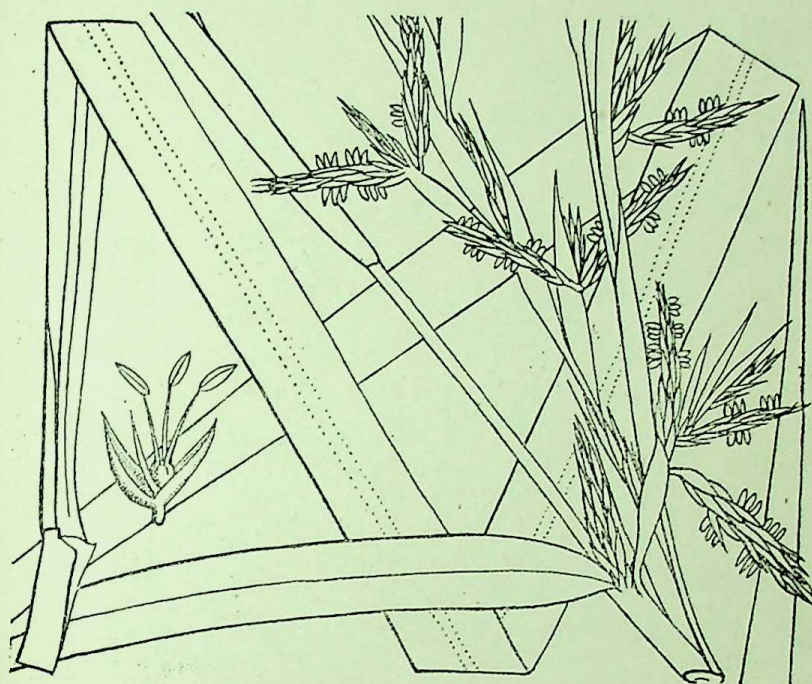


641. *Andropogon schoenanthus* Linn. (অগাধাস)

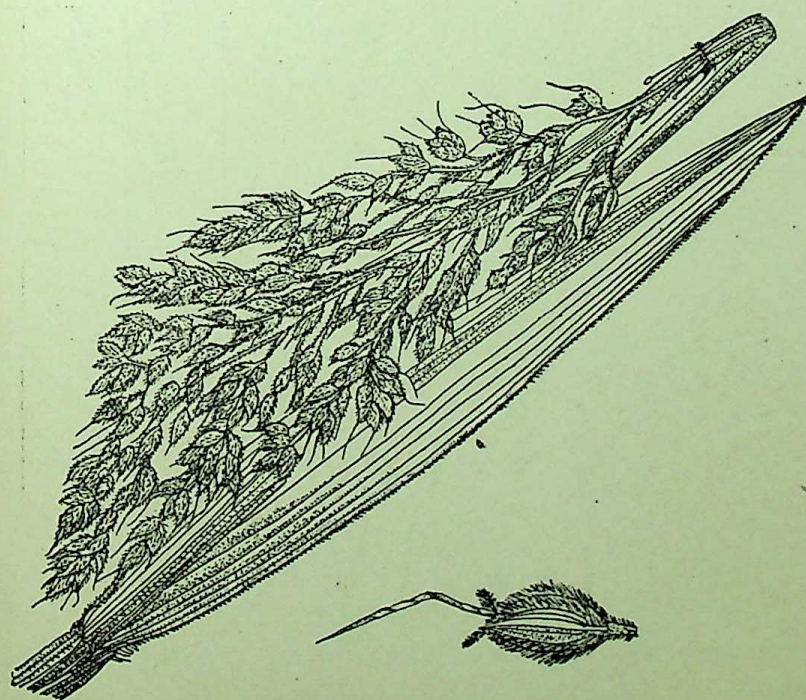


642. *Andropogon Iwarancusa* Jons. (করাঙ্কশ)

ভারতীয় বনোষধি

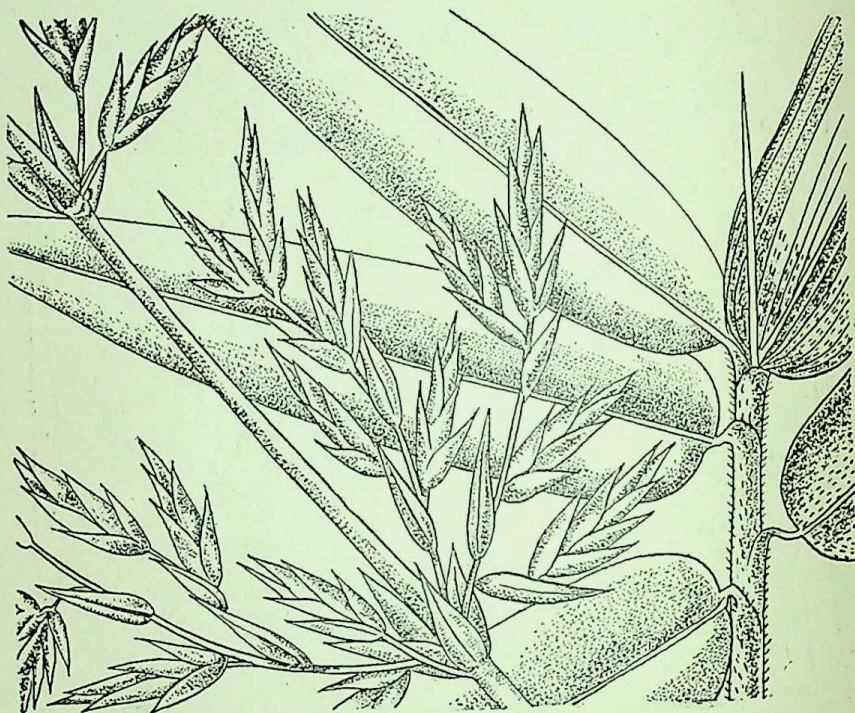


643. *Andropogon citratus* Dc. (গন্ধতুণ)



644. *Andropogon sorghum* Brot. (জুয়ার)

ভারতীয় বনৌষধি



645. *Bambusa arundinacea* Retz. (বঁশ)

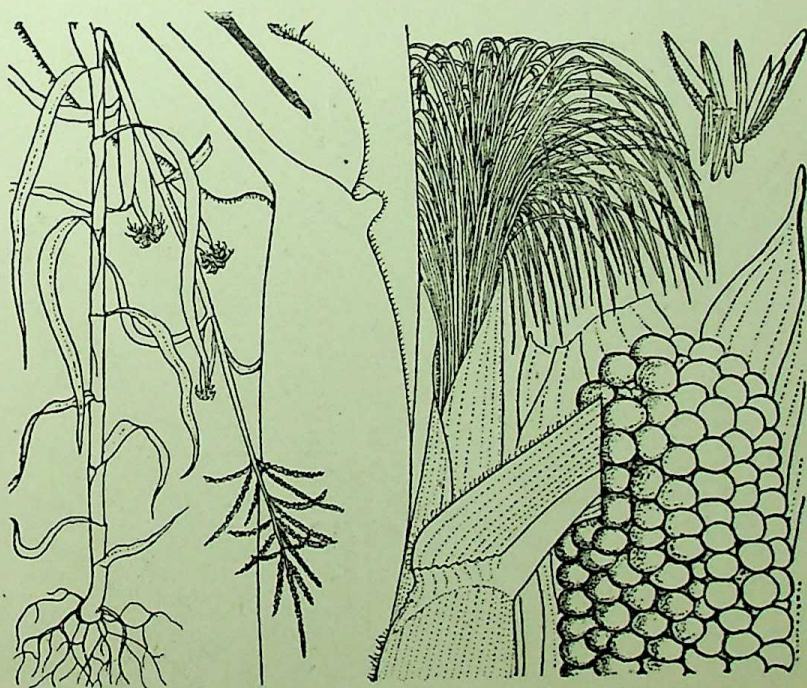


646. *Dendrocalamus strictus* Nees. (কারাইল বঁশ)

ভারতীয় বনৌষধি

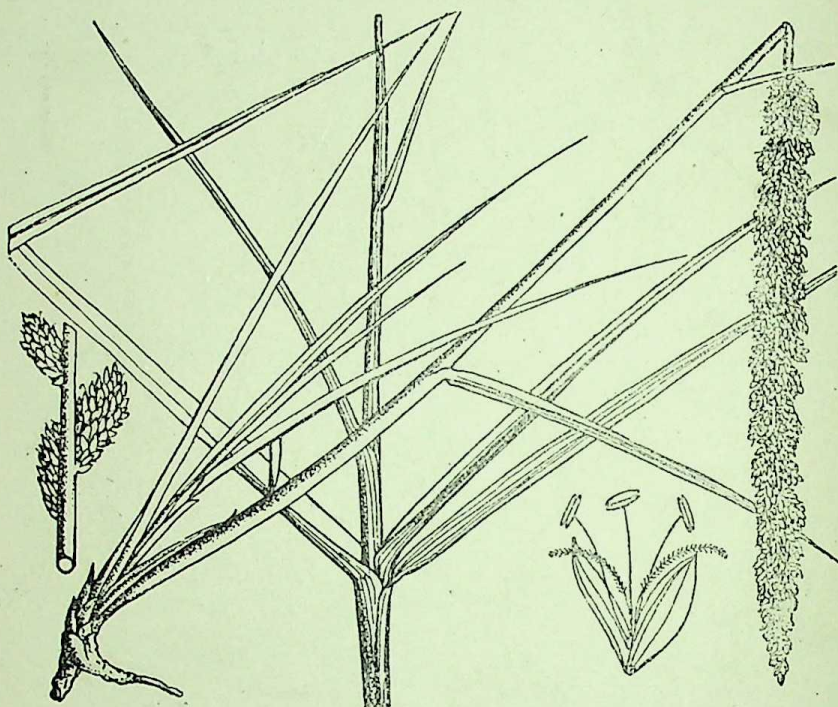


647. *Cynodon dactylon* Pers. (দূর্কা)

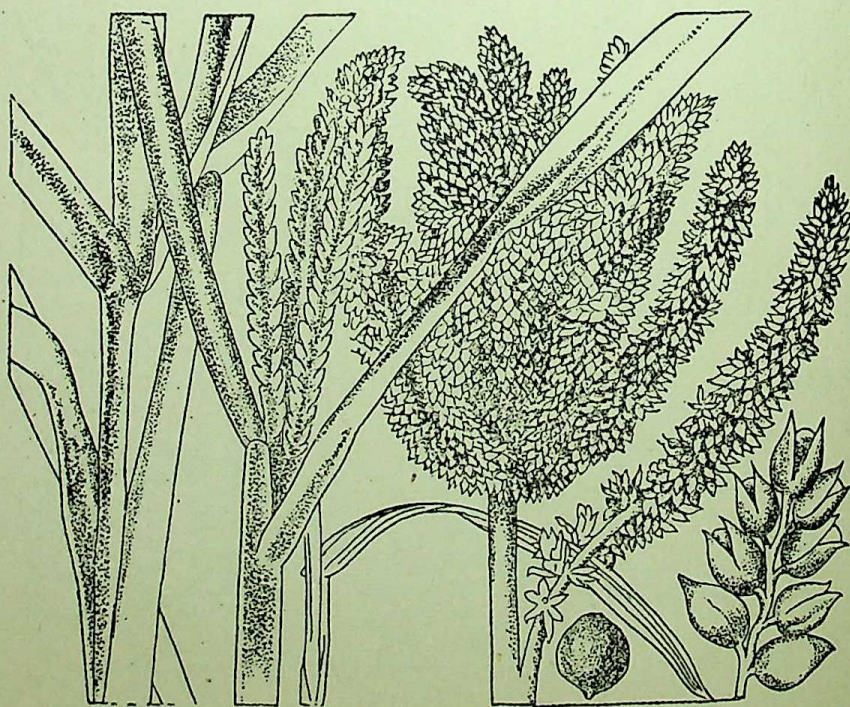


648. *Zea mays* Linn. (ভূট্টা)

ভারতীয় বনৌষধি

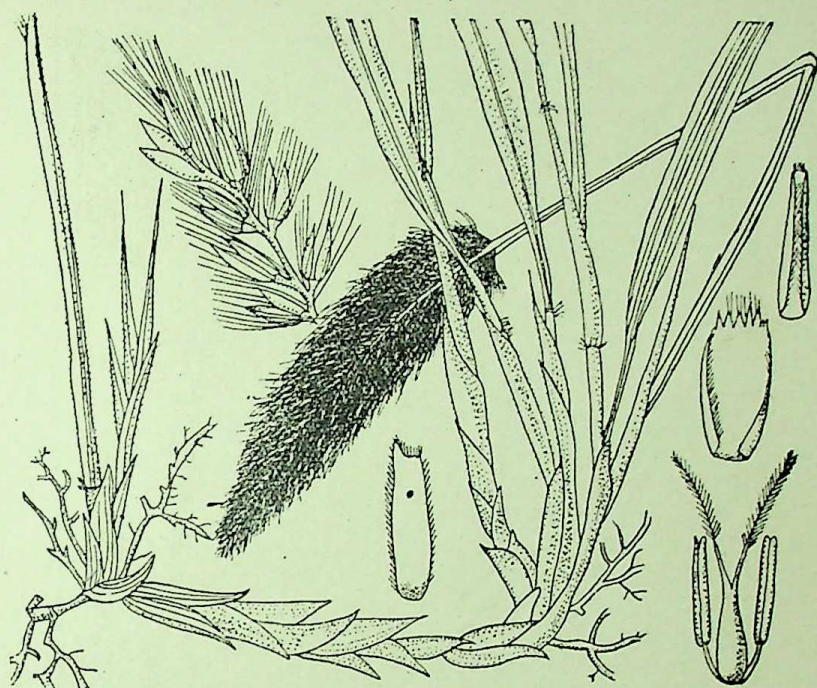


649. *Eragrostis cynosuroides* Beauv. (কুশ)

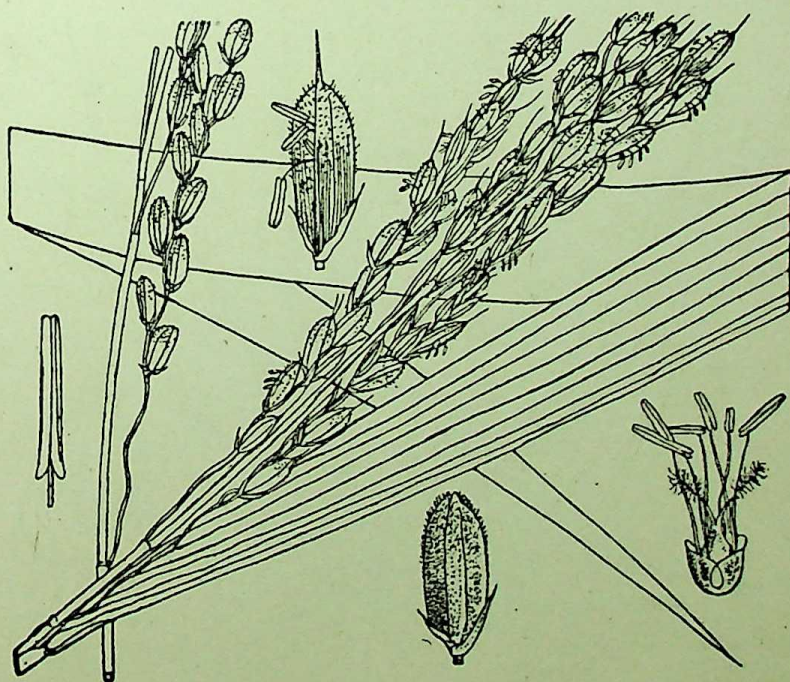


650. *Eleusine coracana* Gaertn. (মার্গা, মেরুয়া)

ভারতীয় বনৌষধি

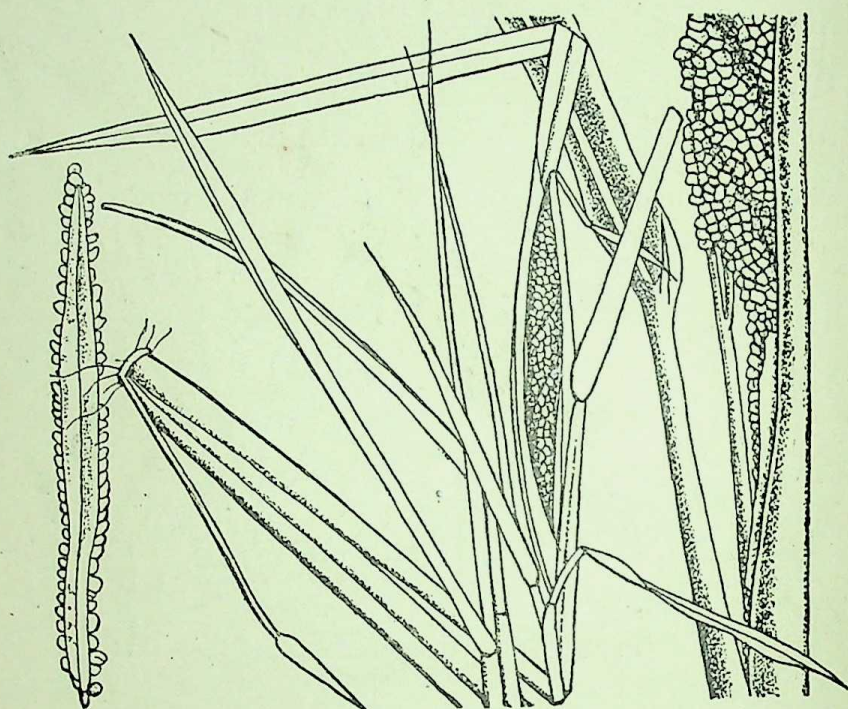


651. *Imperata arundinacea* Cyrill. (উনু)



652. *Oryza sativa* Linn. (ধান)

ভারতীয় বনৌষধি

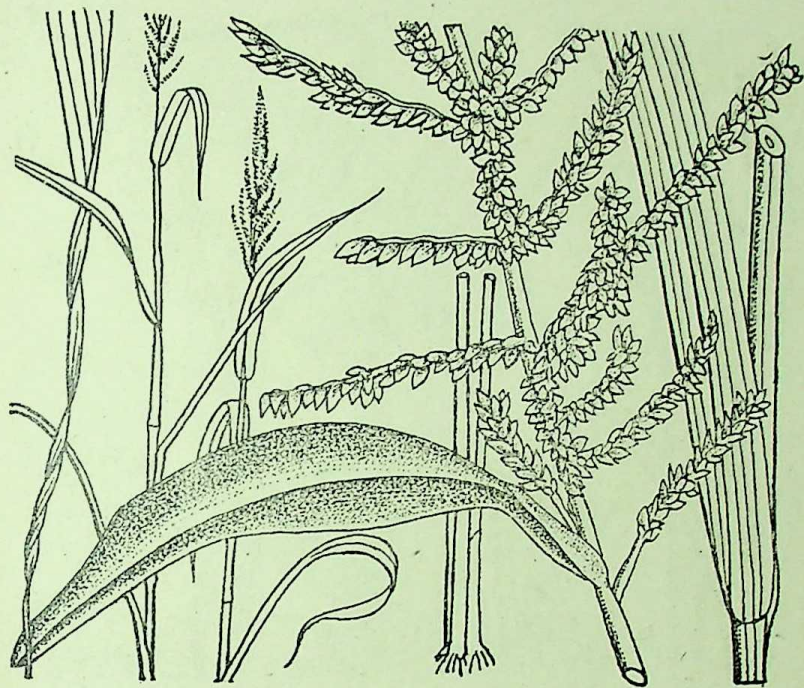


653. *Paspalum serobiculatum* Liun. (কোদো)

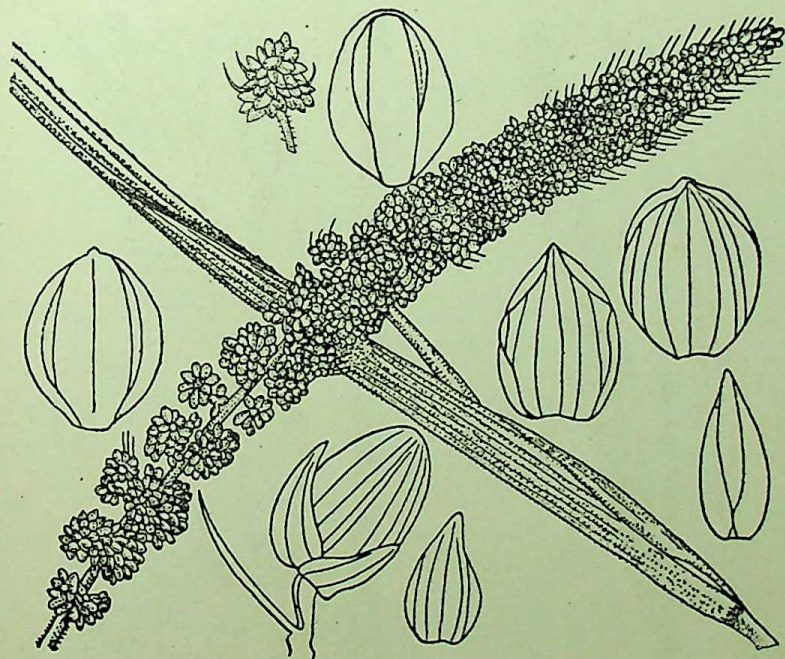


654. *Panicum miliaceum* Linn. (চীনা)

ভারতীয় বনৌষধি



655. *Panicum frumentaceum* Roxb. (শামা)



656. *Setaria italica* Beauv (কহু), The Italian millet.

42-1754B

ভারতীয় বনৌষধি

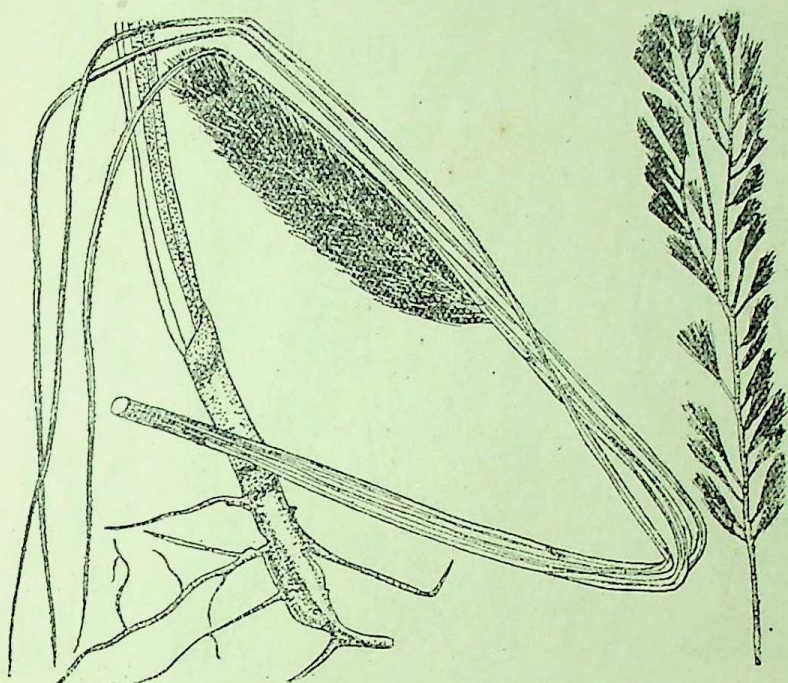


657. *Saccharum officinarum* Linn. (ইক্ষু)

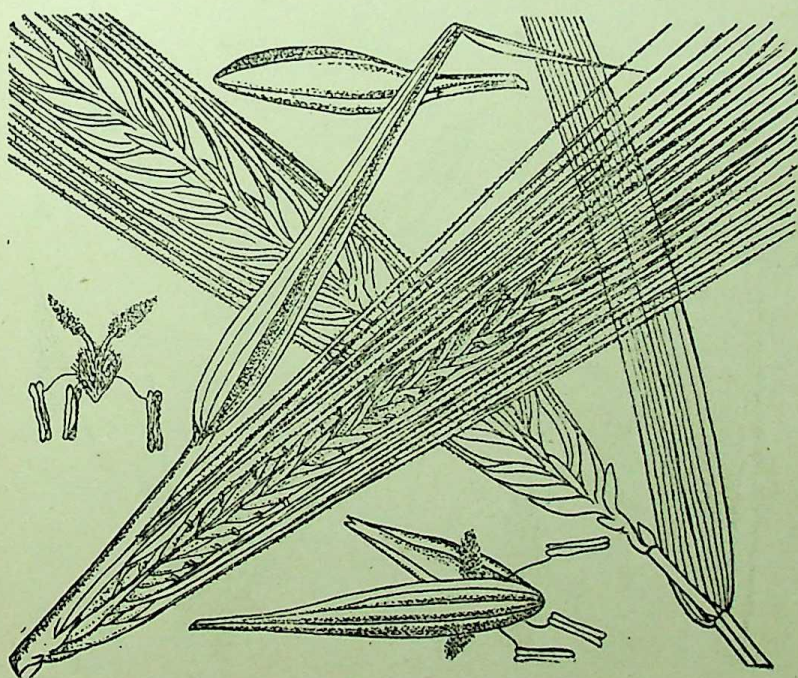


658. *Saccharum Sara* Roxb. (শর)

ভারতীয় বনৌষধি

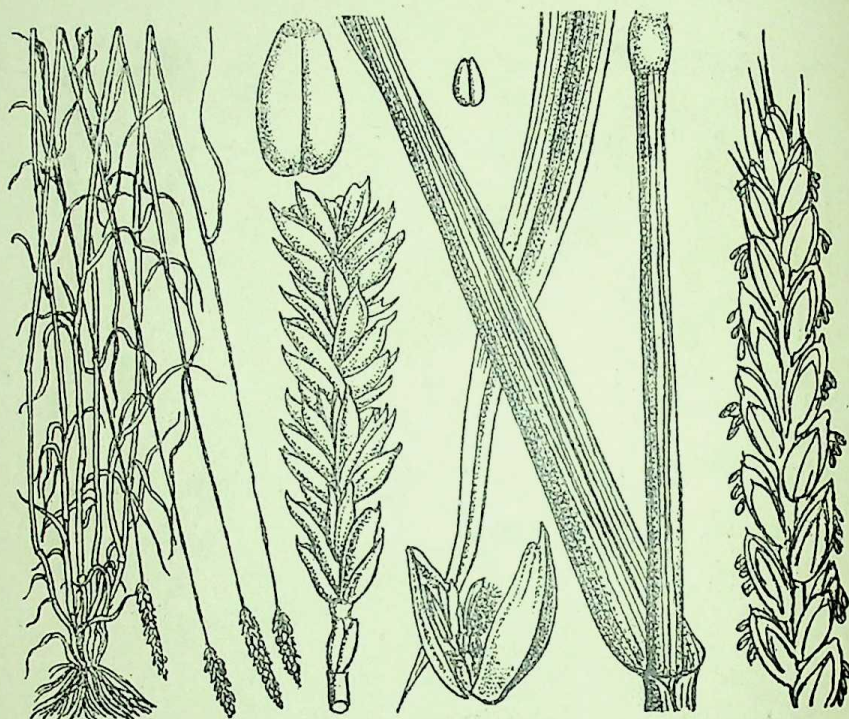


659. *Saccharum spontaneum* Linn. (কেশে)

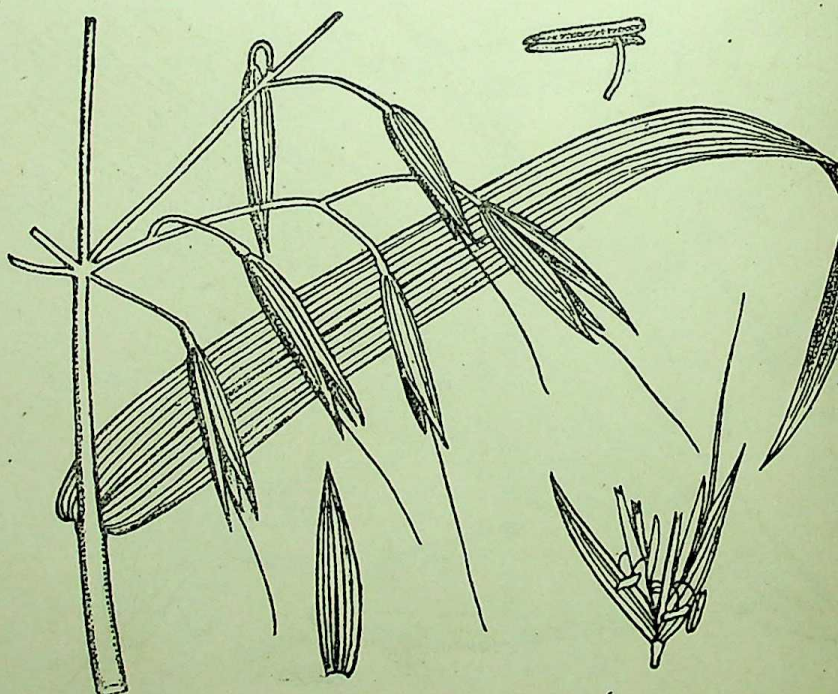


660. *Hordeum vulgare* Linn. (যব)

ভারতীয় বনৌষধি

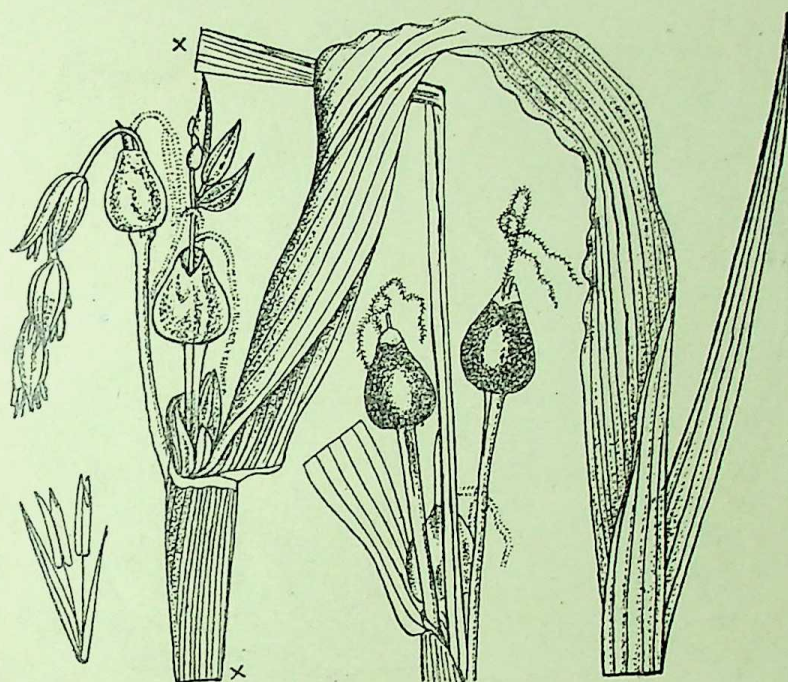


661. *Triticum vulgare* Vill. (গম)

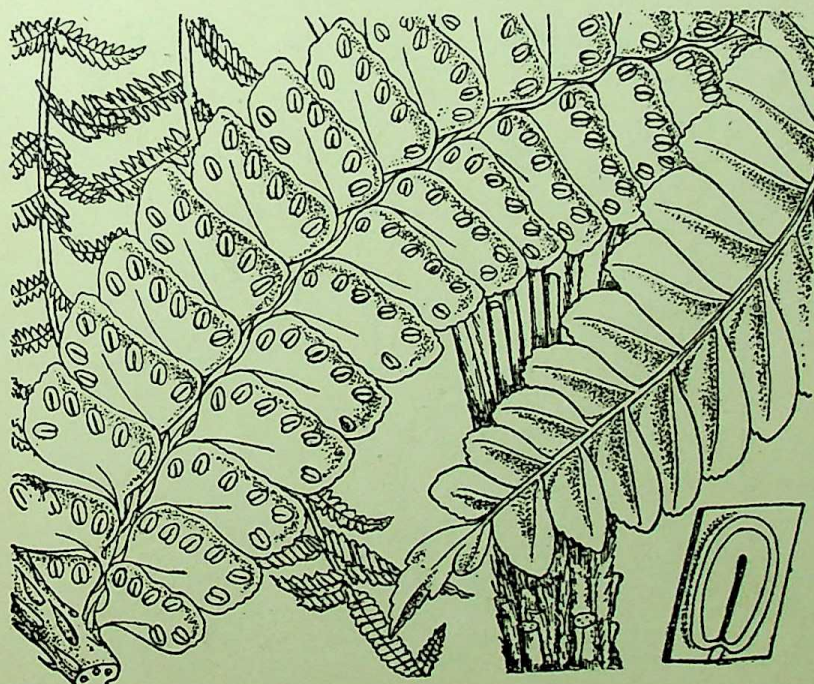


662. *Avena sativa* Linn. (যাই)

ভারতীয় বনৌষধি

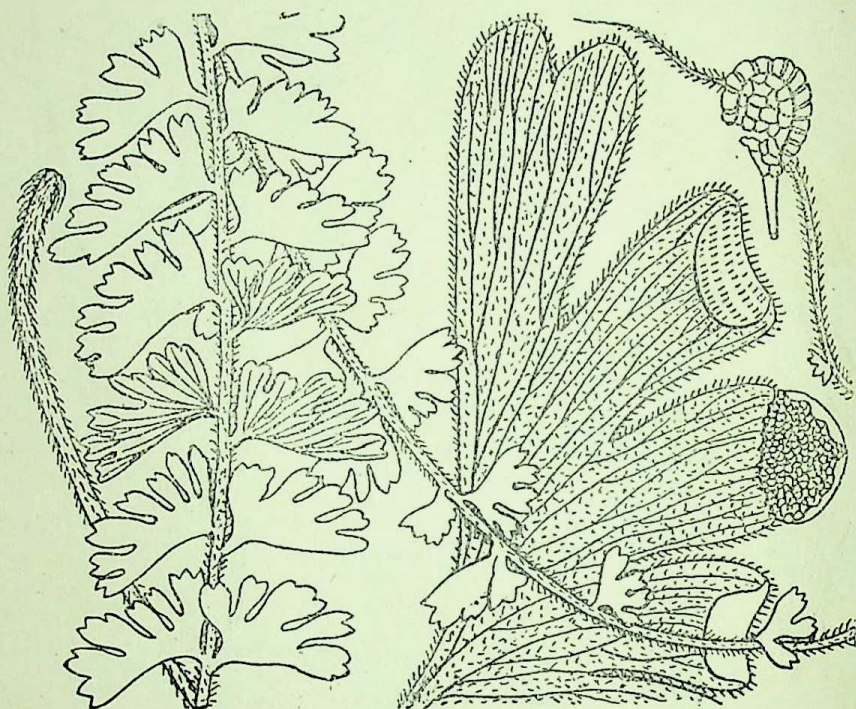


663. *Coix lacryma Jobi* Linn. (গড়গড়ে)

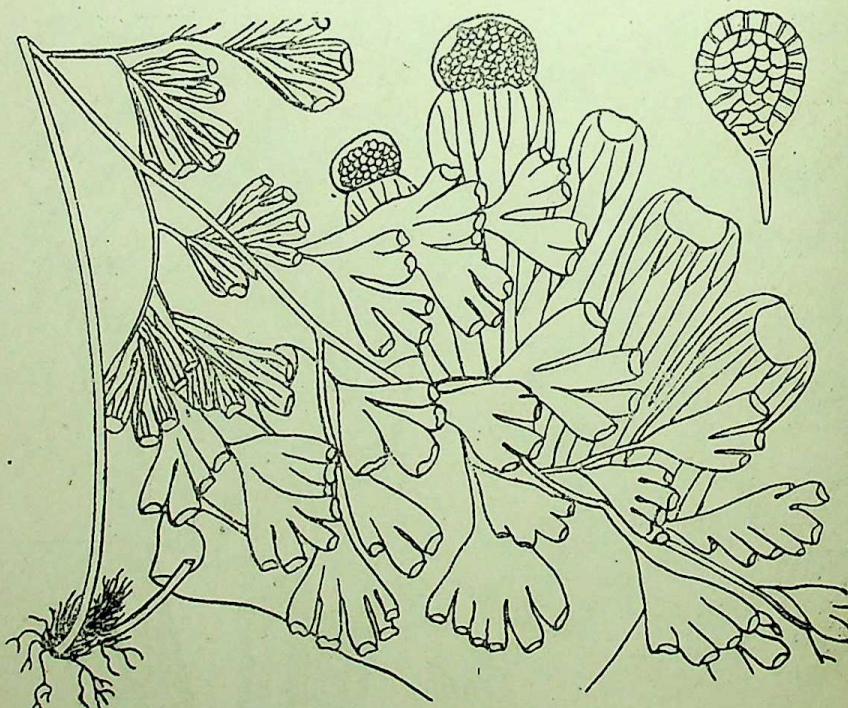


664. *Adiantum lunulatum* Burm. (কালিবাঁট)

ভারতীয় বনৌষধি

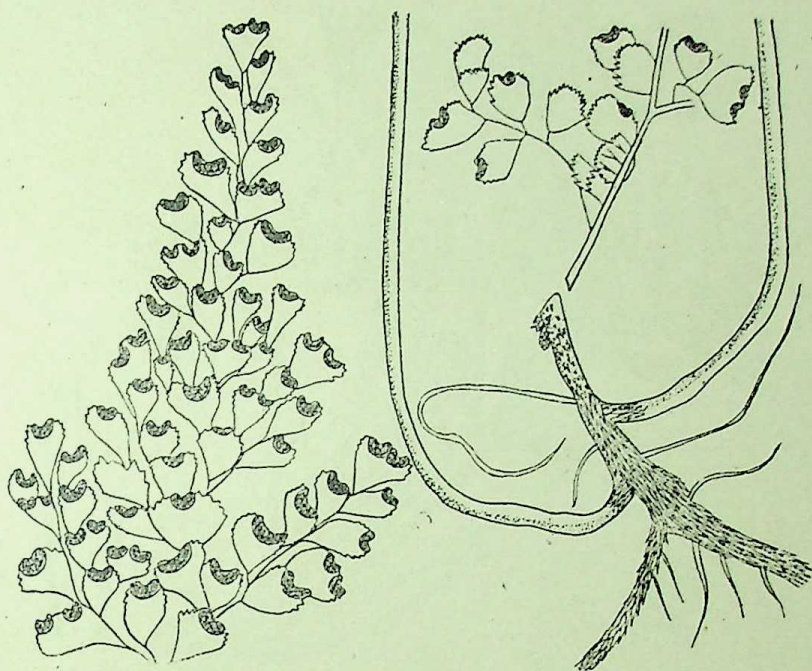


665. *Adiantum caudatum* Linn. (ময়ূরশিখা)



666. *A. capillus-veneris* Linn. (হংসপদী) Eng. Maidens Hair.

ভারতীয় বনৌষধি

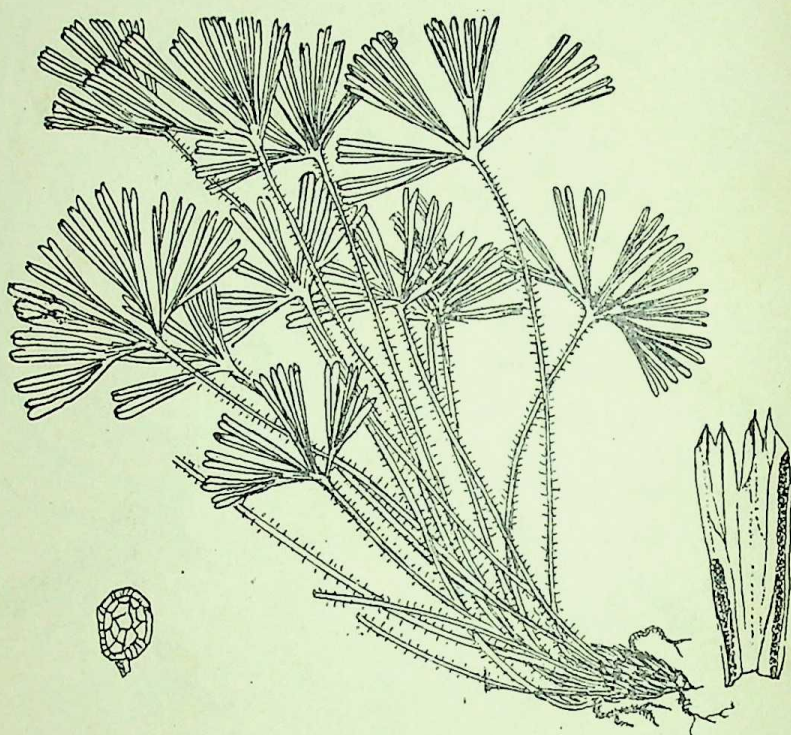


667. *Adiantum venustum* Don. (হংসরাজ)

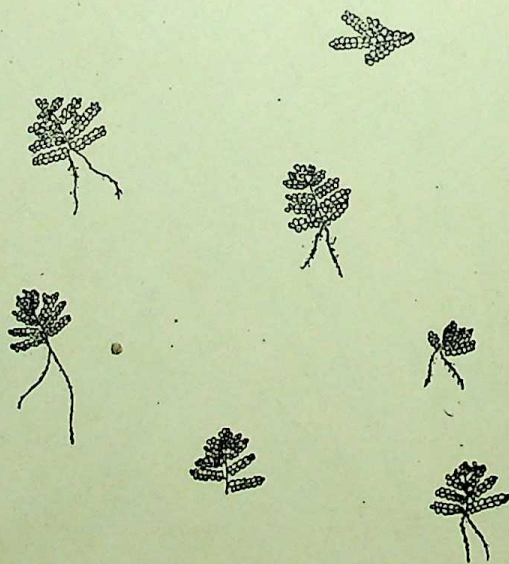


668. *Polypodium quercifolium* Linn. (শুক্লর)

ভারতীয় বনৌষধি

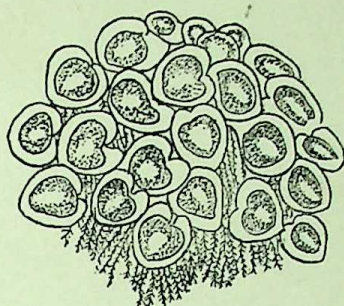


669. *Actinopteris dichotoma* Forsk. (ময়ূরপঙ্খী)

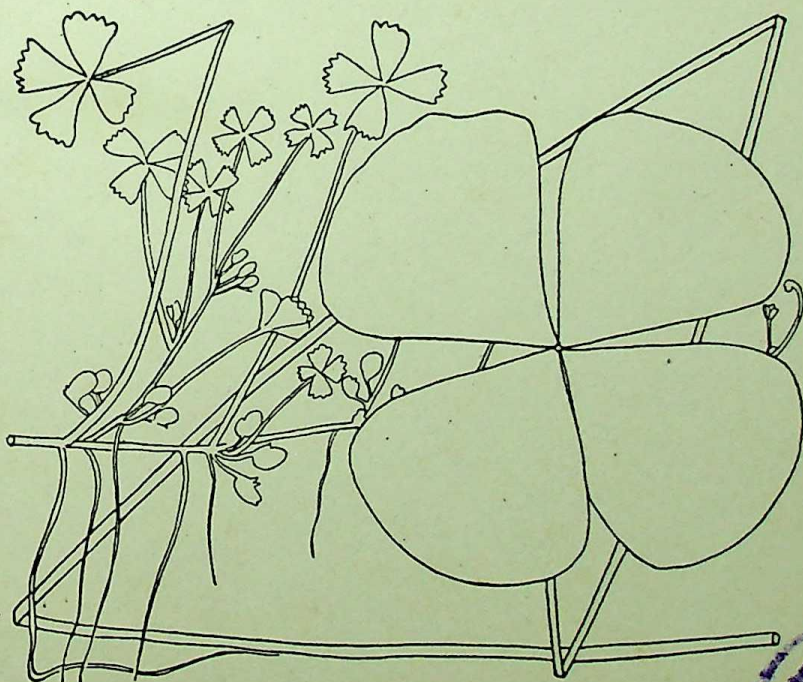


670. *Azolla pinnata* Lamk. (পানি)

ভারতীয় বনৌষধি



671. *Salvinia cucullata* Roxb. (ইন্দুরকানি পান)

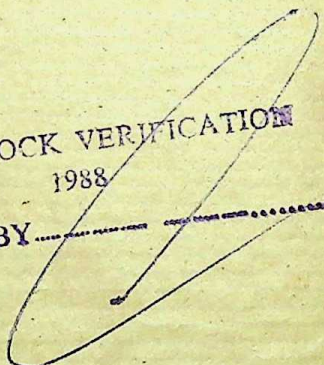


672. *Marsilea quadrifolia* Linn. (স্নবুনি শাক)

43-1754B.

SAMPLE STOCK VERIFICATION
1988

VERIFIED BY.....



PAYMENT PROCESSED
Vide Bill No. 34 Dated 14/10/1977
Anis Book Binder

